গহ্ন আনন্দ চিন্তন

প্রথম ভাগ

গহন আনন্দ চিন্তন

প্রথম ভাগ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের চতুর্দশ সংঘাধ্যক্ষ
পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ কর্তৃক
সাধক ও ভক্তদের জিজ্ঞাসা সমাধানের জন্য প্রেরিত পত্র
এবং বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী এবং ভক্তদের স্মৃতি সংকলন

সম্পাদক
স্বামী বিশ্বনাথানন্দ

সংকলন এবং পরিকল্পনা
স্বামী তৎপরানন্দ

রামকৃষ্ণ আশ্রম
রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, হোটেল করণী ভবন প্যালেস-এর নিকট,
করণীনগর, লালগড়, বীকানের ৩৩৪০০১ (রাজস্থান)
দূরভাষ ঃ ০১৫১-২৫২৯৪২৯ মোবাইল ঃ ০৯৬১০৪৪৯২২১
ই-মেল ঃ rkabikaner@gmail.com

Gahan Anand Chintan (Bengali), Set of 2

ISBN : 978-93-5351-789-2

বিতরক ঃ

অদ্বৈত আশ্রম
৫ ডিহি এন্টালি রোড, এন্টালি, কোলকাতা,
পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ০১৪, ভারত

সহ-সম্পাদনায় ঃ

স্বামী নিষ্ঠানন্দ, বেলুড় মঠ, স্বামী বেদানুরাগানন্দ, রহড়া
স্বামী উর্জিতানন্দ, ব্রহ্মচারী তুরীয়চৈতন্য, নরেন্দ্রপুর
সুশীল মন্ডল, সমিত কুমার বাগ, নরেন্দ্রপুর
চিন্ময়ী সেনগুপ্ত, দিল্লি, অনমিতা ভট্টাচার্য্য, মুম্বাই
শ্রুতি প্রামাণিক, লক্ষ্ণৌ, অলকানন্দা দিদি, খোন্‌সা, ঈপ্সিতা চক্রবর্তী, কোলকাতা
দেবরাজ মিত্র, কোলকাতা, অতুন বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া
রূপন দত্ত, বেলুড় এবং অন্যান্য অনুরাগী ভক্তবৃন্দ

মুদ্রক ঃ

সৌমেন ট্রেডার্স সিণ্ডিকেট
৯/৩, কে. পি. কুমার স্ট্রীট, বালি, হাওড়া
ই-মেল ঃ stsbally@gmail.com

সমর্পণ মূল্য ঃ ২০০০ টাকা (শোভন সংস্করণ)
১০০০ টাকা (সাধারণ সংস্করণ)

উৎসর্গ

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, বেলুড় মঠের

ষোড়শ সংঘাধ্যক্ষ

পরম পূজনীয়

শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজের

শ্রীকরকমলে

ভক্তিপূর্ণ প্রণাম সহ

তৎপরানন্দ

এবং

ভক্তবৃন্দ, রামকৃষ্ণ আশ্রম, বীকানের





শ্রীরামকৃষ্ণদেব



শ্রীমা সারদাদেবী



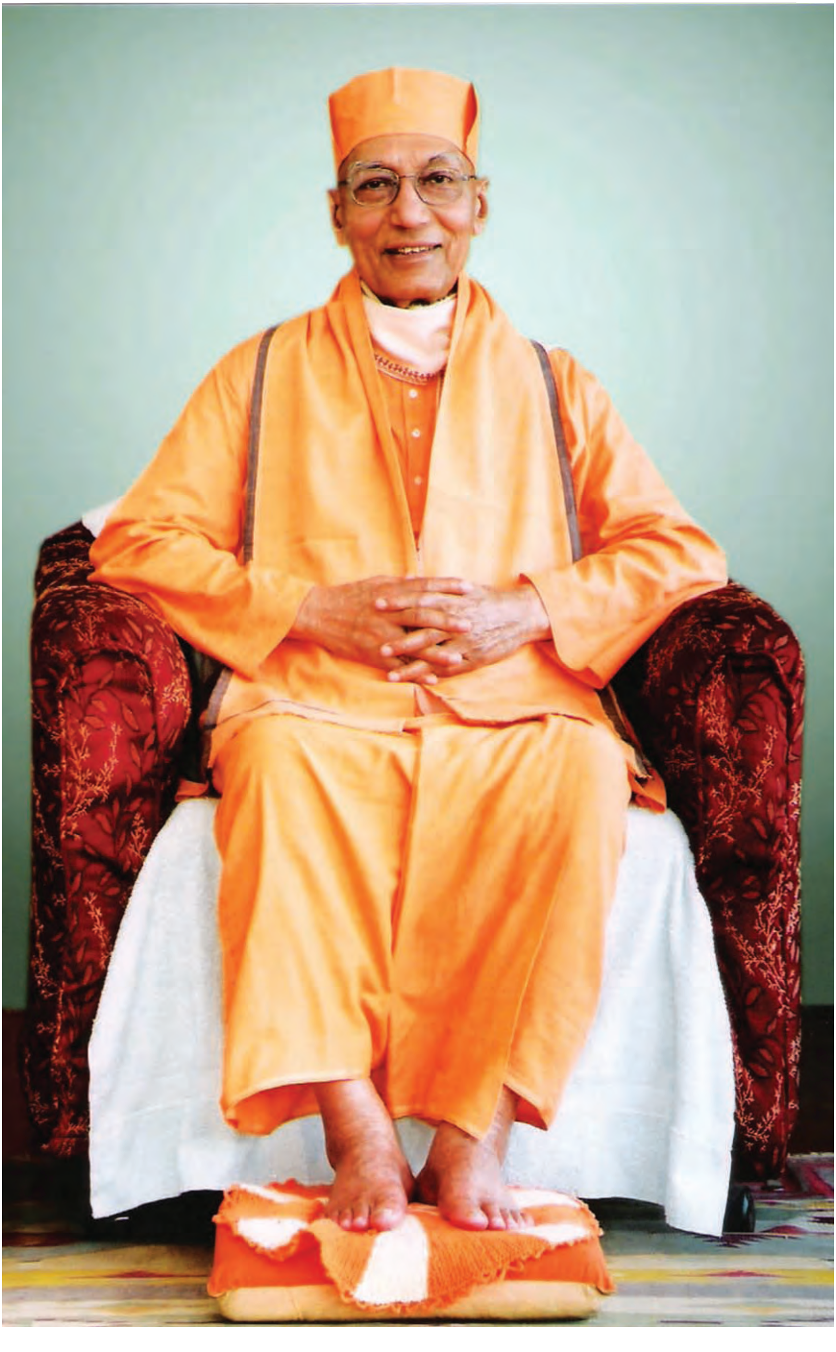
স্বামী বিবেকানন্দ



স্বামী বিরজানন্দ







সূচিপত্র



আশ্বাস বাণী

'যাদের শেষ জন্ম তাদের এখানে আসতেই হবে'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

রামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড় মঠ, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১ ২০২

গুরুপূর্ণিমা ২০০৭

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

মহামতি ব্যাসদেবের আবির্ভাবতিথি গুরুপূর্ণিমারূপে পালিত হয়। ব্যাসদেবের মধ্যে প্রকাশিত শ্রীভগবানের গুরুশক্তি সর্বাতিশায়িরূপে এত বেশি মানুষকে আধ্যাত্মিক মার্গে প্রবর্তিত করেছিল যা অন্য কোন মনুষ্যশরীরে প্রকাশিত গুরুশক্তির মাধ্যমে হয়নি। তাই ব্যাসের প্রণামমন্ত্রে তাঁর স্তুতি করে বলা হয়েছে

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।।

জ্ঞানের আকর পঞ্চম বেদ মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ ইত্যাদি বহু গ্রন্থ রচনা করে অগণিত মানুষকে তিনি জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন এবং আজও করে চলেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে, ব্যাসদেবের জন্মতিথিতে তো তাহলে তাঁরই পূজা করা উচিত? কিন্তু তা তো হয় না; সকলেই নিজ নিজ গুরুর পূজা করেন। এর উত্তর হল, ব্যক্তি ব্যাসের জন্মতিথি হওয়ায় এই দিনটি গুরুপূর্ণিমারূপে পালিত হয় না। ঐ তিথিতে লৌকিক ব্যাসমূর্তিতে যে অলৌকিক ভাগবতী গুরুশক্তি প্রকাশিত হয়েছিল সেই গুরুশক্তির আবির্ভাবতিথি উপলক্ষেই সবাই স্বগুরু বন্দনায় নিয়োজিত হন, কেননা স্বগুরুতে বিদ্যমান যে গুরুশক্তি তা সেই ব্যাসে প্রকাশিত গুরুশক্তি থেকে ভিন্ন নয়। একই গুরুশক্তি বিভিন্ন মানবীয় গুরুমূর্তিকে অবলম্বন করে প্রকটিত হয়। যেমন একই আকাশ ঘটাবচ্ছেদে ঘটাকাশ, মঠাবচ্ছেদে মঠাকাশ সেইরূপ একই গুরুশক্তি অভিব্যক্তির আধারভূত শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীত হয় মাত্র।

বস্তুত শ্রীভগবানই প্রকৃত গুরু। তিনি মানুষ-গুরুর মাধ্যমে ক্রিয়া করেন। মানুষ গুরু মন্ত্রটি শিষ্যের কানে দেন। তারপর শুরু হয় জগদ্গুরু শ্রীভগবানের লীলা। তারপর তিনিই ভক্তকে হাত ধরে নিয়ে যান। মানুষগুরু মন্ত্র দেন কানে, আর জগদ্গুরু প্রাণে।

গুরুর প্রণামে বলা হয়েছে—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

গুরুর এই মাহাত্ম্য আমরা ভুলে যাই। তাই বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে শাস্ত্র আমাদের সেই মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

গুরুপূর্ণিমার এই পুণ্য লগ্নে শ্রীভগবানের রাতুল চরণে প্রার্থনা জানাই তোমাদের হৃদয়কুঞ্জে তাঁর গুরুশক্তির প্রভাবে জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য, ইত্যাদি নানা সুরভিত পুষ্প প্রস্ফুটিত হোক; এবং সেই পুষ্পে তাঁর নিত্য পূজার মাধ্যমে তোমরা তাঁর কাছে এগিয়ে যাও। বৈদিক ঋষিও প্রার্থনা করেছেন—

উপ ত্বাগ্নে নক্তং দিবে
দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্।
নমো ভবন্ত এধসি।।

(হে অগ্নিদেব! আমরা (অনুষ্ঠাতৃবর্গ) প্রত্যহ দিবা ও রাত্রিকালে বুদ্ধিপূর্ব্বক নমস্কার শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। অর্থাৎ প্রত্যহ সায়ং ও প্রাতঃকালে অগ্ন্যুপস্থান (হবন) দ্বারা তোমার সেবা করিতেছি। এখানে অগ্নি পরমাত্মা।)

শ্রীভগবান অবশ্যই তোমাদের মঙ্গল করবেন। তিনি তোমাদের হাত ধরে আছেন। কারণ, তিনি নিজেও যে বলেছেন, যাদের শেষ জন্ম তাদের এখানে আসতেই হবে। তোমরাও আস্থা রাখ, বিশ্বাস কর। ভগবানকে মনে প্রাণে ডাক এটাই যেন তোমাদের শেষ জন্ম হয়। এটুকু কর। বাকীটা তিনি করবেন। তোমরা এক পা এগোও, তিনি দশ পা এগিয়ে তোমাদের কোলে তুলে নেবেনই নেবেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

(স্বামী গহনানন্দ))
অধ্যক্ষ

সম্পাদকীয় ঃ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের এই পত্রটি গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে নিজের শিষ্যদেরকে লেখা হয়েছে। সেটাতে তিনি গুরুপূর্ণিমার মাহাত্ম্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন আর সবাইদের আধ্যাত্মিক চেতনার উন্নয়ন হেতু প্রার্থনা করছেন। তাই এই পত্রটিকে শ্রীগুরুদেবের ‘আশ্বাস বাণী’ বলে এই গ্রন্থের প্রারম্ভে দেওয়া হয়েছে।

প্রকাশকের কলমে

'গুরুশক্তির প্রবাহ'

(বাংলা সংস্করণের ভূমিকা)

শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তি শ্রীমা সারদাদেবীর কৃপাধন্য স্বামী বিরজানন্দ (কালীকৃষ্ণ মহারাজ) ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ। স্বয়ং মা-ঠাকরুণ তাঁকে মহামন্ত্র-প্রদানের চাপরাশ ও সেই সম্পর্কে নির্দেশাদিও দেন। পরবর্তীকালে কালীকৃষ্ণ মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। একদিন বেলুড় মঠে ঠাকুর-ঘরে-ধ্যানান্তে স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী বিরজানন্দকে নিজের কাছে বসিয়ে শক্তি-সঞ্চার করেছিলেন। জগজ্জননী শ্রীমা সারদাদেবী ও যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ আশীর্বাদপুষ্ট স্বামী বিরজানন্দের মধ্যে বিকশিত গুরুশক্তি সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি ছিলেন দুই মুখওয়ালা কামানের (Double Barreled Gun) তুল্য—অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন। এই প্রসঙ্গে জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসীর মন্তব্য ঃ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী—এই উভয় মহাশক্তি কালীকৃষ্ণ মহারাজের মধ্যে ক্রিয়াশীল দেখি আমরা।

সঙ্ঘাধ্যক্ষরূপে ব্রতী হবার পর ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্বামী বিরজানন্দ ভুবনেশ্বর মঠে শুভ পদার্পণ করেন। সেই সময় তিনি ব্রহ্মচারী নরেশকে (পরবর্তীকালে স্বামী গহনানন্দ) মন্ত্রদীক্ষা দান করেন। নরেশ মহারাজ নিজগুরুর কাছ থেকে যথাক্রমে পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, একদিন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তদানীন্তন সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী নির্বাণানন্দ ব্যক্ত করেন যে তিনি স্বামী গহনানন্দের মধ্যে গুরুশক্তির প্রকাশ দেখছেন।

১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্বামী গহনানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হন। শ্রীজগন্নাথদেবের শুভ স্নানযাত্রার পুণ্য দিন (নিজগুরুর শুভ জন্মতিথি) থেকে তিনি অধ্যাত্ম পিপাসুদের মন্ত্র-দীক্ষা দান করা শুরু করেন। চতুর্দশ সঙ্ঘগুরুরূপে স্বামী গহনানন্দ সঙ্ঘের ব্রতীদের পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস-মন্ত্র দান করে কৃতার্থ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে এইভাবেই গুরুশক্তির প্রবাহ পরম্পরাক্রমে চলে আসছে। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অমোঘ শক্তিই প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন সঙ্ঘগুরু মূর্তিতে।

রামকৃষ্ণ আশ্রম, বীকানেরে এমন একটা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের বাঙ্ময় সেবা করার সুযোগ পাওয়ার জন্য নিজেকে ধন্য মনে করছে। যারা এই মহৎ কাজের জন্য নিজের সময় ও অর্থ দান করেছেন, তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে কোনো সংশয় নেই আর যারা নিত্য পাঠ করবেন তাঁদের নিজস্ব জীবনে আমাদের পাবন ত্রিমূর্তি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও বীর সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীস্বামীজি মহারাজকে আরও কাছে পাবেন। নিশ্চয়ই পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের শিষ্যদের এই প্রকাশন ভালো লাগবে, সব কিছু সম্ভব হতে পেরেছে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসিবৃন্দদের, শ্রীশ্রীসারদা মঠের বরিষ্ঠ মাতাজীদের আশীর্বাদে, পুজ্য মহারাজের শিষ্যদের এবং ভক্তদের পরামর্শেই। তাঁদেরকে রামকৃষ্ণ আশ্রম বীকানের পরিবারের ভক্তিপূর্ণ প্রণতি। তাঁদের কাছে এটাকে আরও সমৃদ্ধ করে দেবার জন্য ভবিষ্যতের প্রকাশন হেতু এরকম উপলব্ধ চিঠি, স্মৃতি ও ছবি পাঠাবার জন্য নিবেদন করে রাখছি।

পূজ্যপাদ স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও স্বামী তৎপরানন্দজীর ভূমিকাকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই, তাঁদের জন্য এই আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রবাহতে অল্পই হোক না কেন, কিছুটা যোগদান করতে সম্ভব হল।

সবাইকে আমার সাধুবাদ।

৭ই মে ২০১৯
অক্ষয় তৃতীয়া

অর্জুন সিং
সচিব, রামকৃষ্ণ আশ্রম বীকানের
মোবাইল ঃ ৯৬১০৪৪৯২২১
৯৮২৮৫৭১২৪৫

প্রকাশকের কলমে

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন...'

('গহন আনন্দ চিন্তন'—হিন্দী সংস্করণ থেকে)

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।
—৩৪।৪ শ্রীমদভাগবতগীতা

তুমি গুরুর সম্মুখে গিয়ে সত্য কি, তা জানার জন্য সচেষ্ট হও। বিনয় সহকারে গুরুকে জিজ্ঞাসা করো এবং ওনার সেবা করো। উনি আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি, স্বয়ং জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং উনি তোমাকে সত্যদর্শন করাতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতগীতোক্ত এই শ্লোকটি আধ্যাত্মিক জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণের প্রতি যথার্থভাবেই প্রযোজ্য। তাঁদের হস্তে এই পুস্তকটি সমর্পণ করতে পেরে আমি অপার আনন্দ অনুভব করছি।

রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের চতুর্দশতম সংঘাধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ মাত্র কয়েক বছর আগে মহাসমাধি লাভ করেছেন। পরমপূজ্য মহারাজজী তাঁর পত্রাবলীর মধ্য দিয়ে তাঁর ভক্ত ও অধ্যাত্মপিপাসু ব্যক্তিদের নানা সমস্যা সংকুল পরিস্থিতি এবং বহু প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন যা আমরা স্বামী তৎপরানন্দজীর তত্ত্বাবধানে হিন্দী, বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে 'গহন-আনন্দ-চিন্তন' শীর্ষক পরিবেশনায় ছবি, চলচ্চিত্রসমেত প্রাপ্ত হয়েছি। এখন সেগুলির একটি সংকলন গ্রন্থ সর্বপ্রথম তাঁরই নির্দেশনায় ব্যাঙ্গালোর নিবাসী শ্রী সাত্ত্বিক জোগলেকর, শিবপুর নিবাসী শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী দীপা দে এঁদের সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়েছে যেটি শুধুমাত্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী ভক্ত ও সাধু মহলেই নয়, বিভিন্ন

ধর্মের সাধকবর্গকেও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। পরমপূজ্য মহারাজজীর এই পত্রাবলী প্রকাশনার ব্যাপারে ভক্তগণের বিপুল উৎসাহ ও আগ্রহ থেকে এটি প্রতিপন্ন হয় যে তাঁরা এই সংকলন গ্রন্থ থেকে মানসিক শক্তি ও অনুপ্রেরণা লাভ করছেন। এই সমগ্র প্রচেষ্টার সুস্বাদু ফসলটি সর্বসাধারণের করকমলে অর্পণ করা হল।

পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সন্ন্যাসী স্বামী তৎপরানন্দজী মহারাজ যখনই বিকানের আসতেন, তখন আশ্রমে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ওনার প্রবচনের আয়োজন করা হত। ওনার প্রবচন থেকে ভক্তগণ খুবই অনুপ্রাণিত হতেন। স্বামী তৎপরানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশনের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী ও ভক্তগণকে প্রেরিত ওনার গুরুদেব স্বামী গহনানন্দজীর চিঠিপত্রের ফটোকপি প্রায়ই দেখাতেন। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী তৎপরানন্দজীর লেখা একটি পুস্তিকা 'হমারী সনাতন উপাসনা পদ্ধতি' বিকানের আশ্রমের পরমপূজ্য স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী মহারাজ প্রথম প্রকাশ করেন। সেসময় তিনি পরম-পূজ্য স্বামী গহনানন্দজীর চিঠিপত্রগুলির প্রকাশনার ব্যাপারেও আলোকপাত করেন। তিনি বলেন যে এই পত্রাবলী যদি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তবে ধর্মজীবন গঠনের পথে তা খুবই কার্যকরী হবে। যেহেতু রামকৃষ্ণ আশ্রম, বিকানের বেলুড়মঠের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের সঙ্গে সংযুক্ত তাই বিকানের আশ্রমের সাধুগণ সিদ্ধান্ত নিলেন যে বেলুড়মঠের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সম্মতিক্রমেই এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব। স্বামী তৎপরানন্দজী মহারাজ সেইমত বেলুড়মঠের তৎকালীন মহাসচিব মহারাজ পরমপূজ্য স্বামী সুহিতানন্দজীর কাছে তাঁর 'গহন-আনন্দ-চিন্তন' পুস্তকটি প্রকাশনার ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করেন। পরমপূজ্য সুহিতানন্দজী মহারাজও সম্পূর্ণ পুস্তকটির পাণ্ডুলিপি অবলোকন করে বলেন যে এটি পুস্তকাকারে বিশেষত হিন্দী, ইংরেজী ও বাংলা এই তিন ভাষায়

প্রকাশিত হলে সাধু সমাজ ও ভক্তমণ্ডলী এই পুস্তক থেকে খুবই উপকৃত হবেন। এ ব্যাপারে তদানীন্তন সহ-সচিব (এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী) মহারাজ স্বামী বলভদ্রানন্দজীর সহযোগিতাও পুস্তকটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমাদের পথ প্রদর্শন করে।

এই সংকলন গ্রন্থটিতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্দশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের ৩৭৫ টি পত্রের* সমাবেশ করা হয়েছে। (বর্তমানে বাংলায় আরও বেশ কিছু পত্র সংযোজিত হয়েছে) যার মধ্যে একটি সংস্কৃত ভাষায় এবং বাকিগুলি অর্থাৎ ৩৭৪ টি হিন্দী ভাষায় লেখা। অর্থাৎ ভক্তগণ যদি প্রতিদিন একটি করে পত্রও অধ্যয়ন করে তবে এক বৎসর পর্যন্ত তা পাঠ করতে পারবে। অনেক গণ্যমান্য ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পূজ্যপাদ মহারাজের বিভিন্ন ফটোগ্রাফ এবং তাঁদের স্মৃতিকথা প্রেরণ করেছেন আমাদের কাছে। তাঁদের সবাইকে আমাদের সকৃতজ্ঞ আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বহু চিত্র এবং স্মৃতি-কথা এই গ্রন্থে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি তার মূল কারণ, প্রকাশের অযোগ্যতা নয়, তার কারণ গ্রন্থে স্থান সঙ্কুলানের অভাব। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এগুলি প্রকাশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রইলো।

রামকৃষ্ণ মিশনের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীগণের অন্যতম স্বর্গীয় স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী মহারাজের তৎকালীন নিবাসস্থান ছিল বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম। কিন্তু ১৯৯৫ সাল থেকে বীকানের আশ্রমের পুস্তক প্রকাশনা ইত্যাদি সকল প্রকার কর্মসূচী ও তিনি তাঁর সুদক্ষ নির্দেশনায় পরিচালনা করতেন। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে তিনি শ্রীরামচরিতমানস এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারা প্রচার ও প্রসারের জন্য তাঁর অমূল্য সময়ের বেশীরভাগটাই বীকানের আশ্রমে অতিবাহিত করেন। এর মূলে ছিল আশ্রমের

*বর্তমান বাংলা সংস্করণে মোট পত্র সংখ্যা ৩৮৩ যার মধ্যে একটি সংস্কৃত ভাষায়। তার মধ্যে ৫টি পত্র হিন্দী সংস্করণে দুবার মুদ্রণ হয়েছিল সেটাকে বদলে দেওয়া হয়েছে। আর নতুন কিছু যুক্ত করা হয়েছে।

প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা। পূজ্যপাদ মহারাজজী তাঁর জীবদ্দশায় এই পত্রাবলীর ভাষার প্রতি নিজ মার্জিত অবলোকন দৃষ্টি প্রদান পূর্বক একটি সুন্দর সুচারু পথ প্রদর্শন করেন। বীকানের আশ্রমের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ক্ষেত্রে স্বামী নিখিলাত্মানন্দজীর এই প্রতিদান, এই সেবাকার্য রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম সর্বদা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ মহারাজগণ তাঁদের নিত্যদিনের মধ্যেও এই গ্রন্থের জন্য তাঁদের আশীর্বাণী, স্মৃতিকথা ইত্যাদি লিখে পাঠিয়েছেন এবং অগণিত ভক্তগণকে অনুপ্রাণিত করেছেন। সেই সমস্ত প্রাচীন প্রাতঃস্মরণীয় সন্ন্যাসীবৃন্দকে বীকানের রামকৃষ্ণ আশ্রমের ভক্তদের তরফ থেকে এবং প্রকাশকের তরফ থেকে ধন্যবাদ ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই। পূজনীয় স্বামী তৎপরানন্দজী মহারাজ যিনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করার পূর্বেই এই আশ্রমের সদস্য এবং কার্যকরী সমিতির অন্যতম প্রধান ছিলেন। তিনি অত্যন্ত যত্নসহকারে পরম শ্রদ্ধাপূর্বক এই গ্রন্থটির আদ্যোপান্ত সংকলন, লেখন ও সম্পাদনা তথা প্রকাশনার কাজ সুসম্পন্ন করেন। সেইসঙ্গে প্রয়োজনানুসারে বাংলা, ইংরেজী, তামিল, গুজরাটি, মারাঠি, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষায় লেখা অধিকাংশ পত্রেরই হিন্দী অনুবাদ করেন। ওনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। এই শুভ অবসরে এই আশ্রমের সংস্থাপিকা এবং পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা রামকৃষ্ণলোকগতা পূজনীয়া মাতা পী তনকম্মাকে আশ্রমের ভক্তগণের তরফ থেকে আমরা আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি, যাঁর ত্যাগ ও তপস্যাপূত জীবন আমাদের সকলকে রামকৃষ্ণ ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত এবং এই ধারার অনুগামী হতে প্রেরণা প্রদান করেছে। রাজস্থানের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী বসুন্ধরা রাজে-কেও আমাদের সাধুবাদ জানাই যিনি তাঁর অত্যন্ত ব্যস্ততম জীবনের অমূল্য কিছু সময় আমাদের দান করে তাঁর সাত্ত্বিক স্বভাব এবং নেতৃত্ব প্রদানের সফলতার মূলোদ্ঘাটন করেন। আশ্রমের অন্যতমা ট্রাস্টি সদস্যা বীকানের রাজমাতা

শ্রীমতী সুশীলা কুমারী জী সাহেবাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই। পুণ্যবতী এই মহিলার সুপুণ্যেই বীকানেরের সমস্ত ভক্ত সৎসঙ্গপ্রেমী মানুষজন রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে আগত অসংখ্য মহাপুরুষগণের সৎ-সান্নিধ্য লাভ করে নিজেদের জীবন ধন্য করেছে। কারণ এই পুণ্যবতী রাজমাতার ২.২১ একর জমির অনুদানেই আশ্রম গড়ে উঠেছে। এই রামকৃষ্ণ আশ্রম যা সাধুজীবনের পবিত্র চিন্তাধারা এবং সৎ জীবনযাপন পদ্ধতির এক উদাহরণ স্থল হিসেবে ভক্তগণকে চির অনুপ্রেরণা প্রদান করতে থাকবে। স্বামী তৎপরানন্দজী মহারাজের গৌরবময়ী মাতা, সুপুত্রজননী কর্মঠ ও স্নেহময়ী শ্রীমতী পদ্মাদেবী খত্রী যিনি রাজস্থানী ভাষায় তাঁর আশীর্বাদ প্রদান করে আমাদের ধন্য করেছেন, তাঁকেও আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

সৌমেন ট্রেডার্স সিন্ডিকেট, বালী-হাওড়া নিবাসী শ্রী হীরক দাস, তার ছোটোভাই শ্রী সৌমেন দাস এবং তাঁদের সমস্ত সহকর্মীবৃন্দের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য তাঁদের প্রতি আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটির মূল প্রচ্ছদ অলংকরণের জন্য কলকাতা নিবাসী শ্রী গৌতম গুপ্তা এবং শিল্প-নির্দেশনা তথা উপদেষ্টা হিসাবে তাঁরই ধর্মপত্নী, বরিষ্ঠ অধ্যাপিকা মমতাময়ী শ্রীমতী রুম্‌কী গুপ্তাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের ব্যস্ততম কর্মজীবনের মধ্যেও এই কাজটিতে প্রয়োজনানুযায়ী সময় ব্যয় করার জন্য। সম্পূর্ণ গ্রন্থটির প্রতিলিপি (প্রুফ) সংশোধন, গ্রন্থন ইত্যাদি কর্মে শ্রী মোহন থানবী, ডঃ গজেন্দ্র সিং মনোহর, ব্রহ্মচারী নির্মল প্রভৃতির সযত্ন সহায়তার জন্য তাঁদেরও আমরা সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

স্বামী তৎপরানন্দজী মহারাজের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের বহু ভক্ত ও শিষ্যগণের সহৃদয় আর্থিক অনুদানে এই গ্রন্থ-প্রকাশনার কাজটি অনেক সহজ হয়েছে। ওনাদের প্রতি আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ। এ সমস্ত প্রাপ্তিস্বীকার সত্ত্বেও গ্রন্থটির সমস্ত ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রন্থটির মূল্য কিছু অধিকই রাখতে হয়েছে। কিন্তু অধ্যয়ন ও

সৎসঙ্গপ্রেমী ভক্তগণ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত অপারগতা উদারতার সঙ্গে বিবেচনা করবেন বলে আমরা মনে করি।

দেবতার পূজার জন্য যাঁরা চন্দন ঘর্ষণ করেন এবং যাঁরা পুষ্পচয়ন করেন, উভয় ব্যক্তিগণই যেমন তাঁদের অজান্তেই সুবাসিত ও প্রফুল্লিত হন, সেই রকম এই গ্রন্থের জন্য যাঁরা প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁরাও তাঁদের অজ্ঞাতসারেই এই গ্রন্থের ঐশ্বরিক মাধুর্য্যকে আস্বাদন করেছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। সকলের মঙ্গল প্রার্থনার সঙ্গে—

শ্রীরামকৃষ্ণ জয়ন্তী ২০১৮

অর্জুন সিং
সচিব, রামকৃষ্ণ আশ্রম বিকানের
মোবাইল ঃ ৯৬১০৪৪৯২২১
৯৮২৮৫৭১২৪৫

সম্পাদকের কলমে

('গহন আনন্দ চিন্তন'—বাংলা সংস্করণ)

'গহন আনন্দ চিন্তন' নামে ইতিপূর্বে রামকৃষ্ণ আশ্রম, বিকানের রাজস্থান হতে হিন্দি ভাষায় পরম পূজ্যপাদ গহনানন্দজীর দীক্ষিত ভক্তমণ্ডলী ও বিশিষ্ট সন্ন্যাসীমণ্ডলীর স্মৃতি সঞ্চয়ন ও পূজ্যপাদ মহারাজের ভক্তমণ্ডলীকে লেখা পত্রাবলী সংযুক্ত একখানি সুন্দর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থখানির সংকলন ও পরিকল্পনায় গুরুগতপ্রাণ স্বামী তৎপরানন্দজী। এঁর উদ্যম, শ্রম ও অধ্যবসায়ে গ্রন্থখানি বিশিষ্ট ভক্ত মহলে বেশ আদৃত হয়েছে। এই সঙ্গে গ্রন্থখানিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে সম্পাদক হিসাবে রয়েছেন শ্রী মোহন থানবী। এঁদের যুগ্মভাবের শ্রম ও সাধনায় গ্রন্থখানি মহারাজের অন্তরের বিপুল ঐশ্বর্য্যের দ্বারোদ্ঘাটিত হয়েছে—এতদিন যা ছিল লোক লোচনের অন্তরালে। এরপর তৎপরানন্দজীর মস্তিষ্কে আসে ঐ গ্রন্থখানির কিছু কিছু বাংলায় অনুবাদ করে ও ইতিপূর্বে প্রকাশিত বাঙ্‌লায় যাঁদের লেখা বিভিন্ন কারণে ঐ গ্রন্থে স্থান পায় নাই তাঁদের ব্যক্তিগত স্মৃতি ও পূজনীয় মহারাজের পত্রাবলী নিয়ে হিন্দির মত এক বাঙ্‌লা সংস্করণ প্রকাশ করা। একান্ত একক উদ্যোগে, নিরলস প্রয়াসে বাস্তবায়িত হল তৎপরানন্দজীর গুরুভক্তির নিদর্শন 'গহন আনন্দ চিন্তন'-এর বাংলা সংস্করণের প্রকাশ।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চতুর্দশ অধ্যক্ষ। 'গহন আনন্দ চিন্তন' গ্রন্থটি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে সাধু ভক্তের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ভারতবর্ষ একটি প্রাচীন দেশ। এই দেশের প্রাণশক্তি আধ্যাত্মিকতা। ভারতের বেদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, সাধু মহাত্মাদের জীবনী তথা উপদেশাবলী, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্পকলা ইত্যাদি প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে। বর্তমানে ও দেশের বিজ্ঞান ভাবনা, কৃষি বাণিজ্যের উন্নয়ন, নারী শিক্ষার প্রচার প্রসার, অনুন্নতশ্রেণীর জন্য শিক্ষা সহ অর্থনৈতিক কল্যাণভাবনা, পৃথিবীর এক গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে বিশ্ব

স্বীকৃতি—ভারতের ঐতিহ্যের সাক্ষী। অপরদিকে হারিয়ে গেছে মানুষের মানবিক মুখ, হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষে দীর্ণ-বিদীর্ণ বিরাট মনুষ্য সমাজ। যে কোনো উপায়ে অর্থ, বিত্ত, সম্পদের অধিকারী হওয়া এক অসম প্রতিযোগিতা। কোথায় সেই পারস্পরিক প্রীতির বন্ধন? কোথায় সহযোগিতা-সহমর্মিতা? আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা জীবনের মূল্যবোধকে কবর দিয়েছে। তাই পূজ্যপাদ গহনানন্দজীর ভক্ত শিষ্য-শিষ্যা, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী মণ্ডলীর স্মৃতিকথা ভবিষ্যৎ সাধু ভক্তদের জীবনকে একটা আদর্শবোধ—সৎ, পবিত্র জীবনের প্রেরণা ও উৎসাহ দেবে। পূজ্যপাদ মহারাজের স্মিত হাসিটুকু, সদাতুষ্ট মানসিকতা, কর্মে নিষ্ঠা, প্রবল উৎসাহ, অপরাজেয় মনোবল, আর তাঁর Bulldog Tenacity—আমাদের কাছে একটা বিস্ময়। লোক লোচনের অন্তরালে একটি অপূর্ব জীবন—যাকে আমরা বলি দিব্য জীবন তা অনেকের লেখায় প্রকাশিত হয়েছে—'গহন আনন্দ চিন্তন'—ধীরে ধীরে ধ্যানের বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। আমরা যারা তাঁকে দীর্ঘদিন কাছ থেকে দেখেছি—আমরা মুগ্ধ হয়েছি. কত দুখী ভুখী মানুষের অন্তর্বেদনার তিনি অংশ ভাগী ছিলেন। অখ্যাত জনের মর্মের বেদনা তিনি অনুভব করতেন—বলতেন তাঁর বড় পরিবার—যে পরিবারের নাম 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান।' মহারাজের অনন্য জীবনের অনুধ্যান-তথা স্মৃতি সম্ভাবের সৌরভ বহু মানুষকে কর্মে প্রেরণা দেবে, ধর্মে অবিচল নিষ্ঠা দেবে—দেবে সততায়, মমতায় জীবন যাপনে উৎসাহ। তাঁর শিব জ্ঞানে মানব সেবা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মহান বাণীর আক্ষরিক প্রতিফলন।

পূজনীয় মহারাজের বিদেশ ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতাও উল্লেখযোগ্য। বহু দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন ঠাকুর, মা, স্বামীজীর জীবন ও বাণীকে তাঁহাদের কাছে তুলে ধরার জন্য। কৃপা বিতরণ করেছেন, মন্ত্র দীক্ষা দিয়েছেন যথার্থ প্রার্থীদের। ঐ দেশে বহু মানুষ তাঁর মধুর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হন। এই সঙ্ঘের আদর্শ ও লক্ষ্য বিষয়ে তাঁর ছিল অটল বিশ্বাস। দৈনন্দিন জীবনে তিনি কর্ম ও ধর্মের সমন্বয় সাধন করে আমাদের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর জীবনে সেবা, স্বাধ্যায়, সাধন, সংযম এবং সত্য—মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছেন মহারাজের শিষ্যশিষ্যাগণ। ভারতবর্ষের বাইরে—বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, মরিশাস, ফিজি, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, আমেরিকা, কানাডা, রেঙ্গুন, ইংল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী প্রভৃতি দেশে অল্প বিস্তর প্রার্থীকে মন্ত্র দীক্ষা দান করেন। ভারতবর্ষেও বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রে তিনি দীক্ষা দান করেছেন।

আমাদের 'গহন আনন্দ চিন্তন' সংখ্যাটি চিঠি-পত্র প্রধান। বাংলা ছাড়া ওড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটী, তামিলনাড়ু ও ইংরাজি হতে বাঙলায় অনুবাদ। মোট চিঠির সংখ্যা প্রায় তের হাজার। এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে প্রায় চার শত। পত্রগুলির মাধ্যমে পূজ্যপাদ মহারাজ লেখক, লেখিকাদের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান করেছেন। আধ্যাত্মিক জীবনের উপদেশ নির্দেশ দিয়ে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন পূজ্যপাদ মহারাজ বহু মানুষকে। পত্রগুলির মাধ্যমে পূজ্যপাদ মহারাজের জীবনের মৌলিকত্বের সন্ধান পাওয়া যায়—লক্ষ্য করা যায় তাঁর মানব প্রীতি—বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়—তাঁর জীবন সমর্পিত।

স্বামী তৎপরানন্দজীর তৎপরতায় স্বল্প সময়ে এটি প্রকাশ করা সম্ভব হল। মুখ্য ভূমিকা এঁরই। বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন পূঃ স্বামী দেবরাজানন্দজী, ড. রতিকান্ত ত্রিপাঠী, সৌমেন ট্রেডার্স সিণ্ডিকেটের সত্ত্বাধিকারী ও কর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই তাঁদের কাজে নিষ্ঠার ও সহযোগিতার জন্য। ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

বেলুড় মঠ
১৮/৫/২০১৯, বুদ্ধপূর্ণিমা

স্বামী বিশ্বনাথানন্দ

প্রথম পাঠকের কলম থেকে

(‘গহন আনন্দ চিন্তন’—হিন্দী সংস্করণ থেকে)

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী যা তাঁর পত্রাবলীকে মাধ্যম করে বর্ষিত হয়েছে। সেগুলি যখন পুস্তকাকার লাভ করলো, তখন প্রভুর কৃপায় আমার মত নিতান্ত সাধারণ একজন সেগুলি প্রথম পাঠ করার সৌভাগ্যলাভ করে ধন্য হল; পুস্তকাকার লাভ করার পূর্বেই এই পত্রাবলীর অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্যের আলোক আমার জ্ঞানচক্ষুকে উন্মোচিত করে দেয়। এই পত্রাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে সমগ্র ভক্তমণ্ডলী বিপুল পরিমাণে উপকৃত হবেন সে কথা অনুভব করে আমার সমস্ত শরীর মন পুলকিত হয়ে উঠলো। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকারী পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের এই পত্রাবলীর আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে অভিভূত আমরা তাঁর শ্রীচরণকমলে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। এই পত্রগুলি পাঠ করার সময় আমি এক অবর্ণনীয় অনুভূতি লাভ করি। পরম পূজ্যপাদ মহারাজজীর এই পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে যে গভীর জ্ঞানের আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে, তা আমার মত এক অজ্ঞানী সামান্যতম ব্যক্তিও অনুভব করেছে যে, ভক্তগণকে উদ্দেশ্য করে লেখা হলেও আপামর জ্ঞানপিপাসু সাধারণ মানবের পক্ষে তা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, মহত্ত্বপূর্ণ, শান্তিদায়ক ও মুক্তিপ্রদায়ক।

পরম পূজ্যপাদ মহারাজজীর পত্রাবলীর গভীর জ্ঞানসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে হৃদয়ে পবিত্রতার এক অনাবিল আনন্দানুভূতি তো হয়ই, উপরন্তু কর্মব্যস্ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কিভাবে সদুপযোগ করা যায় তার প্রেরণা আমরা পূজ্যপাদ মহারাজজীর কর্মব্যস্ত জীবন থেকে লাভ করি। পরমপূজ্য মহারাজজী তাঁর দীক্ষিত সন্তানদের এবং শ্রদ্ধাবান জ্ঞান-পিপাসু ভক্তগণকে তাদের নিজ নিজ প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সেই সেই ভাবের উপমাসহ এমন সুদক্ষতার সঙ্গে তাদের পথপ্রদর্শন করেছেন যে সেই সেই

বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণও আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেছেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহারাজের এই সহজ বিচরণ-ক্ষমতা প্রদর্শন করে। এমন মনে হয়েছে যে মহারাজজী যেন জীবনের সেই সেই ক্ষেত্র, সেই সেই বিষয়কে নিজ জীবনেই অনুভব করেছেন। যেমন, পত্র সংখ্যা—৩০৩ নম্বরে পত্রোত্তর লেখার মাধ্যমে স্পষ্টবাদিতা সহজভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। পত্রের জন্য যতখানি প্রয়োজন পূজ্যপাদ মহারাজজী ঠিক ততখানিই বলেছেন। কখনও বিষয়ান্তর করেননি। উদাহরণ-সহ প্রত্যেকটি কথাকে সহজ সরলভাবে উপস্থাপিত করেছেন। সংসার এবং সংসারের মায়া, মোহ, আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম এবং কর্তব্য ও দায়িত্বের ভেদাভেদ, মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, নৈতিকতা এবং নীতিপূর্ণ কথা—এই সবই তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। ধৈর্য্য, উগ্রতা, ক্রোধ, রোষ, আক্রোশ ইত্যাদি প্রকৃতির নিয়মানুসারে আমাদের জীবনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—এসব থাকবেই, কিন্তু নিজেকে সব ব্যাপার থেকে নিরপেক্ষ রেখে চলতে হবে।

শিক্ষার মাহাত্ম্য, নারীপুরুষের সমানাধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে পূজ্যপাদ মহারাজের সুচিন্তিত মতবাদ হৃদয়কে স্পর্শ করে। পত্রাবলীর মাধ্যমে পূজ্যপাদ মহারাজজী অপরাধবোধ এবং সেই অপরাধবোধকে অতিক্রম করে কি করে নৈতিক জীবন যাপন করা যায় তা অতি সুন্দর সূক্ষ্ম বিচারশক্তি দ্বারা বর্ণনা করেছেন। নানারকম সামাজিক সংস্কার, বাক্‌পটুতা, জপ, ধ্যান, শ্রবণ নিয়ম ইত্যাদি বিষয় শুধু উপদেশপূর্ণ বক্তৃতায় নয়, কিন্তু এক সহজ সরল প্রশ্নোত্তর প্রকাশশৈলীতে তা পরিবেশন করেছেন। সাংসারিক জীবন এবং সন্ন্যাস জীবনের অনেক সূক্ষ্মতত্ত্বও মহারাজজীর বক্তব্যে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশভঙ্গী, ভাষাবিন্যাস এবং নিগূঢ় তত্ত্বের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যে যেন স্বয়ং মা সরস্বতী বিরাজ করছেন—পত্রাবলীর প্রতিটি ছত্রে ছত্রে তা জাজ্বল্যমান। আধ্যাত্মিক তত্ত্বপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের প্রেরিত ড্রাফট্ বা মানিঅর্ডারের ব্যবহারিক সাবধানতার উল্লেখ এমন নিপুণভাবে ব্যক্ত করেছেন যে তা অকারণ পত্রের কলেবর বৃদ্ধি করে বাধা সৃষ্টি করেনি। তবে হ্যাঁ, ৩৬০ নং পত্রখানি, অন্যান্য পত্রের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে কিছু বড় হয়েছে।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের এই পত্রাবলী সংকলন করে পুস্তকাকারে পাঠক পর্যন্ত পৌঁছানোর এই মহানকর্মের জন্য স্বামী তৎপরানন্দজী মহারাজকে আমাদের আন্তরিক প্রণাম জানাই এবং আশা করি ভবিষ্যতেও তিনি এরূপ হীরে-মুক্ত-মাণিক্যের অমূল্য সম্পদে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করতে থাকবেন।

অসাবধানতাবশতঃ যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে তার জন্য আমি অগ্রিম ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ক্ষমাপ্রার্থী

মোহন থানবী
স্বতন্ত্র পত্রকার/হিন্দি ভাষা সাহিত্যকার
৮২, মাদুল কলোনী, বীকানের
মোবাইল ঃ ৯৪৬০০০১২৫৫
ই-মেল ঃ mohanthanvi@gmail.com

২৬শে আগস্ট ২০১৭

এ সংসার তাঁর লীলা, খেলার মত। তিনি লীলাময়ী, ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।

—**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ**

অন্ন! অন্ন! যে ভগবান আমাকে এখানে অন্ন দিতে পারেন না তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না।

—**স্বামী বিবেকানন্দ**

সংকলকের কলমে

‘স তরতি স তরতি স লোকাংস্তারিতি’

(‘গহন আনন্দ চিন্তন’—হিন্দী সংস্করণ থেকে)

শ্রীশ্রীগুরুদেবের পবিত্র চরণকমলে শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ এই সংকলন গ্রন্থ উৎসর্গ করে আমি ওনার অপার কৃপা অনুভব করার সৌভাগ্যলাভে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

ঈশ্বরের কৃপায় মানুষ যখন ধর্মরাজ্যে প্রবেশের আগ্রহ অনুভব করে তখন নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সঠিক পথের সন্ধানে সে উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। সে তখন তার চতুর্দিকে প্রচলিত আচার-বিচার বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে, বিভিন্ন পুস্তকাদির অধ্যয়নে, এমনকি মনুষ্য সমাজে সুপরিচিত, পূজিত তথাকথিত সাধু মহাত্মাগণের সান্নিধ্যে থেকে তার আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণ করতে সচেষ্ট হয়। এই অবস্থায় সে অনুভব করে যে, সাধকের জীবনে নানারকম উত্থান-পতনের অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক সন্ধান পেতে এবং নিজ জীবনে ঈশ্বর দর্শন ও ঐশ্বরিক অনুভূতিলাভ করতে একজন যথাযথ পথপ্রদর্শক গুরুর তত্ত্বাবধানে সর্বদা শিক্ষালাভ করা একান্ত প্রয়োজন। এর ফলে বহুমূল্য সময় ও শ্রমের অযথা অপব্যবহার রোধ করা সম্ভব হয়। এই প্রয়োজনের চাহিদা পূরণে একমাত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ এবং ওনার গুরুভ্রাতা ও ভক্তগণের জীবনচরিতই যথাযথ পথপ্রদর্শনে সমর্থ। যেসব সাধু ভক্তগণ এই ত্রিদেবের পবিত্র সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরাই জীবনের চরম লক্ষ্য ‘ঈশ্বর-দর্শন-প্রাপ্তি’র পরম উপলব্ধিতে নিজেদের জীবন ধন্য করেছেন।

নারদভক্তিসূত্রে নারদমুনি বলেছেন, ‘স তরতি স তরতি স লোকাংস্তারিতি’—যার ভাবার্থ হল—সেই ব্যক্তি স্বয়ং পূর্ণতা লাভ করে সংসার-সাগর পার হয়ে যান এবং যাঁরা যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসে মুক্তি প্রার্থনা করেন তাঁদেরও তিনি মুক্তির পথে প্রেরণ করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের গুরুপরম্পরাসূত্রে এই ভাবধারাটিই প্রবহমান। রামকৃষ্ণ মঠ ও

মিশনের সঙ্ঘাধ্যক্ষ ও সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজগণ যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিনিধিস্বরূপ ঈশ্বরের এক সহায়ক যন্ত্ররূপে দীক্ষাদান পর্বের মাধ্যমে সমস্ত ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণের পথ প্রদর্শন করেন। যে সমস্ত ভক্তগণ সাধনভজনের জন্য এইরূপ গুরুদেবগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁদের কৃপালাভ করতে সমর্থ হন, তাঁরা নিজ নিজ গুরুতে ইষ্ট বুদ্ধি অর্পণ করে আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে ধর্মপথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন। এই ক্রমানুসারে আমরা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্দশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের কৃপালাভ করি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ভক্তগণ মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করে সশরীরে গুরুদেবের সেবা ও শুশ্রূষা করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং সে সময় প্রাপ্ত গুরু-উপদেশের নিষ্ঠাপূর্বক অনুসরণ তাঁদের নিজ নিজ ইষ্টদর্শন পথের সঙ্গে সংযোগকারী এক সেতুর কাজ করে। অর্থাৎ সেই সেতু অবলম্বন করে তাঁরা নিজ নিজ ইষ্টদর্শনের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু সশরীরে উপস্থিত থেকে গুরু-সান্নিধ্য লাভ ও তাঁর সেবা করার সৌভাগ্য তো সকল দীক্ষিত শিষ্যদের পক্ষে সম্ভব হয় না তাই তাঁরা দূর থেকেই পত্রাদির মাধ্যমে তাঁদের গুরুদেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপদেশাদি অনুসরণ করতে সচেষ্ট হন। গুরু মহারাজজীও সেইসব পত্রের উত্তর এমন সরল, সংক্ষিপ্ত সারগর্ভরূপে প্রদান করেন যাতে সকলপ্রকার ভক্তগণের পক্ষেই তা বোধগম্য হয়, সবাই তা অনুসরণ করে তাদের আধ্যাত্মিক জীবন গড়তে পারেন। এইভাবে লিখিত পত্রাদির মাধ্যমে ভক্তগণ যেমন ওনার মহান জীবনের সঙ্গে পরিচিত হন সেইসঙ্গে এই মহান জীবনের সান্নিধ্যলাভ করে সেইভাবে নিজ নিজ জীবন-গঠনের এক অদ্ভুত প্রেরণা পান। এইরকম ভাবধারার সঙ্গে জড়িত এবং আধ্যাত্মিক সাধনা-উপদেশ সম্পর্কিত এই সংকলন গ্রন্থ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসীগণের স্নেহাশীর্বাদ এবং ভক্তবন্ধুগণের সযত্ন প্রচেষ্টা ও শ্রদ্ধায় প্রকাশিত হতে পেরেছে।

পত্রাদির সংকলন সংগ্রহের অভ্যাসহেতু ২০০০ সাল থেকেই এই কার্য শুরু করি কিন্তু তখন পুস্তকাকারে প্রকাশের কোন কল্পনাও ছিল না। শ্রীগুরুদেব তাঁর পত্রাদির মাধ্যমে দীক্ষিত ভক্ত ও সন্ন্যাসীগণকে যেসব

উপদেশ নির্দেশ পাঠাতেন, তা ভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে অনেক সহায়ক হবে—একথা অনুভব করেই এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের শুভ সংকল্প শ্রীগুরুর কৃপাতেই তাঁর পত্রাবলীর পাঠাভ্যাসকালে মনে উদয় হয়। যদিও জানতাম এই কার্য খুবই পরিশ্রমসাপেক্ষ কিন্তু যেসব স্থান থেকে তাঁর পত্রাদি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল শ্রীগুরুর কৃপাতেই সেইসব স্থান থেকে তাঁর এই অমূল্য উপদেশপূর্ণ পত্ররাশি সংগৃহীত হতে থাকে। পত্রগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তবাসী ভিন্ন ভিন্ন ভাষী ভক্তগণকে গুরুদেব তাঁদের সহজ বোধগম্য সেই সেই ভাষাতেই পত্রের উত্তর লিখতেন। যেমন কোন হিন্দীভাষী ভক্তের জন্য উনি হিন্দী জানা কোন সন্ন্যাসী অথবা সেবক ব্রহ্মচারী দ্বারা পত্র লেখাতেন, তারপর ডাকবাক্সে দেওয়ার আগে পত্রটি শুনে নিয়ে নিজ হস্তাক্ষর করে দিতেন।

এই সুবৃহৎ সংকলন গ্রন্থটির নামকরণ নিয়েও অনেকদিন ধরে অনেক জল্পনা চলার পর শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই হঠাৎ বৈদ্যুতিক চমকের মত 'গহন-আনন্দ-চিন্তন'—নামটি এক ঝলকে মনের পর্দায় ভেসে ওঠে এবং চিরস্থায়ীরূপে আসীন হয়ে যায়। ঐদিন একই সঙ্গে পূজ্যপাদ মহারাজের জন্মদিন এবং শারদীয়া মহাষ্টমী পূজার কাঁসর ঘন্টা, ঢাকের বাদ্যির সংযোগে সেসময় এই নামকরণ রাখা মহারাজের আদেশ মনে করেই শিরোধার্য করে নেওয়া হয়। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যুগে বিভিন্ন সঞ্চার মাধ্যমে যখন ঐগুলি ইন্টারনেটে প্রকাশিত হতে থাকে তখন অনেকেই এর প্রশংসা করে এবং পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য উৎসাহিত করতে থাকে। এই সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশনার সময় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী সুহিতানন্দজীকে (যিনি সেসময় মঠ-মিশনের জেনারেল সেক্রেটারী পদে আসীন ছিলেন) যখন এর পাণ্ডুলিপি দেখাই তখন উনি অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে স্নেহাশীর্বাদ সহ এই পুস্তক প্রকাশের লিখিত স্বীকৃতি দান করেন এবং বিকানের রামকৃষ্ণ আশ্রমকে লিখিত রূপে পুস্তক প্রকাশনার দায়িত্বভার অর্পণ করে এই পাণ্ডুলিপিটিকে গ্রন্থরূপ দেবার কার্যটি সহজ করে দেন। যে কার্যটি সহ-সচিব (এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী) পরমপূজপাদ স্বামী বলভদ্রানন্দজী মহারাজের নির্দেশনায় প্রথম শুরু হয়। পূজ্যপাদ স্বামী

সুহিতানন্দজী মহারাজ বেলুড়মঠস্থিত নিজ গৃহে ৩১শে জানুয়ারী, ২০১৮, স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের পুণ্য জন্মতিথিতে এই সাধনোপযোগী গ্রন্থের মূল প্রচ্ছদটির নির্বাচন ও উন্মোচন করেন এবং ২২শে মার্চ ২০১৮ বৃহস্পতিবার ওনারই পবিত্র করকমলস্পর্শে এই গ্রন্থটির প্রথম উদ্ঘাটন হয় বীকানের রামকৃষ্ণ আশ্রমে। আশা করি যে দৈবানুক্রমে এই কার্যটি সকলের জন্য অবশ্যই কল্যাণকারী হবে।

এই পবিত্র কার্যে রামকৃষ্ণ মঠের যে সমস্ত প্রবীণ সন্ন্যাসীদের স্নেহাশীর্বাদ এবং অমূল্য উপদেশ ও নির্দেশনা সর্বদাই প্রয়োজনানুযায়ী প্রাপ্ত হয়েছি তাঁরা হলেন মুখ্যত পূজ্যপাদ স্বামী নিশ্চলানন্দজী মহারাজ, স্বামী আত্মনিষ্ঠানন্দজী মহারাজ, স্বামী ব্যোমাত্মানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী নিষ্ঠানন্দজী মহারাজ। দিল্লী নিবাসী মমতাময়ী শ্রীমতী সুপর্ণা বোসের সহযোগিতা চিরস্মরণীয় এবংভক্তগণের কাছে তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য হয়ে থাকবে। কারণ তাঁর সহযোগিতা ব্যতীত এই গ্রন্থের প্রকাশ সম্পূর্ণই কল্পনাতীত ছিল। এঁদের সবাইকে এবংসেইসঙ্গে যেসব সন্ন্যাসী ও ভক্তজন তাদের যথাসাধ্য আর্থিক সহায়তা দ্বারা এই পুণ্যকর্মে নিজ নিজ অর্ঘ্য প্রদান করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ। উল্লেখনীয় যে, ব্রহ্মলীন স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী মহারাজ কৃপাপূর্বক এই গ্রন্থের সম্পাদনার কার্যটি সুসম্পন্ন করেন এবং ওনার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এই সংকলনগুলির পুস্তকরূপটি প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় চিকিৎসার জন্য তাঁকে বারাণসী সেবাশ্রম হাসপাতালে ভর্ত্তি হতে হয় এবং সেখানেই তাঁর কাশীপ্রাপ্তি ঘটে। ওনার রামকৃষ্ণলোকে পাড়ি দেওয়ার আগে আমি ওনার সাথে বারাণসীতে দেখা করতে গিয়েছিলাম। পূর্বে সেখানে উনি এই সংকলন গ্রন্থের কার্যটি শীঘ্র সুসম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দেন যার ফলস্বরূপ হিন্দীভাষার পত্রকার/সাহিত্যিক সুপণ্ডিত শ্রী মোহন থানবীজীর সঙ্গে যোগাযোগ হয় এবং তিনিও যথাসাধ্য প্রচেষ্টায় এটি সম্পূর্ণ করে শ্রীগুরুর চরণে সমর্পণ করেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের কার্যও শুরু করা হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে আগামী বছরের মধ্যে এই গ্রন্থের বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় অনুদিত সংস্করণও পাঠকের সুবিধাহেতু প্রকাশ করা সম্ভব হবে। এই কার্যে যাঁরা

সদা সচেষ্ট হয়ে এগিয়ে এসেছেন তাঁরা হলেন—বেলুড় মঠের পূজনীয় স্বামী দেবরাজানন্দজী মহারাজ, পশ্চিমবাংলার শ্রী অম্লানকুসুম ঘোষ, কুমারী সর্বানী দেব, দিল্লী নিবাসী শ্রীমতী চিন্ময়ী সেনগুপ্তা, শ্রীমতী দেবপ্রিয়া গুহ বিশ্বাস, শ্রীমতী রত্নাশ্রী চৌধুরী ও শ্রী নীলোৎপল চৌধুরী। এছাড়াও বীকানের রামকৃষ্ণ আশ্রমের সচিব শ্রী অর্জুন সিংহ, ডঃ গজেন্দ্র সিংহ মনোহর এবং ব্রহ্মচারী নির্মল, ব্যাঙ্গালোর নিবাসী শ্রী সাত্ত্বিক জোগলেকর, পুণের শ্রীমতী দেবাঞ্জলি সেন এবং ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যপ্রেমী অনেক সাধুও তাঁদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা নিয়ে সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। এঁদের সকলের প্রতি আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

আশা করা যায়, এই সংকলন গ্রন্থের প্রকাশে ধর্মপথের পথিকগণ, তাদের সাধনভজন, অধ্যয়ন, জপ-ধ্যান, ঈশ্বরদর্শন ইত্যাদিতে উৎসাহ, উদ্যম, ও প্রেরণাসহ অবশ্যই সাধনপথের সন্ধান পাবেন। রামকৃষ্ণ মঠে প্রতিনিয়ত গীত স্তোত্রাবলীর সাথে সাথে শ্রীগুরুদেবের বিভিন্ন ভাবাবস্থার ফটোগ্রাফও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। যেগুলি বিভিন্ন সন্ন্যাসীমণ্ডলী, শ্রী দেবরাজ মিত্র, এবং 'বর্তমান' পত্রিকার প্রধান ফটোগ্রাফার শ্রী অতুন ব্যানার্জ্জীর নিকট থেকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সংগৃহীত হয়েছে। এ থেকে পাঠকগণ, গ্রন্থটি অধ্যয়নের সময় শ্রীরামকৃষ্ণময় এই মহান দিব্যজীবনের রূপ-গুণ-ধ্যান-চিন্তন উপলব্ধি করার সুযোগ পাবেন। সাধারণতঃ *গ্রন্থে প্রকাশিত ছবিসমূহ ছবির স্থান-কাল পাত্রের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে তা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে প্রকাশিত পরবর্তী সংস্করণগুলিতে সেগুলি প্রকাশের পরিকল্পনা থাকলো।*

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই পত্রাবলীর প্রাপকগণের নাম ঠিকানাও উল্লেখ করা হয়নি। অনেক পত্র খুবই বিবর্ণ অবস্থায় হস্তগত হওয়ার ফলে সেগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। পত্রগুলি যেমন যেমন প্রাপ্ত হয়েছে সেরকমভাবেই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, কোন সাল তারিখ পরিসংখ্যানের ক্রমানুসারে নয়। মনে করা হয় যে শ্রীগুরুরূপে স্বয়ং পরমাত্মাই জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারে আবদ্ধ জীবের কল্যাণার্থেই তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন। সুতরাং সাধকগণের কাছে

পত্রের সাল তারিখ অপেক্ষা গুরুদেবের উপদেশাবলীর ভাবার্থই প্রধান প্রণিধানযোগ্য হয়ে ওঠা উচিত।

পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের দুটি ফটো-এ্যালবাম এবং তিনটি জীবনীগ্রন্থের আলোকে ওনার অমৃতোপম জীবনশৈলীর একটা আভাস পাওয়া সম্ভব হয়; কিন্তু তা বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় হিন্দী-ভাষাভাষী ভক্তগণ সে রসে বঞ্চিত থাকেন এবং হিন্দী-ভাষাতেও অনুরূপ গ্রন্থ প্রকাশনার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে থাকেন। এই দাবীর সমর্থনে ঐ বাংলা গ্রন্থটিকে হিন্দীতে অনুবাদ করার জন্য ঐ গ্রন্থের সম্পাদক পূজনীয় স্বামী চৈতন্যানন্দজী মহারাজ এবং পূজনীয় স্বামী আত্মনিষ্ঠানন্দজী মহারাজ দুজনেই ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। ওঁদের দুজনকেই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। ওনাদের উৎসাহ ও প্রেরণায় বাংলা গ্রন্থ—'স্বামী গহনানন্দ—এক উৎসর্গিত জীবন' থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ হিন্দীতে অনুবাদ করে এই সংকলন গ্রন্থে যথাস্থানে সমাবেশিত করা হয়েছে। যার মধ্য থেকে পরমপূজ্য স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কিছু পত্রাবলী ও স্মৃতিচারণা সংবলিত লেখার হিন্দী ভাষায় প্রকাশনা হেতু 'স্বামী গহনানন্দ—এক উৎসর্গিত জীবন' গ্রন্থের প্রকাশক শ্রী পার্থকুমার দাস মহাশয়ের মৌখিক অনুমতিও সংগ্রহ করা হয়েছে। আশা করা যায়, চতুর্দশ সংঘাধ্যক্ষ পরমপূজ্য মহারাজজীর তপস্যাপূত জীবনশৈলী ও তাঁর উপদেশাবলীর একাত্মময়তা পাঠকগণ সহজে উপলব্ধি করতে পারবেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সমস্ত ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীগণের বিভিন্ন কেন্দ্রে স্থান পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই হতে থাকে। সেইরূপ আমারও বিভিন্ন কেন্দ্রে সেবাকার্যে যোগদান করার সৌভাগ্য হয়েছে। পুনঃপুনঃ এই স্থান পরিবর্তন হেতু আমার এই গ্রন্থে সংকলন কার্যে কোন বাধা-বিপত্তি তো হয়ই নি, বরং বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রধান সন্ন্যাসীগণের সান্নিধ্যলাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি এবং বিভিন্নরকম কার্যের দায়িত্বভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিশ্রম করার উৎসাহও অর্জন করতে পেরেছি। এই সু অবসরে আমি যাঁদের সান্নিধ্য-সৌভাগ্যলাভ করেছি তাঁরা হলেন—দিল্লী,

নরোত্তম নগর, আলো, কলকাতা সেবা-প্রতিষ্ঠান এবং নারায়ণপুর এবং নরেন্দ্রপুর কেন্দ্রের শীর্ষস্থানীয় সন্ন্যাসীগণ—স্বামী গোকুলানন্দজী (অধুনা প্রয়াত), স্বামী শান্তাত্মানন্দজী, স্বামী গণদেবানন্দজী, স্বামী ভক্তিরসানন্দজী, স্বামী গুণাশ্রয়ানন্দজী, স্বামী ঈশাত্মানন্দজী, স্বামী গীতাত্মানন্দজী, স্বামী বশিষ্ঠানন্দজী, স্বামী পূর্ণজ্ঞানানন্দজী, স্বামী সত্যদেবানন্দজী, স্বামী নিত্যকামানন্দজী, স্বামী ব্যাপ্তানন্দজী, স্বামী বিভানন্দজী, স্বামী রামতত্ত্বানন্দজী, স্বামী অনুভবানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী এবং ভ্রাতৃসম স্বামী চন্দ্রকান্তানন্দজী, স্বামী দয়াপূর্ণানন্দজী, স্বামী ব্রহ্মযোগানন্দজী, স্বামী ব্রজমোহনানন্দজী, স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দজী, স্বামী কৃষ্ণামৃতানন্দজী এবং অন্যান্য নিকটতম সমস্ত সন্ন্যাসীগণের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা বিনা এই গ্রন্থপ্রকাশ কখনোই সম্ভবপর হতো না। নারায়ণপুর বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় ওখানকার জ্ঞানী শিক্ষকবৃন্দের নিকট থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। পশ্চিমবঙ্গের সম্মানীয় রাজ্যপাল শ্রী কেশরীনাথ ত্রিপাঠী নিজের ব্যস্ততম সময়ের মধ্যেও এই পুস্তক সংকলনটি অবলোকন ও প্রশংসা করেন। পুস্তকটি মুদ্রণের কাজ শুরু হয়ে যাওয়ার পরেও উনি ওনার কার্যালয়ে বসে এই গ্রন্থের জন্য ওনার লিখিত শুভাশীর্বাদ প্রেরণ করেন। এজন্য ওনাকে আমার আন্তরিক সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

বীকানের রামকৃষ্ণ আশ্রমের সমস্ত সদস্যগণকে যতই কৃতজ্ঞতা জানাই তা তাদের জন্য কখনোই পর্য্যাপ্ত নয়। সর্বশ্রী অর্জুন সিংহ, কৈলাস সিং, ডাঃ গজেন্দ্র সিং মনোহর, রাজারাম পাণ্ডে, ভাস্কর দেববর্মন, শঙ্কর সিং রাজপুরোহিত, সুরেন্দ্র কুমার রাজপুরোহিত এবং ব্রহ্মচারী নির্মল প্রভৃতি আশ্রম সদস্যগণ তাঁদের নিজ নিজ ব্যস্ততম কর্মসূচীর মধ্যেও এই গ্রন্থের টাইপলেখন, রাইটিং, সংশোধন এবং অলংকরণের কাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন। এঁদের প্রতি এবং অন্যান্য আরও প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ ভাবে সহযোগী সদস্যগণের প্রতিও আমাদের সহস্র সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

সমস্ত ভক্তপাঠকগণের প্রতি এই সংকলকের বিনীত নিবেদন এই যে, এই গ্রন্থ অধ্যয়নকালে এর আলোচনা, ব্যাখ্যা এবং ভাষাগত কোনো ত্রুটি

লক্ষিত হলে সে বিষয়ে নিজ সুচিন্তিত মতামত এই গ্রন্থের প্রকাশককে জানাতে যেন কিছুমাত্র দ্বিধা না করেন, এবং যদি কোন জায়গা থেকে পূজ্যপাদ মহারাজের কোন স্মৃতিকথা (তা যে কোন ভাষাতেই হোক না কেন) প্রাপ্ত হন তাহলে অবশ্যই আমাদের দপ্তরে যেন প্রেরণ করেন, যা পরবর্তীকালে প্রকাশিত গ্রন্থে সুবিধামত আমরা সংযোজন করতে পারি।

সর্বশেষে নির্দ্বিধায় একথা স্বীকার্য যে, শুধুমাত্র পত্রাবলী ও স্মৃতিকথার এক সংকলন-কার্য করাই ছিল আমার প্রচেষ্টা। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের অশেষ কৃপায় সুবৃহৎ এই মহান গ্রন্থ সম্পাদনার মত গুরুদায়িত্ব আমার মত সম্পূর্ণ এক অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ওপর এসে পড়লেও প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রীগুরুদেবের অদ্ভুত পথনির্দেশ এবং ওনার এক অদৃশ্য উপস্থিতির অনুভবে এই মহান গ্রন্থটি সম্পাদনার কার্য অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সহিত সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়। পুনরায়, সমস্ত ভক্ত পাঠককুলের নিকট আমার একমাত্র প্রার্থনা—আপনাদের শুভেচ্ছায় এই অকিঞ্চন যেন ক্রমশই চিত্তশুদ্ধির পবিত্রস্তরে উন্নীত হতে পারে।

শ্রীগুরু চরণাশ্রিত
স্বামী তৎপরানন্দ
রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া
ই-মেল ঃ tatparananda@rkmm.org

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের
১৮৩তম জন্মতিথি
১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৮

তিনিই রক্ষা করবেন। যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়, তাকে তিনি যদি রক্ষা না করেন, সে ত তাঁরই মহাপাপ।
—**শ্রীশ্রীমা**

‘মা আছেন আর আমি আছি...’

(বাংলা সংস্করণের শোভাযাত্রা)

শ্রীশ্রীঠাকুর-মা ও স্বামীজীর বিশেষ কৃপায় গহন-আনন্দ-চিন্তন গ্রন্থটির অল্প সময়ের ভিতরে বাংলা সংস্করণ আজকে প্রকাশিত হতে চলেছে। নিশ্চয়ই বাঙালী পাঠকগণের জন্য এটা আনন্দের বিষয়।

প্রথমেই এটা স্বীকার করে নিচ্ছি যে হিন্দী ভাষায় পড়াশোনার জন্য আমার বাংলা ভাষার জ্ঞান খুবই অল্প, যা কিছু শিখতে পেরেছি সেটা মঠের সাধুদের সঙ্গেই বাংলা বলতে বলতে বা শুনতে শুনতে আর ঠাকুরের গ্রন্থ পড়ার প্রচেষ্টাতেই কিছুটা উন্নত হতে পেরেছি। তাই যদি সাহিত্যিক প্রভৃতির পাঠকগণ বইয়ের ভাষা এবং শব্দচয়নের দিকে আমাকে দোষ দেন, সেই দোষটাকে আমি মাথা পেতে নিলাম। তাঁদেরকে সানুনয় নিবেদন রইল তাঁদের সুচিন্তিত মতামত বইটাকে যেন আরও সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ করতে সাহায্য করে।

এই গ্রন্থটি প্রথমে হিন্দি ভাষাতে ‘রাজস্থান’ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের বিকানের শাখা কেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বিকানের-এ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ কর্তৃক ২২শে মার্চ ২০১৮ তে প্রকাশিত হয়েছিল।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজের দিশা নির্দেশনেই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ মহাসচিব, পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বলভদ্রানন্দজী মহারাজের প্রচেষ্টায় এই কাজটি বর্তমান রূপ নিল। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজের নির্দেশ ছিল যে, এই গ্রন্থটি তিনটি ভাষায়—হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজীতে প্রকাশিত করতে।

হিন্দি ভাষার গ্রন্থটি এই অল্প সময়ের ভিতর পাঠকদের মধ্যে বেশ সাড়া জাগায়, বাংলা ভাষাভাষীদের সুবিধার জন্য বাংলা সংস্করণটি শীঘ্রই প্রকাশ

করার দরকার হয়ে পড়লো। নিজে হিন্দী ভাষী হওয়ার জন্য প্রাথমিক পর্বে এই কাজটি নিশ্চয়ই কঠিন ছিল, কিন্তু এটাই ভাবতাম যে যখন হিন্দিতে শ্রীশ্রীগুরু কৃপায় গ্রন্থ প্রকাশন সম্ভব হয়েছে তখন বাংলাতেও করা সম্ভব হবে। সেই কাহিনীটি পাঠকদের জানা খুবই দরকার। কেন কি 'তাঁর কাজ তিনি করেন' না হলে আমার মতো ক্ষুদ্র বাংলা ভাষার জ্ঞানের অধিকারী থেকে এত মহৎ কাজটি হওয়া সম্ভব নয়।

হিন্দি গ্রন্থের প্রকাশনের অনেক আগে, যখন পত্রের সংকলন করছিলাম, একশটি পত্রের গুচ্ছ হিন্দিতে তৈরি করে কিছু ভক্তদের পড়তে দিলাম, তখন দিল্লী নিবাসী শ্রীমতী চিন্ময়ী সেনগুপ্ত ওটাকে নিজের ও নিজের পরিচিতদের সাহায্যে পাঠ করার জন্যে বাংলা ভাষাতে অনুবাদ করে আমাকে পাঠালেন, আমি আশ্চর্য্যভাবে অভিভূত হলাম, পাঠ করে দেখলাম খুবই সুন্দর ভাবে বাংলা ভাষাতে প্রকাশিত হয়েছে। নিজে কি করে বুঝবো যে এটা ঠিক ঠিক বঙ্গানুবাদ হয়েছে কিনা। তাই পরম পূজ্যপাদ স্বামী দেবরাজানন্দজী মহারাজের কাছে নিয়ে এলাম, তিনি আমাদের বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, আমাদের প্রতি ওঁনার স্নেহের জন্য তিনি অনুবাদ পড়ে দেখলেন, অনেক স্থানে সংশোধনও করলেন। শ্রী সৌমেন দাস যিনি হিন্দি গ্রন্থটি ছেপেছিলেন, উনি প্রেসে নিজের স্টাফকে দিয়ে টাইপও করে দিলেন। এটা দেখে শ্রীমতী চিন্ময়ী মায়েরও আনন্দ হল আর তিনি বললেন যে শ্রীগুরুদেবের আরও হিন্দি পত্র পাঠালে ওটাকে উনি বঙ্গানুবাদ করে দেবেন। এই চিন্ময়ী মায়ের হাত ধরেই এই চিন্ময় কাজের সূত্রপাত হল। এইদিকে নিশ্চিত সময়ে হিন্দি গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। একটি হিন্দি সংস্করণ ওনাকে পাঠানো হল, যে তিনি যাতে শেষ পত্র গুচ্ছটির বঙ্গানুবাদ করে দেবেন। বিভিন্ন রোগের কারণে আর তার গৃহস্থের অনেক কাজের চাপের জন্য তিনি এই কাজটি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না।

যাইহোক, এরই মধ্যে অনেক ভক্ত যারা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তাঁদের হিন্দি সংস্করণ উপহার স্বরূপ দিতাম, অবশ্য তাঁরা বইয়ের মূল্য দিয়ে দিতেন। যেহেতু প্রকাশনের সব ব্যয়ভার ভক্তদের দ্বারা প্রাপ্ত

অর্থে গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিকানের যারা গ্রন্থ প্রকাশন করলেন, তাদের এই হিসাব দিয়ে দিই, টাকার সব লেনদেন এখনও তারাই দেখেন।

একজন আমার গুরুবোন শ্রীমতী অলকানন্দাদিদি, যিনি অরুণাচল প্রদেশে খোন্‌সাতে সারদা মিশনের বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছা শিক্ষিকা। তিনি বেলুড় মঠে দেখা করলেন, আর এই গ্রন্থটি ওনাকে দিলাম। তিনি গ্রন্থটি পেয়ে খুবই খুশী হলেন আর আশ্চর্য যে বাংলা বিষয়ে মহাবিদ্যালয়ে পাশ করা, তিনি এই গ্রন্থটির কিছু পাতা হিন্দিতে পড়তে একটুও অসুবিধা বোধ করলেন না, দরকার পড়লে অন্যদের সাহায্য নিয়ে পড়ে নেবেন বা খোন্‌সার মাতাজীদের জিজ্ঞাসা করবেন, এই বলে তিনি খোন্‌সা চলে গেলেন।

এইদিকে আমি ভাবছি যে, কে এই কাজটিকে পূরণ করবে। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় ব্রহ্মলীন পূজ্যস্বামী জুষ্টানন্দজী মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতি ঈপ্সিতা চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে মঠে দেখা হয়। ওনার থেকে জানলাম যে তিনি ছোটবেলায় পরমপূজ্য শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের অনেক স্নেহ পেয়েছিলেন, এই জন্যে ওনাকে হিন্দি সংস্করণটা উপহার দিলাম। ওই গ্রন্থটিতে মহারাজের এত ছবি দেখে ছোট বাচ্চা মেয়ের মতো খুব খুশী হলেন কিন্তু হিন্দি ভাষায় তিনি নিজেই পড়তে পারবেন, কিন্তু ওনার পরিচিত আর পরিবারের অন্যরা পড়তে পারবেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। সব কাহিনী ওনাকে জানালাম যে বঙ্গানুবাদ করতে কাউকে ঠিক করতে পারছি না। পরে যদি শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছা হয় তখন বঙ্গানুবাদ হয়ে উঠবে। এই শুনে তিনি বললেন, ‘আমি চেষ্টা করে দেখব, আমার মা (শ্রীমতি নন্দিতা চক্রবর্তী) এই কাজে আমায় সাহায্য করবেন। কিছুদিন পরেই তিনি নিজের কলেজ থেকে ফিরে এসে গ্রন্থটিকে পড়তেন আর একটি খাতাতে বঙ্গানুবাদ করে লিখতে লাগলেন। ওনার পত্রগুলি এত ভাল লাগত যে পরে শ্রীশ্রীগুরুদেবের স্মৃতিগুলি মনে করে আমায় ফোনে বলতেন। ওনার পত্রের বঙ্গানুবাদের আগ্রহ এত বেশি ছিল যে, প্রতিদিন একটা বা দুটো বা তিনটে পত্রের বঙ্গানুবাদ করে পাঠিয়ে দিতেন। এইভাবে দ্রুত গতিতে এই কাজটি এগোতে থাকল। ওনার সব

লেখাটি টাইপ করিয়ে পূজ্য দেবরাজানন্দজী মহারাজের কাছে পাঠিয়ে দিতাম। আর তিনি নিজে বা অন্য বাংলা বিশারদ ব্রহ্মচারী ভাইদেরকে দিয়ে সংশোধন করে নিতেন। শ্রীমতী ঈপ্সিতা চক্রবর্ত্তীর হাতে এই ইপ্সিত কাজটি সুন্দর এগোচ্ছিল। কিন্তু আবার যেমন বলে—'শ্রেয়াংশি বহু বিঘ্নানি'। পক্সের কারণে তিনি অসুস্থ হওয়াতে কাজটা থমকে গেল।

এইসবের মাঝে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। হঠাৎ শ্রীমতি অলকানন্দদিদি মঠে উপস্থিত হলেন এবং একটি বড় ঝোলা আমাকে দিয়ে বললেন এই সম্পূর্ণ হিন্দি বইটির বাংলা অনুবাদ যা তিনি করেছেন নিজের পড়ার ও বোঝার সুবিধার্থে। এটা করতে তিনি খোন্‌সার হিন্দী শিক্ষক ও বহু মাতাজীদের সাহায্য নিয়েছেন। তিনি হিন্দী সংস্করণটা এতই সাবধানে পড়লেন যে তার ভুল-ত্রুটিগুলো আমাদের সম্মুখে তুলে ধরলেন যা বাংলা সংস্করণে সংশোধিত করে নেওয়া হয়েছে। তাহার এই মহৎ কার্য্যের জন্য ধন্যবাদ দেওয়াও ছোট মনে হয়। এটাই আমার কাছে পূজার থালি।

এই প্রসঙ্গে আমার খুব মনে পড়ছে পরম পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের 'মাতৃভক্তি ও মাতৃশক্তি'র প্রতি বিশ্বাসের কথা। একবার পরম পূজনীয় মহারাজ দিল্লীতে এসেছিলেন সেখানে তখন মন্ত্রদীক্ষা কর্মসূচী চলছিল। দীক্ষাদানের শেষে গর্ভমন্দিরে প্রণাম নিবেদনের পর তিনি নিজের ঘরে যাবেন, আমি আর তৎকালীন দিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশনের সচিব পূজ্য স্বামী গোকুলানন্দজী মহারাজ ওনার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিলাম। আমি আগে আগে পূজ্য গুরুদেবের হাত ধরে উল্টো করে নামছি, তিনি ইঙ্গিতে সোজা হয়ে নামতে বললেন, এক হাতটি আমার কাঁধে আর এক হাতটি সিঁড়ির দেওয়ালে লাগানো রেলিং-এ রেখে নামতে শুরু করলেন। ওনার ভাবটি বোঝা আর বোঝানো খুবই শক্ত। সিঁড়িতে অনেকটা নামার পর পূজ্য গোকুলানন্দজী মহারাজ পূজ্য গুরুদেবকে নিবেদন করে বললেন 'মাকে খুব সুন্দর করে শাড়ি পরানো হয়েছে, চলুন দেখে আসি।' (পূজ্য গুরুদেব আর পূজ্য গোকুলানন্দজী গুরুভাই ছিলেন, তাই তাঁদের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল)। মূল মন্দিরের গর্ভগৃহের নীচে ঠাকুর

ভান্ডারে শ্রীশ্রীমায়ের ছবিতে শাড়িটি আমি সেদিন পরিয়েছিলাম যেমন বেলুড় মঠে পরানো হয়। এইভেবে মনে মনে খুবই আনন্দ পাচ্ছিলাম যদি শ্রীগুরুদেব ছবির দর্শন করেন, হয়তো শ্রীশ্রীমা নিজেই শ্রীগুরুরূপে আমার সেবায় সন্তুষ্ট হবেন। পূজ্য গোকুলানন্দজীর কথা শুনে পূজ্য শ্রীগুরুদেব বললেন—'আর কোথায় যাব, আমি মাকে যে সর্বত্রই দেখছি।' আবার কি ভেবে পূজ্য শ্রীগুরুদেব ঠাকুর ভান্ডারে গেলেন, মাকে দর্শন করলেন, খুবই সানন্দে প্রণাম নিবেদন করলেন। তখন নিবিষ্ট মনে সব দেখছি। প্রণাম করে ওঠার সময় ওনার হাত আমার হাতেই ছিল। মনে হল যেন তিনি জগজ্জননী মা সারদার পায়ে তাঁর সবটুকু শ্রদ্ধা, ভক্তি উজাড় করে দিলেন।

পূজ্য গুরুদেবের ভাবটি দেখে সেদিন আমার যা মনে হল আজ আরও বেশি করে সত্যি হয়ে উঠেছে—'আর কোথায় যাব, আমি মাকে যে সর্বত্রই দেখছি।' গ্রন্থটি এইভাবেই মূলতঃ মায়েদের সমবেত প্রচেষ্টার ফলেই বঙ্গানুবাদের কাজ দ্রুতগতিতে সম্পূর্ণ হল।

'মা আছেন আর আমি আছি, ভাবনা কি আছে আমার'।...

'পাখি তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক, রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুলে'।...

নিঃশব্দে অথচ এত দ্রুতগতিতে কাজ চলতে থাকল সত্যি তা জগজ্জননীর অপার করুণায় এবং অলৌকিক মাতৃশক্তির মহিমায়। এই কাজের সূত্রে নিত্য নতুন লোকের সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলাম।

কাজটি এগোতে কোনো বঙ্গানুবাদের কাজ আর অবশিষ্ট থাকল না। ভাব-ভক্তি পুণ্যবান লোকের দ্বারা করা এই বঙ্গানুবাদ এখন ত্রুটি সংশোধনের বিদ্যালয়ে এসে উপস্থিত।

গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধি করতে মুম্বই নিবাসী শ্রীমতী অনমিতা ভট্টাচার্য, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় লেখা পরম পূজ্য মহারাজের স্মৃতিকথা ও অন্যান্য বক্তব্য বিষয়গুলি বাংলায় অনুবাদ করতে থাকেন। রহড়া মিশনের পূজনীয় স্বামী বেদানুরাগানন্দজী মহারাজও এই কাজে আন্তরিক সহায়ক হন। সহায়তা করেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুরের প্রধান শিক্ষক ব্রহ্মচারী তুরীয় চৈতন্য মহারাজ, অভেদানন্দ ভবন ছাত্রাবাসের অধীক্ষক পূজনীয় স্বামী

মহিধরানন্দজী মহারাজ, বিদ্যালয়ের প্রিফেক্ট পূজনীয় স্বামী উর্জিতানন্দজী মহারাজ, ব্রহ্মচারী সত্যজিৎ এবং বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের মধ্যে কবি শ্রীসুশীল মন্ডল, শ্রীপূর্ণানন্দ মাল ও আবাসিক শিক্ষকগণের মধ্যে শ্রীসমিত কুমার বাগ, শ্রীদেবদাস হালদার, শ্রীশ্রীকেশ মন্ডল, কেয়ার টেকার (অদ্বৈতানন্দ ভবন), শ্রীঅহদ্ মুন্সী, শ্রীঅনিমেষ দে এবং কিশোরদার অবদান অনস্বীকার্য।

এর মধ্যে পূজ্য স্বামী দেবরাজানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের কাজের চাপে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি কৃপা করে পূজ্য স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ (প্রাক্তন ব্যবস্থাপক সম্পাদক, উদ্বোধন পত্রিকা, মায়ের বাড়ি)-এর কাছে এই বাংলা সংস্করণের সম্পাদনের ভার নেবার জন্যে অনুরোধ করলেন। প্রস্তাব শুনে পূজ্য বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ খুবই খুশি হলেন আমায় সব দিকে পরামর্শ দিতে লাগলেন। উনি প্রাণপণ চেষ্টা করে এত ব্যস্ততার মধ্যে সম্পূর্ণ পান্ডুলিপিটা দেখলেন। বাংলা ব্যাকরণ গত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তিনি ভাবটা রেখে যতটা সম্ভব হল, শব্দের বানানগুলোকে সংশোধন করে দিলেন। অনেক স্থানে যেটা অতিরিক্ত ছিল সেটা বাদ দিয়ে সম্ভ্রান্ত পাঠকের জন্য সংশোধন করে দিলেন। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যালয় থেকে দৈনন্দিন কর্তব্য কর্ম সেরে ওনার কাছে বেলুড় মঠে আসতে অনেক সময় লাগত, আর একবার রাতে ১০টার পরও ওনার ঘরে গেছি। সব ছেড়ে আমাকে সময় দিয়েছেন সাধু সঙ্গ পেতাম আর কাজটিও এগোত। উনি কাজের জন্য সৌজন্যবশত ওনার জপের আসনের চেয়ারেই বসতে বলতেন, আমি সঙ্কোচ করলেও ওখানেই বসতে বলতেন। আর আমাদের কাজটি শুরু হত। বাংলা সংস্করণে কিছু পত্র বেশী দেওয়া হয়েছে যেটা পরে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং ৫টি পত্র হিন্দী সংস্করণে পুনমুর্দ্রিত হয়েছিল সেটার বদলে অন্যপত্র দেওয়া হয়েছে। এমন অনেক ভাবেই হিন্দী সংস্করণ থেকে বাংলা সংস্করণকে আরও সমৃদ্ধি করা হয়েছে। ওনার নিরলস প্রয়াস, ওনার ভালোবাসা ও উপদেশেই এই গ্রন্থটি অনেক সংস্কারিত হয়ে উঠল। ওনার অবদান কৃতজ্ঞতাপূর্বক স্মরণ করি।

এই প্রসঙ্গে আরও যে দুজনের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন পূজনীয় স্বামী নিষ্ঠানন্দজী মহারাজ আর শ্রী রূপন দত্ত মহাশয়। স্বামী নিষ্ঠানন্দজী মহারাজ, যিনি পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সেবক ছিলেন, তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা, একজন সুলেখক এবং পূজনীয় মহারাজকে কাছ থেকে দেখে ওনার যে অনুভূতি, সেটা উনি যেভাবে ওনার লেখার মাধ্যমে পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়, তাঁর এই আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য তাঁকে আমি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই। শ্রী রূপন দত্ত মহাশয়, যিনি রিটায়ার্ড রেলওয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, বেলুড় মঠের স্বেচ্ছাসেবক। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থটির সহ-সম্পাদনার কাজে ভুল-ত্রুটি সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

এই নামের বাইরেও রয়েছে অগণিত সাধু, ব্রহ্মচারী, রামকৃষ্ণ ভাবানুরাগী শিষ্য-শিষ্যা ও ভক্তবৃন্দ। তাঁরা নানা খোঁজখবর দেওয়া থেকে শুরু করে তথ্যের আদান-প্রদান, আর্থিক সহায়তা এবং সবিশেষ এই বাংলা গ্রন্থ প্রকাশে এতটাই উৎসাহ প্রদান ও আশার সঞ্চার করেছেন, আমার মনে হয় তাঁরাই হলেন আমার এই কাজের প্রধান চালিকাশক্তি। সুতরাং তাঁদের অকুণ্ঠ অবদানের কথা আমি বিনম্র চিত্তে স্মরণ করছি। স্মরণ করছি মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দ, মহামান্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী এবং মাননীয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তি মহোদয়গণকে। তাঁরা শত ব্যস্ততার মধ্যেও এই গ্রন্থের জন্য সুন্দর করে শুভেচ্ছাবার্তা প্রেরণ করেছেন। তাঁদের শুভেচ্ছা পত্রের আলোকে এই গ্রন্থটি অনিন্দ্য সুন্দর মাত্রায় বিভূষিত হয়েছে। সর্বোপরি স্মরণ করে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি বর্তমান সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজের শ্রীচরণ কমলে। যিনি কৃপা করে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করতে সম্মত হয়েছেন। সবশেষে সবিশেষ প্রণাম জানাই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক পূজনীয় স্বামী সর্বলোকানন্দজী মহারাজকে যাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় 'গহন আনন্দ চিন্তন'-গ্রন্থটির বাংলা ভাষায় প্রকাশ সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয়েছে।

আর পাঠককুল যাঁরা এই বইটি পড়ে আনন্দের সাগরে অবগাহন করবেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বলি মূলতঃ এই গ্রন্থে শ্রীগুরুদত্ত বীজ বপন করে ভক্তিবারি সেঁচে দেবার প্রয়াসেই আমি ব্রতী হয়েছি। আপনারা পড়লেই বুঝতে পারবেন এই গ্রন্থের প্রতিটি পাতায় প্রতি কথা গুরু পূজার নৈবেদ্যরূপে পরিবেশিত হয়েছে। এই পূজায় আমার অর্ঘ্য নৈবেদ্যের একপাশে পড়ে থাকা ভাঙা বাতাসার মত। মূলতঃ যাঁরা কলম ধরে স্মরণ ও মননের মধ্যে দিয়ে গুরু পূজার ডালি সাজিয়েছেন আপনারা পাঠকবৃন্দ, সেই পূজার ডালি থেকে ফল প্রসাদ গ্রহণ করলেই তাঁদের পূজা সার্থক হবে আর এমন একটি মহতী পূজার প্রসাদীফল পেয়ে আপনারাও নিজেদের জীবনকে ধন্য মনে করবেন বলেই আশা করি। অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনীয়।

শ্রীগুরু চরণাশ্রিত

৭ই মে, ২০১৯
অক্ষয় তৃতীয়া

স্বামী তৎপরানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর



আশীর্বাণী

এবং

শুভকামনা-সন্দেশ

Phone PBX:
(033) 2654-1144/1180
FAX: (033) 2654-4346
Email: mail@belurmath.org
Website: www.belurmath.org

RAMAKRISHNA MATH
(The Headquarters)
P.O. BELUR MATH, DIST. HOWRAH
WEST BENGAL : 711 202
INDIA



২২/২/২০১৮

প্রিয় শ্রী অর্জুন,

শুভ আশীর্বাদ।

তোমার লেখা কয়েকটি পত্রে জানলাম যে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বীকানের আমাদের চতুর্দশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ভক্তদের লিখিত পত্রসংকলন গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে।

আমি আশা করি এই সংকলন ভক্তদের ধর্মপথে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করবে।

আমি এই সংকলন প্রকাশনার পূর্ণ সাফল্যের জন্য প্রার্থনা জানাই।

প্রভু সেবারত

(স্বামী স্মরণানন্দ)
অধ্যক্ষ

শ্রী অর্জুন সিংহ
সচিব, রামকৃষ্ণ আশ্রম
রামকৃষ্ণ আশ্রম রোড
(হোটেল কর্ণীভবন প্লেস-এর নিকট)
কর্ণীনগর, লালগড়, বীকানের, রাজস্থান-৩৩৪০০১

RAMAKRISHNA MATH, COSSIPORE

90, Cossipore Road, Kolkata-700 002

(Sri Sri Ramakrishna Paramhansa Dev Sarani)

Website : www.rkmcudyanbati.org

Phone : 2557-3605/2532-9348

E-mail : cossipore@rkmm.org

The Cossipore Udyanbati



আশীর্বাণী

১৬/১২/২০১৮

পরম পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের লিখিত কয়েকটি চিঠি এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপক কিছু ‘স্মৃতি কথা’ সম্বলিত একটি পুস্তক “গহন আনন্দ চিন্তন” প্রকাশিত হবে জেনে আনন্দিত হয়েছি। আমাদের বিশ্বাস পরম পূজনীয় মহারাজের ‘তপস্যাপূত’ জীবন ও বাণী অধ্যাত্ম পিপাসুদের অনুপ্রাণিত করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি এই পুস্তক প্রকাশ সার্থক হোক।



(স্বামী বাগীশানন্দ)

স্বামী তৎপরানন্দ মহারাজ

Sri Ramakrishna Math

31 Ramakrishna Math Road
Mylapore, Chennai-600 004
✆ : 24621110 (4 Lines); Fax: 24934589
email: mail@chennaimath.org
website: www.chennaimath.org



বার্তা

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে রামকৃষ্ণ আশ্রম, বীকানের দ্বারা রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের চতুর্দশ সংঘাধ্যক্ষ পরম পূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের লিখিত পত্রের সংকলন করে ‘গহন্ আনন্দ চিন্তন’ নামে গ্রন্থরূপে প্রকাশ করতে চলেছে।

এই পত্রগুলো সংকলিত করেছেন রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুরের স্বামী তৎপরানন্দজী, এই পত্রগুলো এক একটি আধ্যাত্মিক মহিমায় মহিমান্বিত, যার পাঠের দ্বারা ভক্তেরা উপকৃত হবেন।

আমি খুবই আনন্দিত যে এই গ্রন্থটি তিনটে ভাষায় প্রকাশিত হবে এবং ইতিমধ্যে হিন্দী সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলা সংস্করণটি প্রকাশিত হতে চলেছে এবং ইংরেজী সংস্করণটি অবিলম্বে প্রকাশিত হবে।

এটা খুবই প্রশংসনীয় যে বীকানের আশ্রম এই মহৎ কাজটি সম্পাদন করছে। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সকলের উপর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

'গহন আনন্দ চিন্তন' গ্রন্থটির সফল প্রকাশের জন্য আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইলো।

Swami Gautamananda

(স্বামী গৌতমানন্দ)
অধ্যক্ষ

অক্ষয় তৃতীয়া
৭ই মে, ২০১৯

শ্রী অর্জুন সিংহ
সচিব, রামকৃষ্ণ আশ্রম
রামকৃষ্ণ আশ্রম রোড
(হোটেল কর্ণীভবন প্লেস-এর নিকট)
কর্ণীনগর, লালগড়
বীকানের, রাজস্থান-৩৩৪০০১

Phone : (033) 2320-2927/6000
Email: rkmyogodyan@gmail.com
Website: www.yogodyan.org

RAMAKRISHNA MATH (YOGODYAN)
(A branch centre of Ramakrishna Math, Belur
P.O.-Belur Math-711202, Dist.-Howrah, W.B.)
7, YOGODYAN LANE, KANKURGACHHI,
KOLKATA-700 054



৮/২/২০১৮

প্রিয় শ্রী অর্জুন সিংহ,

রামকৃষ্ণ আশ্রম, বীকানের পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের চতুর্দশ সংঘাধ্যক্ষ সম্পর্কে ওনার স্মরণার্থে 'গহন আনন্দ চিন্তন' গ্রন্থ প্রকাশ করতে চলছে। এটা জেনে অত্যন্ত খুশী হচ্ছি। এইকাজের সফলতার জন্য আমার শুভকামনা রইল।

সে রকম সকলেই জানেন, ধর্মদেবতা যক্ষরূপে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করেন—কোন পথ চলার যোগ্য, যুধিষ্ঠির উত্তর দেন—

"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নৈকো ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

অর্থাৎ-তর্ক করার কোনো স্থিতি নেই, শ্রুতিও ভিন্ন ভিন্ন রয়েছে এক জন ও ঋষি নেই যার মতকে প্রামাণ্য মানা যায়। ধর্মতত্ত্ব গুহাতে নিহিত বিষয় অর্থাৎ অত্যন্ত গভীর বিষয়। অতএব যে দিকে মহাপুরুষেরা যান সেটিই পথ।

এ যুগের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবই এরকম একমাত্র মহাত্মা যিনি আমাদের সঠিক পথে চলার কথা শিখিয়েছেন। কি ভাবে এই পথে অগ্রসর হওয়া যাবে সে সম্পর্কে উনি বলেন—

১। সর্বদা ভগবানের নাম গুণগান করা উচিত।

২। সাধুসঙ্গ করা উচিত।

৩। নির্জনে বসে ঈশ্বরের চিন্তা করা উচিত।

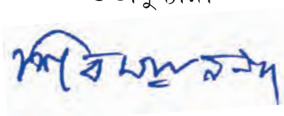
৪। সৎ এবং অসতের নিত্য বিচার করা উচিত, কারণ ঈশ্বরই নিত্য এবং সৎ এটাই একমাত্র বিচার্য্য বিষয়।

এইভাবেই ওনার উপদেশানুযায়ী সাধক নিজের জীবন তৈরী করবেন এবং "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" করতে থাকলে নিশ্চিতভাবে জীবনে ভগবৎভক্তি, জ্ঞান এবং সেবার মত গুণের সাথে সফলতা করায়ত্ত হবে এবং ভগবদ্ দর্শন প্রাপ্ত হবে। এতে নিজের সাথে অপরেরও সার্বিক কল্যাণ সাধিত হবে।

পবিত্র ত্রিদেবের আদর্শে নিজের জীবন চরিতার্থ করা মহান ব্যক্তিদের মতো আমাদের পরম পূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজও তাঁর কাছে আগত ব্যক্তিদের সেই একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন। দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে আমি গভীর আশা ব্যক্ত করছি যে ওনার চিঠিপত্র এবং স্মরণীয় ঘটনার সংকলন থেকে সাধক এবং পাঠককুল নিজেদের আধ্যাত্মিক পথকে সুগম করবে।

এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তিবর্গ বিশেষতঃ স্বামী তৎপরানন্দ, শ্রী অর্জুন সিংহ, শ্রী কৈলাশ সিংহ, ব্রহ্মচারী নির্মল এবং বীকানের আশ্রমের সকল ভক্ত এবং কর্মকর্তাদের জন্য আমার শুভেচ্ছা এবং প্রভুর চরণে বিনম্র প্রার্থনা রইল। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী



(স্বামী শিবময়ানন্দ)
সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ

Phone PBX:
(033) 2654-1144/1180
(033) 2654-9581/9681
FAX: (033) 2654-4346
Email: mail@belurmath.org
Website: www.belurmath.org

RAMAKRISHNA MATH
(The Headquarters)
P.O. BELUR MATH, DIST. HOWRAH
WEST BENGAL : 711 202
INDIA



শ্যামাপূজা
৬ নভেম্বর, ২০১৮

শ্রী অর্জুন সিংহ
সচিব, রামকৃষ্ণ আশ্রম
বীকানের, রাজস্থান

স্নেহভাজন অর্জুন,

পাতঞ্জল-যোগসূত্রে মহর্ষি পতঞ্জলি-কৃত 'বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্' সূত্রের ব্যাখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, '...কোন মহাপুরুষ, যাঁহার প্রতি তোমার খুব শ্রদ্ধা আছে, কোন সাধু, যাঁহাকে তুমি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত বলিয়া জানো, তাঁহার হৃদয়ের বিষয় চিন্তা কর। যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ববিষয়ে অনাসক্ত হইয়াছে, তাঁহার অন্তরের বিষয় চিন্তা করিলে তোমার অন্তঃকরণ শান্ত হইবে।' অধ্যাত্মজগতের শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তি সমাধিলাভের অন্যতম উপায় হল মহাপুরুষদের বাণী ও জীবনের অনুধ্যান।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পরম্পরায় বিশিষ্ট সন্ন্যাসীদের জীবন আলোচনার বিষয় হয়; কারণ এর মাধ্যমে একমাত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমাই প্রকাশ পায়। এই পর্যায়ে নবতর সংযোজন 'গহন-আনন্দ-চিন্তন' গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত পরমপূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের চিঠিপত্র যদিও ব্যক্তিবিশেষের প্রতি মহারাজের উপদেশ, তবুও এগুলির মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা সকল অধ্যাত্মসাধকের পক্ষে সমান হিতকারী।

আশা করি গ্রন্থটির পাঠে সকলেই লাভবান হবে।

(স্বামী সুহিতানন্দ)
সহাধ্যক্ষ

Phone PBX:
(033) 2654-1144/1180
(033) 2654-9581/9681
FAX: (033) 2654-4346
Email: mail@belurmath.org
Website: www.belurmath.org

RAMAKRISHNA MATH &
RAMAKRISHNA MISSION
(The Headquarters)
P.O. BELUR MATH, DIST. HOWRAH
WEST BENGAL : 711 202
INDIA



শুভেচ্ছাবার্তা

অনাদি-অনন্তকাল থেকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা নিজেদের ত্যাগময় জীবনের দ্বারা সমাজকে পথ-প্রদর্শন এবং মুমুক্ষুদের জ্ঞানের ক্ষুধাকে তৃপ্ত করে আসছেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের চতুর্দশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ ব্রহ্মলীন পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের জীবন সেই পুণ্য পরম্পরায় দ্যোতক।

পূজ্যপাদ মহারাজ বিভিন্ন সময়ে স্বলিখিত ও স্বকথিত উপদেশের দ্বারা অগণিত জিজ্ঞাসুদের জীবনে পবিত্রতা, শান্তি ও সদ্ভাবের সঞ্চার করেছেন। পূজ্যপাদ মহারাজের সেই সব অমৃত কথা 'গহন আনন্দ চিন্তন'-শীর্ষক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে চলেছে জেনে আমি আনন্দিত। আশা করি এই গ্রন্থটি বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাধকদের আধ্যাত্মিকতার পথ সুগম ও সরল করতে সাহায্য করবে। বইটি অবশ্য হিন্দিতে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থ-প্রকাশের সাথে যুক্ত বীকানের-এর রামকৃষ্ণ আশ্রমের সকল সদস্যদের নিষ্ঠা, পরিশ্রম তথাপি পূজ্যপাদ মহারাজের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রশংসনীয়।

'গহন আনন্দ চিন্তন'-এর প্রকাশন সার্থক হোক—শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে এই প্রার্থনা। ইতি—

শুভার্থী

(স্বামী সুবীরানন্দ)
সাধারণ সম্পাদক

৬ নভেম্বর, ২০১৮
শ্রীশ্রীকালীপূজা

RAMAKRISHNA MATH
P.O. Kankhal-249408, Hardwar (Uttarakhand)
(A Branch of Ramakrishna Math, Belur Math, Howrah-711202, W.B.)

☎ : (01334)-244176
(01334)-246141
(01334)-244985
Fax: (01334)-244985
Email: rkmkankhal@gmail.com
Website: www.rkmkankhal.org



১১ই জানুয়ারী, ২০১৮

কল্যাণীয় সোমেশ,

আমি এটা জেনে খুবই আনন্দিত যে তুমি স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের লিখিত পত্রের সংকলন করে সেটাকে গ্রন্থরূপে প্রকাশ করতে চলেছো।

আমি প্রার্থনা করি যেন এই গ্রন্থ-পাঠের দ্বারা সাধকরা আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা পায়। এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমার অসংখ্য শুভেচ্ছা রইল।

Sw. Akamananda

(স্বামী অকামানন্দ)
রামকৃষ্ণ মঠ, কনখল
হরিদ্বার (উত্তরাখন্ড)
হিমালয়

(ব্রহ্মলীন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ স্বামী অকামানন্দজী মহারাজ ৫ই জুন ২০১৮ সালে ১০৫ বছর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন কন্‌খল্ সেবাশ্রমে শরীর ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন ঠাকুরের লীলা সহচর পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের শেষ সন্ন্যাসী শিষ্য)।

RAMAKRISHNA MATH
P.O. Kankhal-249408, Hardwar (Uttarakhand)
(A Branch of Ramakrishna Math, Belur Math, Howrah-711202, W.B.)

☎ : (01334)-244176
(01334)-246141
(01334)-244985
Fax: (01334)-244985
Email: rkmkankhal@gmail.com
Website: www.rkmkankhal.org



বার্তা

আমি এটা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে বীকানের আশ্রম রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশন বেলুড়মঠের ১৪তম অধ্যক্ষ, পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ দ্বারা ভক্তদের জিজ্ঞাসা সমাধান হেতু লিখিত পত্র সংকলন করে গ্রন্থরূপে প্রকাশ করতে চলেছে। এই সমস্ত পত্র গুরু তাঁর শিষ্যদের আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নতির উদ্দেশ্যে লিখেছেন যাতে তাঁরা আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নত হতে পারে এবং সমস্ত রকম জীবনের বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক মার্গে অগ্রসর হতে পারে। যদিও পত্রগুলো ব্যক্তিগতভাবে লেখা তথাপি সেইগুলো প্রত্যেকের জীবনে আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নীত হওয়ার জন্য প্রযোজ্য।

আমি আশান্বিত যে এই পত্র সংকলন উৎসুক ভক্তদের আধ্যাত্মিক মার্গে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে।

প্রকাশক ও এর সঙ্গে যুক্ত সমস্ত জনকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং তাঁদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী মহারাজের কাছে প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে প্রার্থনার সঙ্গে

Swami Tanmayananda

বসন্ত পঞ্চমী
২২শে জানুয়ারী, ২০১৮

(স্বামী তন্ময়ানন্দ)

রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ আশ্রম

(রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়ার শাখা)
জি. টি. রোড, রায়পুর-৪৯২০০১ (ছত্তিশগড়)
দূরভাষ ঃ (০৭৭১) ২২২৫২৬৯, ২২২৪১১৯, ৪০৩৬৯৫৯



১লা মার্চ, ২০১৮

কল্যাণীয় অর্জুন সিংহ,

সচিব, রামকৃষ্ণ আশ্রম, বীকানের

আপনাকে এবং বীকানেরের সকল ভক্তজনকে আমার শুভেচ্ছা।

আপনার ১৬ই নভেম্বর ২০১৭ র চিঠি পেয়েছি। আমি এটা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে পরম পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, যিনি রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের ১৪তম সংঘাধ্যক্ষ ছিলেন, ওনার পত্র সংকলন করে 'গহন আনন্দ চিন্তন' গ্রন্থরূপে প্রকাশ হতে চলেছে।

আমি বিগত প্রায় ১৫-১৬ বছর বেলুড় মঠে ছিলাম। সেই সময় পূজ্যপাদ মহারাজজীর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল।

আমার পূর্ণ বিশ্বাস ওনার এই পত্রের দ্বারা ভক্তেরা আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি লাভ করবে।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আপনাদের সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি।

স্বামী সত্যরূপানন্দ

(স্বামী সত্যরূপানন্দ)
সচিব

RAMAKRISHNA MISSION
Vivekananda Smriti Mandir
(A branch centre of Ramakrishna Mission, Belur Math, Howrah)
KHETRI-333503
Dist. Jhunjhunu (Rajasthan)

Phone : (01593) 234312
Email : rkmkhetri@gmail.com
Website : www.rkmissionkhetri.org



২৯শে অক্টোবর ২০১৭
মাঁ জগদ্ধাত্রী পূজা দিবস

প্রিয় ভাই তৎপরানন্দ,

একবার ট্রেনে পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের সঙ্গে বোম্বাই থেকে পুনে যাচ্ছিলাম। মাঝরাস্তায় যান্ত্রিক গোলযোগে ট্রেন দাঁড়িয়ে গেলো। প্রায় তিন ঘন্টা ট্রেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পূজনীয় মহারাজ কিন্তু নির্বিকার। তিনি ব্যাগ থেকে চিঠির ফাইলটি বের করতে লাগলেন। একটির পর একটি চিঠি তিনি পড়তে লাগলেন আর আমি তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তর লিপিবদ্ধ করতে লাগলাম। এতটা সময় কিভাবে কাটলো বুঝতেই পারলাম না।

দীর্ঘ পনেরো বছর পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তাঁর জীবন ছিল পুরোপুরি ঈশ্বর-কেন্দ্রিক। সর্বদা সকল কাজের মাঝেও মনের গহন অন্তস্তলে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। তাই তাঁকে কঠিন সময়েও কখনো বিচলিত হতে দেখিনি। কখনো দেখিনি কোনো কারণে তিনি বিষাদগ্রস্ত। অটুট ভগবৎ বিশ্বাসকে সম্বল করে তিনি সকল প্রতিকূল অবস্থা অবলীলায় অতিক্রম করতেন। তাই তিনি সদা প্রসন্নবদন। অনুপ্রেরণার উৎসস্থল।

তাঁর এই সাম্য স্থিতি যারা তাঁর সংস্পর্শে আসতো তাদের মধ্যেও সঞ্চার করার চেষ্টা করতেন। দীক্ষা দানের পরে দীক্ষিত ভক্তদের স্মরণ করিয়ে দিতেন যে—'আজ থেকে সর্বদা মনে রাখবে তোমাদের ইষ্ট দেবতা তোমাদের হৃদয়ে বসে আছেন। তাঁর প্রতি খেয়াল রাখবে।'

যে সকল ভক্ত কাছাকাছি থাকতেন তারা পূজ্যপাদ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের সমস্যার কথা জানাতেন। পূজ্যপাদ মহারাজ তাদের জন্য সময় দিতেন ও ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনে তাদের সমস্যার সমাধান করে দিতেন। যারা দূরে থাকতেন তারা চিঠি দিতেন। পূজ্যপাদ মহারাজ চিঠি পড়ে সংক্ষেপে তার উত্তর বলে দিতেন। প্রাপকের বোঝবার সুবিধার জন্য তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তর কিছুটা বিস্তারিতভাবে লিখে তাঁকে দেখানো হতো এবং তখন তিনি সই করতেন।

পূজ্যপাদ মহারাজের চিঠি পূর্বে উল্লিখিত তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব এবং ভক্তদের প্রতি কল্যাণেচ্ছা থেকে উৎসারিত। তাঁর উপদেশ ছিল সাকারাত্মক —নিরাশ মনে তা সঞ্চার করতো উৎসাহ, নূতন উদ্যমে পথ চলার প্রেরণা।

এই পুস্তকটি পূজ্যপাদ মহারাজের দ্বারা ভক্তদের প্রতি উপদেশ সম্বলিত হিন্দি ভাষায় লেখা কিছু পত্রের সংকলন। সাধক ভক্তের সমস্যাগুলি সর্বকালে প্রায় সমরূপ। তাই পূজ্যপাদ মহারাজের এই পত্রোপদেশের মাধ্যমে আজকের ভক্তবৃন্দও তাদের মনের সংশয় ও সমস্যার সমাধান লাভ করবেন। সর্বোপরি, এই পত্রগুলি গভীরভাবে অধ্যয়নের মাধ্যমে আজও তাঁরা পুণ্য ব্যক্তিত্বের স্পর্শ লাভ করে ধন্য হবেন। বীকানের রামকৃষ্ণ আশ্রমের সচিব শ্রী অর্জুন সিং এবং আমাদের সাধু ভ্রাতা স্বামী তৎপরানন্দ পত্রগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করে সকলকে মহাপুরুষ সংশ্রয়ের সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এই বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বামী আত্মনিষ্ঠানন্দ

সচিব

রামকৃষ্ণ মিশন, খেতড়ী, রাজস্থান

Ramakrishna Mission
Behind Bagadia Bhawan, Gautam Marg, C-Scheme,
JAIPUR 302 001, RAJASTHAN
E-mail : rkmpinkcity@gmail.com
Phone : 0141-2228704, 5118804



৬ই ডিসেম্বর, ২০১৭

আমি এটা জেনে খুবই আনন্দিত যে রামকৃষ্ণ আশ্রম, বীকানের-এর প্রচেষ্টায় পরম পূজ্য ব্রহ্মলীন স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভক্তদের অন্তরমনের প্রশ্নের সমাধান স্বরূপ লেখা পত্র-সংকলন 'গহন আনন্দ চিন্তন' এর প্রথম ভাগ প্রকাশিত হতে চলেছে।

এই মহৎ কাজের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আমার শুভেচ্ছা।

স্বামী দেবপ্রভানন্দ
সচিব
রামকৃষ্ণ আশ্রম, জয়পুর

কেশরীনাথ ত্রিপাঠী
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

সত্যমেব জয়তে

রাজভবন
কলকাতা-৭০০ ০৬২



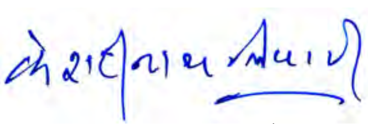
শুভেচ্ছা বার্তা

১১ই জানুয়ারী, ২০১৯

বীকানের রামকৃষ্ণ আশ্রম পরম পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের পত্রাবলী এবং বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীবৃন্দের স্মৃতি কথায় রচিত "গহন আনন্দ চিন্তন" নামে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত হলাম।

আমার বিশ্বাস যে এই গ্রন্থের মাধ্যমে যে উপদেশ বর্ণিত হয়েছে, তা পাঠকদের আধ্যাত্মিক প্রগতির সহায়ক হবে।

এই উপলক্ষে আমি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।



(কেশরী নাথ ত্রিপাঠী)

শ্রী অর্জুন সিংহ
সচিব,
রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ,
করণি নগর, লালগড়, বীকানের - ৩৩৪০০১

सत्यमेव जयते

বসুন্ধরা রাজে
মুখ্যমন্ত্রী রাজস্থান



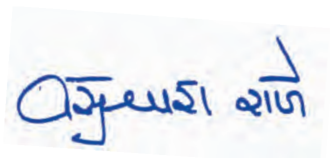
২২শে নভেম্বর, ২০১৭

বার্তা

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে রামকৃষ্ণ আশ্রম, বীকানের ভক্তদের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসাগুলোকে নিবারণ করার জন্য 'গহন আনন্দ চিন্তন' গ্রন্থ প্রকাশ করতে চলেছে।

এটা খুবই প্রশংসনীয় যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অক্ষুণ্ণ আছে সেইগুলি প্রদান করার সাথে সাথে রামকৃষ্ণ আশ্রম ভক্তদের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসাগুলোকে সমাধান করে থাকে। মানব জীবনে শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিশেষ যোগাযোগ আছে।

'গহন আনন্দ চিন্তন' গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হওয়ার জন্য আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইলো।



(বসুন্ধরা রাজে)

Sushila Kumari
Shiv Villas, Lallgarh Palace
Bikaner-334001
Tel : 91-0151-2200575, 2201855



০১/০২/২০১৮

বার্তা

আমি এটা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভক্তদের জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের সমাধানের জন্য তাঁর দ্বারা লিখিত পত্র সংকলিত করে স্বামী তৎপরানন্দজী 'গহন আনন্দ চিন্তন' নামে গ্রন্থ রূপে প্রকাশ করতে চলেছেন। ওনার এই মহৎ কাজটি খুবই প্রশংসনীয়। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর জিজ্ঞাসু ভক্তেরা পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের চিন্তাধারা এবং উপদেশকে পড়ে লাভান্বিত হবে।

এই শুভ এবং সুন্দর প্রকাশনের জন্য স্বামী তৎপরানন্দজী কে আমার পক্ষ থেকে সম্মানপূর্ণ শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন রইলো।

শুভেচ্ছু

(সুশীলা কুমারী)
রাজমাতা, বীকানের

অর্জুন সিংহ
সচিব
রামকৃষ্ণ আশ্রম, বীকানের

গীতা দত্ত

প্রযত্নে- শ্রী স্বপন পাল
নরসিং রোড (পশ্চিম), অম্বিকা পট্টি,
শিলচর, কাছাড়-আসাম
মো ৭৫৭৬৮৭৩৯৬২



বার্তা

এটা জেনে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি যে আপনি পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দ মহারাজ সম্বন্ধে বই প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। আপনার সাদর আমন্ত্রণে আমি গর্বিত ও আনন্দিত।

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ পূর্বাশ্রমে আমার কাকা ছিলেন। তিনি ছিলেন শৃঙ্খলাপরায়ণ, সেবাপরায়ণ এবং কর্মযোগী। শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাবধারাই ছিল তাঁর পাথেয়-স্বরূপ। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই ঠাকুরবংশে জন্মগ্রহণ করে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

আপনার এই প্রয়াস সাফল্য মন্ডিত হোক। শুভ কামনা রইল।

নমস্কার

গীতা দত্ত

(গীতা দত্ত)
শিলচর

স্বামী তৎপরানন্দ মহারাজ

'GURU KRIPA'

Smt. Padma Devi Khatri
W/o Late Shri Hari Kishan Khatri
Advocate, TAX CONSULTANT

C/o M/s New Khatri Emporium
Nitesh Khatri
M : 9461126683/7073375111
K.E.M. ROAD
BIKANER-334001 (RAJ)



০১/০৩/২০১৮

কল্যাণীয় পুত্র সোমেশ,

আমি এটা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে তুমি তোমার গুরুদেব রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশন বেলুড় মঠের ১৪তম অধ্যক্ষ, পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ দ্বারা ভক্তদের কাছে প্রেরিত ভক্তদের জিজ্ঞাসা ও নানা প্রশ্নের সমাধানের উপরে লিখিত ৩৭৫ খানা পত্রের সংকলন করে গ্রন্থরূপে প্রকাশ করতে চলেছো।

যেমন তোমার পিতা স্বর্গীয় হরি কিশনজী খত্রী স্বয়ং একজন উচ্চকোটির সাধক ছিলেন এবং তুমি রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের মহান আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহাত্মাদের চরণধূলির সংস্পর্শে এসে ওনার সেবা করে যাচ্ছো এটা আমাকে মদালসার সফল মাতৃত্বের গৌরব প্রদান করছে।

আমি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামীজী মহারাজ এবং পরম পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের কাছে 'গহন আনন্দ চিন্তন' এর সফল প্রকাশনার জন্য প্রার্থনা করি।

তোমার কল্যাণ কামনার সঙ্গে

পদ্মা

শ্রীমতী পদ্মাদেবী
(মাতা, স্বামী তৎপরানন্দজী মহারাজ)

জয় গুরু

বার্তা

২৪/০৮/২০১৮

পূজ্যপাদ মহারাজজী প্রণাম।

আপনার সম্পাদিত ‘গহন আনন্দ চিন্তন’ গ্রন্থটি হাতে পেয়ে খুব আনন্দ পেলাম। গ্রন্থটির মধ্যে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের যে দুর্লভ ছবি, অপ্রকাশিত পত্রাবলী এবং বিভিন্ন সন্ন্যাসীদের স্মৃতিচারণ আমাকে খুব মুগ্ধ করেছে। আশা করছি এই গ্রন্থটি সাধক এবং বিদগ্ধ মানুষের কাছে একটি পথপ্রদর্শক গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হবে। আপনার এই সুসম্পাদনার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনার এই সৃজন কার্যে যাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন, তাঁদেরকেও আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

গ্রন্থটির সারকথা আমি একটি প্রণামমন্ত্রের মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছি।

পীউষবদমুমুক্ষুনাম্ সংসারতাপনাশকঃ।
গুরোঃ কৃপার্নবা বন্দ্যঃ পত্র ব্যজজ্জনেন নিঃসৃতঃ।।

সাধক মুমুক্ষুদের সাংসারিক ত্রিবিধ তাপের সমূল নাশ করার জন্য অমৃততুল্য, শ্রীমৎ গুরুকৃপাসাগররূপী এই পত্র সংকলন গ্রন্থটি আলোকিত হল। আশা করি, এটি সবার কাছে বন্দনযোগ্য গ্রন্থ হয়ে উঠবে।

আপনার হিতৈষী
কৃপা বিনামী
জনৈক সাধক
অমরকন্টক

গুরুভক্তি ও গুরুসেবা

স্বামী সর্বলোকানন্দ

সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর

যে কোন বিষয়ে জাগতিক জ্ঞান লাভ করতে গেলে যেমন শিক্ষকের প্রয়োজন হয় তেমনই আধ্যাত্মিক বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য গুরু অত্যন্ত আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে রাজা মহারাজ বা স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলছেন যে, চুরি করতে হলেও একজন বড় চোরের প্রয়োজন হয়, যার কাছ থেকে অন্য চোরেরা জানতে পারে বা শিক্ষা লাভ করতে পারে কীভাবে চুরি করতে হয় এবং এই অধ্যাত্মিক বিষয় এত গভীর এত দুর্বোধ্য যে তাকে জানতে হলে বা আয়ত্ত করতে হলে গুরুর প্রয়োজন অনিবার্য। গুরু ছাড়া আধ্যাত্মিক জগতে এগিয়ে যাওয়া যায় না। এই গুরু কৃপা যদি লাভ করতে হয় তবে গুরুভক্তির অত্যন্ত প্রয়োজন। অনেক সময় মনে হয় যে গুরু বা ভগবান তাঁদের স্থান কোথায়? সাধক কবি খুব সুন্দর ভাবে বলছেন—'গুরু গোবিন্দ দোনো খড়ে, কাকো লাগো পায় বলিহারি গুরুকে যো গোবিন্দ দিয়ে বাতায়' অর্থাৎ গুরু এবং গোবিন্দ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন, কাকে আগে প্রণাম করব গুরুকে না গোবিন্দকে? কিন্তু সাধক কবি বলছেন যে গুরুকেই প্রথম প্রণাম করা উচিত এবং তারপর গোবিন্দকে, কারণ গুরুই কিন্তু গোবিন্দের কাছে ভক্তকে নিয়ে যান, সেইজন্য



গুরুকেই প্রথম প্রণাম করা উচিত, গোবিন্দকে পরে করলেও চলবে। সুতরাং গুরু কৃপা লাভ করতে হলে ভক্তির প্রয়োজন। ভক্তি অর্থাৎ গুরুবাক্যে বিশ্বাস রাখতে হবে। গুরুবাক্যে যদি বিশ্বাস না থাকে তবে কিন্তু গুরুভক্তি হতে পারে না। সেই জন্য গুরু যা বলেন তাঁর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। শুধু তাঁর কথাতে নয়, তাঁর উপদেশে নয়, তাঁকেই সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে হবে, তাহলেই কিন্তু ঠিকঠিক গুরুভক্তি হয়। এইখানে গুরুভক্তির নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি কাহিনীর অবতারণা করা যেতে পারে। তার মধ্যে অনবদ্য হল শিষ্য একলব্যের গুরুভক্তি। একলব্য ক্ষত্রিয় ছিলেন না, তিনি দ্রোণাচার্যের কাছে যান ধনুর্বিদ্যা শেখার জন্য। যখন একলব্য দ্রোণাচার্যের কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন যে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা আয়ত্ত করবেন তখন দ্রোণাচার্য একলব্যকে শিক্ষা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। কারণ দ্রোণাচার্য জানতেন যে একলব্য ক্ষত্রিয় নন এবং যে ক্ষত্রিয় নয় তাকে অস্ত্রশিক্ষা দেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি অস্ত্র শিক্ষা দিতে বিরত থাকলেন। তিনি বললেন যে, আমি তোমাকে অস্ত্রশাস্ত্রের শিক্ষা দিতে পারব না কারণ তুমি ক্ষত্রিয় নও। এই শুনে একলব্য বাড়ী ফিরে এলেন কিন্তু গুরুর প্রতি তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল। তিনি স্থির করেছিলেন, যে ভাবেই হোক তাঁকে দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা অর্জন করতে হবে। একলব্য বাড়ীতে ফিরে এসে দ্রোণাচার্যের একটি সুন্দর মূর্তি তৈরী করেন এবং দ্রোণাচার্যের মূর্তিকে সামনে রেখে তিনি ধনুর্বান শিক্ষা আরম্ভ করেন। যখন একলব্যের ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত হল এবং তিনি ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন ও সেই কথা চারদিকে আলোচনা হতে লাগল। দেখা গেল একলব্য দ্রোণাচার্যের প্রিয় শিষ্য অর্জুনের থেকেও, বড় ধনুর্ধর হয়ে উঠছেন। তখন খোঁজ হতে লাগল কে সে অর্জুন থেকেও বড় ধনুর্ধর। দেখা গেল যে একলব্য অর্জুনকেও ছাড়িয়ে গেছে। সে শুধু গুরুর মূর্তি তৈরী করে তা সম্ভব করেছে—গুরুর প্রতি গভীর বিশ্বাস, ভক্তি এবং শরণাগত ভাব ছিল বলেই এই কার্য সম্ভবপর হয়েছে। তাই গুরুভক্তি অত্যন্ত প্রয়োজন এবং গুরুকৃপা লাভ করতে গেলে গুরুর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকা একান্তই আবশ্যক।

এই গুরুভক্তি প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কথাও বেশ প্রণিধানযোগ্য। স্বামীজী বলছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ যদি ইচ্ছা করেন তবে তিনি এক মুঠো ধুলো

থেকেও হাজার হাজার বিবেকানন্দ তৈরী করতে পারেন। গুরুর প্রতি অগাধ আস্থা বা বিশ্বাস থাকলেই এইরকম কথা বলা যেতে পারে। আবার স্বামীজী বলছেন যে, "আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাসস্য দাসঃ, servant of servants"—গুরুর প্রতি অশেষ ভক্তি থাকলেই এই রকম 'দাসস্য দাসঃ' ভাব শিষ্যের মনে আসে। স্বামীজী আবারও বলছেন যে আমরা ত্রিভুবন উৎপাটিত করতে পারি, আকাশ বা তারকাকে চর্বণ করতে পারি কারণ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের দাস, সুতরাং আমরা সবকিছু করতে পারি এবং আমাদের সেই সামর্থ্য আছে কারণ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের দাস। স্বামীজীর, তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ গভীর আস্থাও বিশ্বাস ছিল।

প্রকৃত গুরু কে? অনেক সময় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে প্রকৃত গুরু কে? প্রকৃত গুরু হলেন তিনি যিনি কি না সবসময় শিষ্যের আধ্যাত্মিক কল্যাণ চিন্তা করেন। এইরকম প্রকৃত গুরুর অনেক ব্যাখ্যা শাস্ত্রে আছে। আমাদের একটা কথা সবসময় মনে রাখতে হবে যে, যাকেই আমরা গুরু বলে বরণ করি না কেন তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি যেন অটুট থাকে, যাকে বলা হয় অচলা ভক্তি। অনেক সময় দেখা যায় এই রকম ভক্তি নানা কারণবশতঃ অটুট থাকে না। তবে শাস্ত্রে বলা হয়েছে যেকোন কারণই হোক না কেন গুরুর প্রতি সর্বদা অচল ভক্তি থাকা চাই। তবেই কিন্তু শিষ্য আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

গুরু প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে। আমরা জানি যে আগে বলা হত উপমা কালিদাসস্য, উপমা সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখেছি কথামৃত পড়ে যে উপমা পাই তা কালিদাসস্য নয়। কালিদাসকে তা ছাপিয়ে গেছে সেই উপমা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর উপমার সাহায্যে জটিল আধ্যাত্মিক তথ্যকে এত সহজ সরলভাবে আমাদের সকলের সামনে, মনুষ্য জাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন তা তুলনারহিত। তিনি গুরু প্রসঙ্গে বলছেন—গুরু হচ্ছেন ঘটক। ঘটকের কাজ কি, পাত্রপক্ষ এবং কন্যাপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া। সেইরূপ গুরু হচ্ছেন ঘটকের ন্যায়। ভক্ত এবং ভগবানের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করিয়ে দেন বা যোগসূত্র স্থাপন করেন। এটাই হচ্ছে গুরুর কাজ এবং এটাই গুরুরা করে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন সচ্চিদানন্দই হচ্ছেন গুরু। শুদ্ধ মনই হচ্ছে গুরু। যখন আমাদের মন

শুদ্ধ হবে অত্যন্ত পবিত্র হবে তখনই কিন্তু শুদ্ধ মন গুরুর মত কাজ করতে থাকে। কিন্তু এই মন শুদ্ধ হওয়ার আগে বা শরীর শুদ্ধ হওয়ার আগে গুরুকরণের প্রয়োজন, উপদেশের প্রয়োজন এবং আদেশের প্রয়োজন। তবেই কিন্তু আমাদের উপর গুরু কৃপা বর্ষিত হতে পারে এবং যদি গুরু কৃপা বর্ষিত হয় তবেই আমরা আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যেতে পারি।

গুরুভক্তি এবং গুরুসেবা দুটোই হচ্ছে মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। যদি গুরুভক্তি না থাকে তবে কখনই গুরুসেবা সম্ভব নয়। সাধারণ ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যার প্রতি ভালবাসা নেই, শ্রদ্ধা নেই তাকে আমরা ঠিকমত সেবা করতে পারি না। সুতরাং গুরুভক্তি হলেই গুরুসেবা সম্ভব।

গুরুসেবা অনেক প্রকারের আছে। গুরুকে আমরা অনেকভাবে সেবা করতে পারি। গুরুসেবার অনন্য উদাহরণ হচ্ছেন শিষ্য আরুণি। আরুণি গেছেন গুরুগৃহে শিক্ষা লাভ করার উদ্দেশ্যে। একদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে এবং গুরু আরুণিকে বললেন যে, দেখ গিয়ে ধান জমিতে আল ভেঙে গেছে এবং তুমি সেখানে যাও আল মেরামত করে জমিতে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করো। বালক শিষ্য আরুণি জমিতে গিয়ে দেখেন যে জমির আল ভেঙে গেছে এবং জল জমি থেকে হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে। আরুণি মনে মনে চিন্তা করলেন যে, গুরু আমাকে যে আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং গুরুর সেই আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে। যে করেই হোক জমিতে জল ধরে রাখতে হবে। কিন্তু আল এমনভাবে ভেঙে গেছিল তা মেরামতের কোনো উপায় ছিল না। যেখানে আল ভেঙে গেছিল সেখানে তিনি নিজেই জমির আল হয়ে শুয়ে পড়লেন এবং তাঁর গোটা শরীরটা দিয়ে জমিতে জল ধরে রাখার চেষ্টা করলেন। এই দিকে গুরুদেব চিন্তা করছেন সকালে গেছে আরুণি এবং বিকাল হয়ে গেছে সে ফিরছে না কেন? সুতরাং গুরু নিজে আরুণির খোঁজে যাচ্ছেন এবং গিয়ে দেখেন যে শিষ্য আরুণি আল স্বরূপ হয়ে সেই জমির উপর শুয়ে আছে এবং জল যাতে বেরিয়ে না আসতে পারে তার চেষ্টা করছেন। এই দেখে গুরু অত্যন্ত প্রীত হলেন কারণ গুরুবাক্যের প্রতি এত নিষ্ঠা যে গুরুর আদেশ পালন করতে গিয়ে আরুণি তাঁর নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ মনে করেছেন। তাঁর কাছে গুরুর আদেশ পালনই ছিল সব থেকে বড়ো কাজ।

দীক্ষিত ভক্তরা অনেকেই অভিযোগ বা আক্ষেপ করেন যে দীক্ষা নেওয়ার পর আর গুরু দর্শন পাওয়া যায় না বা গুরু দর্শন সম্ভব হয় না। কারণ গুরু অনেক দূরে থাকেন বা ভক্তরা দূরে থাকেন। এ প্রসঙ্গে দশম সংঘাধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের একটি কথা খুব মনে পড়ছে। তিনি সময় করে প্রতি বছর মুম্বাই যেতেন দীক্ষা দিতে। একবার বেশ কয়েকজন ভক্ত এসে আক্ষেপ করে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করছেন যে, মহারাজ আপনি তো বছরে একবার আসেন, আবার কোন কোন সময় প্রত্যেক বছর আসতেও পারেন না এবং আমরা আপনার দর্শন পাই না ও গুরুসেবা করার সুযোগ পাই না। তিনি তা শুনে বললেন যে ব্যক্তিগত সেবা বা গুরুর জন্য প্রণামী বা মিষ্টি নিয়ে আসাই সেবা নয়। গুরুর প্রকৃত সেবা হচ্ছে গুরুর আদেশ পালন করা এবং তাতেই গুরু প্রকৃত সন্তুষ্ট হন। ব্যক্তিগত সেবাতে গুরু খুশী হন ঠিকই কিন্তু আসল সেবা হল গুরুর আদেশ পালন। পূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বলছেন যে, "আমি দীক্ষার সময় যেসব নির্দেশ দিয়েছি এবং উপাসনা পদ্ধতিতে যে সব নির্দেশ আছে সেগুলো যদি ঠিক ঠিক পালন করতে পার তবেই সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুসেবা হবে।" গুরুকে যদি কাছে পেতে হয় বা প্রকৃত গুরুসেবা করতেই হয়; তবে তিনি যে আদেশ দিয়েছেন সেই আদেশ পালনই হবে যথার্থ গুরুসেবা।

'গুরুগীতা'তে গুরুর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করা আছে। গুরু শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায় তা হল— 'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার এবং 'রু' শব্দের অর্থ নিরোধক। অর্থাৎ যে অন্ধকারকে দূর করে, যে অজ্ঞানকে দূর করে। সুতরাং গুরুই একমাত্র আমাদের অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের আলোকে নিয়ে যান। আমাদের উপনিষদে আছে—

অসতো মা সদ্‌গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়! ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ!

হে প্রভু, আমাকে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে চল, অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে চল, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে নিয়ে চল। এই প্রার্থনা গুরু সর্বদা করে থাকেন ভক্তকে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। সুতরাং গুরুর যে নির্দেশ বা আদেশ সেটা আমাদের পালন করা উচিত এবং সেটাই হবে সর্বোত্তম গুরুসেবা।

এবার বলি যাকে কেন্দ্র করে এই গহন আনন্দ চিন্তন গ্রন্থ সেই চতুর্দশ

সঙ্ঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজীর সান্নিধ্যে থাকাকালীন দু-একটা ঘটনার কথা এবং আমার উপলব্ধির কথা।

গুরু হিসাবে তিনি যে কত উঁচু মাপের সন্ন্যাসী ছিলেন এবং তাঁর যে কতটা ভক্ত-অন্ত প্রাণ ছিল তা একটা ঘটনা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি।

প্রায়ই দেখতাম ভক্তদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ এবং কথা বলতে বলতে মহারাজের বিশ্রামের সময় পার হয়ে যেতো। সেবক সন্ন্যাসীগণ তাঁকে বিশ্রামে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলে তিনি বলতেন, "বহুদূর থেকে এঁরা এসেছে। এঁদের সঙ্গে দেখা না করে আমি বিশ্রামে যাই কী করে?"

মহারাজকে দেখতাম তিনি কোনো ঘটনার আবর্তে কখনোই বিচলিত হতেন না। তাঁকে কখনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাতর হতে এবং অনুকূল ঘটনায় উল্লসিত হতে দেখিনি। "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ"—গীতোক্ত শ্লোকটির মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন পূজনীয় মহারাজ। মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনচর্যাই ছিল আধ্যাত্মিকতার এক প্রতিমূর্তি।

সবসময় দেখা গেছে কাজের ব্যাপারে তিনি যেকোন প্রকার পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এত পরিশ্রম ও ব্যস্ততার মধ্যেও আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁর প্রাত্যহিক জীবনচর্চায় কোনো ক্লান্তি ছিল না।

মহারাজ শুধু ভক্তদের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা উন্মেষের কাজে ব্যস্ত থাকতেন না, তিনি তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকেও নজর রাখতেন।

সঙ্ঘগুরু হওয়ার পরে মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার জাগরণ ও তার বিস্তারকল্পে মহারাজ তাঁর মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন।

আধ্যাত্মিক জীবন কেমন হতে পারে তা তাঁকে যারা একবার দেখেছেন তাদের মধ্যে সেই অনুভূতি গড়ে উঠেছে।

Plain living and High Thinking—এই ছিল তাঁর মহতী জীবনচর্যার মূল কথা।

তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী, সর্বদাই তাঁর মুখে লেগে থাকতো একটা মিষ্টি হাসি। সদাহাস্যময় এমন মহান সংঘগুরুর সান্নিধ্যে কিছুদিন থাকতে পারার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আর সেই কারণেই সেই পবিত্র জীবনের সংস্পর্শ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।



স্তব পাঠ

গায়ত্রী মন্ত্র ঃ মনীষীদের কলমে

স্বামী গোকুলানন্দ সংকলিত

গায়ত্রী মন্ত্র ঃ—

ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গঃ দেবস্য ধীমহি,
ধিয়ঃ যঃ নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

ইংরেজীতে ঃ—

OM BHUR BHUVAH SVAH
TAT SOVITURVARENYAM
BHARGO DEVASYA DHIMAHI
DHIYO YONAH PRACHOADAYAT OM

অর্থ ঃ—

অ-ব্রহ্মা
ওঁ—উ বিষ্ণু
ম মহেশ্বর

যিনি সৃষ্টি, স্থিতি (পালন), লয় (নাশ) করিবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মূর্তি ধারণ করিয়া থাকেন।

ভূ-পৃথিবী
ভূ র্ভু বঃ স্বঃ—ভূর্বঃ-অন্তরীক্ষ (আকাশ)
স্বঃ-স্বর্গ

যিনি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ এই ত্রিভুবনকে ব্যাপিয়া আছেন।

তৎ—সেই
সবিতুঃ—জগৎ সৃষ্টি কর্ত্তার
বরেণ্যং—বরণীয়, পূজনীয়

ধীমহি—ধ্যান বা চিন্তা করি
ধিয়ঃ—বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে
যঃ—যিনি

ভর্গঃ—তেজোময়রূপকে নঃ—আমাদের

দেবস্য—দেবতার প্রচোদয়াৎ—প্রেরণ করেন

অর্থাৎ ঃ—

যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মূর্তি ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি ত্রিভুবন ব্যাপিয়া আছেন সেই জগৎ সৃষ্টি কর্ত্তা পরমেশ্বরের তেজোময় রূপকে ধ্যান বা চিন্তা করি। তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে সৎকার্য্যে অর্থাৎ মঙ্গলময় কার্য্যে প্রবৃত্ত করছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ অনুসারে ঃ—

"আমরা এই জগতের প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় তেজ ধ্যান করি, তিনি আমাদের ধীশক্তি জাগ্রত করিয়া দেন।"

স্বামী প্রেমেশানন্দ অনুসারে ঃ—

"ওঙ্কার (ওম্)-সৃষ্টির প্রথমে এই ধ্বনি হয়। ঋষিরা তাহা শুনিতে পান। এখনও যোগীরা, সৃষ্টির অন্তস্তলে, এই ধ্বনি শুনিতে পান। ইহা অপেক্ষা সর্বত্র শব্দ জগতে আর নাই। ইহা ভগবানের আদি নাম। ভূর্ভুবঃ স্বঃ=পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ। জীবের শরীর যেমন দেখিতেছি, ভগবানের শরীরও এই সম্মুখে তেমনি রহিয়াছে। এই জগৎ তার শরীর, তিনি সর্বব্যাপী। এইটুকু চিন্তা করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হয়। গায়ত্রী ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র। তাহার অর্থ—তৎ=সেই (তাহা), সবিতুঃ=সবিতার, জগৎস্রষ্টার। বরেণ্যং=বরণীয়, পূজনীয়। ভর্গো=তেজ। দেবস্য=দেবতার। ধীমহি=আমরা ধ্যান করি। ধিয়ঃ=বুদ্ধি সমুহ। যঃ=যিনি। নঃ=আমাদের। প্রচোদয়াৎ=পরিচালনা করুন। অন্বয়=সবিতুঃ দেবস্য তৎ বরেণ্যং ভর্গো ধীমহি। যঃ নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। বঙ্গার্থ—সবিত্রি (সবিতৃ) দেবতার সেই মহান জ্যোতি আমরা ধ্যান করি। যিনি (তিনি) আমাদের সকল বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করেন।

হৃদয়ে একটি ক্ষুদ্র জ্যোতি কল্পনা করিয়া তাহা যেন দেখিতেছি মনে করিতে হয়; আর প্রার্থনা করিতে হয় আমার বুদ্ধিকে যেন তিনি সুপথে পরিচালিত করেন।”

সায়ন অনুসারে ঃ—

যিনি প্রেরণ করেন আমাদের ধীশক্তি আমরা ধ্যান করি সেই সবিতা দেবের বরণীয় তেজ। তিনি গায়ত্রী মন্ত্রে সবিতা শব্দের সূর্য্য ও পরমেশ্বর এই দুই অর্থ করেছেন।

সত্যব্রত সামশ্রমী অনুসারে ঃ—

আমরা সবিতৃ দেবতার সেই পূজনীয় তেজ ধ্যান করি যার প্রভাবে আমরা স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হতে সমর্থ হই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুসারে ঃ—

“সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি,
যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন”।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুসারে ঃ—

যা হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে
পৃথিবী, আকাশ, তারা।
যা হতে আমার অন্তরে আসে
বুদ্ধি চেতনা ধারা।
তারি পূজনীয় অসীম শক্তি
ধ্যান করি আমি লইয়া ভক্তি।।

শ্রীঅরবিন্দ অনুসারে ঃ—

ঋষিরা দেবতার নিকট যে জ্যোতিদান প্রার্থনা করিতেন সে ভৌতিক সূর্য্যের নয়, জ্ঞান-সূর্য্যের গায়ত্রী মন্ত্রোক্ত সূর্য্যের, বিশ্বামিত্র যাঁহাকে দর্শন

করিয়াছিলেন। এই জ্যোতি সেই "তৎসবিতুর্বরেণ্যং দেবস্য-ভর্গঃ" এই দেবতা ইনি "যো নো ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ", যিনি আমাদের সকল চিন্তা সত্যতত্ত্বের দিকে প্রেরিত করেন।

OM who is dearer than our breaths is self subsistant. All knowledge and all bliss we meditate upon that adorable effulgence of the resplendent vivifier of the universe. "Savita" May he illumine our intellects unto the right path.

প্রাণায়াম হইতে যিনি প্রিয়তম তিনিই "ওঁ" পরমাত্মা জ্ঞান, বিজ্ঞান, শান্তি ও প্রশান্তির জন্য যাহাকে প্রার্থনা করা হয় তিনিই ত্রিভুবনের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক "সবিতা" (সূর্য্য)। তিনি (সূর্য্য) কল্যাণকর কার্য্যে আমাদের মেধা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিবেককে উদ্দীপিত করেন।

মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখবে। মরবার পর কিছুই থাকবে না। এখানে কতকগুলি কর্ম করতে আসা। মৃত্যু-সময়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভালো। শেষ বয়সে নির্জনে গিয়া কেবল ঈশ্বরচিন্তা ও তাঁর নাম করা। শরীরটা দু'দিনের জন্য;—তিনিই সত্য, শরীর এই আছে—এই নাই।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

তোমাদের ইহকাল পরকাল তিনিই দেখছেন। তোমাদের ভাবনা কি? সর্বদা কি ভগবানের চিন্তা করতে পারা যায়? কখনও বেড়াবে, কখনও তাঁর চিন্তা করবে।

—শ্রীশ্রীমা

বৈদিকমন্ত্রাঃ

[উচ্চারণবিধি—বেদপাঠের সৌকর্যার্থে এস্থলে যে দুইপ্রকার (। লম্ব, _ সমান্তরাল) রেখা প্রদত্ত হইল, তদ্দ্বারা যথাক্রমে 'স্বরিত' ও 'অনুদাত্ত' স্বর সূচিত হইয়াছে; অর্থাৎ যে স্বরের উপরিভাগে লম্বচিহ্ন (।) দেওয়া হইয়াছে, সে-স্থানে স্বরিত (উচ্চ) স্বরে এবং যে স্বরের নিম্নে সমান্তরাল (_) চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে সে-স্থানে অনুদাত্ত (নিম্ন) স্বরে উচ্চারণ করিবার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে উদাত্ত অর্থাৎ উচ্চস্বরে উচ্চারণ করিতে হইবে। অ, ই, উ স্থলে হ্রস্ব এবং আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ প্রভৃতি স্থলে দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে হইবে। বেদপাঠে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে উচ্চারণবিধি শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।]

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।১

—(কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-তৈত্তিরীয়ারণ্যকম্-৮.২.১)

ঈশ্বর আমাদের উভয়কে (আচার্য ও শিষ্যকে) সমভাবে রক্ষা করুন; (বিদ্যার সুফল প্রকাশিত করিয়া) আমাদের উভয়কে পালন করুন। আমরা যেন সমান সামর্থ্যবান হই; অধীত বিদ্যা যেন আমাদের উভয়ের জীবনেই তুল্যভাবে তেজোদৃপ্ত হয়; আমরা পরস্পরকে যেন বিদ্বেষ না করি। আমাদের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক শান্তি হউক।১

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণু-রুরুক্রমঃ।

—(ঋগ্বেদসংহিতা-১.১.৯০.৯)

নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি।

ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি।

তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।২

সূর্য ও বরুণ আমাদের প্রতি সুখপ্রদ হউন, অর্যমা (রাত্রির দেবতা) সুখকর হউন, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি আনন্দপ্রদ হউন। বিস্তীর্ণ পাদক্ষেপণকারী বিষ্ণু আমাদের মঙ্গলকারী হউন। ব্রহ্মকে নমস্কার। বায়ুকে নমস্কার। হে বায়ু, তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপে বলিব। উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ঋত (ব্রহ্ম) স্বরূপে বলিব। সত্যস্বরূপে বলিব। সেই ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন। আমার আচার্যকেও রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন। আমার আচার্যকেও রক্ষা করুন। ত্রিবিধ শান্তি হউক আমাদের জীবনে।২

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ। ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।

স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাং সস্তনূভিঃ। ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।

স্বস্তি নঃ ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ। স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ

স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ। স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।৩

—(কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-তৈত্তিরীয়ারণ্যকম্-১.১.১)

হে দেবগণ, আমরা কর্ণ দ্বারা যেন কল্যাণময়ী বাণী শ্রবণ করি; হে যজনীয় দেবগণ, আমরা চক্ষু দ্বারা যেন সুশোভন দর্শন করিতে সমর্থ হই; সুস্থ হস্তপদাদি অবয়ববিশিষ্ট হইয়া আমরা যেন তোমাদের স্তুতিগান করিতে পারি এবং প্রজাপতি দ্বারা নির্দিষ্ট জীবনকাল (আয়ু) প্রাপ্ত হই। বৃদ্ধশ্রবা (প্রভূত হবিরূপ অন্ন যাঁহার

আছে সেই) ইন্দ্রদেব আমাদের মঙ্গল করুন; সর্বজ্ঞানাধার পূষা (জগৎ পোষণকারী দেবতা) আমাদের কল্যাণ করুন; সর্পাদিকৃত-হিংসা-নিবারণকারী তার্ক্ষ্য (গরুড়) আমাদের মঙ্গল করুন; দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। আমাদের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক শান্তি হউক।৩

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।।

মধু নক্তমুতোষসি মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু

নঃ পিতা।। মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ।

মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধুঃ।।৪

—(ঋগ্বেদসংহিতা ১.৬.৯০-৬, ৭, ৮)

—(যজুর্বেদ-অধ্যায়-১৩, কণ্ডিকা ২৭, ২৮, ২৯)

সত্যপথযাত্রী আমাদের নিকট বায়ু মধুর হউক, তটিনী করুক মধু ক্ষরণ, ওষধিসমূহ হউক মধুময়।

রাত্রি এবং দিন শান্তিময় হউক, বিশ্বচরাচরে বিরাজ করুক শান্তি, পিতৃস্বরূপ দ্যুলোক আমাদের নিকট শান্তিপূর্ণ হউক।

বনানী আমাদিগকে প্রদান করুক মিষ্ট ফল, সূর্য হউক আনন্দবর্ষী আর গাভীরাও আমাদের নিকট সুখপ্রদ হউক। মধুময় হউক ত্রিভুবন।৪

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি, বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো

বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্। মাহহং ব্রহ্ম

নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং

মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু,

তে ময়ি সন্তু।। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।৫

আমার অঙ্গসমূহ বাক্, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, বল ও সকল ইন্দ্রিয় পুষ্টিলাভ করুক। বস্তুমাত্রই স্বরূপতঃ উপনিষদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন; তাঁহার সহিত আমার এবং আমার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নিত্য অবিচ্ছেদ্য হউক। সেই পরমাত্মায় সতত নিষ্ঠ আমাতে উপনিষদ প্রতিপাদ্য ধর্মসমূহ প্রকাশিত হউক; আমাতে উহা প্রকটিত হউক। ত্রিবিধ শান্তি হউক।৫

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সংবভূব।
স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্।
শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহবা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি
বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়াঽপিহিতঃ। শ্রুতং
মে গোপায়।

আবহন্তী বিতন্বানা। কুর্বাণা চীরমাত্মনঃ। বাসাংসি মম
গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ। লোমশাং
পশুভিঃ সহ স্বাহা।

আমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বিমাঽঽয়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।
প্রমাঽঽয়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।
শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।

যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং
ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা।
তস্মিন্সহস্রশাখে। নি ভগাহং ত্বয়ি মৃজেস্বাহা। যথাঽঽপঃ

প্রবতাহহয়ন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ।
ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।
প্রতিবেশোহসি প্রমা ভাহি প্রমা পদ্যস্ব। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।৬

—(কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-তৈত্তিরীয়ারণ্যকম্-৭.৪)

যে ওঁকার সর্ববেদের প্রধান, সমস্ত শব্দে ব্যাপ্ত এবং অমৃত-স্বরূপ বেদসমূহ হইতে প্রাদুর্ভূত, সেই ওঁকারস্বরূপ পরমেশ্বর আমাকে প্রজ্ঞা দ্বারা তৃপ্ত করুন। হে দেব, আমি যেন অমরত্বের কারণ ব্রহ্মজ্ঞানের আধার হইতে পারি, শরীর যেন উপযুক্ত হয়। জিহ্বা যেন মধুরভাষিণী হয়, কর্ণদ্বয়ে যেন বহু (ব্রহ্মকথা) শুনিতে পাই। তুমি ব্রহ্মের আবরণস্বরূপ, কিন্তু তুমি প্রজ্ঞা দ্বারা আচ্ছাদিত। আমার শ্রবণলব্ধ জ্ঞান তুমি রক্ষা কর। হে ওঁকার, অনন্তর তুমি লক্ষ্মীপ্রিয় আমার জন্য লোমশপশুসমন্বিতা এবং আরও বহু পশুসমাবৃতা, সর্বসম্পাদয়িত্রী সেই শ্রীকে আনয়ন কর, যাঁহার দ্বারা আমার বহু বস্ত্র, গো, অন্ন এবং পানীয় বস্তু সংগৃহীত ও বর্ধিত হইবে এবং ঐ সকল ব্যবস্থা দীর্ঘকালের জন্য স্থায়ী থাকিবে। স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ সর্বদিক হইতে আমার নিকট আগমন করুক। স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ নানারূপে আমার নিকট আসুক। স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ যথাশাস্ত্র আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করুক। স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ দমযুক্ত হউক। স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ শমযুক্ত হউক। স্বাহা। লোকসমাজে আমি যেন যশস্বী হই। স্বাহা। ধনিসমাজে আমি যেন অধিকতর ধনী হই। স্বাহা। হে ভগবান্, তোমার উক্ত স্বরূপে আমি যেন প্রবেশ করি। স্বাহা।

হে ভগবান, উক্তরূপ তুমিও আমাতে প্রবেশ কর। স্বাহা। হে ভগবান্, তুমি বহুধারা নদীরূপী, তোমাতে আমার পাপকর্মরাশি বিশোধিত করিতেছি। স্বাহা। হে বিধাতা, জলরাশি যেমন ক্রমনিম্ন দেশ বাহিয়া ধাবিত হয়, মাসসমূহ যেমন সম্বৎসর মধ্যে পরিণতি লাভ করে, সেইরূপ ব্রহ্মচারিগণও সর্বদিক হইতে আমার সকাশে আগমন করুক। স্বাহা।

তুমি সকলের বিশ্রামালয় স্বরূপ, অতএব তুমি শরণাগত আমার নিকট সর্বতোভাবে প্রতিভাত হও। তুমি আমাকে তোমার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন করিয়া লও। শান্তিস্নিগ্ধ কর আমার জীবন।৬

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।৭

(শুক্লযজুর্বেদীয়শান্তিবচন)

উহা [পরব্রহ্ম] পূর্ণ, ইহাও [নামরূপস্থ ব্রহ্ম] পূর্ণ; পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্‌গত হন; পূর্ণের [কার্যব্রহ্মের] পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে পূর্ণ [পরব্রহ্মই] অবশিষ্ট থাকেন। শান্তি, শান্তি, শান্তি।৭

ওঁ অসতো মা সদ্‌গময়।

তমসো মা জ্যোতির্গময়

মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

আবিরাবীর্ম এধি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

অসৎ হইতে আমাকে সতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও; হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম আমার নিকট প্রকাশিত হও। শান্তি হউক, শান্তি হউক, শান্তি হউক।

শ্রীগুরু-স্তোত্র

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।১।।

গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুই দেব মহেশ্বর (দেদীপ্যমান শিব), গুরুই পরম ব্রহ্ম, সেই গুরুদেবকে (বারবার) প্রণাম করি।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।২।।

অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের (অথবা তিমির রোগের) দ্বারা অন্ধ ব্যক্তির চক্ষুকে যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা (কজ্জ্বল লেপনের কাটির দ্বারা) উন্মীলিত করিয়াছেন (অর্থাৎ যিনি জ্ঞান প্রদান করিয়া অজ্ঞানান্ধ জীবকে মুক্ত করিয়াছেন) সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

অখন্ডমন্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৩।।

মণ্ডলাকার (গোলাকার) অখণ্ড (সমগ্র) চরাচরকে (বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে) ব্যাপ্ত করিয়া যিনি অবস্থিত আছেন, তাঁহার পদ (স্বরূপ, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ) যিনি দেখাইয়া দিয়াছেন সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি।

চিন্ময়-ব্যাপিতং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৪।।

স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমগ্র ত্রিলোককে (ভূঃ ভূবঃ ও স্বঃ, এই লোকত্রয়োপলক্ষিত বিশ্বকে) যিনি (স্বীয়) চিত্ত-স্বরূপতার দ্বারা ব্যাপিয়া আছেন, সেই (ব্রহ্ম) পদকে যিনি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে (বারবার) প্রণাম করি।

স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৫।।

এই চরাচরাত্মক জগতে যাহা কিছু সচল ও অচল, সেই সমুদয়ই যাঁহার দ্বারা ব্যাপ্ত, সেই পদ (ব্রহ্মতত্ত্ব) যিনি দর্শন (অনুভব) করাইয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

সর্বশ্রুতি শিরোরত্ন-বিরাজিত-পদাম্বুজঃ।
বেদান্তাম্বুজ-সূর্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৬।।

যাঁহার (যে শ্রীগুরুরূপ পরমেশ্বরের) পাদপদ্ম বেদ-সমূহের মস্তকমণির দ্বারা (বেদান্তদ্বারা) সুশোভিত, যিনি বেদান্তরূপ কমলের সূর্যস্বরূপ (সূর্য যেমন পদ্মকে প্রস্ফুটিত করে, সেইরূপ যিনি বেদান্তজ্ঞানকে প্রকাশিত করেন) সেই শ্রীগুরুকে (বারবার) প্রণাম করি।

চৈতন্যঃ শাশ্বতঃ শান্তো ব্যোমাতীতো নিরঞ্জনঃ।
বিন্দুনাদকলাতীতস্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৭।।

যিনি চৈতন্যস্বরূপ, শাশ্বত (নিত্য, অব্যয়), শান্ত, সর্বসূক্ষ্ম পদার্থ যে আকাশ তাহা হইতেও সূক্ষ্মতর, যাঁহাতে কোন অঞ্জন (গুণত্রয়-রূপ কালুষ্য) নাই; যিনি বিন্দু (কুণ্ডলিনী, সৃষ্টি-উন্মুখ কারণাবস্থ পরাশক্তি), নাদ (আদি-শব্দ প্রণব, পরা বাক্) ও কলার (শক্তি ও সদাসিব প্রভৃতি তত্ত্বের অধিষ্ঠানভূত সূক্ষ্ম জগতের—শৈবাগমসম্মত এই কলাসকল পরাশক্তির কার্য। তাহারা নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি এবং শান্ত্যতীত, এই পাঁচভাগে বিভক্ত। পরাশক্তি ব্যতিরিক্ত সদাশিবাদি ৩৫টি তত্ত্ব এই কলাসকলে আশ্রিত।) অতীত, সেই শ্রীগুরুকে (বারবার) প্রণাম করি।

জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়স্তত্ত্বমালাবিভূষিতঃ।
ভুক্তিমুক্তি-প্রদাতা চ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৮।।

যিনি জ্ঞানশক্তিতে সম্যগ্‌রূপ আরূঢ় (জ্ঞানশক্তি যাঁহার বাহন), তত্ত্বরূপ—পরাশক্তি বা বিন্দুকে এবং পরাশক্তিযুক্ত পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত পদার্থসকলকে 'তত্ত্ব' বলা হয়। শৈবাগমের মতে ইহাদের সংখ্যা ৩৬টি তাহারা এই—১। পরাশক্তি ২। শক্তি ৩। সদাশিব ৪। মহেশ্বর ৫। শুদ্ধবিদ্যা ৬। অপরামায়া ৭। কাল ৮। নিয়তি ৯। কলা ১০। বিদ্যা ১১। রাগ ১২। পুরুষ ১৩। অব্যক্ত ১৪। বুদ্ধি ১৫। অহঙ্কার ১৬। মন ১৭-৪১। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ২২-২৬। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ২৭-৩১। শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রা এবং ৩২-৩৬। আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত। মালা যাঁহার অঙ্গভূষণ, যিনি ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে (বারবার) প্রণাম করি।

অনেকজন্মসংপ্রাপ্ত-কর্মবন্ধবিদাহিনে।
আত্মজ্ঞান-প্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৯।।

আত্মজ্ঞান প্রদানকরত বহু জন্মসঞ্চিত কর্মের বন্ধন যিনি দগ্ধ করেন, সেই গুরুদেবকে (বারবার) প্রণাম করি।

শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সারসম্পদঃ।
গুরোঃ পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।১০।।

যে শ্রীগুরুর পাদোদক (চরণস্পৃষ্ট জল, উষ্ণবায়ুর ন্যায়) সংসার-সাগরকে শোষণ করে এবং (ব্রহ্মজ্ঞানরূপ) জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে জ্ঞাপন করে, সেই গুরুদেবকে (বার-বার) প্রণাম করি।

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।১১।।

গুরুর অধিক (কোন) তত্ত্ব (পদার্থ) নাই, গুরুর অধিক (কোন) তপস্যা নাই, (আত্ম-) তত্ত্বজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই (অর্থাৎ যেসর্বতত্ত্বস্বরূপ শ্রীগুরুর কৃপা প্রভাবে শ্রেষ্ঠ আত্মতত্ত্বজ্ঞান উদিত হয়) সেই শ্রীগুরুদেবকে (বারবার) প্রণাম করি।

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মমাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।১২।।

যিনি আমার স্বামী, তিনিই জগতের স্বামী; যিনি আমার গুরু, তিনিই জগতের গুরু; আমার আত্মাই সমস্ত জীবের আত্মা, (এই প্রকার জ্ঞান যাঁহার কৃপায় উদিত হয়) সেই গুরুদেবকে (বারবার) প্রণাম করি।

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।১৩।।

গুরু সমস্ত পদার্থের আদি (কারণ, উৎপত্তি-স্থান, অতএব তিনি) অনাদি, সেইহেতু তিনি শ্রেষ্ঠ দেবতা। গুরু হইতে শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই। (অতএব) সেই শ্রীগুরুদেবকে (বারবার) প্রণাম করি।

ধ্যানমূলং গুরোর্মূতির্মূতিং পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা।।১৪।।

গুরুমূর্তিই ধ্যানের মূল এবং গুরুচরণই পূজার মূল (অর্থাৎ ধ্যানকালে প্রথমেই শ্রীগুরুমূর্তির ধ্যান করিবে এবং পূজাকালে প্রথমেই শ্রীগুরুর চরণে পূজা করিবে।) গুরুবাক্যই মন্ত্রের মূল (অর্থাৎ গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না থাকিলে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রেও বিশ্বাস হইবে না, ফলে তাহা ফলদায়ক হইবে না। সেইহেতু গুরুবাক্যকেই মন্ত্রের মূল বলা হইল।) গুরুকৃপাই মুক্তির মূল (মুক্তির হেতু)।

সপ্তসাগর-পর্যন্তং তীর্থস্নানফলং তথা।
গুরোরঙিঘ্র-জলাদ্ বিন্দুঃ সহস্রাংশেন দুর্লভঃ।।১৫।।

সপ্তসাগর পর্যন্ত যত তীর্থ আছে, সেগুলিতে স্নান করিলে যে ফল লব্ধ হয়, তাহা গুরুপাদোদকের এক বিন্দুর সহস্র ভাগের এক ভাগের (পানজনিত ফলের) সমান, ইহা এতই দুর্লভ বস্তু।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষীভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।।১৬।।

যিনি ব্রহ্মানন্দস্বরূপ, পরম সুখদ, নির্লিপ্ত, জ্ঞানমূর্তি, দ্বন্দ্বাতীত, গগনসদৃশ, "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যের লক্ষ্য, এক নিত্য, বিমল, অচল, সকল বুদ্ধির সাক্ষী, ভাবাতীত এবং ত্রিগুণরহিত, সেই সদ্‌গুরুকে আমি নমস্কার করি।

তথ্যসূত্র ঃ শ্রীশ্রীগুরুগীতা-প্রকাশক স্বামী রঘুবরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বারাণসী

অহঙ্কার থাকলে মুক্তি নাই, নীচু হলে তবে উঁচু হওয়া যায়। চাতকপাখীর বাসা নীচে, কিন্তু ওঠে খুব উঁচুতে। অহঙ্কার করা বৃথা—ধন, মান ও যৌবন কিছুই চিরদিন থাকবে না।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

তিনিই রক্ষা করবেন। যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়, তাকে তিনি যদি রক্ষা না করেন, সে ত তাঁরই মহাপাপ।

—শ্রীশ্রীমা

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রম্

স্বামী বিবেকানন্দ

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধো।
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ।।১।।

যাঁহার প্রেমস্রোত চণ্ডাল পর্যন্ত অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত; আহা, যিনি লোকাতীত হইয়াও লোকের মঙ্গলসাধনের পথ ত্যাগ করেন নাই; যাঁহার মহিমা ত্রিভুবনেও অনুপম; যিনি সীতার প্রাণস্বরূপ রামচন্দ্র; যাঁহার জ্ঞানরূপ শ্রেষ্ঠ শ্রীরামতনু ভক্তিরূপিণী সীতার দ্বারা আবৃত—।

স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জর্গজ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্।।২।।

অথবা যিনি (শ্রীকৃষ্ণরূপে) প্রলয়সদৃশ অতি ভয়ানক যুদ্ধ-কোলাহলকে স্তব্ধ করিয়া এবং স্বাভাবিক ঘোরতর অন্ধতমঃস্বরূপ অজ্ঞান-রজনীকে দূর করিয়া সিংহনাদ সহকারে শান্ত ও মধুর গীতাশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই বিখ্যাত পুরুষই এক্ষণে রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ।

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব
শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিতরঙ্গং।
সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং
নরদেব দেব জয় জয় নরদেব।।৩।।

হে নরদেব, হে দেব, হে নরদেব, তোমার জয় হউক, জয় হউক। যিনি মহাশক্তিরূপ সমুদ্র হইতে উত্থিত তরঙ্গস্বরূপ, যিনি প্রেমের লীলা দেখাইয়াছেন, যিনি সন্দেহরূপ রাক্ষসের বিনাশী মহাস্ত্র-স্বরূপ, সেই সংসাররোগের চিকিৎসক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করি।

অদ্বয়তত্ত্বসমাহিতচিত্তং প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তং
কর্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টং যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং।
নরদেব দেব জয় জয় নরদেব।।৪।।

যাঁহার চিত্ত অদ্বৈততত্ত্বে সমাহিত, যাঁহার চরিত্র অতি উজ্জ্বল ভক্তিরূপ বস্ত্রের দ্বারা আবৃত, যাঁহার জীবন লোককল্যাণে নিযুক্ত, যাঁহার কার্যাবলী অপূর্ব, সেই সংসাররোগের চিকিৎসক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করি।

যাদের এত 'আমার' 'আমার' করছ, চোখ বুজলেই নাই। কেউ নাই তবু নাতির জন্য কাশী যাওয়া হয় না। এরূপ সংসার মিথ্যা; অনিত্য। ঈশ্বরই সত্য। তাঁর উপর কিরূপে ভক্তি হয়, তাঁকে কেমন করে লাভ করা যায়, এখন এই চেষ্টা কর।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

বিপদে পড়লে মনে মনে ভাববে, আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছেন।

—শ্রীশ্রীমা সারদা

মানবাত্মা অথবা মানবদেহই একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর। অবশ্য অন্য জীবজন্তুরাও ভগবানের মন্দির বটে, কিন্তু মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির—মন্দিরের মধ্যে তাজমহল।

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্র-দশকম্

স্বামী বিরজানন্দ

ব্রহ্ম-রূপমাদি-মধ্য-শেষ-সর্ব-ভাসকং,
ভাব-ষট্ক-হীন-রূপ-নিত্য-সত্যমদ্বয়ম্।
বাঙ্-মনোঽতি-গোচরঞ্চ নেতি-নেতি-ভাবিতং,
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্।।১।।

যিনি পরব্রহ্মস্বরূপ—যাঁহার সত্তার আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে সকল বস্তু প্রকাশ পায়—যিনি ষড়্‌বিকার বর্জিত, বাক্যমনের অগোচর, নিত্য-সত্যস্বরূপ, যিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই, যিনি 'নেতি-নেতি' এই বেদবাক্যের সহায়ে চিন্তনীয়, সেই পরমদেবতা ভগবান রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

আদিতেয়-ভী-হরং সুরারি-দৈত্য-নাশকং
সাধু-শিষ্ট-কামদং মহী-সুভার-হারকম্।
স্বাত্ম-রূপ-তত্ত্বকং যুগে যুগে চ দর্শিতং,
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্।।২।।

অদিতির সন্তান দেবতাদের ভয় যিনি দূর করেন—সুররিপু দৈত্যকুলকে যিনি বিনাশ করেন, সাধু ও শিষ্টজনের অভীষ্টদাতা, পৃথিবীর গুরু (পাপ) ভার হরণকারী, নিজের স্বরূপ ও তত্ত্ব যুগে যুগে (ভক্তের নিকট) প্রকটকারী, সেই পরমদেবতা ভগবান রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

সর্বভূত-সর্গ-কর্ম-সূত্র-বন্ধ-কারণং,
জ্ঞান-কর্ম-পাপ-পুণ্য তারতম্য-সাধনম্।
বুদ্ধি-বাস-সাক্ষি-রূপ-সর্ব-কর্ম-ভাসনং,
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্।।৩।।

নিখিল ভূতবর্গকে যিনি কর্মসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, (সংসারে) জ্ঞান, কর্ম এবং পাপপুণ্যের তারতম্য যিনি বিধান করেন, মানুষের বুদ্ধি (হৃদয়) রূপ গৃহে যিনি বাস

করেন, যিনি নির্লিপ্ত সাক্ষীস্বরূপ অথচ সকল কর্মের প্রেরক, সেই পরমদেবতা ভগবান রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

সর্ব-জীব-পাপ-নাশ-কারণং ভবেশ্বরং,
স্বীকৃতঞ্চ গর্ভবাস-দেহ-ধানমীদৃশম্।
যাপিতং স্ব-লীলয়া চ যেন দিব্য-জীবনং,
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্।।৪।।

যিনি সকল জীবের পাপনাশের কারণ, ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর হইয়াও (জীবের প্রতি করুণায়) গর্ভবাস এবং এইরূপ দেহ-বন্ধন স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন—যিনি দিব্যজীবন যাপন করিয়া নিজের বহুবিধ ঐশ্বরিক লীলা প্রকট করিয়াছেন, সেই পরমদেবতা ভগবান রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

তুল্য-লোষ্ট-কাঞ্চনঞ্চ হেয়-নেয়-ধীগতং,
স্ত্রীষু নিত্য-মাতৃভাব-শক্তি-ভাব-ভাবুকম্।
জ্ঞান-ভক্তি-ভুক্তি-মুক্তি-শুদ্ধ-বুদ্ধি-দায়কং,
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্।।৫।।

মৃৎখণ্ডে এবং কাঞ্চনে যাঁহার সমজ্ঞান ছিল—যাঁহার মন হইতে ত্যাজ্য এবং গ্রাহ্য বুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছিল—সকল স্ত্রীতে যিনি সর্বদা জগন্মাতার মহাশক্তি অনুভব করিতেন—জ্ঞান, ভক্তি, ভুক্তি (ইহলোক এবং পরলোকের সুখ), মুক্তি এবং শুদ্ধবুদ্ধিদাতা, সেই পরমদেবতা ভগবান রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

সর্ব-ধর্ম-গম্য-মূল-সত্য-তত্ত্ব-দেশকং,
সিদ্ধ-সর্ব-সম্প্রদায়-সম্প্রদায়-বর্জিতম্।
সর্ব-শাস্ত্র-মর্ম-দর্শি-সর্ববিন্নিরক্ষরং,
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্।।৬।।

সকল ধর্মমতদ্বারা যে মূল এক সত্য বস্তু জ্ঞাপিত হয় সেই তত্ত্বের নির্দেশদাতা, সকল সম্প্রদায়ে সিদ্ধ অথচ সাম্প্রদায়িকতাহীন, সকল শাস্ত্রের মর্মদর্শী অথচ নিরক্ষর, সর্বজ্ঞ, সেই পরম দেবতা ভগবান রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

চারুদর্শ-কালিকা-সুগীত-চারু-গায়কং,
কীর্তনেষু মত্তবচ্চ নিত্য-ভাববিহ্বলম্।
সূপদেশ-দায়কং হি শোক-তাপ বারকং,
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্।।৭।।

যাঁহার রূপ অতি মনোরম ছিল, মা কালী বিষয়ক গীত যিনি সুললিত কণ্ঠে গাহিতেন, কীর্তনে যিনি উন্মত্তবৎ এবং ঈশ্বরীয়ভাবে সর্বদা বিহ্বল হইতেন, (ভক্তদের) সদুপদেশদাতা এবং (ত্রিতাপদগ্ধের) শোকতাপবারণকারী, সেই পরমদেবতা ভগবান রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

পাদ-পদ্ম-তত্ত্ব-বোধ-শান্তি-সৌখ্য-দায়কং,
সক্ত-চিত্ত-ভক্তসূনু-নিত্য-বিত্ত-বর্ধকম্।
দম্ভি-দর্প-দারণন্ত নির্ভয়ঞ্জগদ্গুরুং
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্।।৮।।

স্বকীয় পাদপদ্মের নিগূঢ় তত্ত্বের জ্ঞান, শান্তি এবং সুখদাতা, অনুরক্ত ভক্ত সন্তানগণের সর্বদা (ইহলৌকিক ও পারলৌকিক) সম্পদবর্ধনকারী, দাম্ভিকের দর্পহারী, নির্ভয়, জগদ্গুরুরূপে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই পরমদেবতা ভগবান রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

পঞ্চবর্ষ-বাল-ভাব-যুক্ত-হংস-রূপিণং,
সর্ব-লোকরঞ্জনং ভবাব্ধি-সঙ্গ-ভঞ্জনম্।
শান্তি-সৌখ্য-সদ্ম-জীব-জন্মভীতি-নাশনং,
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্।।৯।।

যিনি পরমহংসরূপী, যাঁহার স্বভাব পাঁচ বৎসরের বালকের ন্যায় ছিল, সকলকে যিনি আনন্দ দান করিতেন, (জীবের) সংসারাসক্তি ভঙ্গকারী, শান্তি ও সুখের আলয়, জন্ম-মৃত্যুর ভয়বিনাশক, সেই পরমদেবতা ভগবান রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

ধর্ম-হান-হারকং ত্বধর্ম-কর্ম-বারকং,
লোক-ধর্ম-চারণঞ্চ সর্ব-ধর্ম-কোবিদম্।
ত্যাগি-গেহি-সেব্য-নিত্য-পাবনাঙ্ঘ্রি পঙ্কজং
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্।।১০।।

যিনি অধর্মের গতিনিবারণ এবং ধর্মের গ্লানি দূর করিয়াছিলেন, সর্বধর্মবিশারদ হইয়াও (লোকশিক্ষার্থ) লৌকিকধর্মের আচরণ করিতেন, যাঁহার পবিত্র পাদপদ্ম ত্যাগী এবং গৃহী উভয়েরই নিত্য সেব্য, সেই পরমদেবতা ভগবান রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

বই, শাস্ত্র—এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে লবার পর আর বই, শাস্ত্র কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

—শ্রীশ্রীমা

সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীসারদাদেবী স্তোত্রম্

স্বামী অভেদানন্দ

প্রকৃতিং পরমাম্ অভয়াং বরদাং, নবরূপধরাং জনতাপহরাং।
শরণাগত সেবকতোষকরীং, প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্।।১।।

নরদেহে অবতীর্ণা পরমা প্রকৃতি,
অভয়া বরদা তুমি সর্ব জীব প্রতি।
শরণাগতের তুমি তুষ্টি বিধায়িনী,
প্রণাম তোমারে মাগো জগজ্জননী।

গুণহীন-সুতানপরাধযুতান্, কৃপয়াঽদ্যসমুদ্ধর মোহগতান্।
তরণীং ভবসাগরপারকরীং, প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্।।২।।

মোহান্ধ অপরাধী গুণহীন সুতে,
মুক্ত কর মাগো তুমি সর্বমোহ হতে।
তরণী স্বরূপা তুমি এ ভব সাগরে,
সন্তান তোমায় প্রণাম, করে বারে বারে।

বিষয়ং কুসুমং পরিহৃত্য সদা, চরণাম্বুরুহামৃতশান্তিসুধাম্।
পিব ভৃঙ্গমনো ভবরোগহরাং, প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্।।৩।।

ভবরোগ বিনাশক মাতৃপদ মধু,
বিষয় কুসুম ত্যজ, শান্তি-সুধা শুধু
মন ভ্রমর কর পান। আর কিছু নাই—
জননীর শ্রীচরণে প্রণাম জানাই।

কৃপাং কুরু মহাদেবী সুতেষু প্রণতেষু চ।
চরণাশ্রয়দানেন কৃপাময়ি নমোঽস্তুতে।।৪।।

কৃপা কর মহাদেবী সন্তানের প্রতি,
চরণে আশ্রয় দাও—জানাই প্রণতি।

লজ্জাপটাবৃতে নিত্যং, সারদে জ্ঞানদায়িকে।
পাপেভ্যো নঃ সদা রক্ষ কৃপাময়ি নমোঽস্তুতে।।৫।।

লজ্জাপটাবৃতা তুমি জ্ঞানদা, সারদা—
পাপ হতে রক্ষা কর—নাহি দ্বন্দ্ব দ্বিধা।

রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্।
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ।।৬।।

রামকৃষ্ণ গত প্রাণ, শ্রুতি সুখ ঐ নাম,
তদ্‌ভাবে রঞ্জিত দেহ—সানন্দে করি প্রণাম।

পবিত্রং চরিতং যস্যাঃ পবিত্রং জীবনং তথা।
পবিত্রতাস্বরূপিণ্যৈ তস্যৈ কুর্মো নমো নমঃ।।৭।।

স্বভাব পবিত্র যার-জীবনানুরূপতার,
পবিত্রতা স্বরূপিণী প্রণমি বারংবার।

দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্তিহন্ত্রীং যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্মপাত্রীম্
তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং, দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্।।৮।।

শরণাগতের তুমি বিপদ নাশিনী,
আনন্দময়ী তুমি মাতা, ভক্তিপ্রদায়িনী,
যোগীন্দ্র পূজ্যা তুমি যুগধর্মে মতি,
বিজ্ঞানদায়িনী মাগো দয়ার মূরতি।

স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ং, দোষানশেষান্ সগুণীকরোষি।
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্, স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্।।৯

স্নেহেতে আবদ্ধ কর, দোষ নাশি গুণধর
গ্রহণ করিয়া ক্রোড়ে অহেতুক কৃপা কর।

প্রসীদ মাতর্বিনয়েন যাচে, নিত্যং ভব স্নেহবতী সুতেষু।
প্রেমৈকবিন্দুং চিরদগ্ধচিত্তে, বিষিঞ্চ চিত্তং কুরু নঃ সুশান্তম্।।১০।।

বিনয়ে প্রার্থনা করি সদা সুপ্রসন্ন হও,
সন্তানগণের প্রতি চির স্নেহশীলা রও।
দগ্ধচিতে এক বিন্দু, স্নেহ দাও মাগো!
চিত্তকে প্রশান্ত করে হৃদয়েতে জাগো।

জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্ গুরুম।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ।।১১।।

আশ্রয় মাগি মাগো শ্রীচরণতলে
সমর্পিণু শ্রীরামকৃষ্ণ চরণকমলে,
জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ, শ্রী সারদা সহ,
মুহুর্মুহু করি প্রণাম—এ প্রণাম লহ।

তথ্যসূত্র ঃ 'উদ্বোধন পত্রিকা', স্তোত্রের কবিতারূপে বঙ্গানুবাদ—স্বামী বিশ্বনাথানন্দ।

মন মুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধন। নতুবা মুখে বলছি, হে ভগবান! 'তুমি আমার সর্বস্ব ধন' আর মনে বিষয়কেই সর্বস্ব জেনে বসে রয়েছি। এরূপ লোকের সকল সাধনই বিফল হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

তাঁর উপর নির্ভর কোরে থাকতে হয়। তিনি ভাল করতে হয় করুন, ডোবাতে হয় ডোবান। তবে ভাল কাজটি কোরে যেতে হয়।

—শ্রীশ্রীমা

বিবেকানন্দ স্তোত্রম্

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী

মূর্তমহেশ্বরমুজ্জ্বল-ভাস্করমিষ্টমমর-নরবন্দ্যম্,
বন্দে বেদতনুমুজ্ঝিত-গর্হিত-কাঞ্চন-কামিনী-বন্ধম্।।১।।

প্রণাম—শ্রীমান্, সন্ন্যাসিরাজ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ত্রিতাপহারী সর্বজ্ঞ স্বামী বিবেকানন্দকে নমস্কার।

যিনি সূর্যসদৃশ উজ্জ্বল এবং দেব ও মনুষ্যগণের পূজ্য, যিনি ঐশ্বর্য ও কামের কুৎসিত বন্ধন ত্যাগ করিয়াছেন, সেই বেদময়মূর্তি নররূপে অবতীর্ণ ইষ্টদেব মহাদেবকে আমি নমস্কার করি।

কোটিভানুকরদীপ্তসিংহমহো! কটিতটকৌপিনবন্তম্;
অভীরভীঃ-হুঙ্কার-নাদিত-দিঙ-মুখ-প্রচণ্ড-তাণ্ডব নৃত্যম্।।২।।

অহো! যিনি কোটি সূর্যের কিরণে সমুজ্জ্বল সিংহসদৃশ, যিনি কটিদেশে কৌপীন ধারণ করেন, যিনি অভীঃ অভীঃ রবে দিক্‌সমূহ নিনাদিত করিয়া প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য করেন,—।

ভুক্তি-মুক্তি-কৃপা-কটাক্ষ প্রেক্ষণমঘদল-বিদলন-দক্ষম্;
বালচন্দ্রধরমিন্দুবন্দ্যমিহ নৌমি গুরুবিবেকানন্দম্।।৩।।

ভোগ ও মোক্ষ যাঁহার কৃপাকটাক্ষমাত্রের অপেক্ষা করে, যিনি পাপ-রাশিকে বিদলিত করিতে সমর্থ, যিনি শশিশেখরস্বরূপ, সেই ইন্দুর পূজ্য গুরু বিবেকানন্দকে এই স্তবে প্রণাম করিতেছি।

সপার্ষদ-শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রম্

স্বামী সারদানন্দ

সর্বধর্মস্থাপকস্ত্বং সর্বধর্মস্বরূপকঃ।
আচার্যাণাং মহাচার্য্যো রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।১।।

হে রামকৃষ্ণ তুমি সর্বধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও সকল ধর্মের আচার্য্যগণের মধ্যে অগ্রগণ্য সেই রামকৃষ্ণ তোমাকে প্রণাম করি।

যথাগ্নের্দাহিকাশক্তি রামকৃষ্ণে স্থিতা হি য়া।
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্।।২।।

অগ্নির দাহিকা শক্তির মত যে শক্তি রামকৃষ্ণে অবস্থিত, সেই সমস্ত বিদ্যাস্বরূপিনী সারদাদেবীকে আমি প্রণাম করি।

পরতত্ত্বে সদা লীনো রামকৃষ্ণসমাজ্ঞয়া।
য়োধর্মস্থাপনরতো বীরেশং তং নমাম্যহম্।।৩।।

যিনি পরব্রহ্মে সর্বদা লীন থেকেও শ্রীরামকৃষ্ণ আজ্ঞায় ধর্মস্থাপনকার্যে ব্রত সেই বীরেশ্বর শিবকে প্রণাম করি।

কালিন্দীফুল্লকমলে মাধবেন ক্রীড়ারত।
ব্রহ্মানন্দং নমস্তুভ্যং সদগুরো লোকনায়ক।।৪।।

যমুনা সলিলে প্রস্ফুটিত কমলের উপর মাধবের সঙ্গে নৃত্যরত সৎগুরু লোকনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দকে প্রণাম করি।

যোগানন্দঃ প্রেমানন্দশ্চান্যে বৈ য়ে চ পার্ষদাঃ।
রামকৃষ্ণগতপ্রাণাঃ সর্বাংস্তান্ প্রণমাম্যহম্।।৫।।

যোগানন্দ-প্রেমানন্দ ও অন্যান্য পার্ষদগণ যাঁরা রামকৃষ্ণগতপ্রাণ তাঁদের সকলকে প্রণাম করি।

বঙ্গানুবাদ ঃ স্বামী বিবেকাত্মানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্ধ্যা বন্দনাদি

শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক ভজন

স্বামী বিবেকানন্দ

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নবরূপধর, নির্গুণ গুণময়।।১।।

তুমি সংসারবন্ধনহারী ও জগদ্বন্দ্য; তোমায় বন্দনা করি। তুমি নিষ্কলঙ্ক হইয়াও নররূপ ধারণ করিয়াছ; তুমি নির্গুণ হইয়াও সগুণ।

মোচন-অঘদূষণ, জগভূষণ, চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন বিমল-নয়ন, বীক্ষণে মোহ যায়।।২।।

তুমি পাপরূপ মলিনতাকে দূর করিয়া থাক; তুমি জগতের ভূষণস্বরূপ; তুমি চিন্ময়দেহধারী; জ্ঞানরূপ অঞ্জনে তোমার চক্ষু নির্মল; উহার দৃষ্টিপাতে জীবের মোহ দূরীভূত হয়।

ভাস্বর ভাব-সাগর, চির উন্মদ প্রেম-পাথার।
ভক্তার্জন-যুগলচরণ, তারণ ভব-পার।।৩।।

তুমি উজ্জ্বল ভাবসমুদ্র, সদা উচ্ছ্বসিত প্রেমসিন্ধু, তোমার চরণযুগল ভক্তগণের লভ্য; তুমি (তাহাদিগকে) ভবপারে লইয়া যাও।

জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর, জগদীশ্বর, যোগসহায়।
নিরোধন, সমাহিত-মন নিরখি তব কৃপায়।।৪।।

তুমি জগদীশ্বর, যোগাবলম্বনে যুগাবতাররূপে প্রকাশিত হইয়াছ; মন নিরুদ্ধ ও সমাহিত করে তোমার কৃপায় এই সকল আমরা দেখিতে পাই।

ভঞ্জন-দুঃখগঞ্জন, করুণাঘন, কর্ম-কঠোর।
প্রাণার্পণ, জগত-তারণ, কৃন্তন-কলিডোর।।৫।।

তুমি (জীবের) দুঃখ-যাতনা দূর করিয়া থাক; তুমি করুণার মূর্তি অথচ দুষ্কর কর্মানুষ্ঠাতা; তুমি জগতের উদ্ধারের জন্য প্রাণ অর্পণ করিয়াছ; তুমি কলির বন্ধন ছেদন কর।

বঞ্চন-কামকাঞ্চন, অতিনিন্দিত-ইন্দ্রিয়রাগ।
ত্যাগীশ্বর, হে নরবর! দেহ পদে অনুরাগ।।৬।।

তুমি কাম-কাঞ্চন পরিহার করিয়াছ; ইন্দ্রয়াসক্তি তোমার নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত। হে নরশ্রেষ্ঠ, তুমি ত্যাগিরাজ, তোমার শ্রীপদে অনুরাগ দাও।

নির্ভয়, গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয়-মানসবান্।
নিষ্কারণ-ভকত-শরণ ত্যজি জাতি-কুল-মান।।৭।।

তুমি নির্ভীক (তত্ত্ববিষয়ে), তোমার মন সংশয়হীন ও দৃঢ় ধারণাযুক্ত; জাতি, কুল ও মান বর্জন করিয়া তুমি অহেতুক ভক্তদিগকে আশ্রয় দান কর।

সম্পদ তব শ্রীপদ ভব-গোষ্পদ বারি যথায়।
প্রেমার্পণ, সমদরশন, জগজন দুঃখ যায়।।৮।।

তোমার পাদপদ্ম আমাদের সম্পদস্বরূপ; ইহার নিকট সংসার গোষ্পদ-জলতুল্য। সমদর্শী তুমি (সকলকেই) প্রেম দান করিয়াছ; উহাতে জগৎবাসীর দুঃখ দূর হয়েছে।

নমো নমো প্রভু! বাক্য-মনাতীত, মনবচনৈকাধার।
জ্যোতির জ্যোতি, উজল-হৃদি-কন্দর, তুমি তমো-ভঞ্জন-হার।।৯।।

হে প্রভু, তোমাকে বারবার প্রণাম করি, তুমি বাক্যমনের অতীত অথচ উহাদের একমাত্র আধার; তুমি জ্যোতিরও জ্যোতিস্বরূপ—তুমি হৃদয়গুহাকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছ; তুমি জীবের অজ্ঞানান্ধকার নাশকারী।

ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ;
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার।।
জয় জয় আরতি তোমার, হর হর আরতি তোমার,
শিব শিব আরতি তোমার।।১০।।

আরতিকালে ভক্তবৃন্দ তোমার স্তুতিগান করিতেছে; "ধে ধে ধে লঙ্গ" শব্দে নানা রঙ্গেভঙ্গে মৃদঙ্গ বাজিতেছে ; তৎসহ করতাল ইত্যাদিও বাজিতেছে।

।। জয় শ্রীগুরু মহারাজজী কী জয়।।

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্র

স্বামী বিবেকানন্দ

ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যোঃ
ন-ক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।
মো-হঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো।।১।।

ওঁ হ্রীং, তুমি সত্য, অচল, ত্রিগুণজয়ী ও দিব্য গুণের দ্বারা প্রশংসনীয়; যেহেতু আমি তোমার মোহবিনাশক পূজনীয়চরণকমল ব্যাকুলভাবে দিনরাত্রি ভজনা করিতেছি না, সুতরাং হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার শ্রেয়।

ভ-ক্তির্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি
গ-চ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বম্।
ব-ক্ত্রোদ্ধৃতন্তু হৃদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো।।২।।

সংসারবিনাশী ভক্তি বৈরাগ্যাদি এবং উপাসনা-সহায়ে মানব অতি মহান্ ব্রহ্মতত্ত্বে পৌঁছিতে সমর্থ হয়; কিন্তু এইরূপ বাক্য আমার মুখে উচ্চারিত হইলেও হৃদয়ে কিছুই প্রতিভাত হয় না; সুতরাং হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয়।

তে-জস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ
রা-গে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।
ম-র্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো।।৩।।

হে রামকৃষ্ণ, সত্যের পথস্বরূপ তোমাতে অনুরাগ হইলে, মানুষ তোমাকেই পাইয়া পূর্ণকাম হয় এবং শীঘ্র রজোগুণকে অতিক্রম করে; মৃত্যুরূপ তরঙ্গকে বিনাশকারী তোমার চরণ মর্ত্যজগতে অমৃতস্বরূপ; সুতরাংহে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয়।

কৃ-ত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি
ষ্ণা-ন্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ।
য-স্মাদহং ত্বশরণো জগদেকগম্য
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো।।৪।।

হে নাথ, তোমার মায়াসংহারী মঙ্গলময় অতি পবিত্র 'ষ্ণ' এই অক্ষয়ান্ত (রামকৃষ্ণ) নাম পাপকেও পুণ্যে পরিণত করে; তুমি জগতের একমাত্র আশ্রয়; যেহেতু আমি নিরাশ্রয়, সুতরাং হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণাম-মন্ত্র

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।

ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, সর্বধর্মস্বরূপ, অবতারশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার।

ওঁ নমো শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ।
ওঁ নমো শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ।
ওঁ নমো শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ।

দেবী-প্রণাম

শ্রীশ্রীচণ্ডী

ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।১।।

হে ত্রিনয়না গৌরি, তুমি সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপিণী, কল্যাণী, সর্বসিদ্ধিবিধায়িনী, তুমি সকলের শরণ্যা, হে নারায়ণি তোমায় নমস্কার।

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।২।।

তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তিস্বরূপা, তুমি নিত্যা, তুমি ত্রিগুণের আধার ও গুণস্বরূপা, হে নারায়ণি, তোমায় নমস্কার।

শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।৩।।

শরণাগত, দীন ও আর্তজনের পরিত্রাণে সদাই তৎপর, তুমি সকলের দুঃখ বিনাশ করিয়া থাক, হে নারায়ণি তোমায় নমস্কার।

জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে
জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে
জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে

জয় মহামায়ী কী জয়।
জয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কী জয়।
জয় স্বামীজী মহারাজজী কী জয়।
জয় গঙ্গামায়ী কী জয়।

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী



স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ৪ঠা অক্টোবর ১৯১৬ খ্রীঃ (দুর্গা অষ্টমী তিথি) সিলেট জেলার পাহাড়পুর গ্রামে (বর্তমান বাংলাদেশ) জন্মগ্রহণ করেন। উনি ছাত্র-জীবনেই শ্রীরামকৃষ্ণ তথা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী তথা উপদেশাদির অধ্যয়ন করেন এবং তাঁদের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন। উনি রামকৃষ্ণ সংঘের বিশেষ বিশেষ সন্ন্যাসীদের সমর্পিত জীবন দেখেও অনুপ্রাণিত হয়েছেন বিশেষতঃ ব্রহ্মলীন্ স্বামী প্রভানন্দজী (কেতকী মহারাজ)-এর যিনি ওনার পূর্বাশ্রম সম্পর্কিত ভাই ছিলেন। একবার ওনার শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্য স্বামী অভেদানন্দজীর সঙ্গেও দেখা হয়েছিল।

১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে ২২ বছর বয়সে মহারাজজী রামকৃষ্ণ সংঘের ভুবনেশ্বর কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং দু-মাস পর সংঘের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালে স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ ব্রহ্মচর্য দীক্ষা প্রদান করেন এবং অমৃতচৈতন্য নাম দেন, তারপর ১৯৪৮ সালে ওনাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা এবং গহনানন্দ নাম প্রদান করা হয়।

ভুবনেশ্বরে উনি স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের (যিনি পরবর্তীকালে সংঘের উপাধ্যক্ষ ছিলেন) তাঁর মার্গদর্শনে কার্য নির্বাহ করেন। স্বামী শংকরানন্দজী (পরবর্তীকালে সংঘের সপ্তম অধ্যক্ষ), স্বামী অচলানন্দজী (স্বামী বিবেকানন্দজীর জনৈক শিষ্য তথা সংঘের উপাধ্যক্ষ) ভুবনেশ্বর তথা পুরী আগমনের কারণে মহারাজজী ওনাদের সেবা করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত উনি মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমের কলকাতা শাখায় সেবা করেন। এই সত্তর বছরের সুদীর্ঘ কার্যক্রমের মধ্যে উনি দুবার নির্জনে অধ্যয়ন তথা সাধনার উদ্দেশ্যে হিমালয়স্থিত মায়াবতী আশ্রমে পদার্পণ করেন।



১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত উনি শিলং কেন্দ্রে ছিলেন, যেখানে উনি (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের শিষ্য) স্বামী সৌম্যানন্দজীর মার্গদর্শনে কার্যনির্বাহ করেন। এই সময় উনি অসমে দুবার সংগঠিত হওয়া বন্যা-ত্রাণকার্যেরও পরিচালনা করেন। স্বামী গহনানন্দজী রোগী ও পীড়িতের সেবায় তৎপর ছিলেন। ১৯৫৮ সালে উনাকে মিশনের হাসপাতাল রামকৃষ্ণ





মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত করা হয়। সুদীর্ঘ ২৩ বছর উনি এই হাসপাতালের কার্যকলাপের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। প্রথমে ৫ বছর পর্যন্ত উনি উপ-সচিব রূপে এবং তারপর সংস্থাপক সচিব স্বামী দয়ানন্দজীর প্রেরণাদায়ী নির্দেশে কার্য নির্বাহ করেন। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ সুদীর্ঘ ২২ বছর উনি সেবা প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।



সেবা প্রতিষ্ঠান মূলতঃ একটি আদর্শ প্রসূতি-গৃহ এবং শিশু-মঙ্গল কেন্দ্ররূপে শুরু হয়েছিল তথা কয়েক বছর ধরে সেই রূপেই সুপরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে সেটা বৃহৎ ও বহুমুখী রূপ ধারণ করল, ওটা মুখ্যত স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের কার্যকালেই হয়। উনি সমাজের নির্ধন তথা দরিদ্র শ্রেণির লোকের অধিকাধিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে হাসপাতালের বিকাশ এবং বিস্তারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। আবার এই সমস্ত বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে উনি চলমান-চিকিৎসা পরিষেবার মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামে চোখের বিনামূল্যে শল্যচিকিৎসার উদ্দেশ্যে ক্যাম্প, প্রতি বছর গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশ্যে চিকিৎসা সেবা এবং বাংলাদেশের মুক্তি-যুদ্ধের সময় শরণার্থীদের উদ্দেশ্যে ত্রাণ-কার্যের ব্যবস্থা করেন।

স্বামী গহনানন্দজী ১৯৬৫ সালে রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টী এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সঞ্চালক-সমিতির সদস্য পদে নির্বাচিত হন। ১৯৭৬ সালে এই দুটো সংস্থার সহ-সচিব রূপে নিযুক্ত হন। তারপর উনি মার্চ ১৯৮৫ সালে সেবা-প্রতিষ্ঠানের সচিব পদের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে পূর্ণসময়ের সহ-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বেলুড়মঠে স্থায়ীভাবে চলে আসেন। ১৯৮৯





সালে উনি মঠ তথা মিশনের মহাসচিব হন এবং তিন বছর ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তারপর ১৪ই এপ্রিল, ১৯৯২ সালে মহারাজকে সংঘের উপাধ্যক্ষ রূপে নির্বাচিত করা হয়। ঐ সময় থেকে উনি কাঁকুড়গাছী কলকাতার রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান)-এরও অধ্যক্ষ হন। পরবর্তীকালে ২৬শে মে, ২০০৫ সালে রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠের ট্রাষ্টী মন্ডলী এবং মিশনের কার্যকরী সমিতি ওনাকে সংঘের ১৪তম অধ্যক্ষ নির্বাচিত করেন।

মঠ এবং মিশনের উপাধ্যক্ষরূপে স্বামী গহনানন্দজী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যাত্রা করেন এবং সংঘের অসংখ্য কেন্দ্র তথা ভাবপ্রচারের অধীন কেন্দ্রে পদার্পণ করেন। ১৯৯৩ সালে শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসভা কাউন্সিল দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম-মহাসভায় যোগ দেওয়ার ঐতিহাসিক ঘটনার শতাব্দী উদ্‌যাপন সমারোহে (যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৬৫০০ জন অংশ নিয়েছিলেন) উনি রামকৃষ্ণ সংঘের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন। সেই সময় উনি সংঘের আমেরিকা তথা কানাডাস্থিত কেন্দ্রগুলোর পরিদর্শন করেন। উনি বিভিন্ন কার্যোপলক্ষ্যে ইংল্যান্ডে, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, হলান্ড, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া তথা মরিসাসের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন।

এই সমস্ত স্থানে উনি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করেন ও অজস্র ভক্তগণকে দীক্ষা প্রদান করেন। উনি নিজের ব্যক্তিগত কষ্ট ও অসুবিধাকে কখনই গুরুত্ব দেননি। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, এমনকি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকেও আধ্যাত্মিক নির্দেশের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধকে স্বীকার করেছেন এবং সে সমস্ত স্থানে পদার্পণ করে জিজ্ঞাসুদের মন্ত্র দীক্ষা প্রদান তথা সমস্ত ভক্তগণকে শক্তি ও মুক্তি-উপলব্ধি হেতু আধ্যাত্মিক জীবনে চলার পথে মার্গদর্শন করান।

স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০০৭ সালে ওনাকে চিকিৎসার জন্য কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। উচ্চ মানের চিকিৎসা ব্যবস্থা সত্ত্বেও ওনার অবস্থা ক্রমশঃ অবনতি হতে থাকে এবং ওখানেই ৪ঠা নভেম্বর বিকাল ৫-৩৫মিনিটে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।



(সৌজন্যে-রায়পুর থেকে প্রকাশিত হিন্দি মাসিক পত্রিকা বিবেক জ্যোতি থেকে সংগৃহীত)

গুরুর শিষ্যের প্রতি উপদেশ

শ্রীমতি নন্দিতা চক্রবর্তী

শিলচর

স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ কর্তৃক স্বামী গহনানন্দ মহারাজকে লেখা পত্র থেকে পাওয়া কিছু কথা ঃ

"প্রাচীন সাধুদের সেবা করিলে দেহ-মন পবিত্র হইয়া যায়। তুমি তিনমাস কেদারবাবার সঙ্গ ও সেবা করিতে পারিয়াছ জানিয়া খুব খুশী হইয়াছি। বিশেষ



কোন ভাবনা করিও না। তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত। তোমার জীবনের উপর তাঁহার মঙ্গলদৃষ্টি সততই রহিয়াছে জানিবে। প্রাণায়াম করিতে গেলে শরীর যখন খারাপ বোধ হয়, তখন উহা করিবার দরকার নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে—তাঁহারই প্রীতির জন্য করিতেছ—এইভাব লইয়া কাজ করিবে। কাজ লইয়া থাকিলে শরীর মনের খুব একটা training হয় এবং উহারা জপধ্যান করিবার সামর্থ্য লাভ করে। বহুভাগ্যে তোমার সাধুসঙ্গ এবং সাধুদের আশীর্বাদ লাভ হইতেছে। উহার সদ্ব্যবহার করিয়া জীবন ধন্য কর। তুমি ঠাকুরের সন্তান।



নিজের উপর খুব ভরসা রাখিবে। তাঁর কৃপায় ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান, বৈরাগ্য লাভ করিয়া জীবন ধন্য হইবে। সাধন জীবনে একটানা আনন্দ লাভ বহু পরের কথা। উঠা-নামা হইবেই। এক একটি ভাব লইয়া লাগিয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। যখন যে ভাবটা মনে আসিবে তাহাই যে করিতে হইবে তাহার কোন মানে নেই। গুরুর নির্দেশেই সাধনপথে একমাত্র আলোক জানিবে। ঐ আলোক ধরিয়া চলিলে কখনও পথভ্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। এ পথ তো লেখাপড়ার পথ নয়—যে বছরে বছরে ক্লাস প্রোমোশন হইবে ও নূতন করে Text





বদলাইতে হইবে। আজীবন একটি ভাবই সাধিত হইবে, যতদিন না উহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন যে অবস্থায় রাখেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কোন অবস্থাতেই যদি বিচলিত ও বিরক্ত না হইয়া প্রাপ্ত কর্তব্য শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা জ্ঞানে সুসম্পন্ন করিতে পার তাহা হইলে উহাই সাধন-ভজনের সমতুল্য হইবে, চিত্ত শুদ্ধ হইবে, চরিত্র গঠিত হইবে এবং শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন। জপধ্যানের অভ্যাসটি ছাড়িও না। উহাই সাধুজীবনের প্রধান বল ও অবলম্বন।"

ওই মূল্যবান উপদেশ সকলকে সঠিক পথে দিশা দেবে, এই আশায় আমি আমার লেখা শেষ করলাম। "জয় শ্রীগুরুমহারাজজী কী জয়"।।

"প্রভু আমার, প্রিয় আমার পরম ধন হে।
চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।।
তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার, বন্ধন ডোর।
দুঃখসুখের চরম আমার জীবন মরণ হে।।
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে।
ওগো সবার, ওগো আমার, বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার—
অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে।।"

স্বামী নির্বাণানন্দজীর পূত-সঙ্গ

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

আমার নিজের কথায় বলতে গেলে আমার সঙ্গে সূর্য মহারাজের যোগাযোগ ছিল প্রায় পঞ্চাশ বছরের। ভুবনেশ্বর মঠে তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন। আমি সঙ্ঘে যোগদান করি ভুবনেশ্বর মঠে তাঁর কাছে। সেই থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর স্নেহ, ভালবাসা ও আশীর্বাদ অফুরন্তভাবে আমি পেয়ে এসেছি।

প্রথম দিনের কথাটি মনে পড়ে। সাধু হব। সাধুদের মধ্যে যাঁরা গুরুজন, তাঁরা বলেছেন ভুবনেশ্বর মঠের কথা। রাজা মহারাজের প্রিয় জায়গা। গুপ্ত কাশী। সুন্দর পরিবেশ, নির্জন। জপধ্যান, শাস্ত্রপাঠের ব্যবস্থা রয়েছে। সুয্যি মহারাজ অধ্যক্ষ, পূজ্যপাদ শঙ্করানন্দজী (অমূল্য মহারাজ) প্রায়ই গিয়ে ওখানে থাকেন।



গুরুজনদের মুখে এই সব লোভনীয় কথা শুনে, আমি ঠিক করেছি সেখানে গিয়েই সঙ্ঘে যোগ দেব। কোন্ ট্রেনে যেতে হবে, সঠিক জানতাম না। মাদ্রাজ মেল ধরে গেছি—রাত্রি প্রায় আড়াইটায় গিয়ে নেমেছি। জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে নামলাম যেন। চারপাশে অন্ধকার, বিজলী বাতির প্রশ্নই নেই, শুধু ঝোপঝাড়। একটা গরুর গাড়ি করে চললাম। আসার আগেই জেনে গিয়েছিলাম—গরুর গাড়ির ভাড়া তিন আনা। যাই হোক, অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গাড়োয়ান চলেছে, আমার মাঝে মাঝে ভয় হতে লাগল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'তুমি জান ওখানে কে কে আছে?' সে বললে ঃ 'হুঁ, মুঁ জানে। সুয্যিবাবা অছন্তি, বলাইবাবা অছন্তি, অমূল্যবাবা অছন্তি। আপন বেলুড়মঠ হেই জিবে।' স্থানীয় লোকেরা তখন ভুবনেশ্বর মঠকে বলত 'বেলুড় মঠ'। যাইহোক, বুঝলাম যে ঠিক জায়গাতেই যাচ্ছি। মঠে যখন পৌঁছে দিল, রাত তিনটে বাজে। আমার কাছে একটা সিকি শুধু ছিল। গাড়োয়ানের ভাড়া তিন আনা, আমি সিকিটাই দিয়েছি। তবুও সে আরও ভাড়া চাইছে। তাকে বোঝাতে পারছি না যে, আমার কাছে আর একটা কপর্দকও নেই। এমন সময় জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা টর্চ আসছে মনে হল। কিছুক্ষণ পরেই টর্চলাইটের যিনি ধারক, তিনি দৃশ্যমান হলেন। বললেনঃ 'কে এখানে?' আমি সব বললাম। গাড়োয়ানকে তিনি বললেন ঃ 'যা, বেশীই তো পেয়েছিস।' গাড়োয়ান দেখলাম এখন 'হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ বাবা' বলে ওঁকে প্রণাম করে চলে গেল। ইনিই 'সুয্যি মহারাজ'।

সে রাত্রের মতো আমায় একটা হলঘরে থাকতে দেওয়া হল। রাতের আর খুব বাকী ছিল না। সাড়ে তিনটে নাগাদ মনে হল অন্ধকারের মধ্যে কারা যেন যাতায়াত করছে। পরে জানলাম—ভোর হয়ে গেছে। সাধু-ব্রহ্মচারীরা সব উঠেছেন। কিন্তু প্রত্যেকেই অন্ধকারে চলে অভ্যস্ত। কেউ শৌচে যাচ্ছেন, কেউ মুখ ধোবেন—প্রত্যেকেই হলঘরের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করছেন কিন্তু আলো জ্বালছেন না।

পরদিন সকালবেলা আমার সব সংস্কার হয়ে গেল, নতুন বেশে আমি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। বললাম ঃ 'মহারাজ আশীর্বাদ করুন, যেন এই জীবন সুন্দরভাবে কাটাতে পারি।' উত্তর শুনে ঘাবড়ে গেলাম। উনিও যা বললেন, অমূল্য মহারাজও তাই বললেন। বললেন ঃ 'সব নিজের কাছে।

নিজে যদি ঠিক ঠিক করে করতে পার তবেই সেটা হবে।' আমি মনে মনে ভাবলাম—তাহলে আপনাদের কাছে এসেছি কেন?

ওঁর কাছে থাকতে শুরু করে দেখলাম, উনি কাজকর্ম কেমন করছি, সে সম্বন্ধে খুব বেশী বলতেন না। এ কাজ কেন হয়নি, ওটা কেন করা হয়নি—এ জাতীয় কথা ওঁকে খুব বেশী বলতে শুনিনি। ওঁর জোর ছিল নিয়ম-শৃঙ্খলা আর জপ-ধ্যান-শাস্ত্রপাঠের উপর। আর সবসময়ই দেখতাম, উনি যেন কেমন একটু আনমনা। মনটার একটা অংশ যেন গভীরে কোথাও আছে। এমনও লক্ষ্য করেছি, পকেটে দশ টাকার নোট ছিল—স্লিপ কাগজ মনে করে উনি সেটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন, ভ্রূক্ষেপই নেই। রাজা মহারাজ বলতেন ঃ 'নাম কর আর কর্ম কর। নামের চাকা সব কাজের মধ্যে ঘুরবে তবে তো?' সূর্য মহারাজের ঐ ভাবটি ছিল। মনের একটা অংশ সবসময় অন্তর্মুখীন—সেখানে জপ-ধ্যান-প্রার্থনা চলছে। সাধন-ভজনের দিকে তাঁর খুব জোর ছিল। এটা শুধু সাধু-ব্রহ্মচারীই নয়, ভক্তদের ক্ষেত্রেও। ভক্ত তখন খুব বেশী আসত না, চারপাশে জঙ্গল, কে আর সেখানে আসবে। কিন্তু যাঁরা দু-একজন আসতেন তাঁদের মধ্যেও তিনি ঐ ভাবটা জাগিয়ে দিতেন। ভুবনেশ্বর শিবক্ষেত্র—গুপ্তকাশী; এখানে এসে যেন সময় নষ্ট না হয়, একটু সাধন-ভজন করে দিনগুলো যেন সার্থক করে নিই।

এ-সম্বন্ধে একটা ঘটনা বলি। আমাদের মধ্যে এক ব্রহ্মচারী, তার ইচ্ছা হল যে, সে কোন কাজকর্ম করবে না, কেবল জপ-ধ্যান নিয়ে থাকবে। আমরা প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু সুয্যি মহারাজ বললেন ঃ 'বেশ তাই হবে। তোমায় কোন কাজকর্ম করতে হবে না। তুমি যে কাজ করছিলে, সেটা অপরে করবে।' তার কাজ আমাদের সবাইকে ভাগ করে দিয়ে সুয্যি মহারাজ বললেন ঃ 'ওহে, ওকে তোমরা কোন কাজ দিও না। কাজের কথা বোলো না। সে জপধ্যান করে সময় কাটাবে।' তা-ই ঠিক হল। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখলাম সে আর শুধু জপধ্যান নিয়ে থাকতে পারছে না। আমরা যেখানে কাজ করছি, সেখানে সে আসছে। আমরা তাকে বলতাম ঃ 'খবরদার, আমাদের কাছে আসবে না। সুয্যি মহারাজ দেখলে বকবেন। বলবেন যে, আমরা তোমাকে attract করছি কাজের দিকে আসবার জন্য।'

সুয্যি মহারাজের প্রতিটি কাজ ছিল ঠাকুর-কেন্দ্রিক, তাঁর এবং অমূল্য মহারাজ দুজনকেই সেখানে তা-ই দেখেছি। আমাদের যে মুখে তাঁরা এ-সম্বন্ধে খুব বেশী বলতেন, তা নয়। কিন্তু তাঁদের কাজকর্ম, ব্যবহার সব কিছুতে মনে হত, আমাদের এখানে সত্যিই ঠাকুর আছেন, আমাদের পরিবারের জীবন্ত সদস্য তিনি, এবং তিনিই মধ্যমণি। একদিন পঙ্গতে আমরা প্রসাদ পেতে বসেছি, সুয্যি মহারাজ আছেন, অমূল্য মহারাজ আছেন। ঠাকুরের প্রসাদী ফল ওঁদের প্লেটে করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। অমূল্য মহারাজ হঠাৎ বলছেন ঃ 'সুয্যি, আজকাল ছেলেরা দেখছি, ঠাকুরের ফল সাজাতে জানে না, কাটতে জানে না।!' সুয্যি মহারাজ পঙ্গত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ নিলেন, কে ভাঁড়ারে কাজ করছে। তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন কিভাবে ফল কাটতে হবে, সাজাতে হবে। ঠাকুর সাক্ষাৎ বিরাজ করছেন, তাঁর সেবাপূজার খুঁটিনাটির দিকে নজর রাখছেন। সে-ব্যাপারে পান থেকে চুনও যাতে না খসে, সেদিকে ছিল তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি।

একদিন প্রসাদী পান সুয্যি মহারাজকে দেওয়া হয়েছে। দু-একবার চিবিয়েই সুয্যি মহারাজ চিৎকার করে উঠেছেন ঃ 'আঃ, ঠাকুরের মুখ পুড়িয়ে ফেলেছে। কে পান সেজেছে? আহা, কি কষ্টই না ঠাকুরের হয়েছে!' সে দৃশ্য এবং সুয্যি মহারাজের সেই কথাগুলি এখনও আমার মনে গাঁথা রয়েছে। এই ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। মঠের প্রতিটি কাজ ঠাকুরকে মনে রেখে, ঠাকুরকে কেন্দ্র করে। তাই প্রতিটি কাজেই ষোল আনা মন দেওয়া প্রয়োজন। আমরা যা কাজ করছি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, ঘর মোছা, ঘর ঝাড়া, ঝুল ঝাড়া বা পুজোর আয়োজন করা, ফুল বেলপাতা বা দূর্বা তোলা—যে-কাজই হোক না কেন—পুরোপুরি মন যদি দেওয়া হয় তাহলে সব কাজই হবে ঠাকুর সেবা বা পূজা।—এই ভাবটি তিনি আমাদের মধ্যে গেঁথে দিতে পেরেছিলেন। তাঁর আচরণের মধ্য দিয়ে।

শুধু সাধু-ব্রহ্মচারীই নয়, ভক্তদের সঙ্গেও তিনি যখন মিশতেন ঐ ভাবটি তাদের মধ্যে জাগিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন ঃ ঠাকুরই জীবনের সব।

সেবা-ভাবটা এমনিতেই তাঁর মধ্যে খুব বেশী ছিল। কাশী সেবাশ্রমে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে রোগীদের সেবা করতেন—ঠিক ঠিক নারায়ণ

জ্ঞানে সেবা। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে যে রিলিফের কাজ হয়েছে, খুব সুন্দরভাবে সেসব কাজ করেছেন। ভুবনেশ্বর মঠে একবার এক ব্রহ্মচারীর অসুখ। খুব বাড়াবাড়ি হয়েছে, পালা করে রাত জাগতে হবে। তা সূর্য মহারাজের নাম আছে, তিনিও রাত জাগবেন। আমাদের ইচ্ছা নয় উনি রাত জাগেন। আমরা থাকতে কেন জাগবেন? ওঁর সময় ছিল শেষ রাতের দিকে—আমার ঠিক পরেই। আমার পালা শেষ হলে ওঁকে জাগিয়ে দিয়ে আমি শুতে পাব। আমি ভাবলাম, এমনিতেই খুব ভোরে ওঠেন, আবার আরও আগে থেকে জাগিয়ে দেব কেন? আমি নিজেই ওঁর সময়টা জেগে কাটিয়ে দিলাম। ব্যস, পরদিনই আমার নাম কাটা গেল। বললেন ঃ 'না, ওকে আর নাইট-ডিউটি দেওয়া হবে না।' দুটি কারণ—এক, তাঁকে সেবার সুযোগ দিইনি। আর দুই—নিয়ম ভেঙেছি। নিয়ম-শৃঙ্খলার দিকে তাঁর খুব জোর ছিল।

নিয়ম-শৃঙ্খলার দিকে যেমন জোর দিতেন, তেমনি জপধ্যান ঠিক ঠিক করা হচ্ছে কিনা, সেটাও ওঁরা দেখতেন। ভুবনেশ্বর মঠে একটা কুঠিয়া ছিল—সেই কুঠিয়ায় উনি থাকতেন। এখনও ভুবনেশ্বর মঠে সেই কুঠিয়াটি আছে। উনি ভোরে সকলের আগে উঠতেন। অনেক দিন রাত্রিতে হয়তো আদৌ ঘুমোননি, ধ্যান-জপ করেই কাটিয়ে দিয়েছেন। শৌচাদি সেরে আমাদের ঘরে ঘরে গিয়ে দেখতেন, উঠেছি কিনা, জপ-ধ্যানে বসেছি কিনা। আমাদেরও অভ্যাস হয়ে গেছিল। আমরা ঠিক করেছিলাম, এমন ভাবে নিজেদের তৈরি করব, যাতে ওঁকে আসতে না হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি আসতেন। নিষ্ঠার সঙ্গে আসতেন। আমাদের উৎসাহ দিতেন ঃ 'সাধন-ভজন কর, এই সময়ই আসল সময় সাধন-ভজন করার।' সন্ধ্যে বেলায়ও নিয়ম ছিল, ভোগের ঘন্টা পড়া পর্যন্ত সবাই জপ-ধ্যান করবে। তারপর যদি কেউ ভজন করতে চায় করবে বা সেখানে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ তিথিতে নিয়মই ছিল ভজন হবে। আর এমনিতেও ভজন হত। কখনও অন্য কেউ, কখনও বা সুয্যি মহারাজ নিজে। সুয্যি মহারাজ ভাল গান গাইতে পারতেন, বাজাতে পারতেন ভাল। কালীপুজো, শিবরাত্রি—এসব উপলক্ষেও রাত্রে বহুক্ষণ ধরে তিনি ভজন করতেন।

তিনি যে রাজা মহারাজের সেবা করেছিলেন এবং কিভাবে তা করেছিলেন তা মঠের সঙ্গে যুক্ত সকলেই অল্পবিস্তর জানেন। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) বলতেন ঃ 'আমার যে সেবক, তাকে যদি সবসময় বলতেই হবে, আমার কি দরকার, তাহলে সেই সেবকের দরকার নেই। বলার আগেই বুঝে ফেলতে হবে, তবেই সে উত্তম সেবক।' সুয্যি মহারাজ ছিলেন উত্তম সেবক। মহারাজের কি প্রয়োজন, মুখে বলতে হত না। বলার আগেই বুঝতে পারতেন। তাঁর মন-প্রাণ মহারাজময় হয়েছিল। তার ফলে একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন তৈরি হয়েছিল। মহারাজ মুখ ফুটে বলার আগেই মহারাজের কি প্রয়োজন বুঝে ফেলতেন।

সেবার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সামনে রেখে গেছেন সুয্যি মহারাজ। সেই সেবার মাধ্যমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন। মহারাজ তাঁর সেবায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ করেছেন, মহাপুরুষ মহারাজও আশীর্বাদ করেছেন। একটি ঘটনা, যেটি তিনি একাধিকবার আমাদের বলেছেন ঃ 'একদিন মহারাজ বললেন, "দেখ, আধঘন্টার বেশী এ খিদে থাকবে না, যদি এর মধ্যে খেতে দিতে পার তবে খাওয়া হবে, না হলে হবে না।" ' সুয্যি মহারাজ স্টোভ ধরিয়ে আধঘন্টার মধ্যে মহারাজের রুচিসম্মত খাবার তৈরি করে এনে দিলেন। মহারাজ খেয়ে খুব খুশি হলেন। গঙ্গাধর মহারাজ ওখানে ছিলেন, মহারাজ তাঁকে বললেন ঃ 'দেখ, সুয্যি কি চায়।' অর্থাৎ পুরস্কার দেবেন। গঙ্গাধর মহারাজ সুয্যি মহারাজকে বলছেন ঃ 'সুয্যি, মহারাজ খুব খুশি হয়েছেন তোমার ওপর। ফাউন্টেন পেন, ঘড়ি, তুমি যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। মহারাজ দেবেন।' সুয্যি মহারাজ বলছেন ঃ 'মহারাজ খুশি হয়েছেন, কিছু দেবেন। তা মহারাজ যদি জিজ্ঞাসা করেন মহারাজকে বলব, আপনাকে বলব কেন?' গঙ্গাধর মহারাজ রাজা মহারাজকে জানালে তিনি সুয্যি মহারাজকে ডেকে পাঠালেন—'তুই কি চাস বল।' সুয্যি মহারাজ বললেন ঃ 'আমার কিছু চাইবার নেই, এই করুন যেন আমার মনটা ভাল থাকে।' মহারাজ খুব আশীর্বাদ করলেন।

এই যে সেবা, এ গৃহী, সন্ন্যাসী উভয়ের আদর্শ। ঘরকন্যার কাজই হোক আর আশ্রম-মঠের কাজই হোক, কুটনো-কোটাই হোক আর পূজার কাজই হোক, ঠিক ঠিক সেবাভাব নিয়ে যদি আমরা করতে পারি ফল সবক্ষেত্রেই

এক। আর সুয্যি মহারাজ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন সেই ফল কতদূর হতে পারে—ব্রহ্মজ্ঞান।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, রাজা মহারাজের এত স্নেহ, এত আশীর্বাদ পেয়েছেন, তার জন্য ওঁর কোন গর্ব বা অহংকার ছিল না, আত্মতৃপ্তিও ছিল না। তাঁর ভাব ছিল ঃ মহারাজ কৃপা করেছেন নিজগুণে। তাঁর কাজ তিনি করেছেন, আমার কাজ আমি করি অর্থাৎ ভাল করে জপ-ধ্যান-তপস্যা করি।

আর একটা ঘটনা মনে পড়ছে। সুয্যি মহারাজের কুঠিয়াতে একটি ঘর ছিল। সেখানে আর একটি ব্রহ্মচারী থাকত। আমি যখন গেছি, তখন সেই ব্রহ্মচারী মঠে চলে গেছে, মঠ থেকে ডেকে পাঠিয়েছে বলে। নতুন কোন ব্রহ্মচারীকে তখনও সুয্যি মহারাজ ঐ কুঠিয়াতে নেননি। ব্রহ্মচারীরা সব আমাকে বলাবলি শুরু করল ঃ 'সুয্যি মহারাজ আপনাকেই নেবেন, আপনারই চান্স।' আমি বললাম ঃ 'আপনাদের কি কারও ওখানে যাবার ইচ্ছে আছে?' একজন বলল, সে যেতে চায়। আমি বললাম 'তাহলে যা বলব তা-ই শুনে চলতে হবে।' সে বলল ঃ 'কি শুনতে হবে?' 'এই ধরুন, সুয্যি মহারাজ পাঠের পর কুঠিয়াতে যাবেন, সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠনটা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়বেন। মহারাজকে পৌঁছে দিতে হবে কুঠিয়ায়।' এই রকম করে কয়েকদিন করার পরে সূর্য মহারাজ আমাদের বললেন ঃ 'ওহে, ঐ-ই থাক ঐ কুঠিয়াতে।' খুব খুশি সেই ব্রহ্মচারী, চান্স পেয়েছে। কিন্তু কয়েকদিন পরেই সুয্যি মহারাজ বলছেন ঃ 'নাহে, ওকে দিয়ে সুবিধে হবে না। ওকে সরিয়ে দাও ওখান থেকে। ওকে ডেকে দিলেও ও নাক ডাকে ভুষ ভুষ করে।' কাজেই, সেই বেচারাকে কুঠিয়া ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হল। কিন্তু তিনি তাকে ছেড়ে দিচ্ছেন না। একটা দোষ আছে, বেশী ঘুমোয়—কিন্তু তাকে তো সাহায্য করতে হবে। কাজেই বললেন ঃ 'ওকে অমুক জায়গায় থাকতে দাও।' এমন জায়গায় থাকতে দিলেন, যেপথ দিয়ে সবাই বাথরুমে যায়। ভোর রাত্রে যারা যখন যখন যাবে, একবার করে ডেকে যাবে ওকে। তা-ই করা হল। এইভাবে তিনি সাধু-ব্রহ্মচারীদের আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে নজর রাখতেন।

রাজা মহারাজের তৈরি বলে ভুবনেশ্বর মঠে থাকতে সুয্যি মহারাজ খুবই ভালবাসতেন। একবার সুয্যি মহারাজ রাঁচীতে কিছুদিন আছেন। বিজয়ার চিঠিতে লিখলাম ঃ 'আপনি রাঁচীতে আছেন, নির্জন স্থান। আমার খুবই মনে পড়ছে ভুবনেশ্বরের কথা। সত্যিকারের স্বর্গ বলে যদি কিছু থাকে, আমরা তখন সেই স্বর্গে ছিলাম।' উনিও আমার কথায় সায় দিয়ে লিখলেন ঃ 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই লিখেছ। ভুবনেশ্বরের সেই জীবন আর ফিরে পাওয়া যাবে না।'

আজ সুয্যি মহারাজ স্থূল শরীরে নেই। আমাদেরও এটাকে মেনে নিতে একটু সময় লাগবে। এতদিন ধরে দেখেছি। তিনি যে পৃথিবী ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু কবে সেটা শুধু ঠাকুরই জানতেন। ইদানীং তাঁর কাছে গিয়ে 'কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা করলেই বলতেন ঃ 'ঠাকুর আমাকে আনন্দে রেখেছেন। আমার আর কোন ভাবনা নেই।'' শেষ দিন যখন হল, ওঁর খুব অসুবিধে হচ্ছে খবর পেয়ে বিকেল প্রায় সাড়ে চারটার সময় মঠে এসেছি। সঙ্গে ডাক্তার। দেখলাম, বেশ কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু মুখে আনন্দ। শুতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু শুতে পারছেন না। ডাক্তার বললেন ঃ 'মহারাজ, একটা ইনজেকশন দেব।' বললেন ঃ 'দেন।' ইনজেকশন নিলেন— ভাবখানা যেন এই ঃ ডাক্তার চাইছে দিতে, তার ইচ্ছাটা আর অপূর্ণ রাখা কেন? ইনজেকশন নিয়ে ঘুম আসার কথা। কিন্তু এল না। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'মহারাজ কিছু বলবেন?' ডাক্তারকে উনিই বলছেন ঃ 'আপনি কেমন আছেন?' সকলে অবাক। তারপর একটু শুলেন। কিছুক্ষণ পরে সেবকদের বললেন ঃ 'বসিয়ে দাও।' বসিয়ে দেওয়া হল। ব্যস, কিছুক্ষণ পরে শরীর ছেড়ে দিলেন। হাসতে হাসতে চলে গেলেন—যেন মৃত্যুটা কিছুই নয়।

আজ তিনি স্থূল দেহে নেই। তাঁর স্মৃতি আলোচনা করছি নিজেদের তৃপ্তির জন্য, নিজেদের আনন্দের জন্য। তিনি যে জীবনটি দেখিয়ে গেছেন, সেই জীবনটি যদি আমাদের দৃষ্টিপথে থাকে, আমরাও যদি ঐভাবে জীবন গড়ার চেষ্টা করি, তবেই সত্যি সত্যি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে, তাঁকে ভালবাসা হবে।

বেলুড় মঠে স্বামী নির্বাণানন্দজীর স্মরণসভায় প্রদত্ত ভাষণ (১৮।৪।১৯৮৪)

কোন পথে পাওয়া যাবে অনন্ত জীবন, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'—জগতের প্রত্যেক মানুষেরই এই হল অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। সবাই চায় বেঁচে থাকতে, মরতে কেউ রাজী নয়। আবার কেউ অজ্ঞ হয়েও থাকতে চায় না। সবাই চায় কিছু জানতে। কিন্তু এখানেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। মানুষ বেঁচে থাকতে চায়—সুখ, শান্তি ও আনন্দ নিয়ে। অবশ্য এমন নয় যে সংসারে মানুষ শান্তি ও আনন্দ থেকে একেবারে বঞ্চিত এবং জ্ঞান আহরণে সে একেবারে ব্যর্থ। কিন্তু সবকিছু থাকলেও পরিপূর্ণ তৃপ্তি এবং যথার্থ শান্তি ও আনন্দ মানুষের নাগালের বাইরেই থেকে যায়। এর কারণ, মানুষ প্রকৃতপক্ষে চায় অনন্ত জীবন, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত আনন্দ।

কিন্তু কোন্ পথে চললে লাভ হবে অনন্ত জীবন, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও আনন্দ এবং অপ্রতিহত জ্ঞান? ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছে—ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতাই সেই পথ।

এই আধ্যাত্মিকতার সন্ধান পেতেই একদিন যুবক নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। শুধু নরেন্দ্রনাথই নন, এসেছিলেন আরও অনেক তরুণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, শুধু তাঁর উপর বিশ্বাস করেই ধর্মতত্ত্ব মেনে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁদের নির্দেশ দিয়েছিলেন সব কিছুই যাচাই করে নিতে। যুবকদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের এই আহ্বান এবং যাচাই করে নেওয়ার উপদেশ চিরন্তন; অতীতে যেমন ছিল, বর্তমানেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য।

আধ্যাত্মিকতার জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে নরেন্দ্রনাথের জীবনদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল এবং তিনি উত্তরজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন দেশে-বিদেশে।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ‘যদি তুমি ভারতবর্ষকে জানতে চাও, বিবেকানন্দকে জানো। তাঁর মধ্যে সবকিছুই ইতিবাচক, নেতিবাচক কিছু নেই।’

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, ‘বিবেকানন্দের সম্বন্ধে তাঁর গুরু বলেছিলেন, তিনি জগৎকে দু’হাতে ধরে বদলে দেবার মতো শক্তিমান পুরুষ, সেই বিবেকানন্দের যাত্রা, জগতের সামনে প্রথম প্রকাশ্যে দেখিয়ে দিল, ভারত জেগেছে—শুধু বেঁচে থাকার জন্য নয়—জয় করবার জন্য সে জেগেছে।’

স্বামীজী সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন, ‘স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভার ব্যাখ্যা করা বড় কঠিন। আমাদের সময়ের ছাত্রসমাজ স্বামীজীর রচনা ও বক্তৃতার দ্বারা যেরূপ প্রভাবিত হইয়াছিল, সেরূপ আর কাহারও দ্বারা হয় নাই—তিনি যেন সম্পূর্ণভাবে তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। প্রতিটি দেশের জাতীয় চরিত্র, তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন। স্বামীজী চাইতেন, ভারতবাসী বিশেষতঃ দেশের প্রত্যেক যুবক-যুবতী এই বিষয়ে অবহিত হোক। এতে একদিকে যেমন দেশের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটবে, তেমনই দেশাত্মবোধও জাগ্রত হবে। শুধু তাই নয় ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে জানতে পারলেই বিদেশের কাছে ভারতবর্ষকে যথার্থভাবে উপস্থাপিত করা সম্ভব।

ভারতবর্ষ একদিকে যেমন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আহরণ করবে তেমনই বিনিময়ে পাশ্চাত্যকে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ করবে। যুবসমাজকেই সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রচুর সংখ্যক যুবক-যুবতী বিদেশে যাচ্ছে শিল্প-প্রযুক্তি ও অন্যান্য ভৌতিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাদের অনেকেই ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় অবহিত ও সচেতন নয়। তাই তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না দেশের সম্পদকে বিতরণ করা। ফলে সবসময়ই আমরা থেকে যাই গ্রহীতার ভূমিকায়। কিন্তু আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম। তাদের কিছু দিতে পারলেই আমাদের আত্মগৌরব জেগে উঠবে এবং হীনম্মন্যতা থেকে আমরা রেহাই পাব।

স্বামীজী বলেছেন, ধর্মই জাতির মেরুদণ্ড। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক, সামাজিক বা অন্য কোনও ভাবধারা প্রচারের পূর্বে ধর্মভাব প্রচার করতে হবে। ধর্ম-নিরপেক্ষ কোনও আদর্শই ভারতে স্থায়ী হয় না। ধর্ম বলতে বোঝায় ঈশ্বরপরায়ণতা, পবিত্রতা, সত্যনিষ্ঠা। ভারতবর্ষের জাতীয় সরকারের প্রতীক চিহ্নে উৎকীর্ণ হয়েছে—'সত্যমেব জয়তে'—সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে জয়ী হয়।

ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে সত্যনিষ্ঠার অত্যন্ত অভাব। সত্যনিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতার অভাবে সমস্ত সহায় সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা উন্নতির বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছি না। আজকের যুবসমাজই ভবিষ্যৎ-ভারতকে নেতৃত্ব দেবে। সুতরাং, এখন থেকেই তাদের কায়মনোবাক্যে সত্যনিষ্ঠ হওয়ার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যৎ বর্তমানের উপর নির্ভরশীল। এটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন, জাতির ক্ষেত্রেও তেমনই সমানভাবে প্রযোজ্য। আজকের যুবসমাজ যদি নৈতিকতার আদর্শ জীবনে বরণ করে তাহলেই ভবিষ্যতে একটা সুশৃঙ্খল ও প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও দেশে কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্য-সীমার নিচে বাস করছে। তারা অবহেলিত এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিহীন। এদের জন্য স্বামীজীর ছিল মর্মবেদনা। তিনি চেয়েছেন একদল মহান হৃদয় যুবক-যুবতী যারা চরিত্রবান, আত্মবিশ্বাসী এবং ঈশ্বরপরায়ণ; যারা জীবনের ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়ে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের দরিদ্র, অবহেলিত ও নিপীড়িত জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করবে।

যুবকদের উপর স্বামীজীর ছিল গভীর আস্থা ও প্রত্যাশা। নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে যুবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন যে, অন্যান্য অনেক যুবকের মতো তিনিও কলকাতার ধুলো-মাটিতে মানুষ হয়েছেন। আবার তিনিই বিশ্ববাসীকে ভারতের বাণী শুনিয়ে চমৎকৃত করেছেন। তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে যুবক বয়সে তাঁর পক্ষে যদি এমন অসাধ্যসাধন সম্ভব হয়ে থাকে তবে যে কোনও কালের, যে কোনও যুবকের পক্ষেই তা সম্ভব। তাই তিনি আহ্বান জানিয়েছেন তরুণদের, আহ্বান জানিয়েছেন তাদের যথার্থ

মানুষ হতে, নিজের মুক্তি ও লোককল্যাণ সাধনে জীবন উৎসর্গ করতে। তরুণদের পক্ষেই তা সম্ভব। কারণ তাদের রয়েছে অপরিসীম শক্তি, অদম্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা। তারা যেন অনাঘ্রাত পুষ্প—বিষয়ের কালিমা এখনও তাদের স্পর্শ করতে পারেনি। তাই স্বামীজীর চিরন্তন আহ্বান—'উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত'—ওঠ, জাগো।

তথ্যসূত্র ঃ ভারত পথিক পত্রিকার 'চতুর্থ সংকলন' ১৯৯৮, ১৪ ডিসেম্বর থেকে নেওয়া।

যারা বিশ্বাসী ও ভক্ত, তারা হাজার হাজার আপদ-বিপদের মধ্যে পড়লেও হতাশ হয় না, কিন্তু অবিশ্বাসী মানুষের মন সামান্য কারণে টলে যায়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

দৈনন্দিন জীবনে মানসিক শান্তি

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

আধুনিক জীবনে ভোগের অনেক উপকরণ আছে আর সুখান্বেষণের অনেক উপায়ও আছে। কিন্তু তবুও প্রকৃত আনন্দ বা একটা স্থায়ী তৃপ্তি আজকের মানুষের কাছে মরীচিকার জলের মতোই অধরা। এটি একটি স্ববিরোধী বিষয়। এর কারণ কি? এর দুটি প্রধান কারণ ঃ এক—সুখ ও আনন্দের মধ্যে পার্থক্য বোধের অভাব। সুখ হলো আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর সাময়িক উত্তেজনা-জনিত এক অনুভূতি—যা ক্ষণস্থায়ী। আর প্রকৃত আনন্দ হলো ইন্দ্রিয়স্পর্শ-জনিত অনুভূতি থেকে স্বতন্ত্র এক বোধ, যা দীর্ঘস্থায়ী—তা অন্তর থেকে, হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে উৎসাহিত। সুখের উৎস বা মূল হলো কেবল স্বার্থ বা অহংকেন্দ্রিক প্ররোচনা, অপরদিকে আনন্দের মূলে আছে সব স্বার্থের ঊর্ধ্বে গিয়ে অপরের কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা। ইন্দ্রিয় সুখানুভূতি পরিণামে অবসাদরূপ এক দুঃখদায়ক প্রতিক্রিয়ার জনক, কিন্তু প্রকৃত আনন্দ সর্বদাই আমাদের মানসিক স্থৈর্য ও প্রশান্তি দান করে।

দ্বিতীয় কারণ হলো ঃ আমাদের নিজেদের স্বরূপটির সম্বন্ধে অজ্ঞতা। আমরা সাধারণত আমাদের শরীর ও মনের সঙ্গে আমাদের নিজেদের একাত্ম করে ফেলেছি। এই একাত্মতাই অহংকারের বা আমাদের মধ্যে একটা নিকৃষ্ট-সত্তারূপ মিথ্যাজ্ঞানের জন্ম দেয়। কিন্তু বেদান্ত বলে, আমাদের প্রকৃত স্বরূপ হলো সেই সত্তা, যাকে আত্মা বলা হয়। এই আত্মা শরীর ও মনের অতীত, এই আত্মাই সমস্ত আনন্দের উৎস। কিন্তু তা না জেনে আমরা এই আনন্দ বাহ্য বস্তুতে বা অন্য ব্যক্তিতে খুঁজি। অতএব বলতে হয়—যদি আমরা পরিপূর্ণ তৃপ্তি, প্রকৃত আনন্দ বা স্থায়ী শান্তি পেতে চাই, তাহলে আমাদের এই নিকৃষ্ট বা ক্ষুদ্র সত্তার ঊর্ধ্বে যেতে হবে এবং সেই উৎকৃষ্ট সত্তা, যা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, আমাদের চেতনার মূল উৎস—তাঁকে আবিষ্কার করতে হবে।

আধুনিক জীবনের সবচেয়ে সাধারণ সমস্যাগুলোর একটা হলো অস্থিরতা ও উদ্বেগের দিকে ঝোঁক, যা মনকে সর্বদা দুশ্চিন্তা ও নিরাপত্তাহীনতার চিন্তায়

নিমগ্ন করে রাখে। এটাই মনের উপর চাপবৃদ্ধির প্রধান কারণ বলে সুবিদিত, আর এই মানসিক চাপই বদহজম জনিত আন্ত্রিকক্ষত ও রক্তচাপজনিত নানা রোগের ঘটক। অবশ্য কিছুটা তো মনের চাপ স্বীকার করতেই হয়—যা আমাদের জীবনের কোনও লক্ষ্যে পৌঁছতে বা জীবনে প্রাপ্তিযোগ কিছু পেতে গেলে অপরিহার্য। এই চাপটি স্বাভাবিক। এই চাপ অস্বাভাবিক হলেই মানসিক ও শারীরিক নানা সমস্যার কারণ হয়, তখনই শরীর, মন নিত্য দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের শিকার হয়। এই দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ বিশেষতঃ প্রশাসক বা ব্যবসায়িক কর্মকর্তাদের, যাদের প্রায়ই নানা সমস্যার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তাদি নিতে হয়, তাদের ক্ষেত্রে বিষম আকার ধারণ করে। নিত্য উদ্বিগ্ন রোধ করার প্রধানত দুটি কারণ ঃ তার মধ্যে একটি হলো আমাদের নিম্নতর সত্তাটি থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখার অক্ষমতা। নিরাসক্ত থাকাটা আমাদের কাছে কষ্টকর হয় তখনই, যখন আমাদের কোনও অবলম্বন থাকে না। কিন্তু যখন আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বের এক উচ্চতর মাত্রার, উচ্চতম আত্মসত্তার বা আমাদের আত্মস্বরূপের সম্বন্ধে অবহিত হই, যা নিত্য-মুক্ত, নিত্য-শুদ্ধ, নিত্য-আনন্দময়, তখন আমাদের পক্ষে নিরাসক্ত হয়ে থাকার অভ্যাস করাটা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

উদ্বেগের আর একটি কারণ হলো যে, জীবনটা অনিশ্চয়তায় পূর্ণ। সবকিছু আমরা যেমনটি চাই, যেমনটি আমাদের ইচ্ছা, তেমনটি সবসময় হয়ে ওঠে না, কারণ, আমরা তো আর সবসময় ভবিষ্যতের ঘটনাবলী আগে থেকে দেখতে পাই না; এখানেও বেদান্ত আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। বেদান্ত আমাদের জীবনের মৌলিক সংহতিটিকে চিনিয়ে দেয়। জীবনের ভিন্নতা, বিরোধ, অনিশ্চয়তা ইত্যাদির অতীত সবকিছুর ভিত্তিস্বরূপ একটি একত্ব বিদ্যমান—যা চেতনার ছন্দটাকে ধরে রাখে। এই মৌলিক ঐক্যটিকে গণ্য করা হয়, এক—ব্যক্তি ঈশ্বর হিসাবে, বেশীরভাগ ধর্মই যা মনে করে; নয়তো নৈর্ব্যক্তিক এক চরম সত্তা হিসাবে—যাকে বেদান্ত ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলে।

যে ভাবেই আমরা এই সত্যটিকে বুঝতে যাই না কেন যেটি প্রয়োজনীয়, তা হলো—এইটি বোঝা যে, একটি বিশ্বজনীন নিয়ম আমাদের জীবনের ঘটনাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, এমন একটি চরম শক্তি আছে যা কিনা মানুষের অদৃষ্টকে পরিচালিত করছে। আমরা যদি ঐ শক্তিটির কাছে প্রার্থনা বা ধ্যানের

সহায়ে নিজেদের উন্মোচন করি এবং জীবনের তালটি ঐ বিশ্ববিধানের সঙ্গে মিলিয়ে চলতে চেষ্টা করি, তাহলে আমরা আমাদের জীবনের নানা পরিবর্তন বা অনিশ্চয়তার ভাবনা থেকে আমাদের মনকে মুক্ত রাখতে পারবো। ফলে ঐ সবের দ্বারা আমাদের যে মানসিক প্রশান্তি নষ্ট হয়, তা আর হবে না। বিদ্যমান যা কিছু সবের মধ্যে যে একটা একত্ব আছে, সেই একত্বে যাঁরাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁরাই যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজেদের স্থির ও শান্ত রাখতে সক্ষম হয়েছেন। বেদান্তের মূল যে উপনিষদসমূহ তার মধ্যে একটি বলছেন ঃ 'যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুশ্যতঃ'।। —যখন জ্ঞানীর আত্মায় সমূহ বস্তু আত্মাস্বরূপে এক হয়ে গেল, সেই একত্বদর্শীর নিকট মোহই বা কি, শোকই বা কি? (ঈশোপনিষৎ-৭)। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—'অদ্বৈতজ্ঞান (অর্থাৎ সকল জীবনের মূলে একত্বের ধারণা) আঁচলে বেঁধে যা খুশী কর'।

জীবনের সমস্যাগুলোর মুখোমুখি রুখে দাঁড়াতে গেলে আমাদের শক্তি চাই। প্রায়ই আমরা বাইরের বস্তু থেকে—যেমন টাকাপয়সা, মানুষজন, অথবা আমাদের নিজেদের যা কিছু বাহ্য সম্বল বা এমন কি আবেগের তাড়না থেকেও শক্তি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করি। পরিণামে কিন্তু দেখি যে, প্রকৃত শক্তির উৎস আমাদের ভেতরেই রয়েছে। বেদান্ত মতে আমাদের অন্তর্নিহিত আত্মাস্বরূপই সকল শক্তির প্রকৃত উৎস। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—নিজের যথার্থ স্বরূপের শিক্ষাই নিজে গ্রহণ কর এবং প্রত্যেককে এই শিক্ষাই দাও। নিদ্রিত আত্মাকে জাগাও, দেখ তিনি কেমন জাগ্রত হন। যখন এই নিদ্রিত আত্মা স্বীয় চেতনায় সক্রিয় হয়ে জেগে উঠবেন তখনই আসবে শক্তি, আসবে গৌরব, আসবে মঙ্গল, আসবে পবিত্রতা, সর্বোৎকৃষ্ট যা কিছু—সবই আসবে। যেহেতু আমাদের মধ্যে যে মহত্তর আত্মা, তিনি ও পরমাত্মা একই, যিনি সচরাচর ঈশ্বর বলেই পরিচিত, আমরা সেইজন্য ঈশ্বরকেই সকল প্রকার শক্তির উৎস বলেও মনে করতে পারি। কিন্তু সব থেকে প্রয়োজনীয় যা, তা হলো আমাদের মধ্যেকার সেই দৈবশক্তির প্রকাশের পথটি খুঁজে বার করতে হবে। মন যখন শান্ত হয়, স্থির হয়, কেবল তখনই অন্তর্নিহিত দৈবশক্তি প্রকাশিত হওয়ার পথটির বা সেই মহত্তম আত্মার আবিষ্কার সম্ভব হয়। অতএব মনকে স্থির করতে, ইন্দ্রিয়গুলির

বিক্ষোভ বন্ধ করতে কিছু নিয়ম কৌশল মেনে চলার প্রয়োজন। এর জন্য কতকগুলো নিয়ম রয়েছে, যেমন—আত্মবিশ্লেষণ, প্রার্থনা, ধ্যান এবং মন্ত্রজপ। যে নিয়মই অবলম্বন করা হোক না কেন, তারজন্য আমাদের দৈনন্দিন ব্যস্ততাপূর্ণ জীবনের তালিকা থেকে কিছু সময় বার করে নিতে হবে এবং আমাদের সেই সময়টুকু নির্জনে একাকী নিজের সঙ্গেই থাকতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—'ধ্যান করবে মনে, বনে ও কোণে'। এমনকি প্রত্যহ আধঘন্টা কি পনের মিনিট হলেও আমাদের জীবনের বিক্ষুব্ধ স্রোতস্বিনীটি থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের চিন্তাগুলোর জমা-খরচটায় একটু চোখ বুলিয়ে নিরীক্ষণ করে নিতে হবে। এটি আমাদের মধ্যে র‍্যাডারের কাজ করবে এবং বিশ্বজীবনের সঙ্গে আমাদের ঠিকমত খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করবে। এটা স্বার্থকেন্দ্রিকতা নয় বরং স্বার্থ-অতিক্রমণ—ক্ষুদ্র স্বার্থকে অতিক্রম করে তার ঊর্ধ্বে যাওয়া। ধ্যানের গভীর নিস্তব্ধতায় আমরা ক্ষুদ্রতর স্বার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে চলে যাই এবং এক মহত্তর সত্তায় উত্তরণ করি। যখন আমরা ব্যথিত হই, তখন আমরা একটা তরতাজা মন নিয়ে, পূর্ণ শক্তি নিয়ে—জীবন যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে তাকে মোকাবিলা করার জন্য আরো শক্ত হাতিয়ার নিয়ে ধ্যান থেকে নির্গত হই।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর নিকট প্রার্থনা করি—তাঁরা আমাদের উপর তাঁদের আশীর্বাদ বর্ষণ করুন, যাতে আমরা মানসিক শান্তি ও জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারি।

[১৩ নভেম্বর ২০০৫, রামকৃষ্ণ মিশন, নূতন দিল্লিতে ভক্ত সম্মেলনে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের চতুর্দশ সংঘাধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের আশীর্বচনের বাংলা অনুবাদ (Peace of Mind)। অনুবাদক—স্বামী পূর্ণানন্দ (সমাজশিক্ষা সুবর্ণজয়ন্তী (৫০) বর্ষ ১০ম সংখ্যা, জানুয়ারী ২০০৭ এর সৌজন্যে)]

জ্ঞানীরা যাকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে, একই বস্তু, নামভেদ মাত্র। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান।

—শ্রীরামকৃষ্ণ



গহন আনন্দ চিন্তন

ব্রহ্মলীন পরম পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের

পত্র সঙ্কলন

সংস্কৃতভাষায়াং পত্রম্



কল্যাণীয়ে মা....,

মে-মাসারম্ভে পঞ্চমে দিনে ত্বয়া লিখিতং কাঁকুড়গাছীস্থ-যোগোদ্যান-লেন-স্থিতে রামকৃষ্ণ মঠে প্রেষিতং তব পত্রমেকং জুলাই-মাসস্য পঞ্চমদিবসে ইহ উপলব্ধমভবৎ ময়া।

পত্রান্তে তব ত্বয়ৈতল্লিখিতমস্তি যত্ত্বং হিন্দীভাষায়াং, সংস্কৃতভাষায়াম্, আঙ্গলভাষায়াং চ পারঙ্গতাসি। ন খলু তথাঽহম্। অহং তু বঙ্গভাষায়াম্, আঙ্গলভাষায়াং চ কথঞ্চিদুপায়েন কথাবাচন-পত্রাদিলেখনে এব সমর্থঃ। হিন্দীভাষাং, সংস্কৃতভাষাং, উড়িয়াভাষাং, উড়িয়াভাষাং চ পঠিতুমেব শক্নোমি কেনাপি উপায়েন। অতঃ ‘মরাঠী, গুজরাটী, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, মলয়ালম্,

উড়িয়া' চেত্যাদিষু ভাষাসু শিষ্য-ভক্তবর্গেণ লিখিতানাংবক্তব্যমহমত্রত্যৈঃ সাধুব্রহ্মচারিভিরাঙ্গলভাষায়াং কৃতানুবাদং পঠনানন্তরমেব অধিগন্তুং শক্নোমি, তেভ্যো লিখিতেষু পত্রোত্তরেষু মম হস্তাক্ষরং চ প্রদাতুং সমর্থো ভবামি।

যত্ত্বয়া তব পত্রমধ্যে কস্মিংশ্চিদ্বিষয়ে লিখিতং তৎসমীচীনমেব। ভাগ্যশালিনী খলু ত্বং যদস্মিংচ্ছতকোট্যধিকজনসংকুলে অস্মদ্দেশে তুভ্যমেব ত্বাদৃগ্ভিঃ কৈশ্চিদন্যৈঃ সহ স্বীয়নামমন্ত্রজপার্থম্ অধিকারোঽয়ংপরমকৃপয়া সমর্পিতঃ। অবশ্যমেবায়ং তব সৌভাগ্যস্য দ্যোতকঃ। পরন্তু যত্ত্বয়া স্বকীয়ে বিষয়াসক্তিবিষয়ে স্বপত্রে লিখিতং তদরুচিকরং মন্যে। যস্য কৃপাকটাক্ষমাত্রেণ সহস্যযুগসঞ্চিতং যাবন্মালিন্যং দূরীভবতি যথা একাঽপি দীপশলাকা সহস্রযুগসঞ্চিতান্ধকারাপসরণে সমর্থা ভবতি, নাবিদিতচরাসি তস্য ত্বং মহিমানম্।

মমোপদেশমাত্রেণ তব প্রয়োজনং ন সেৎস্যতি। যথাবসরং বিবেকানন্দস্বামিনঃ নবখণ্ডকানাম্ "The Complete Works of Swami Vivekananda" ইত্যাখ্যানাং পুস্তকানাং পঠনে, শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসম্বলিত— "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতম্" ইতি গ্রন্থস্য পঠনে চ মনস্তে নিবেশয়। স্বকীয়েষু দৈনন্দিনকর্মসু চ ভগবৎপূজাবুদ্ধ্যা এব প্রবর্তস্ব। এবমেব হি ত্বৎসংস্কারাঃ সর্বে শুদ্ধাঃ ভবিষ্যন্তি, মনশ্চ তে ধ্যানপরায়ণং ভবিষ্যতি, ভগবদ্দর্শনযোগ্যতা চ তদা ত্বয়া লভ্যতে।

এতদর্থং তব সামূহিককল্যাণার্থং চ শ্রীরামকৃষ্ণচরণে ময়ানুদিনং প্রার্থ্যতে।

ইতি—
সাশীর্বাদং স্নেহাস্পদং
স্বামি-গহনানন্দঃ



কল্যাণীয়া মা....,

৫ই মে তোমার লেখা কাঁকুড়গাছীস্থিত রামকৃষ্ণ-মঠ যোগোদ্যান লেনের ঠিকানায় পাঠানো চিঠি, ৫ই জুলাই আমি পেয়েছি।

চিঠির শেষে লিখেছ যে, তুমি হিন্দি সংস্কৃত এবং ইংরেজি ভাষায় অভিজ্ঞ। কিন্তু আমি ততটা অভিজ্ঞ নই। আমি তো বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় অল্প-বিস্তর চেষ্টা করে কথাবার্তা চালিয়ে নিতে এবং চিঠি লিখতে পারি। সুতরাং মারাঠি, গুজরাটি, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষায় শিষ্য এবং ভক্তদের চিঠিতে ব্যক্ত করা কথাগুলি, এখানে সেই সেই ভাষা জানা সাধু ও ব্রহ্মচারীদের দিয়ে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করার পর, সেটা পড়ে উত্তর দিতে সক্ষম হই এবং উনাদের দ্বারা উত্তর লেখানোর পরে সেই চিঠিগুলিতে হস্তাক্ষর করতে সমর্থ হই।

তোমার চিঠিতে তুমি যে বিষয়গুলি সম্পর্কে লিখেছো সেগুলো উচিতই বলে মনে করি। বাস্তবে তুমি যথেষ্ট ভাগ্যশালিনী। তোমার ইষ্টদেবতা আমাদের এই শতকোটির অধিক জনসমুদায়ের মধ্য থেকে তোমাকে স্বীকার করেছেন, তোমাকে ওনার নামমন্ত্র জপ করার অধিকার প্রদান করেছেন। অবশ্যই এটা তোমার সৌভাগ্যের দ্যোতক।

কিন্তু চিঠিতে তোমার বিষয়াসক্তির বিষয়ে যা কিছু লিখেছো, ওটা আমার অরুচিকর মনে হয়েছে। তুমি তো চরাচরে ব্যাপ্ত ওনার মহিমা সম্পর্কে জানোই। যাঁর কৃপা-কটাক্ষমাত্র হাজার যুগের সঞ্চিত মলিনতা ক্ষণমাত্রে দূর হয়ে যায়;—যেমন একটি প্রদীপের শিখা হাজার বছরের সঞ্চিত অন্ধকার দূর করে দিতে সমর্থ হয়।

আমার উপদেশমাত্রে তোমার প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না। মধ্যে মধ্যে সময় বের করে নয় খন্ডে বিভক্ত "The Complete Works of Swami Vivekananda" পড়ো এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ-সংগ্রহ "শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত"-র মত গ্রন্থ পড়তে মনোনিবেশ করো। নিজের দৈনন্দিন কার্যকলাপকে ভগবৎপূজাজ্ঞানে পরিচালিত করো। এটাতে তোমার সবরকম সংস্কার শুদ্ধ হবে, তোমার মনও ঈশ্বরপরায়ণ হবে এবং তুমি ভগবদ্দর্শনের যোগ্যতা অর্জন করবে।

তোমার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণকমলে প্রতিদিন প্রার্থনা করি।

ইতি

আশীর্বাদ সহিত, স্নেহাস্পদ

স্বামী গহনানন্দ



পত্র সঙ্কলনের বঙ্গানুবাদ



।১।

কল্যাণীয়...,

পঁচাত্তর বছর বয়স হয়ে গেছে এখন যতক্ষণ সম্ভব রাত-দিন অবিরাম প্রভুর নাম জপ করার চেষ্টা করো। বই ও পত্রিকাতে এখন আর কি পাবে? ১০-২০ বছর এখনও সময় আছে, প্রভুর নাম জপ করতে থাকো।

সংসারের যাবতীয় কামনা বাসনা, এমনকি শান্তির কামনাও শ্রীশ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে সমর্পণ করে দাও।

জয় মা।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



।২।

কল্যাণীয়...,

তুমি মঠে প্রবেশ করেছো, এখন তোমার প্রথম কর্তব্য হল শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, আমাদের স্বামীজী মহারাজ এবং ওনার গুরুভাইদের জীবন এবং উপদেশগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়া, যেমন লোকে মন্দিরে প্রবেশ করার আগে গঙ্গাস্নান করে। তারপর সংস্কৃত ভাষা রপ্ত করার চেষ্টা করো। তোমার আশ্রমের মহারাজদের কাছ থেকে শেখো। আমায় চিঠি লিখতে থাকো। আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৩ ।

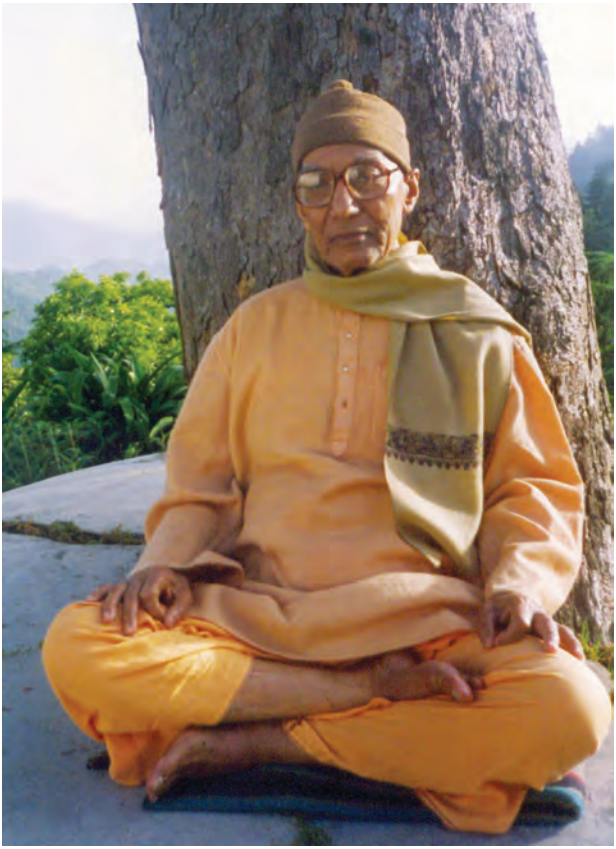
কল্যাণীয়...,

শ্রীশ্রীমায়ের অতিরিক্ত এই সংসারের কোন অস্তিত্ব নেই, আর তুমি বলছ মা-ই রক্ষাকর্ত্রী ইত্যাদি। জগতের আশ্রয়ই মা, সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারকর্ত্রী মা-ই আছেন, উনার মধ্যে তোমার, আমার সবার সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার আশ্রিত আছে। যা কিছু হয়েছে মায়ের আশ্রয়ে থেকেই হয়েছে। তুমি যা করেছো, বা তোমার দ্বারা করা হয়েছে বা যেটা মা তোমায় দিয়ে করিয়েছেন, মনে করবে ওনার ছত্রছায়ায় থেকেই তুমি করেছো। আমায় বা অন্য কাউকে এসব কথা বলা বা লেখার কোন দরকার ছিল না, এগুলোকে ভুলে যাও। মায়ের উপর মনঃসংযোগ করলে মায়ের কথা ছাড়া অন্য কথা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন হবে না। আমায় নিয়মিত চিঠি লিখবে। যে কাজ আগে করতে, পা ঠিক হয়ে গেলে আবার তা শুরু করো। সবসময় নিজের ইষ্টমন্ত্র জপ করার অভ্যাস করো। জানবে যেটা তুমি ভুল মনে করছিলে সেটাও একধরনের তপস্যা ছিল।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ৪ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া

তোমার ১৮ই আগস্টের চিঠি এখানে ২২শে আগস্ট পৌঁছেছে। ঠিক আছে, তোমার জীবন এখন যেভাবে চলছে, চলতে দাও। যতদূর সম্ভব মা-বাবার সেবা করে যাও। কাজকর্ম যা কিছু করছ, করতে থাকো। তারপর সময় অনুযায়ী কোন জায়গা থেকে সন্ন্যাস নিয়ে নিও। তখন তুমি চিন্তামুক্ত হয়ে যাবে।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৫ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

আপনি যা কিছু লিখেছেন, তা আপনার এবং ওঁকারের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা। এর মধ্যে অন্য কেউ কি করে প্রবেশ করতে পারবে? হ্যাঁ, যদি প্রথমবার আপনার জীবনে এমন ঘটনা ঘটে থাকে তা হলে ওঁকার-এর উপরই নির্ভর করুন, ক্রমে ওনার মহিমা দেখতে থাকুন।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৬।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

যতদূর সম্ভব নিরন্তর নিজের ইষ্টমন্ত্র জপ করার অভ্যাস করো। সংখ্যা রাখবার প্রয়োজন নেই।

আমি তোমাদের সবার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৭।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তুমি তোমার ২৮শে জানুয়ারীর চিঠিতে আমাদের শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের দর্শনের কথা উল্লেখ করেছো। হয়তো এতদিনে তুমি আরও স্বামীজীর দর্শন পেয়েছো। যতদূর পারো নিজের ইষ্টমন্ত্রের জপ মনে মনে সর্বক্ষণ করার অভ্যাস করো।

আমি তোমার ভালোর জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সর্বক্ষণ প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



।৮।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

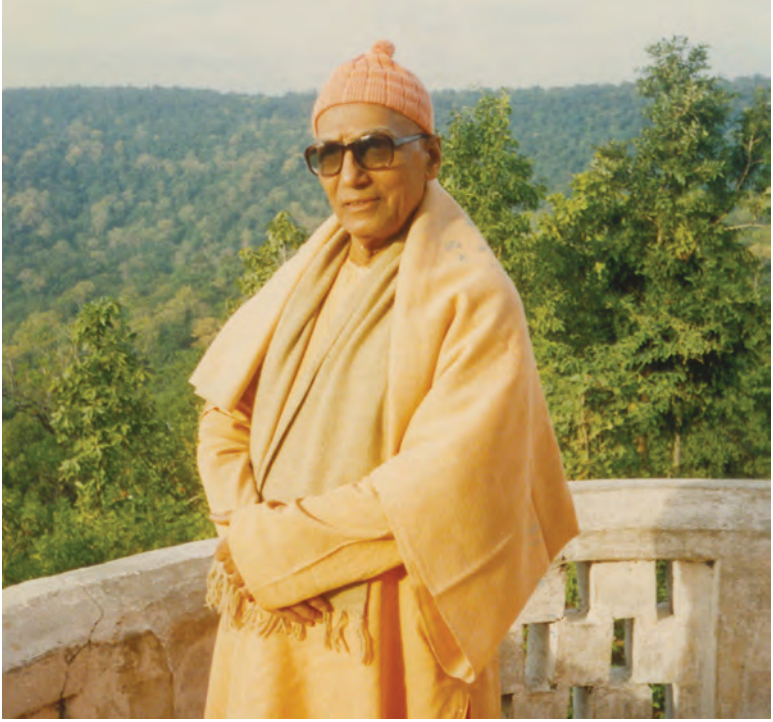
আমার জানা নেই এর মধ্যে তোমার বিয়ে হয়ে গেছে কি না। তোমার হৃদয়ের অভ্যন্তরেই তোমার ইষ্টদেবতার নিবাস, যে তোমাকে সর্বক্ষণ চালনা করছেন। ওনার উপস্থিতিকে অনুভব করে যদি তুমি সর্বক্ষণ, যতদূর পারো ইষ্টমন্ত্র জপ করার অভ্যাস করো, দেখবে ধীরে ধীরে তোমার মন শান্ত হয়ে যাবে। এমনি তো বিয়ে মানুষের সংস্কারের মধ্যে এক অন্যতম সংস্কার। এটাকে নিয়ে চিন্তা করো না।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিত্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ৯ ।

কল্যাণীয়...,

Shirts-T Shirts ইত্যাদি manufacture (তুমি Manifacture লিখেছ—dictionary দেখে নেবে) এসবের কাজ করতে চাও তো ধৈর্য্য সহকারে কাজ করো। এক-দু বছরে সারাদেশে কোথায় কি কাজ হয়েছে এবং তোমার Product এর জন্য market এ খোঁজ নাও। টাকা জোগাড় করার ব্যবস্থা করো, তারপর এগোও, পাহাড়ের উঁচুতে উঠার জন্য কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং দেরীও হয় কিন্তু পাহাড় থেকে নীচে নামতে বা পাহাড়ে পা পিছলে পড়ে যাওয়া কঠিন নয়, আর তাতে দেরীও হয় না।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ১০।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার আর কিসের প্রয়োজন? শ্রীশ্রীঠাকুরই তোমার জীবন হয়ে গেছেন, ওনার নাম নিতে নিতেই দিন যদি কাটে, এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে? খুব নাম জপ করো, খুব নাম জপো।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য ওনার কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ১১ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

লেখাপড়ায় মন বসছে না? ঠিক আছে, ঐ মনে যতদূর পারো সর্বক্ষণ নিজের ইষ্টমন্ত্রের নাম অর্থাৎ নিজের ইষ্টমন্ত্র জপ করার অভ্যাস তৈরী করো। তোমার অন্য কোন বন্ধুর দরকার নেই, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী মহারাজকে আর তুমি চাইলে আমাকেও বন্ধু বানাতে পারো। আমাকে প্রতি মাসে চিঠি লিখে পাঠাবে। আমিও জবাব পাঠাতে থাকব।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ

।১২।

কল্যাণীয় হে...,

আমি তোমার পাঠানো ই.মেল পেয়েছি। তোমার প্রশ্নের উত্তর নিম্নরূপ রয়েছে ঃ—

১) গায়েত্রী শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের জন্য যাদের উপনয়ন হয়েছে। 'উপাসনা পদ্ধতি' অনুযায়ী কিছু প্রাণায়ামের কথা বলা হয়েছে। যদি তুমি এই সমস্ত এই মুহূর্তে করতে পারছো না তবে এখন এইগুলো ছেড়ে দাও।

২) ইষ্ট—সচ্চিদানন্দ স্বরূপই হলেন গুরু শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ। তোমার যে গুরু যাঁর থেকে তুমি দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেছো তিনি এখন তোমার কাছে সচ্চিদানন্দ রূপে বিরাজ করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরই হলেন গুরুমহারাজ এবং এটা বিশ্বাস করা হয় যে দীক্ষাগুরুই সচ্চিদানন্দ রূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে কাজ করছেন।

৩) সচ্চিদানন্দ হলেন তোমার দীক্ষাগুরু।

৪) তুমি 'গুরুমন্ত্র' নিয়ে কেন বিচলিত হচ্ছো, তোমায় 'ইষ্টমন্ত্র' দেওয়া হয়েছে।

'উপাসনা পদ্ধতি' বইটি খুব ভালো করে পড়ো। তোমার মনের সমস্ত সংশয় দূরভূতী হবে। সুতরাং এই সংশয় সমস্ত দূর করার একমাত্র উপায় বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যাওয়া অর্থাৎ জপ-ধ্যানাদি করা।

আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি। আমার স্নেহ-ভালোবাসা নিও।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভচিন্তক
স্বামী গহনানন্দ



।১৩।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

যখনই তুমি সময় পাবে মন দিয়ে অন্তরে প্রভুর নাম নিতে থাকো। এটাতেই প্রভুর সেবা হবে আর প্রভুর সেবাই জগৎ সেবা। তুমি নিশ্চয় পড়েছো—

ওঁ প্রীয়তাং পুন্ডরীকাক্ষঃ সর্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতংজগৎ।।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ

। ১৪।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ৮ই মার্চের চিঠি এখানে ২৮শে মার্চ পৌঁছেছে। তুমি যা কিছু লিখেছো, ঠিকই লিখেছো—বিদ্যার্জনের সঙ্গে ধনার্জনের কোন সম্বন্ধ নেই। তোমায় ঘর ছেড়ে টাকা রোজগার করার জন্য বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু দেখো কন্যা, মনের চিন্তাধারার শুদ্ধতা শুধু বই পড়ে হয় না, যেমন আমাদের স্বামীজী মহারাজ লিখেছেন, এমন বই পড়োনা, যেসব বইয়ের লেখকদের জীবনে ভগবৎ উপলব্ধি হয় নি। আর ঐ সব বইগুলো মূল রূপে অর্থাৎ মূল ভাষায় পড়ো।

জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। আমাদের জীবনকালের তিনটি অবস্থা। একটি অবস্থার অনুভূতি অন্য অবস্থার অনুভূতি থেকে আলাদা। এর অর্থ এই যে আমরা যখন স্বপ্নাবস্থায় থাকি তখন এর অনুভব মিথ্যে মনে হয় না, যখন আমরা জেগে উঠি তখন এই জাগ্রত অবস্থার অনুভবের সঙ্গে তুলনা করে স্বপ্নাবস্থার অনুভব আমাদের কাছে মিথ্যে মনে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রায়ই তুমি ঘুমোনোর সময় দর্শন করো, এই কথাটি কাউকে বলবে না। তোমার স্বপ্নের অর্থ এটাই যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে তোমার একটা প্রীতির সম্পর্ক আছে। আমায় চিঠি লিখতে থাকো। স্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের দেশের লোকদের মন্তব্য খুবই গাম্ভীর্যপূর্ণ। আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ১৫।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২রা মার্চের চিঠি ১১ই মার্চ এখানে এসে পৌঁছেছে। M.Sc. তে first class পাওয়ার পর তুমি কি পড়াশুনা ছেড়ে দিতে চাইছ? এরপর কি করবে?

শ্রীশ্রীমায়ের উপর তোমার যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা আছে, তাতে অস্বাভাবিকতা কোথায়? মায়ের প্রতি কোন সন্তানের ভালোবাসা থাকে না? ধ্যান-জপ ইত্যাদি সম্পর্কে তোমায় দীক্ষার সময় দেওয়া 'উপাসনা পদ্ধতি' বইটিতে উল্লেখিত নিয়মগুলোর পালন করো। প্রতিদিন প্রথমে দীক্ষামন্ত্রের, তোমায় বলা নিয়ম অনুযায়ী পালন করে জপ ইত্যাদি করো, তারপর উপনয়ন-সংস্কারের সময় পাওয়া গায়ত্রী মন্ত্র ইত্যাদির জপ করো। মনে রেখো সহজে কেউ ধ্যান করতে পারে না। চিত্ত শুদ্ধ হওয়ার পরই মন ধ্যান পরায়ণ হয় তারপর নিজ থেকেই ধ্যান হতে থাকে। সুতরাং, বর্তমানে জপের মন্ত্র উচ্চারণের উপরই মন দাও, ওটাকেই মন দিয়ে করতে থাকো, চিত্তশুদ্ধি কবে হবে ওটা নিয়ে চিন্তা করো না, "ভ্রূমধ্যে" ইত্যাদিতে মনকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করো না।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে তোমার কল্যাণের জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ১৬।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

নিশ্চিন্ত থাকো আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে যখন তোমার তীব্রতর হবে, সেই তীব্রতর ইচ্ছেই তোমাকে আমার কাছে পৌঁছে দেবে। ততদিন পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম মনে মনে সর্বক্ষণ জপ করতে থাকো।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য ওনাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৭।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

দেখো....., তুমি কোথায় কি পড়ছ, কোথায় কি শুনছ, যা পড়ে শুনে তোমার মনে প্রশ্ন উঠছে, সেইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমি প্রয়োজন মনে করি না। এটা জেনে রেখো তৃতীয় শ্রেণীতে পড়া ছাত্রের মনে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ানো বিষয়গুলোর উপর প্রশ্ন জাগতে পারে আর সে জবাবগুলো অতি সহজেই বুঝে ফেলে, কারণ শুধু এটাই যে সে তৃতীয় শ্রেণীর বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিচিত। সেই ছাত্রই যদি চতুর্থ বা ষষ্ঠ শ্রেণীর বিষয়গুলোর উপর প্রশ্ন সংগ্রহ করে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তবে তোমার দেওয়া উত্তর সে বুঝতে পারবে না, কারণ চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ানো বিষয়গুলো সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নকর্তার মনেই যদি না থাকে তো তোমার বলা সত্ত্বেও সে কিছুই বুঝতে পারবে না।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য প্রভুকে নিরন্তর প্রার্থনা করি। বর্তমানে মন দিয়ে জপ-ধ্যান করতে থাকো।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৮।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

মন্ত্রের জপ তুমি যে কোন অবস্থায় মনে মনে করতে পারো। মন্ত্র জপের উদ্দেশ্য এতে তোমার মন এতই শুদ্ধ হয়ে যাবে যে তুমি দেখবে কিভাবে নিজে নিজে তোমার মন প্রতিক্ষণ যেকোন কাজের মধ্যে প্রভুর নাম জপ করছে। সুতরাং দীক্ষার দিনে বলা অনুযায়ী দিনে তিনবার জপ ধ্যান করার পরও তুমি সারাদিন যে কোন কাজ করতে করতে অবিরাম জপ করার অভ্যাস করো। কোন কারণে যদি আসনে বসে জপ করতে সংকোচ অনুভব করো তবে আসনের ব্যবহার করো না। তোমার ঘরের লোকজন জানি না কি মনে করলেন, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে ওনারা জানেন না যে দীক্ষার বইটি শুধু দীক্ষিত ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য, অন্যদের জন্য নয়। এটাতো মূর্খতার পরিচয়, কি করবে? এই সংসারে মূর্খের অভাব নেই আর তাদের মূর্খামিকে সহ্য করতে হয়। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো।

আমি আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরকে তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ১৯ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

শ্রীশ্রীমায়ের নাম সারদা দেবী, শারদা নয়। সারদার অর্থ 'সার' প্রদানকারিনী এবং শারদা শরৎকালে যাঁর পূজো হয় সেই দুর্গাদেবী।

জয় মা!!!

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ

। ২০ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তুমি চেতনার অনুভব করতে চাইছ কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না যে ওটা করতে গেলে তোমায় চেতনা থেকে আলাদা থাকতে হবে, কেন না, জ্ঞাতা আর জ্ঞেয় আলাদা না থাকলে জ্ঞানের অনুভব করবে কে। অর্থাৎ শরীর সুস্থ থাকলে শরীরের বোধ থাকে না। তোমার পিঠের বোধ তখনই হয় যখন তোমার পিঠে কোন পিঁপড়ে চলাফেরা করে বা কোন ধরনের ব্যথা যন্ত্রনা থাকে। তোমার কানের, দাঁতের চোখের বোধ তখনই হয় যখন ঐগুলোতে কোন রকম কষ্ট বা ব্যথা হয়। ঠিক ঐরকম মনে আঘাত পেলে মনের বোধ হয়। আবার যে বলে বেড়ায় যে আমি এটা করেছি, ওটা করেছি, আর এইভাবে তার অহংকার প্রকাশ করে থাকে সেও একরকমের অসুস্থ। সুতরাং চেতনার অনুভব করার ইচ্ছা যার হয়েছে সেও অসুস্থই মনে করো, সুস্থতার লক্ষণ হল বোধের অনুভব না করা। সুস্থ অবস্থায় যেমন চোখ, কান, দাঁত, মন এদের বোধ হয় না তেমনই চেতনারও বোধ হয় না। চেতনা আছে, শুধু চেতনা।

যতদিন শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনা আর শ্রীরামকৃষ্ণ আলাদা মনে হয় ততদিন তোমার শ্রীরামকৃষ্ণ চেতনা অসুস্থ, ভবরোগে আক্রান্ত, তাই তোমার শ্রীরামকৃষ্ণ চেতনার, যা আসলে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন, তার সঙ্গে একীভূত হওয়ার প্রয়াস। তোমার ঐ চেতনার সঙ্গে একাকার হবে কিন্তু তুমি সেটা অনুভব করতে পারবে না, যেহেতু জ্ঞাতার তখন লোপ হয়ে যাবে, তাঁর বিলয় হয়ে যাবে। এখন তোমার কাজ শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা চালিয়ে যাওয়া, যেমন তুমি নিজের গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি রাখো তেমনি বুদ্ধি শুদ্ধ হলে সর্বভূতে ঈশ্বর বুদ্ধি রাখবে। অথচ এর জন্য তোমায় কিছু করতে হবে না, কর্তা তো যে হয় সে করে। যে পর্যন্ত তুমি কর্তৃত্ববোধ রাখবে, কিছুই হবে না, কালাকালের কর্তা যা করবেন সেটাই হবে। আমায় চিঠি লিখতে থাকো।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য প্রভুকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ২১ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১০ই ফেব্রুয়ারীর চিঠি এখানে ২২শে ফেব্রুয়ারী পৌঁছেছে।

তোমার স্বামীকে দীক্ষা নেওয়ার জন্য বলো না, যা কিছু তোমার দ্বারা হয় করতে থাকো এবং বাকি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের উপর ছেড়ে দাও। এখন তোমার সন্তান অনেক ছোট, ওকে আরো কিছুদিন আগলে রাখো। যখন সে বড় হয়ে যাবে তখন তাকে দর্শন ইত্যাদির ব্যাপারে বলো।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ

।২২।

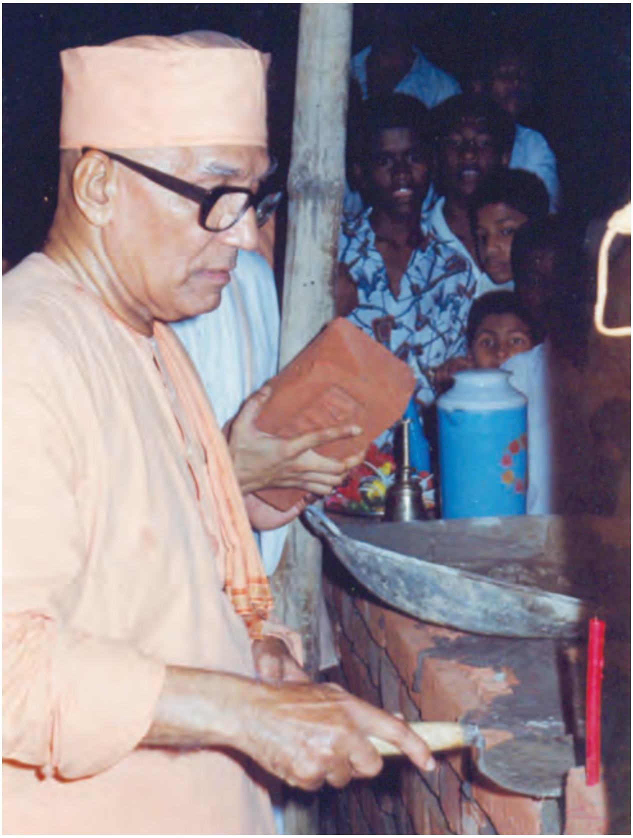
কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

দেখো....তুমি কি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের লেখা শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ বা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত বা বাংলাতে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ পড়েছো? শ্রীমা সারদার জীবনী পড়েছো কি? শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী মহারাজ এবং ওনার গুরুভাইদের জীবনী এবং উপদেশগুলো কয়েক বছর ক্রমাগত পড়তে থাকো। তারপর তুমি এসব পড়ে ধীরে ধীরে বুঝবে যে, চিন্তাভাবনা করে যখন কোন মানুষ কাজ করতে থাকে তখন তাকে ধীর, বিচারশীল, চিন্তাশীল বলে, আবার যখন চিন্তা ভাবনা না করে কাজ করে তখন তাকে ভাবপ্রবণ, জেদী এসব বলে। মানুষের মধ্যে এমন দুধরনের স্বভাব দেখা যায়। সংসারে চিন্তাশীল মানুষের বড় অভাব। মানুষের মনে যে ঈশ্বরীয় ভাব আছে তাকে দিব্যভাব বলে, এটা প্রায়ই মানুষের বিচার করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। এটা এইজন্য যে তার ঈশ্বরীয় ভাব তার কাছে নূতন, অপরিচিত হওয়ার কারণে সে এতটাই আনন্দিত হয় যে তার বিচার ক্ষমতা নষ্ট বাড়তে থাকে যেমন একজন ক্রোড়পতি এক হাজার টাকা পেলে যেমন খুশী হয়, তেমনি শতগুণ আনন্দ সেই ব্যক্তির হয়, যার মাহিনা এক হাজার টাকা। তোমার ঈশ্বরীয় ভাব যত তীব্র হবে বিচার করার ক্ষমতা তত বেশী পরিমাণে বাড়বে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজের উপদেশ পড়লে, ওনাদের জীবন অধ্যয়ন করলে আমরা এসব কথা জানতে পারি। তুমি এমনভাবে অন্যদের সঙ্গে ব্যবহার করো যেন নিজের ভাবটি অন্যের কাছে প্রকাশিত না হয়। খুব শান্ত হয়ে থাকাই তোমার কাজ। তুমি পড়াশুনা করে এম.এ., পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জন করে নিজেকে এই সংসারে থাকার যোগ্য করো, এটাই তোমার জন্য এখানকার মত কর্মযোগ। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৩ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

শ্রীশ্রীঠাকুর তোমায় ওনার নাম জপ করার অধিকারী করেছেন। তোমায় উনিই ওনার নাম জপ করার সামর্থ্যও দেবেন। ওনার উপর ভরসা রাখো। জপ করোনি, অল্প করেছো, এমনটা ভাবার জন্য যা সময় লাগছে ঐ সময়ে ওনার নাম জপ করো।

আমি ওনাকে এবং শ্রীশ্রীমাকে সদা তোমার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৪ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার এই দুঃসময়ের দিনগুলোতে আমি এটাই বলতে চাই যে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা করতে থাকো, সর্বক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম জপ করতে থাকো। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম জপ করা ছাড়া আমাদের এই সংসারে বাঁচার আর অন্য কোন উপায় আমার জানা নেই।

আমি তোমার জন্য নিরন্তর শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করি।

জয় মা!!!

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



।২৫।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ৮ই ফেব্রুয়ারীর দুটো চিঠি এখানে পৌঁছে গেছে।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি। তুমি নিজেই নিজেকে পরিবর্তন করতে চাও না। তুমি নিজের জীবন এইভাবেই অতিবাহিত করতে চাও যে ভাবে চলছে। যদি তুমি ইচ্ছের পরিবর্তন না করো, তবে ধরে নাও তোমার জীবন এইভাবেই চলতে থাকবে। আমার তো তোমার চিঠিগুলি পড়ে এইরকমই মনে হচ্ছে।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৬।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কেউ যদি মোকদ্দোমাতে জেতার জন্য বা এমনি কিছু কাজের জন্য যেত তো ঠাকুর দূর থেকেই দেখে বলতেন ঐ ওকে দেখ, ও আবার আসছে। আর যখন ও কাছে আসত তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন—এটা আমার কাজ নয়। পঞ্চবটী যাও। ওখানে তোমার লোক বসে আছে। স্বামীজীও নিজের এক গুরুভাইকে চিঠিতে লিখেছিলেন—ভগবান স্বয়ং যখন সাহায্য করেন তখন জন্মদাতার কাছ থেকেও কিছু চাইতে নেই।

আর এখন দেখো! ছেলের চাকরীর জন্য তুমি ওনাকে খোশামোদ করছ! ছেলের কর্মের কি হবে? তুমি মা হয়ে ওকে জন্ম দিয়েছো, লালন পালন করে বড় করেছো, ওর সেবাও করেছ। এখন ওর জন্য তোমার চিন্তা করার প্রয়োজন নেই, তুমি তোমার কাজ করো।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিত্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



।২৭।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১লা মার্চের চিঠি এখানে ৭ই মার্চ পৌঁছেছে।

তুমি এটা তো জানো যে শ্রীশ্রীঠাকুর সূচের ছিদ্র দিয়ে উটকে বের করে দিতে পারেন, তারপরও চমৎকারিত্বের কথা বলছ। কিছুদিন পর যখন বুঝতে পারবে, এখানে পুরোটাই আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে তখন কিছু আর বলতে পারবে না, শুধু দেখতেই থাকবে। আশ্চর্য ঘটনাটির উপর নয়, আশ্চর্য ব্যাপার যিনি ঘটান তার উপর নজর দাও, মায়ার উপর নয় মায়াধীশের উপর নজর দাও, জাদু নয় জাদুগরের উপর নজর দাও। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন যে জাদুগরের শরণাপন্ন হয় তার উপর জাদুর প্রভাব পড়ে না। তুমি তো এই কথাটি জানো।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিত্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৮।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১লা মার্চের চিঠি ৫ই মার্চ এখানে পৌঁছেছে। তুমি তোমার চিঠিতে যেসব কথার জন্য প্রার্থনা করেছো, জানবে সেই কথাগুলো শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের কাছে পৌঁছে গেছে। নিশ্চিন্ত থাকো তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। কখন এখানে আসবে সেটা পরবর্তী চিঠিতে জানিও।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে তোমার কল্যাণের জন্য সবসময় প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



।২৯।

কল্যাণীয়...,

তোমার চিঠি ২৮শে ফেব্রুয়ারী এখানে পৌঁছেছিল।

যদি সম্ভব হয় তোমার চিঠিগুলো আমার কাছে পাঠানোর আগে ফটোকপি করে নিজের কাছে রাখবে। আমার উত্তর পাওয়ার পর তোমার চিঠিগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে ঐগুলো পড়তে পারবে।

এর আগে কোনদিন (সারদামঠ) গিয়েছো কি? এখান থেকে কি সোজা তুমি ফিরে গিয়েছিলে না কামারপুকুর জয়রামবাটী দর্শনের জন্যও গিয়েছিলে?

যা কিছু তুমি তোমার চিঠিতে লিখেছো, জানবে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমা শুনে নিয়েছেন এবং খুব শীঘ্রই তোমার ইচ্ছেগুলো পূর্ণ করবেন।

আমি ওনাকে তোমার কল্যাণের জন্য সর্বক্ষণ প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৩০ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ৮ই এপ্রিলের চিঠি এখানে ১২ই এপ্রিল পৌঁছেছে।

তোমার চিঠিগুলো আমাকে পাঠানোর আগে সেগুলোর ফটোকপি করে এক কপি নিজের কাছে রেখে তবে আমাকে পাঠাবে।

ঠিক আছে, ঘন্টার পর ঘন্টা প্রভুর নাম জপ করছ, ঠিক করেছো আর এই সম্পর্কে আমাকে বলেও ঠিক করেছো। এমন ভাববে যে তোমার ইষ্টদেবতা, শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার হৃদয়ে বসে তোমার দ্বারা ওনার নাম জপ করাচ্ছেন, আবার সেই কথাটি আমার কাছে তোমার দ্বারা লিখেও পাঠাচ্ছেন। তুমি প্রভুর নাম ঠিকমত নিতে পারছ না, উনি যখন করাবেন, তখন ঠিক মত করতে পারবে।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



।৩১।

কল্যাণীয়,

তোমার ২৮ শে জানুয়ারীর চিঠি ৮ ই ফেব্রুয়ারী এখানে পৌঁছেছে। তোমার বয়স ২৫ বছর ৬ মাস, এখানে মিশনে প্রবেশ করার বয়স হল ২৫ বছর। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হল তোমার মিশনে প্রবেশ করার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর ছেড়ে দাও।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য আমাদের প্রভুকে সর্বক্ষণ প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



।৩২।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৮ই এপ্রিলের দুখানা চিঠি এখানে পৌঁছেছে। আমি তোমায় লিখেছিলাম যে চিঠি লিখে প্রথমে ওটা পড়ে নেবে। সাদা কাগজে প্রথমে পরিষ্কার ভাবে লিখে নেবে, তারপর খামে বা অন্তর্দেশীয় পত্রে লিখে পাঠাবে।

তোমার চিঠি পড়ে কারো মনে হবে না যে তোমার পরিস্থিতির জন্য তুমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত। আমার তো মনে হচ্ছে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাবার চেয়ে পরিস্থিতি বর্ণনা করে তুমি বেশী আনন্দ পাচ্ছো। তোমার মত মানুষ নিজের হিত চায় না বরং পরনির্ভরশীল থাকতে ভালোবাসে ও এইভাবেই জীবন কাটায়। আমাদের প্রভুর কাছে আমি তোমার জন্য প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই করতে পারব না। আত্মহত্যা এইসব উল্টোপাল্টা কথা লিখে আমায় তুমি কি বলতে চাও? নিজের ভালো যদি চাও তাহলে মন দিয়ে পড়াশুনা করে result ভালো করো।

আমি তোমার জন্য সর্বক্ষণ শ্রীভগবানকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৩৩ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৮ই মার্চের চিঠি এখানে ৩০শে মার্চ পৌঁছেছে।

তোমার আর কারো সেবা করার প্রয়োজন নেই। এটা জেনো তোমার পূর্ব জন্মের কর্ম অনুসারে এই জীবন তুমি পেয়েছো, আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম জপ করার অধিকারও পেয়েছো। তাই এখন নিরন্তর প্রভুর নাম জপ করে যাও, চলতে ফিরতে, যে কোন কাজ করতে করতে মনে মনে ঈশ্বরের নাম জপ করার অভ্যাস করো। আমায় চিঠি লিখতে থাকো।

আমি তোমার জন্য আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



।৩৪।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

নিজের মনকে এদিক ওদিক যেতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে, এটা কি করে সম্ভব? তুমি শুধু এইটুকু চেষ্টা করতে পারো যে প্রভুর নাম করার সময় নাম উচ্চারণের উপর তোমার মন যেন বসে আর প্রতিক্ষণ তাঁর নাম তোমার মনকে জপ করতে নিয়োজিত করে। কিন্তু সেটা তো হওয়ার নয়। কারণ তোমার মনের উপর নিজের পরিবারের বোঝা চাপিয়ে রেখেছো, যতক্ষণ না তুমি ভালোভাবে বুঝতে পারবে যে প্রভুই কর্তা, ততক্ষণ এই বোঝা থেকেই যাবে। তোমার পরিবারের সকলের মঙ্গল সেই প্রভুর উপরেই নির্ভর, যখন এই কথার দৃঢ় ধারণা তোমার হবে তখন তোমার মন তোমার চেষ্টা ছাড়াই প্রভুর নাম প্রতিক্ষণ নিতে থাকবে। তোমার সন্তান ও স্বামীর ভবিষ্যৎ তাদের বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। যতক্ষণ তাদের বুদ্ধি সংসারের মধ্যে বদ্ধ ততক্ষণ সাংসারিক সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়েই চলতে হবে, কিন্তু তবুও তোমার উপস্থিতির কারণে ওরা নিজেদের অবস্থার সাথে পরিচিত হবে, তোমার কাছ থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের কথা শুনে, তোমার জীবনে তাঁদের উপদেশের প্রতিফলন দেখে ওরাও আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের জন্য উৎসাহ পাবে। নিশ্চিন্ত থাকো। আমি তোমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদা শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ

।৩৫।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৫ই এপ্রিলের চিঠি এখানে ১৮ই এপ্রিল পৌঁছেছে। পরের চিঠিতে তোমার বাড়ী সম্বন্ধে আমায় জানাও। একটি কথা শোন। মনে করো তুমি কলের জলে হাত মুখ ধুচ্ছো, কল খোলা, এমন সময় তোমায় কেউ ডাকছে, সেই অবস্থায় তুমি তার কাছে যেতে চাইলে, কল খোলাই রইলো। একটু গিয়ে তোমার মনে হল কলটা বন্ধ করে যাওয়া উচিৎ। কিন্তু সেই ভাবটাকে তুমি উড়িয়ে দিয়ে এই মনে করলে যে এক্ষুণি এক মিনিটে চলে আসব। তোমার ফিরতে কিন্তু চল্লিশ মিনিট লেগে গেল। তোমার মন বলে উঠলো—'এ তুমি কি করলে, জল নষ্ট করলে?' মনের সে কথারও তুমি গুরুত্ব দিলে না, ভাবলে এতে আর এমন কি হয়েছে, এতো হয়েই থাকে।

এবার ভাবো ঐ কলের কাছে তুমি দাঁড়িয়ে আছো, তোমায় কেউ ডাকছে আর তুমি যাবার জন্য প্রস্তুত, সেখানে তোমার গুরুদেব বসে আছেন, তিনি তোমায় বললেন—'মা কলটা বন্ধ করে যাও।' তুমি কিন্তু ওনার কথা শুনলে না। তারপর তুমি যখন ফিরে এলে তখন তিনি তোমায় আবার ঐসব বলাতে তুমি ঐরকমই ব্যবহার করলে, যেমনটি তুমি নিজের মনের সাথে করেছিলে। দেখো মা, তোমার ব্যবহারে তোমার গুরু যেমন দুঃখ পান ঐরূপ তোমার মনের সাথে ব্যবহারের ফলে মনটাও সংকুচিত হয়ে যায়। আমার বক্তব্য এই যে মনের সাথে এমন ব্যবহার করো না। তোমার মন যখন যা কিছু বলবে তখনই তা পালন করবে। ১০-১৫ দিন তুমি তোমার মনের সাথে এমন ব্যবহার করে যাও, তারপর আমায় চিঠি লেখ। এরপর তোমার কি কর্তব্য তা আমি তোমাকে বলব। তোমার মনের উপর একদম সন্দেহ করবে না। আমি যেগুলো করতে বললাম, পরের চিঠিতে তুমি কতটা পালন করতে পেরেছো, তা আমায় লিখে জানাবে।

তোমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আমি সর্বদা প্রার্থনা করছি।

ইতি—
তোমার চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



।৩৬।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

নিজের লেখা চিঠিগুলোর ফটোকপি বের করে আমায় পাঠিও, তাহলে তোমার প্রশ্নের সাথে আমার উত্তর মিলিয়ে নিয়ে পড়তে পারবে। তবেই আমার চিঠি তোমার মানসিক প্রতিক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলবে। ভালো হয় যদি আমায় লেখা চিঠির সাথে আমার পাঠানো উত্তরেরও ফটোকপি করে পাঠাও, তবে আমি সহজে বুঝতে পারব তোমার সাথে আমার কি ধরনের কথা হয়েছে।

নিজের পুরানো চিঠিগুলো মাঝে মাঝে খুলে পড়বে, তখন বুঝতে পারবে শ্রীশ্রীঠাকুর তোমায় কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এসেছেন। তখন ধারণা করতে পারবে এখনও অনেক দূর যেতে হবে।

আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য নিরন্তর তাঁর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।৩৭।

কল্যাণীয়...,

তোমার চিঠি ঠিক সময়ে এখানে পৌঁছে গেছে। আপাতত সন্ন্যাস নেওয়ার কথা চিন্তা করো না। তুমি তো বুঝতে পারছ তুমি ঐ জীবন পালনের উপযুক্ত আর নও, তুমিই তো লিখেছিলে শারীরিকভাবে তুমি অসুস্থ।

সন্ন্যাস নিয়ে আশ্রমে থেকে ঐভাবে জীবনযাপন করা আর সন্ন্যাস না নিয়ে আশ্রমে না থেকেও তুমি পবিত্র শুদ্ধ জীবনযাপন করতে পারো। আমাদের দেশে সারদা মঠ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেও অনেকেই এইভাবে জীবন বেছে নিয়েছিলেন আর তাঁদের হাতেই সারদা মঠ পরিচালনার দায়িত্ব সঁপে দেওয়া হয়েছিল।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৩৮ ।

কল্যাণীয়...,

তোমার ৫ই এপ্রিলের চিঠি এখানে পৌঁছেছে।

গুজরাটে তীর্থ দর্শনের জন্য গিয়েছিলে, খুব ভালো ভাবে দর্শন করলে, জেনে খুব আনন্দিত হলাম। এই তীর্থ ভ্রমণকালীন তুমি অনুভব করতে পেরেছো যে সব কিছুই প্রভুর দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত, সুতরাং নিজের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এই কথাটি অনুভব করো।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে সর্বদা প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।৩৯।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

আমার ১১ই নভেম্বরের চিঠিটি তুমি আবার পড়ো। বারবার ওটা পড়ো। তোমায় Schizophrenia রোগ ধরেছে। এই রোগের হাত থেকে তোমায় মুক্ত হতে হবে। যারা তোমায় পাগল বলছে তাদের সম্বন্ধে ভাবলে দেখবে তারাই আসলে পাগল হয়েছে। নিজেকে সুস্থ মনে করো এবং ডাক্তার যে বইগুলো দিয়েছে সেগুলো মন দিয়ে পড়ো। নিজের মনের সঙ্গে কথা বলো, মনকে ছোট বাচ্চা বলে মনে করো, কিছুদিন পর দেখবে সে তোমার কথা শুনছে। আমার কথা বিশ্বাস করো, তোমার কোন ধরনের রোগ হয়নি।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সদা শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।৪০।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমাদের সবাইকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করতে হবে, এর জন্যই উনি তোমাদের রক্ষা করেছেন। যেখানেই যাও শ্রীশ্রীমায়ের একটি ছবি, নিজের সঙ্গে সব সময় রেখো, তোমার মা-বাবাকেও বলো এইরূপ করতে।

আমার ঠিক মনে পড়ছে না তুমি কোন ক্লাসে চতুর্থ স্থান পেয়েছো। তোমার পরবর্তী চিঠিতে এই বিষয়ে জানাও।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৪১ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তুমি যে সমস্ত প্রার্থনাগুলো তোমার চিঠিতে লিখে আমাকে জানিয়েছো, নিশ্চিন্ত থাকো, সেইগুলো নিশ্চয়ই মঞ্জুর হবে, কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত প্রভুর নামজপ ইত্যাদি যথা নিয়মে করতে থাকো।

আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করছি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।৪২।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার দ্বিতীয় চোখে কি হয়েছে; আবার শল্যচিকিৎসা করবে কি? এ সংসারে শুদ্ধাভক্তি ছাড়া তোমার আর কি চাইবার থাকতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হোক এই প্রার্থনা করছি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৪৩ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার চিঠি পড়ে আমি খুব আনন্দিত হলাম। তোমার পরীক্ষা কবে? পরীক্ষার পর ঘরে পৌঁছে কি করবে? প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরী হবে? যা কিছুই করো না কেন, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের বইগুলো পড়বার অভ্যেস করো। তোমার পরবর্তী চিঠিতে জানাও যে, তুমি সম্পূর্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য পড়া শুরু করে দিয়েছো।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৪৪ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার চিঠি এখানে ২৫শে জানুয়ারী পৌঁছেছে।

আমাকে যে কথাগুলো লিখছ, সেগুলো শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাও। এমনিতে ওনাকে জানানোর কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি তো অন্তর্যামী। ওনার জীবনী পড়ো, তারপর নিজেকে দেখো, নিজের উপরে নজর দাও। এই প্রক্রিয়াই তোমাকে শুদ্ধ করবে।

আমি তোমার জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৪৫।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমাদের দুজনকে শ্রীশ্রীঠাকুর ওনার নাম নেওয়ার অধিকার দিয়েছেন। যত দূর পারো দিন-রাত ওনার নাম নিতে থাকো এবং ওটার দ্বারাই তোমাদের কল্যাণ হবে।

আমি তোমাদের জন্য ওনাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৪৬।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

এই অনুভূতি কি তোমার প্রত্যেক দিন হয়ে থাকে? ঠিক আছে, এটাকে অস্বাভাবিক মনে করো না, আর কারো সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা করো না। আধ্যাত্মের পথে এইরূপ হওয়া কোন নতুন ঘটনা নয়। ধ্যান-জপ-উপাসনা যেভাবে করছ, সেইভাবে চালিয়ে যাও।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করছি। ওনাদের জীবনী পড়তে থাকো, তারপর নিজের দৈনন্দিন আচরণের উপর নজর দাও, এই প্রক্রিয়া তোমার মনকে শুদ্ধ করবে।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৪৭ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

কোন মহারাজকে প্রণাম করে কখনও কিছু চাইবে না। কখনও কারো থেকে কিছু চাইবে না। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাকে ওনার নাম জপ করার অধিকারী করেছেন, তিনি এবং শ্রীশ্রীমা জানেন কখন তোমার কি প্রয়োজন। ওনাদের থেকেও কিছু চাইবার প্রয়োজনীয়তা নেই। ছোট বাচ্চা কি কখনও তার মায়ের থেকে কিছু চায়?

সপ্তর্ষি মহারাজ এবং অন্যান্যদের আলাদা করে চিঠি লিখবে। আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য হিতৈষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৪৮।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ৭ই ফেব্রুয়ারীর চিঠি এখানে ১৮ই ফেব্রুয়ারী পৌঁছেছে।

নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা স্বপ্ন ইত্যাদির কথা কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করো না। তোমার পরবর্তী চিঠিতে আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি তোমাকে বলে দেবো কি করতে হবে। এখন এইটুকু বলে দিচ্ছি, এইরূপ করলে প্রশংসিত হবে এবং তাতে তুমি গৌরবান্বিত বোধ করবে, ফলস্বরূপ তোমার অহংকার বৃদ্ধি পাবে আর যদি কোন কারণে তিরস্কৃত হও, তবে তোমার মন একেবারে ভেঙে পড়বে। তোমার অবস্থার কথা তোমার গুরু এবং তোমার ইষ্টদেবতা ছাড়া কেউ-ই বুঝতে পারবে না।

আমাকে চিঠি লিখতে থাকো। তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে সর্বক্ষণ প্রার্থনা করছি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ৪৯।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২৬শে জানুয়ারীর চিঠি ২৮শে জানুয়ারী এখানে পৌঁছেছে।

যখন কোন শিশু তার মাকে 'মা' 'মা' বলে ডাকে সে কি তখন 'মা' শব্দের অর্থ বুঝে ডাকে, না তার 'মা' শব্দের অর্থ জানবার ইচ্ছে হয়? সে শুধু সেই ডাকের মধ্য দিয়েই তার মাকে পেতে চায়। তেমনি তোমারও মন্ত্রের অর্থ জানবার কোন প্রয়োজন নেই। এইটুকু তো তুমি বোঝ যে ইষ্টকে দর্শন করাই তোমার মন্ত্র জপের আসল উদ্দেশ্য। নিজের জপ চালিয়ে যাও। প্রথম প্রথম জপে মন একাগ্র হতে চায় না, কয়েক বছর পরে একটু একটু করে মন একাগ্র হতে থাকবে। তখন ইষ্ট দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা আসবে এবং নিরন্তর জপ করতে তুমি আনন্দ অনুভব করবে। ক্রমশ তোমার মন শুদ্ধ, নির্মল হবে এবং ইষ্ট দর্শনের যোগ্য হয়ে উঠবে। আপাততঃ জপ করতে থাকো। তোমার মন্ত্রটা লিখে আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ

| ৫০ |

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

জপ ধ্যান করতে বসলে মাঝে মাঝে নানান রকমের ভাবনা-চিন্তা আসা যাওয়া করে বটে কিন্তু ওগুলোর আসা যাওয়া তুমি বন্ধ করতে পারবে না। তাই তোমার কাজ হচ্ছে বিধি নিয়ম পালন করে নিয়মিত সময়ে যতদূর সম্ভব জপ করে যাওয়া। যেমন ধরো চার ঘন্টা চেষ্টা করেও যদি ঘুম না আসে, তবুও বিছানাতে শুয়ে থাকাই তোমার কাজ বলে তুমি যেমন বিবেচনা করো, ঠিক তেমনি ধ্যান জপের সময়ে যে চিন্তা আসছে ওটাকে বাধা দিও না, ঐ সব চিন্তা আসতে দাও। নিয়মিত রূপে প্রতিদিন বসে জপ ধ্যান করবার অর্থই হলো এইসব চিন্তাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়া। কয়েকমাস পর দেখবে যে তোমার কিছু কিছু চিন্তাধারার সঙ্গে তুমি পরিচিত হয়ে গেছ। এবার তুমি এদের দুইভাগে ভাগ করে ফেলো—প্রথম হচ্ছে তোমার কামনা বাসনা—আর দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ কামনা-বাসনা সমন্বিত তোমার মনের কাম, ক্রোধ, লোভরূপী বিকার। এখন মনে করো তোমার পাড়ায় একটি নতুন পুলিশ স্টেশন খুলেছে ও কোন কড়া অফিসার ওখানে চার্জ নিয়ে এসেছেন। এবার বলো পাড়ার গুন্ডা বদমাসরা পাড়া ছেড়ে পালাবে কি না? ঠিক এইভাবে তুমিও যদি তোমার মনের উপর কড়া নজর রাখো তাহলে তোমার ঐ সব চিন্তাও পালিয়ে যাবে। কখনো কখনো তারা আবার ফিরে আসবার চেষ্টা করবে বটে, কিন্তু যদি তুমি সর্বদা সজাগ সচেতন থাকো তাহলে তারা ঠিক পালাবে। মনে করো, কোন ক্লাস থেকে কোন বদমাস ছেলেকে মাষ্টারমশাই বের করে দিয়েছেন। ফলে সেই ক্লাসে পড়াশুনা এখন ভালো হচ্ছে, ছাত্রছাত্রীরাও পরীক্ষায় ভালো করে পাশ করছে, ঠিক তেমনি কামনা-বাসনা ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে তোমার মনও তোমার ইচ্ছেমত জপ ধ্যান করবার স্বাধীনতা পাবে। এবার বুঝেছো তো? এইজন্য চিন্তাগুলোকে আসতে দাও, শুধু তোমার কাজ হলো তাদের উপর নজর রাখা। আমাকে চিঠি লিখতে থেকো।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুর কে তোমার জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।৫১।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

নিজের মেয়েকে বলে দাও যে, সে তোমার এই অবস্থা যেন বোঝবার চেষ্টা করে আর এই অবস্থায় কোন টানাটানি না করে। কিছু সময় এইভাবে বসে থাকলে হাত-পা স্বাভাবিক হয়ে আসবে আর কথাও বলতে পারবে। সবচাইতে ভালো হয় যদি একদম কথা না বলে, নড়াচড়া না করে।

নিজের এই অবস্থাকে ভ্রম কেন বলছ? তোমার এই প্রচেষ্টা শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তোমার নিষ্ঠারই প্রকাশ যা তোমার মনকে শুদ্ধ, নিষ্কাম ও নির্মল করে তুলছে। কখনও কখনও ওখানকার পাহাড়গঞ্জে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করো। সারদা মঠেও যাও কি?

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য হিতৈষী
স্বামী গহনানন্দ

।৫২।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার বাবা আমাকে কয়েকবার তোমার পুনর্বিবাহের কথা লিখেছেন। আমি জানি না তোমার বাবা তোমার ইচ্ছে উত্তমরূপে জেনেও এইরকম ইচ্ছে কেন পোষণ করছেন। তুমি চাকরীর কথা লিখেছ। তুমি লেখাপড়া কতদূর করেছো, আমার ঠিক মনে নেই, না হলে বুঝতে চেষ্টা করতাম তুমি কি ধরনের কাজ করতে পার। তোমার বয়স কত? কিন্তু সব থেকে বড় কথা এই যে তুমি যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা লিখেছো, তোমাকে প্রথমে দেখতে হবে যে তুমি কোন্ পথে যেতে চাও, তুমি কি করতে চাও, তুমি যাই সিদ্ধান্ত নাও না কেন তোমাকে আগে দেখতে হবে যে তোমার সম্মুখে কি কি রাস্তা খোলা আছে। এই ভাবে তোমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তোমার তো দীক্ষা হয়ে গেছে। দুঃখ মানুষকে ঈশ্বরের সন্নিকটবর্তী করে। অথবা এইভাবে ভাবতে পার যে শোকের পরাকাষ্ঠা হল অশোক, আনন্দ। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীস্বামীজী এবং তাঁর অন্যান্য গুরুভাইদের জীবনী পড়ো এবং তাঁদের জীবনে দুঃখের পরিমাণকে দেখো। শ্রীশ্রীমা সহিষ্ণুতার কথায় বলেছেন সহ্য করো, সহ্য করো, সহ্য করো। শাস্ত্র বলে 'সহনং সর্বদুঃখানাম' সর্ব দুঃখ সহ্য করা, দুঃখ ভোগ করা আর দুঃখ নিবারণের চেষ্টা না করা, একে বলে তিতীক্ষা। এই হল তেজস্বীনী হওয়ার ইচ্ছে। শারীরিক ব্যায়াম যেমন শরীরকে শক্তিশালী করে তেমনি শোকতাপ মনকে শুদ্ধ করে।

যদি প্রয়োজন মনে করো আমাকে চিঠি লিখতে পারো, না হলে নিজের অন্তরে আসীন শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের উপর নির্ভরশীল হও, তাঁদের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করো, তাঁদের উপদেশ মেনে চলো, তাহলে বাকি জীবন অতিবাহিত করতে কষ্ট হবে না।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে তোমার মঙ্গলের জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



।৫৩।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৮ই মের চিঠি ২৮শে মে এখানে পৌঁছেছে। ত....এর কোন অসুখ হয়নি কিন্তু তবু তোমার মনের শান্তির জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খাওয়াতে থাকো। যদি সে নিয়মিতরূপে আমাকে চিঠি লেখে তাহলে সে ঠিক হয়ে যাবে, নিশ্চিন্ত থাকো। যদি নাও লেখে তাহলেও ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু একটু সময় লাগবে যেমন ইন্দোর থেকে কলকাতার রাস্তা যে জানে আর যে জানে না তারা উভয়েই ট্রেনে করে কলকাতা তো পৌঁছে যাবে কিন্তু যে পথ জানে না তাকে tension ভোগ করতে হবে, শুধু এইটুকুই পার্থক্য।

ত..র সূত্র ধরে তুমি আমাকে চিঠি লেখা শুরু করলে, ভালোই হলো। তোমার মাধ্যমে আমি ওর খবরাখবর পাবো। তোমার নিজের কথাও জানিও। ত...র ঘোরাফেরা শপিং করা, পার্টি করা এসব বন্ধ হয়ে যাবে, ক্রোধও নিয়ন্ত্রণে আসবে, ওর একটু সময় চাই।

আমি তোমাদের সকলের জন্য আমাদের প্রভু, আমাদের মাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ

। ৫৪ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার চিঠি এখানে ২৮শে মে পৌঁছেছে। যাকে তুমি বলো নিজেকে দুই পাথরের জাঁতাকলের মাঝে ভাঙা ও পিষ্ট হওয়া, আমি তো তাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের তোমার প্রতি বর দান বলে মনে করি এতে সংসারের অসারতার প্রতি তোমার জ্ঞান দৃঢ় হয়ে যাবে। কিন্তু এখনও তোমার অনেক পথ চলা বাকি, কারণ তোমার ভাই তোমার সম্পত্তির একটি বড় অংশ নিজের নামে করে নিয়েছে—তার জন্য তুমি দুঃখিত আর এখনও ভাবছ তোমার কোন ভুল নেই। এই সমস্ত বিষয় থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখো। রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তুমি যদি শ্রীরামকৃষ্ণদেব দ্বারা প্রভাবিত হতে তাহলে হয়ত তোমার এই অবস্থা হত না। যাইহোক তুমি ও তোমার স্ত্রী প্রভুর নাম জপের অধিকার অর্জন করেছো, মনে হয় এটাই তোমার উপর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রভাব। এখন দিনরাত সর্বদা মনে মনে সকল কাজের মাঝেও যতটা সম্ভব তোমরা দুজন প্রভুর নাম নিতে থাকো। সংখ্যা শুধু তখনই রেখো যখন আসনে বসে বিধিপূর্বক জপধ্যান ইত্যাদি করবে। মানসিক জপে সংখ্যা রাখার প্রয়োজন নেই। মনে রেখো সংসার সম্পর্কে একদম ভেবো না, প্রভুর সম্পর্কে চিন্তা করো। রামকৃষ্ণ মঠ থেকে প্রকাশিত পুস্তকাদির অধ্যয়ন করো।

আমি তোমাদের দুজনের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রভুর কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ৫৫ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৭ই মের চিঠি আজই এখানে পৌঁছেছে।

যুক্তাক্ষর নিয়ে এত বেশী বিচলিত কেন হচ্ছো, যদি ভুল ত্রুটি হওয়ার আশংকা থাকে তবে আগে সাদা কাগজে যে চিঠি লিখছ ওটার ড্রাফ্‌ট করে নাও, যুক্তাক্ষরগুলোকে ভালো করে check করে নাও। এতে অসুবিধার কি আছে? যত দেরী করবে ততই আত্মবিশ্বাস আসতে দেরী হবে।

ঠিক আছে, আমাকে চিঠি লিখতে থাকো আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিত্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ৫৬।

কল্যাণীয়া...,

তোমার ৩রা মের চিঠি ২১শে মে এখানে পেয়েছি। আমার মনে হয় তোমার যদি সন্ন্যাস জীবনযাপনের ইচ্ছে হয় তো পুনার সারদা মঠে চিঠি লিখে এবং ওখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারো, তারপর দেখো ওনারা কি বলেন। যদি তোমার এই হচ্ছে হয়। যদি তাঁরা তোমাকে সারদা মঠে যোগদানের উপযুক্ত মনে করেন, তাহলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো, যেন তুমি আজীবন শুদ্ধ থেকে চরাচরে ব্যাপ্ত নিজের ইষ্টদেবতাকে প্রাণাধিক জ্ঞান করে, বড়দের কথা অনুসারে জীবন চালনা করতে পারো। এই চিঠি পড়ার পর তুমি কি স্থির করলে? সারদা মঠে চিঠি লিখলে কিনা বা ওখানে গেলে কি না আমাকে জানাবে, আবার আমি তোমাকে চিঠি লিখবো।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ৫৭ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

হায়ার সেকেণ্ডারীতে ফেল করেছো তো কি হয়েছে, এমন কি খারাপ কাজ হল? পশ্চিমবঙ্গে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রায় আড়াইলাখ পরীক্ষার্থী ফেল করেছে। তাদের জন্য তুমি কি করবে? অথবা তোমার প্রতিবেশীরাই বা কি করতে পারে। বর্তমান জগতে খুব ভালো নম্বর পেয়ে হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করা ছাত্রছাত্রী অজস্র পাওয়া যাবে, কিন্তু স্বামীজীর বিচারধারায় আলোকিত ও অনুপ্রাণিত ছেলেমেয়ে প্রয়োজন। কিন্তু তুমি কেন কলা বিভাগে পড়তে চাইছ? বিজ্ঞান তো তুমি পড়েছো, আবার ঐ বিষয় নিয়েই পড়লে পরীক্ষার ফল কি ভালো হবে না? কলা বিভাগের বিষয়কে তোমার তো নতুন করে পড়তে হবে। লোকের কথায় প্রভাবিত হয়ো না। প্রভুর নাম দিনরাত মনে মনে জপ করো। আমাকে নিয়মিত চিঠি লেখ এবং শিক্ষা এম এ পর্যন্ত চালিয়ে যাও, কলা হোক বা বিজ্ঞানশাখা হোক। আত্মহত্যার কথা লিখে তুমি আমাকে অত্যন্ত দুঃখ দিয়েছো, এরকম লিখ না, করোও না।

আমি তোমার শুভ বুদ্ধির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী
স্বামী গহনানন্দ

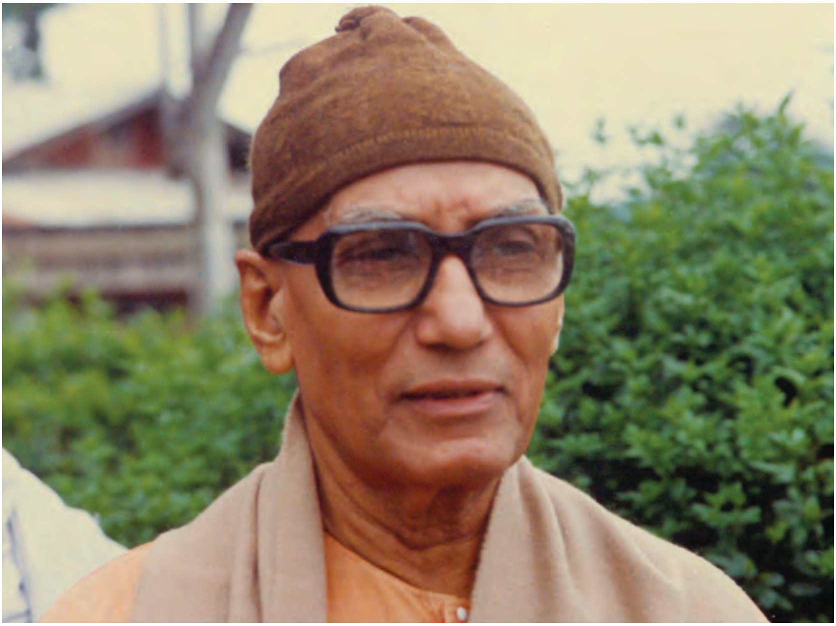
কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২৭শে মের চিঠি গতকাল এখানে পৌঁছেছে। তুমি জীবন ত্যাগ করবার কথা লিখেছো কিন্তু এটা এত সহজ নয়, তোমার কর্ম তোমাকে বারবার সেই পরিস্থিতিতে নিয়ে আসবে, যে পরিস্থিতি তুমি বর্তমানে ভোগ করছ, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য তৈরী, ততক্ষণ তোমাকে বারবার জন্ম নিতেই হবে। তুমি ভাবতে পারো যে আত্মহত্যা করলে তুমি ছুটি পাবে, কিন্তু আত্মহত্যার পরে তুমি যে জীবন লাভ করবে সেই জীবনের কষ্টের সঙ্গে এই কষ্টও জুড়ে যাবে। সুতরাং আত্মহত্যা কখনও, কারোর জন্য জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান নয়। জীবনের সমস্যাগুলো তো দুঃস্বপ্নের মত, এর থেকে তো সেদিনই মুক্তি পাওয়া যাবে যেদিন কারো সংসারের অসারতা সম্পর্কে দৃঢ় পাকা জ্ঞান লাভ হবে এবং তার মন সংসার থেকে কিছুই কামনা করবে না। সেই সময় তার অন্তরাত্মাই তাকে সহায়তা করে, সেও তার অন্তরাত্মা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্তরাত্মার জন্য, অন্তরাত্মার সেবার জন্য বেঁচে থাকে এবং মৃত্যুর ইচ্ছে যখন দৃঢ় হয় তখন দু-চার দিনের সাধারণ জ্বরে পীড়িত হয়ে মরে যায়, তাকে আর আত্মহত্যা করতে হয় না।

তুমি কি করেছিলে যে তোমার admission cancel হয়ে গেল আর কাগজপত্রও টাকা না দিয়ে ফেরত পাচ্ছো না? শ্রীশ্রীঠাকুরকে, তোমার অন্তরাত্মাকে কেঁদে কেঁদে বলো, উনিই পথ বের করবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু না হয় ধৈর্য ধরো। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৫৯ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

'প্রভুর নাম' মনে মনে সর্বক্ষণ সমস্ত কাজের মধ্যে নিতে থাকো। মনে অন্য কোন কথাকে বা চিন্তাকে স্থান দিও না। এইরূপে নিজের শুদ্ধ মনের সঙ্গে পরিচিত হও, তোমার মনই শুদ্ধ চৈতন্য, যে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ, সেই শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপকে তুমি বলছ বুদ্ধিহীন, ঘাটতিপূর্ণ ইত্যাদি। বোঝ তো না কিছুই, শুধু লিখতে থাকো। ঠিক আছে, চিঠি লিখতে থাকো কিন্তু প্রভুর নাম সদাসর্বদা স্মরণ করো। সকাল সন্ধ্যায় আসনে বসে 'উপাসনা পদ্ধতি'র নিয়ম অনুযায়ী জপ-ধ্যান-উপাসনা করো, অন্য সময় মনে মনে অনর্গল জপ করো কিন্তু সেই সময় সংখ্যা রাখার প্রয়োজন নেই। যখনই প্রভুকে মনে পড়ে ওনার নাম নিতে থাকো। আমি তোমার জন্য ওনাকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদা শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ

| ৬০ |

কল্যাণীয়া...,

তোমার ৮ই মের চিঠি ১৫ই মে এখানে পৌঁছেছে। তোমার লেখা নববর্ষের চিঠি জানি না কেন যে এখানে পৌঁছাই নি, আমি তো পাই নি।

তুমি সারদা মায়ের জীবন সম্পর্কে কেন ভাবছ না? সারদা মা কোন সারদা মঠে প্রবেশ করেছিলেন? প্রথমে জয়রামবাটী ছিলেন, এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে, তারপর যেমন শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, তেমনি কামারপুকুরে থাকা শুরু করলেন, একদম একা। আনাজ তো অনেক দূরের কথা, নুনটুকুও জুটতো না। শ্রীশ্রীঠাকুর ১৮৮৬ এ শরীর ত্যাগ করলেন, ১৮৯৩ এ স্বামীজী আমেরিকা চলে গেলেন। অন্তত এই সময়টুকুর কথাই চিন্তা করো, শ্রীশ্রীমায়ের জীবন যে কি ভাবে কেটেছিল? যদি তুমি চাও তবে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়ে তুমিও জীবন অতিবাহিত করতে পার। শ্রীশ্রীঠাকুরকে আপন হৃদয় মধ্যে বসাও, ভবিষ্যৎ-চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। তুমি গৌরীমায়ের সম্পর্কে পড়নি? তিনি কোন সারদা মঠে গিয়েছিলেন? গোপালের মা কোথায় গিয়েছিলেন? নিবেদিতা, জোসেফিন ম্যাকলাউড, ওলি বুল কোথায় সারদা মঠ পেয়েছিলেন? এখন পুনরায় লেখাপড়া শুরু করো।

দেরী করো না, কতদূর পড়েছো? ভবিষ্যতে কি পড়বে আমাকে জানাও। সারদামঠের সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ ও যাওয়া-আসা চালিয়ে যাও। প্রথমে নিজের পায়ে দাঁড়াও, তারপর বাইরে থেকে তাদের সেবা করবে।

আমি তোমার জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



।৬১।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার অক্টোবরের চিঠি ১লা নভেম্বর এখানে পৌঁছেছে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জীবনী পড়লে জানতে পারবে যে, তিনি কোন এক সময় শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্বয়ং বলছেন, কিছুই ভালো লাগে না। এমন কি আপনাকেও ভালো লাগছে না, ইত্যাদি। অধ্যাত্ম জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ জোয়ার-ভাটার কথা বলেছেন। ওনার বইটির নাম 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ', যদি পড়ে না থাকো তবে পড়ে নিও। 'স্বামী তুরিয়ানন্দ মহারাজের পত্র', 'স্বামী অদ্ভুতানন্দ' ইত্যাদি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই আছে, পড়ে নিও। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য আমাদের প্রভুকে, আমাদের মাকে নিত্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার কল্যাণাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ৬২।

কল্যাণীয়া...,

তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে যদি তুমি আজকের অভিজ্ঞতাকে, তোমার মনের ভাবনার সঙ্গে, আশঙ্কার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হও এবং আজ থেকে ৪০-৫০ বছর পর যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কন্যারা তোমার কাছে সারদা মঠে কোন কেন্দ্রে প্রবেশ করার জন্য আসবে তখন তুমি ওদের অবস্থার সঙ্গে সহজেই পরিচিত হতে পারবে। এছাড়া তোমার আশঙ্কার কোন কারণ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। একবার পিছন ফিরে নিজের জীবনকে দেখো, কোথা থেকে প্রভু তোমাকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছেন। ওনার উপর ভরসা রাখো, যেমন বলসাডের জন্য রেলগাড়ীতে চড়ার পর ট্রেনের ড্রাইভারকে ভরসা করে পুরো রাত শুয়ে থাকো। একটি ড্রাইভারের উপর ভরসা করতে পারো, আর এখানে প্রভু স্বয়ং তোমার জীবনের ড্রাইভার, তাও যে কেন এত আশঙ্কা তোমার? নিশ্চিন্ত থাকো।

আমি তোমার মঠে সকলের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ৬৩।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণ পত্রের সঙ্গে তোমার চিঠি এখানে ১৩ই ফেব্রুয়ারী পৌঁছেছে।

তুমি অল্পশিক্ষিত মনে করে নিজেকে হেয় কেন ভাবছ? তুমি জানো না স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেকে মূর্খোতম বলতেন? শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত এইসব নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছো। প্রভুর নাম নিতে নিতে জীবন অতিবাহিত করার সংকল্প করো, ধীরে ধীরে তোমার হৃদয়ে প্রভুর জন্য প্রেম জাগবে আর তখনই তুমি বুঝতে পারবে কেন যে প্রভু নিজেকে মূর্খোতম বলতেন।

আমি তোমার এবং সকলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য সদাই প্রভুকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ৬৪ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার চিঠি যেটাতে তুমি তারিখ দাও নি, এটা এখানে ১৬ই আগষ্ট পৌঁছেছে।

লেখাপড়ার যে কার্যক্রম তুমি বানিয়েছো ঠিক আছে, ওটাকে অনুসরণ করে লেখাপড়া চালিয়ে যাও। হায়দ্রাবাদ মঠে যাওয়া-আসা, বই পড়া সব ঠিক আছে, কিন্তু বেশী সময় ডিগ্রীর জন্য পড়ায় ব্যয় করো। মঠের গ্রন্থাগার থেকে ইংরেজী সাহিত্যের বই এনে পড়, তাতে তোমার ইংরেজী ভাষার উন্নতি হবে। তোমার হিন্দী ভাষারও উন্নতি করা দরকার। তোমার মাতৃভাষা কি?

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য প্রভুকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৬৫।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৬ই সেপ্টেম্বরের চিঠি ২৪শে সেপ্টেম্বর এখানে পৌঁছেছে।

মূর্তি গঠন করার কাজ করছ এবং ইংরেজী পড়ছ, খুব ভালো কথা। তুমি মনে মনে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে এক-দুই দিন একা থাকার কথা কেন ভাবছ না? আমি কলকাতার কাঁকুড়গাছি মঠে থাকি, তাই চারদিকে সাধু, ব্রহ্মচারী, ভক্তদের সারাটা দিন ভিড় লেগে থাকে। আর দীক্ষার দিন তো সন্ধ্যে আট-সাড়ে আটটা পর্যন্ত আমার ছুটি হয় না। তারপর টেলিফোনে কথা বলতে হয়, বিশ্বের নানান জায়গা থেকে সাধু-ভক্তরা টেলিফোন করেন। আবার ভক্তদের শত-শত চিঠির উত্তর লেখাতে হয়, তারপর হস্তাক্ষর করতে হয়। ঠিক আছে, যখন এখানে আসবে নিজের স্বচক্ষে আমার অবস্থা দেখে নিও।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য প্রভুকে নিত্যই প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৬৬ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ৩রা সেপ্টেম্বরের চিঠি এখানে ২৪শে সেপ্টেম্বর পৌঁছেছে।

তোমার হৃদয়ে আসীন শ্রীশ্রীঠাকুরই তোমায় তোমার আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে দিশা-নির্দেশ করে দেবেন। আপাততঃ পড়াশুনায় মন দাও। আমি কখন কোন্ শহরে থাকি আগে থেকে জানা থাকে না। পুরো দেশে দীক্ষার কাজ নিয়ে ঘুরতে থাকি। সুতরাং এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করা তোমার সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিত্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৬৭ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১-১০-০৩ এর চিঠি এখানে ২৩-১০-০৩ পৌঁছেছে।

আমি আমাদের প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমাকে তোমার সাংসারিক ইচ্ছে পূরণের জন্য এবং ওনার প্রতি তোমার ভক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন প্রতিক্ষণ প্রার্থনা করি। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যা ইচ্ছে হয় করো।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ

কল্যাণীয়...,

তোমার পাঠানো ইং ২৭-০৭-০৭ তারিখের পত্র পেয়ে পত্রের বিষয় সবিশেষ অবগত হলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, "আত্মহত্যা করা মহাপাপ, ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হবে, আর এই সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।" যে সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্য আত্মহত্যা করা, আত্মহত্যা করলে সেই একই যন্ত্রণা ভোগের জন্য বারে বারে আসতে হবে। তাহলে এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার উৎকৃষ্ট উপায় কি? না, ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া। পত্রে যে হতাশা প্রকাশ করেছ তার উত্তরে লিখছি যে দারিদ্র্য নিশ্চয়ই দুঃখকর, কিন্তু সেই দারিদ্র্যের মোকাবিলা করতে হয়, হতাশ হয়ে নিজেকে ব্যর্থ মনে করা উচিত নয়। সব সময় ভাববে ভগবান তোমাকে কত ভালবাসেন। এত দারিদ্র্য সত্ত্বেও তাঁর কৃপায় তো মোটা ভাত-কাপড়ে বেঁচে আছ। একবার চেয়ে দেখ তো তোমার চেয়েও কত দরিদ্র নিরাশ্রয় হয়ে বস্তিতে পড়ে আছে। তাদের কত কষ্ট! তারপর নিজের দিকে তাকালে দেখবে, তুমি অনেক ভাল আছ। সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে আমাদের তো একমাত্র অবলম্বন শ্রীশ্রীঠাকুর। তাঁর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা জানাও; তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের কল্যাণ করবেন। তিনি শরণাগতকে রক্ষা করেন। মনে প্রাণে তাঁর শরণাগত হয়ে চলবার চেষ্টা কর। প্রতিদিন নিয়ম করে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীশ্রীমায়ের কথা পড়বে; তাতে মনের শান্তি ও আনন্দ উভয়ই বজায় থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। আমি একপ্রকার ভাল আছি। মঠস্থ সকলেই কুশল। তোমরা সকলে আমার স্নেহ-শুভেচ্ছাদি জানবে। ইতি,

(স্বামী গহনানন্দ)
অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন



।৬৯।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার তারিখ বিহীন চিঠি তোমার নববর্ষের শুভেচ্ছা পত্রের সঙ্গে ২৪শে ডিসেম্বর এখানে পৌঁছেছে।

তুমি তো তোমার পরিচয় দিয়ে দিয়েছো কিন্তু এখন অর্থশাস্ত্রে এম.এ. এবং তারপর পি.এইচ.ডি ইত্যাদি বর্তমানে মন দিয়ে করো আর সুবিধানুসারে আমায় চিঠি লিখতে থাকো। বেশীরভাগ সময় পড়াশুনায় ব্যয় করো।

আমি তোমাদের সকলের কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



।৭০।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ৭ই ডিসেম্বরের লেখা চিঠি ২০শে এখানে পৌঁছেছে।

তুমি তোমার চিঠিতে যে কথাগুলো লিখেছো, মনে করো শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাই তোমাকে দিয়ে লিখিয়েছেন। কথাগুলো তো তোমার মনের মধ্যেই লুকানো ছিল এবং সেটা না তুমি জানতে না অন্য কেউ জানত। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো কারণ নিজের সন্তানের সেবা করার পরও তুমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের জপ-ধ্যান করতে পারছ, আমাকে সুবিধানুসারে চিঠি লেখ।

আমি আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



।৭১।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১০ই সেপ্টেম্বরের চিঠি ১৬ই সেপ্টেম্বর এখানে পৌঁছেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাকে ওনার নাম জপ করার অধিকার দিয়েছেন, সারদা মঠে যোগ দেওয়ার জন্য যোগ্য করে তুলেছেন, বলো তো সত্যি কিনা, এটার জন্য তোমার দিক থেকে তোমায় কি কিছু করতে হয়েছে? এইভাবে নিশ্চিন্ত থেকে তোমার জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের লীলা দেখতে থাকো যেমন একটি শিশুকে তার মা লালন-পালন করে, সময়ে সময়ে খাওয়ায়, স্নান করায়, ঘুম পাড়ায় এবং শিশুটি নিশ্চিন্ত মনে শুধু তার মায়ের মুখপানে চেয়ে থাকে এবং মৃদু মৃদু হাসে। ওনার উপর জীবনের সব কিছু ছেড়ে দাও।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য ওনাকে অনুক্ষণ প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ

।৭২।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১০ ই ডিসেম্বরের চিঠি পেয়েছি।

যে ব্যক্তি কোন পাহাড়ী নদীর ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে চায়, সে যদি ভাবতে থাকে জল ঠাণ্ডা, কিভাবে স্নান করব ইত্যাদি, সে স্নান করতে পারবে না। যে ব্যক্তি সত্যি সত্যি স্নান করতে চায়, সে নদীর তীরে উপস্থিত হয়েই নদীর জলে নেমে পড়বে এবং ডুব দিতে থাকবে, তারপর আর তার ঠান্ডার অনুভব হবে না। সেইরূপই নিজের সংকল্পগুলো সম্পর্কে ভেবে দেখো। যখন একবার সংকল্প করে নেবে তখন আশঙ্কা, সংশয়, সন্দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না। সংকল্প অনুযায়ী কাজ করে যাও।

স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের গ্রন্থগুলো মূল ইংরাজীতে পড়ো, শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়ো, শ্রীমায়ের উপদেশ পড়ো। বরিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ সাধুদের সঙ্গে দেখা করো, ওনাদের থেকে উপদেশ গ্রহণ করো। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করতে থাকো এবং এইটুকু বুঝে নাও, যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করাই তোমার বাস্তবিক ইচ্ছে হয় তবে এই দুনিয়ার কোন শক্তিই তোমাকে বাধা দিতে পারবে না। এটা তো সম্পূর্ণ তোমার বুদ্ধি, তোমার ইচ্ছের উপর নির্ভর। যত দৃঢ় তোমার বুদ্ধি হবে, তত দৃঢ় তোমার ইচ্ছে হবে এবং তত শীঘ্রই তুমি সন্ন্যাস-জীবনের জন্য তৈরী হয়ে যাবে। শ্রীশ্রীঠাকুরই তোমার সন্ন্যাসের সংকল্পকে রক্ষা করবেন। নিশ্চিন্ত থাকো।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে তোমার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সদা শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ৭৩।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার তারিখ বিহীন একটি চিঠি পেলাম।

তুমি কি তোমার মনের সঙ্গে পরিচিত? যদি না তবে তুমি কিভাবে বলছ যে তোমার মন চঞ্চল? তোমার মন তো তার নিজের স্বভাবের মত স্বচ্ছ, পরিষ্কার, নির্মল, শুদ্ধ ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। এটা তো তোমার ভাবনা যে তুমি মনে করো তোমার মন চঞ্চল। এখন থেকে এই ভাবনার পরিবর্তন করো, আর যদি শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার মনকে চঞ্চল মনে করতেন তবে কি তোমাকে উনি ইষ্টমন্ত্র জপ করার অধিকারী দিতেন। এইরূপ ধারণা মনে পোষণ করো না। শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে চিন্তা করো, উনিই তোমাকে তোমার মনের শুদ্ধ রূপের সঙ্গে পরিচয় করাবেন। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো। যখন আমাকে চিঠি লিখবে তখন তোমার চিঠির ফটোকপি তোমার কাছে রেখে মূল পত্রটি আমার কাছে পাঠাবে।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ৭৪ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তারিখ বিহীন তোমার একটি চিঠি এখানে ২৮শে ডিসেম্বর পৌঁছেছে।

তোমার চিঠির ডাক মোহর অনুসারে তুমি ২১শে ডিসেম্বরে চিঠি ডাকে ফেলেছো এবং ওটা ২৭শে ডিসেম্বর এখানে পৌঁছেছে। আমি ২৯শে লিখছি, হয়তো ওটা ৫ই কিংবা ৬ই জানুয়ারী তোমার কাছে পৌঁছে যাবে আর তুমি ২৮শে ডিসেম্বর থেকে দুজন ব্যক্তির থাকার ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছো। কিন্তু আমি কি করতে পারি। অতিথিশালা তো বেলুড়মঠে আছে, এখানে তো তেমন কোন ব্যবস্থা নেই।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে তোমার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ৭৫।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ৩০শে অক্টোবরের চিঠি ১০০ টাকা ডী.ডী. সহ ৩রা নভেম্বর এখানে পৌঁছেছে।

এই চিঠির উত্তরের সঙ্গে আমায় স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ থেকে তুমি যে দীক্ষামন্ত্র পেয়েছিলে ওটাকে একটি ছোট কাগজের টুকরোতে পরিষ্কার করে লিখে পাঠাও, যতক্ষণ না আমার উত্তর পাও ততক্ষণ শুধু নিজের মাতৃভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রতিটি পশুপক্ষী ইত্যাদির কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে থাকো। দীক্ষামন্ত্র ছাড়া আর কি কি মন্ত্রের জপ এবং কোন্ কোন্ গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি করো, পরের চিঠিতে আমায় জানাও।

তোমার কিছুই হয়নি, তোমায় স্বপ্নের জন্য বিচলিত হতে হবে না। তোমার এখানে আসার প্রয়োজন নেই। সাধনা ইত্যাদি করারও প্রয়োজন নেই। তুমি কি সাধনা করবে? শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়ে দেখো, শ্রীশ্রীঠাকুর কিভাবে সাধনা করেছিলেন। সর্বক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মরণ করো, আর এটার দ্বারাই ওনার সাধনার ফল তুমি পাবে। বর্তমানে নিজের মা বাবার সেবা করে যাও।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার নিত্য শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ

। ৭৬ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

সংস্কৃতে দীক্ষ্ একটি ধাতু। তুমি জানো কি ধাতু এবং প্রতিপাদকের পরই প্রত্যয় লাগানো হয়, তারপর পদ গঠিত হয় এবং যা বাক্যে পরিণত হয়, দীক্ষ ধাতুর অর্থ হচ্ছে দীক্ষ্ মৌন্ডয়েজ্ঞোপনয়ননিয়মব্রতাদেশেষু। মৌন্ডয় অর্থ তুমি তো জানো মাথা কামানো, ইজ্যা ও তুমি জানো যাকে যজ্ঞ বলা হয়, দেবতার জন্য কোন কিছু দ্রব্য ত্যাগ করা। উপনয়নের অর্থ হচ্ছে বিদ্যারম্ভের জন্য গুরুর কাছে যাওয়া, নিয়ম হচ্ছে যম, নিয়ম ইত্যাদির সঙ্গে তুমি পড়েছো। ব্রতের অর্থও জানো, কোন কিছু সংকল্প করা। কোন পবিত্র কার্যের জন্য নিজেকে পবিত্র করার জন্য করা অনুষ্ঠানকেও দীক্ষা বলা হয় এবং কোন কর্ম শুরু করার ক্রিয়াকেও দীক্ষা বলা হয়।

আমি বুঝতে পারছি এত দিনে তুমি বুঝে গেছ যে এটা বলা শুধু কল্পনা মাত্র নয়, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা তোমাকে ওনাদের কাজের জন্য চয়ন করেছেন এবং সর্বক্ষণ তোমার হাত ধরে তোমার জীবনের প্রত্যেকটা দিন অতিবাহিত করতে সাহায্য করে যাচ্ছেন। কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করো না, সম্পূর্ণ ভরসা শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের উপর রাখো। দীক্ষার জন্য কোনধরনের প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা নেই, মাকে বলো এবং দীক্ষার পর আমাকে সুবিধানুসারে জানাও।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে তোমার কল্যাণের জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।৭৭।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার সেপ্টেম্বরের চিঠি এখানে ২রা অক্টোবর পৌঁছেছে।

তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—তোমার সমস্যা কোন বিশেষ সমস্যা নয়, যার জন্য তুমি বিচলিত হয়ে পড়ো। আমাকে চিঠি বরাবর লিখতে থাকো, আমি তোমার কল্যাণের জন্য আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিত্য প্রার্থনা করি। তোমার চিঠিগুলোতে অবশ্যই পিনকোড লিখবে।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ৭৮।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১২ই ডিসেম্বরের চিঠি ১৭ই এখানে পৌঁছেছে।

ধ্যান করা ও ষড়্‌রিপুর কথা ছাড়ো। তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নেওয়ার অধিকার পেয়েছো, এতেই আনন্দে থাকো। একাগ্র মনে যতদূর পারো জপ করতে থাকো। সর্বক্ষণ জপ করতে থাকো, তোমার মনে জপ করার অভ্যাস হয়ে যাবে এবং এই ষড়্‌রিপু ইত্যাদির চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে তোমার মন নির্মল হয়ে যাবে তারপর বিনা চেষ্টায় তোমার মন জপ করবে, এইভাবে সে ক্রমশঃ স্থির, একাগ্র হতে হতে ধ্যানস্থও হতে থাকবে। তাড়াতাড়ি করো না, ধৈর্য ধরো। নিশ্চিন্ত থাকো, শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছেনুসারে তোমার দীক্ষা হয়েছে, তেমনি ওনার ইচ্ছেনুসারে তোমার মন নির্মল হবে। তারপর তুমি ধ্যানস্থও হবে। তোমাকে কে বলেছে যে অধ্যাত্মতে সব শূন্য, যদি সব শূন্য হয় তবে শ্রীশ্রীঠাকুরকে কি করবে? শূন্য বলো আর পূর্ণ বলো, দুটোই মানববুদ্ধির কল্পনা বস্তু। যা আছে তা অনির্বচনীয়। যেমন শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন এবং ওনার অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিত্যই প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার নিত্য শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



।৭৯।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

দীপাবলী উপলক্ষ্যে পাঠানো তোমার কার্ড ২রা ডিসেম্বর এখানে পৌঁছেছে।

কলকাতা পৌঁছানোর আগে টেলিফোনের মাধ্যমে আমার কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নাও, কারণ এমন যেন না হয় তুমি যোগোদ্যান মঠে পৌঁছালে আর আমি ওখানে নেই। তোমার ইচ্ছে যদি তীব্র হয়, তবে মনে রেখো সেটা পূর্ণও হয়ে যাবে।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।৮০।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২৪শে নভেম্বরের চিঠি ১লা ডিসেম্বর এখানে পৌঁছেছে। সঙ্গীত শিখছো তো শিখতে থাকো, ওটাতে তো ভুল হতেই পারে, ছেড়ে দেওয়ার কথা কেন বলছ? এটাই তোমার দুর্বলতা, তুমি খুব শীঘ্রই সফল হতে চাও। তুমি তো জানো, শুধু কর্মেই তোমার অধিকার, তুমি শুধু কর্মই করতে পারো, বিধিপূর্বক কর্মের অনুষ্ঠান করতে পারো, কিন্তু সেই কর্মের ফলে তোমার কোন অধিকার নেই, আর এই কথাগুলো তুমি শ্রীমদ্ভাগবদগীতা তে পড়েছো, ‘কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।’

আমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে তোমার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার নিত্য শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ৮১ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২৩শে সেপ্টেম্বরের এবং ২৯শে নভেম্বরের চিঠিগুলো এখানে ২৮শে সেপ্টেম্বর এবং ৪ঠা ডিসেম্বর পৌঁছেছে।

তুমি কাশীর বিশ্বনাথ সম্পর্কে লিখেছো। এমন মনে করো যে তোমার ছেলের মনে বিশ্বনাথের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি আছে তাই বি.এচই.ইউ (বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়) এ ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তার তো প্রতিদিন বিশ্বনাথের দর্শন হবে। এমনি জপ করতে সংখ্যা রাখার প্রয়োজন নেই। এইভাবে তোমার মন ক্রমশঃ নির্মল হতে থাকবে অর্থাৎ এতে কাম-ক্রোধাদি চলে যাবে এবং দেখবে যে তোমার মন তোমার চেষ্টা ছাড়াই জপ করতে থাকবে।

শ্রীশ্রীমায়ের উৎসব আসছে, খুব ভালো কথা।

আমি তোমাদের সকলের কল্যাণের জন্য যথাপূর্বক শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ

।৮২।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ৮ই নভেম্বরের চিঠি ১৬ই নভেম্বর এখানে পৌঁছেছে। তোমাকে তোমার জীবন নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। সাধুদের পরিচয় এটাই যে তারা কখনও জীবনে চলার পথ নিয়ে চিন্তা করেন না, কোন্ পথে চলবেন, কোথায় গিয়ে পৌঁছাবেন, এসব অনর্থক কথা নিয়ে চিন্তা করেন না। তাঁদের জীবন অন্যদের সেবার জন্য, তাঁদের নিজের কোন উদ্দেশ্য নেই, গন্তব্যস্থল নেই। তাঁদের গন্তব্যস্থল হল যেখানেই যে পরিবেশে উপস্থিত হবেন, সেই পরিবেশেই অন্যের সেবা করে যাবেন। তোমার গাড়ী চলছে কারণ তুমি শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর ভরসা করে আছ, যেমন কেউ নিজের গাড়ীর পুরানো ড্রাইভারের উপর ভরসা করে, ওর ভরসাতেই গাড়ীতে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে, তেমনই নিজের জীবন সম্পর্কে চিন্তা করো। যা কিছু জীবনে হয়ে গেছে, ঠিক আছে, যা সামনে আসবে তাও ঠিকই হবে, কারণ তোমার ওটার প্রয়োজন। প্রয়োজনের অর্থ যোগও বলা যেতে পারে, যেমন মায়ের সঙ্গে সন্তানের যোগ যাকে আমরা সন্তানকে মায়ের প্রয়োজনও বলতে পারি। তেমনই ভবিষ্যতের সঙ্গে তোমার যোগ আছে, তাই তোমার ওটার প্রয়োজন।' যখন তুমি একা হয়ে যাবে, যেমন শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধিতে হত তখন আর কোন কিছুর প্রয়োজন থাকবে না। আপাততঃ নিজের জীবনে প্রভুর লীলা দেখতে থাকো।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে তোমার বুদ্ধির উন্নতি, তার শুদ্ধতা, পবিত্রতার শিখরে পৌঁছানোর জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৮৩ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২০ শে সেপ্টেম্বরের চিঠি এখানে ২৯শে সেপ্টেম্বর পৌঁছেছে।

তুমি তোমার চিকিৎসা করো নি, এটা তো তুমি তোমার পত্রে লিখেছো, কিন্তু তোমার স্বাস্থ্য এখন কেমন, কেন তুমি লেখ নি? ঋণ আর তান্ত্রিক ইত্যাদির কথা ভুলে যাও। তোমার আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম জপার অধিকার প্রাপ্তি হয়েছে, এটাতেই তোমার মঙ্গল, তোমার কল্যাণ। নিশ্চিন্ত থাকো, ঋণের টাকা তুমি ধীরে ধীরে শোধ করে দেবে, কিন্তু তান্ত্রিকরা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বিচলিত হয়ো না। এইটুকু ভাবো যে এই সংসারে সাদা-সিধে, সত্যনারায়ণ-লোকেরাই ঠকে যায়, তাদের জীবনে অনেক কষ্ট হয় এবং তারা কষ্টও করেন কারণ তাদের এই সংসার থেকে কিছু নেওয়ার দরকার হয় না। তারা তো শুধু শ্রীভগবানকেই চান। তুমি নিশ্চয় পড়েছো,

সুখ দুঃখ য়া সংসার মে সব বাহু কো হোয়।
জ্ঞানী কাটে জ্ঞানসে, মূর্খ কাটে রোয়ে।।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর তোমার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ৮৪ ।

কল্যাণীয়...,

তোমার ৩০শে আগস্টের চিঠি এখানে ৬ই সেপ্টেম্বর পৌঁছে ছিল কিন্তু তার জবাব পাঠাতে দেরী হল।

পরের চিঠিতে আমাকে জানাও যে তোমার যাত্রা কেমন ছিল, কোন্ কোন্ তীর্থস্থান তুমি দর্শন করলে, যোগোদ্যান মঠে এসেছিলে কি, রাত্রিবাস কোথায় করলে ইত্যাদি? এখানে ভক্তদের ভিড় লেগেই থাকে তাই অনেক আগে থেকে চিঠির দ্বারা বা টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে এখানে থাকার ব্যবস্থা করতে হয়।

আমি তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিত্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।৮৫।

কল্যাণীয়...,

ব্রহ্মচর্য দীক্ষা আমাদের মঠে, মঠের প্রেসিডেন্ট মহারাজ ঐসব ব্রহ্মচারীদের দেন যারা মঠের কোন কেন্দ্রে ২-৩ বছর থেকে দুই বছরের জন্য মঠের Training Centre এ পড়াশুনা করেন এবং মঠের কর্তারা যাকে ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা দেবার জন্য উপযুক্ত মনে করেন। আমি তোমার জন্য কিভাবে এই কাজটি করব। ব্রহ্মচর্যের অর্থ হল কিছু সংকল্প গ্রহণ করা, যেমন পবিত্র জীবন যাপন করা ইত্যাদি। স্বামীজীর বইগুলো পড়ো। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকে দেখো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করতে থাকো এবং সংশয়হীন হয়ে ধৈর্য ধরো।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্যশুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ

।৮৬।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ৩০শে অক্টোবরের চিঠি ২রা নভেম্বর-এ এখানে পৌঁছেছে।

এটাই তো তোমার ভুল যে সংসারের সকলে তোমার অভিরুচি অনুযায়ী চলবে এবং এই ভুলের কারণ হল এখনও তুমি এই সংসার থেকে সুখ ভোগের আশা রাখো। একটু শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজের জীবন সম্পর্কে চিন্তা করো তো এবং আমাকে বলো সংসার থেকে ওনারা কতটুকুই বা সুখের আশা করতেন, বা কতটুকু সুখ ওনারা পেয়েছেন? এইটুকু বুঝে নাও যে এই সংসারে তোমাকে বোঝার যোগ্য একটি ব্যক্তিও নেই। সে কেবল তোমার হৃদয়াভ্যান্তরে বিরাজমান শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাই যে তোমাকে বোঝেন। সুতরাং সংসার থেকে সুখের আশা করো না, এমন আশা করো না যে কেউ তোমাকে বুঝবে আর সেইভাবে ব্যবহার করে যাবে। এইরূপ সাধু চরিত্র ব্যক্তির জীবনে না কখনও হয়েছে, না কখনও হবে। তুমি ত্যাগের জীবন অতিবাহিত করতে চাও তো তোমাকে লোকের দুর্ব্যবহার, অপমান ইত্যাদি থেকে নির্বিকার থাকতে হবে। শ্রীমা বলতেন, বর্ণমালায় তিন 'স' আছে, এটার প্রয়োজন হল সহ্য করো, সহ্য করো, সহ্য করো। অর্থাৎ কারো থেকে কিছু আশা করো না কিন্তু সাধ্যানুসারে সকলের সেবা করতে থাকো। তারপর তুমি আর উত্তেজিত হবে না।

তোমার বাবা যা বলছেন, তা স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজও বলেছেন, আগামী দিনের সাধুদের সম্পর্কে। স্বামীজী বলেছেন আগামী দিনে দেশের সরকার (Government) ই জনকল্যাণের কার্য করবে। তাই Distress and Relief (বন্যা, ভূমিকম্প, খরা ইত্যাদি) বা শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ করতে সাধুদের প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া সাধুদের ভিক্ষা দেওয়ারও লোকের অভাব হবে। সুতরাং ভালো হবে যদি এমন লোকজন ব্যাঙ্কে টাকা রেখে ওটার আয় দিয়ে নিজের জীবন নির্বাহ করে এবং সাধনায় লেগে থাকে।

তোমার কল্যাণের জন্য আমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার নিত্য শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



।৮৭।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২রা নভেম্বরের লেখা চিঠি ও ৫৫০ টাকা ডি ডি নং ৬৭২০৪৬/২.১১.০৪ সাথে এখানে ৯ই নভেম্বর পৌঁছেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাকে ওনার নাম জপ করার অধিকার দিয়েছেন, এটাই সবচেয়ে আনন্দের কথা। এখন তুমি এই অধিকারের প্রয়োগ করো, সর্বক্ষণ প্রভুর নাম জপ করো এবং প্রত্যেকটা কাজ ওনাকে বলে করার চেষ্টা করো। পরের চিঠিতে তোমার ঘরের সদস্যদের সম্পর্কে আমাকে জানাও।

আমি তোমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার জুলাইয়ের চিঠি ৯ই আগস্ট এখানে পৌঁছেছে। সাতারা যাওয়ার খবর তোমায় কে দিয়েছে? সেপ্টেম্বরে আমি আসাম যাচ্ছি, আপাততঃ তোমাদের দিকে এখন যাওয়া হচ্ছে না। দুর্গাপূজোর সময় আমি এখানেই থাকব। তুমি বরং পুণে মঠের স্বামী ভৌমানন্দ মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগ করো, তোমায় সব বলে দেবেন।

আমি আগেও বলেছি, নিজের মনকে দু-তিন বছরের শিশুর মত করে দেখো। কোন রকমেই বিরক্তি বা শাসনের প্রকাশ করবে না। ওর সাথে একান্তে ভালোভাবে কথা বলো। যখনই একা থাকো ওর উপর নজর রাখো, দেখতে থাকো সে কোথায় যায়, কি চিন্তা করে ইত্যাদি। ওকে কখনও বাধা দিও না। ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকো। তারপর তুমিও যেখানে যেখানে যাও, যা কিছু করো ওকে সঙ্গে রাখো। মনকে করবার জন্য কাজ দাও, সকালে ঘুম থেকে উঠতে হবে, রাতে ওকে বলে ঘুমাও। কোন কথা ভুলবার সম্ভাবনা থাকলে ওকে বলো মনে করিয়ে দিতে। এইভাবে ওর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলো। কিন্তু মনের কথারও পালন করো। যদি পালন করতে না পারো তবে ওর থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করো, এই বলো যে আমার মধ্যে এত সামর্থ্য নেই যে তোমার কথা পালন করি। এটা আমার দুর্বলতা। এইভাবে মনের সাথে এক দৃঢ় সম্পর্ক তৈরী কর। ওকে শুনিয়ে পড়ো, মাঝে মাঝে ওকে জিজ্ঞেস করো, কি ও শুনছে কি না। প্রয়োজন হলে আবার ওকে পড়ে শোনাও। এক মাস পর্যন্ত এইভাবে চলো, তারপর আমায় জানাও।

গ্রহ, ধ্যান, অবসাদ ইত্যাদির ব্যাপারে পরের চিঠিতে লিখবো। এইসব কথায় কান দেওয়ার দরকার নেই।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ৮৯।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তুমি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী মহারাজ এবং ওনাদের গুরুভাইদের জীবনী পড়ো নি? ওনাদেরকে কি লোকেরা কম কষ্ট দিয়েছে? শ্রীরামচন্দ্র, সীতা-মা, কৌশল্যা, উর্মিলার জীবনে, পান্ডবদের, দ্রৌপদী, কুন্তীর জীবনে কি কম কষ্ট ছিল? কিন্তু কষ্টের বোধ তাঁদের ছিল না। মা সন্তানকে গর্ভধারণ করে তাঁর কষ্টও হয়, কিন্তু তাঁর কষ্টের বোধ হয় না। সন্তানের মুখ দেখবার ইচ্ছাই তাঁর সব কষ্টের নিরাময় করে দেয়। এইরূপে তোমারও শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করার ইচ্ছে এবং সেই ইচ্ছে এই কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্যেও তোমাকে শক্তির সঞ্চার করে দিচ্ছে। আমার আগেকার চিঠিগুলো পড়ো।

তোমার টাকাগুলো যেন ফেরৎ পাও তার জন্য ওখানকার মঠের সাধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখো, পুলিশদের সঙ্গেও ভালো সম্পর্ক রাখো, আমাকে খবরাখবর দিতে থাকো। বেলুড় মঠে, টাকার জোগাড় হয়ে গেলে আসবে। নিঃশ্বাস কষ্টের জন্য ওষুধ নাও কিনা?

আমি তোমার জন্য প্রভুকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৯০।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

ল.....কে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজের বই পড়তে দাও। তাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে বলো।

তোমার কন্যার নাম 'রীতী' নয় 'রীতি'। রীতি শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে যেমন 'গতি' 'ধারা', 'নদী', পরম্পরাগত নিয়ম, শিষ্টাচার।

ব্রত ইত্যাদি যা মন চায় করো, সঙ্গে সঙ্গে 'উপাসনা পদ্ধতি'-র নিয়মেরও পালন করতে থাকো।

আমি তোমার জন্য ল.....এর, রী....র জন্য, শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী
স্বামী গহনানন্দ



।৯১।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমরা কথামৃত পড়া শুরু করেছো, খুব ভালো, কিন্তু তোমরা স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, পরিব্রাজক, স্বামী শিষ্য সংবাদ, ওনার আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে দেওয়া বক্তৃতাগুলোর সংগ্রহ এবং ওনার চিঠিগুলো পড়ো। এছাড়াও তোমরা স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ, স্বামী তুরিয়ানন্দজী মহারাজ, স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ, স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের বইগুলো পড়ো। তারপর শ্রীমৎভাগবত অধ্যয়ন করো। এইভাবে চলো। কোন কিছু মনে হলে আমাকে ব্যক্ত করতে পারো। প্রতিদিন কথামৃত পাঠের পর, বইয়ে পড়া বিষয়গুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিচার বিনিময় করার জন্য কিছুটা সময় রাখো। পূজা-আরতিতে বেশী সময় ব্যয় না করে এই কাজে বেশী সময় ব্যয় করো। খেয়াল রাখো এই সময় রাজনীতির চর্চা বা কারো নিন্দা যেন না করা হয়।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।৯২।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

যা লিখেছো সব ঠিক আছে। এই কথা মনে রাখো যে তোমার হৃদয় মধ্যে তোমার ইষ্টদেবতা বসে দিনরাত, প্রতিক্ষণ তোমার প্রতিটি গতিবিধির উপর নজর রাখছেন এবং এটা বিশ্বাস করো যে ওনার সম্মতি ছাড়া তুমি কিছুই করতে পারো না। কোথাও গাড়ী করে যেতে চাইছ কিন্তু প্রভুর যদি সম্মতি না থাকে তবে দেখবে যে রওয়ানা হওয়ার আগেই গাড়ী খারাপ হয়ে গেছে। সুতরাং যখনই সুযোগ পাও, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের ছবির উপর নজর রাখো, অথবা মনে যদি কোন ধরনের খারাপ চিন্তা আসে, তখন প্রভুর নাম জপ করা শুরু করে দাও। যখনই প্রভুর স্মরণ হয়, নামজপ করো, ইষ্টমন্ত্র মনে মনে জপ করো, সংখ্যা রাখার প্রয়োজন নেই।

আমাকে চিঠি লিখতে থাকো। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিত্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



।৯৩।

কল্যাণীয়া অ...,

তোমার ২৩শে আগষ্ট, ১৮ই নভেম্বরের দুটো চিঠি এখানে ৩০শে আগষ্ট এবং ২২শে নভেম্বরে পৌঁছেছে।

তুমি তোমার স্বামী এবং সন্তান নিয়ে কেন এত চিন্তা করছ? তোমায় তো শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের উপর বিশ্বাস রাখা উচিৎ, ইষ্টমন্ত্র জপ করতে থাকো। তোমার স্বামী, সন্তানের সেবা করা তোমার কর্তব্য। ওটা নিয়ে চিন্তা করো না। ঘর নোংরা ওটাকে পরিষ্কার করা তোমার কর্তব্য, কিন্তু ওটা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। তোমার স্বামী সন্তান যে যার নিজের নিজের পূর্ব সংস্কার নিয়ে জন্মেছে, প্রারব্ধ কর্মের বন্ধনে তারা আবদ্ধ, সেই সংস্কারের ধারা তারা এ জন্মে বয়ে বেড়াচ্ছে। আর সেই অনুযায়ী ব্যবহার করছে। তুমি কি করতে পারো? অধ্যাত্ম জীবন তো সবার জন্য। সুতরাং নিজের কর্তব্য করে যাও এবং প্রভুর নাম নিতে থাকো। কারো কথা নিয়ে বিচলিত হয়ো না। তোমার স্বামী সন্তানকে ওদের মত চলতে দাও, বাধা দিও না। ওদের কথাবার্তাগুলো নিয়ে তুমি কষ্ট পেও না। শুধু প্রভুর নাম জপ করো, ওনার উপর নির্ভর করো, উনিই একমাত্র রক্ষাকর্তা।

আমি তোমার মনের দৃঢ়তার জন্য প্রভুকে নিত্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



।৯৪।

ডিসেম্বর ১৩ই ২০০৩

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার অক্টোবর, ৫ই নভেম্বর, এবং তারিখ বিহীন একটি চিঠি এখানে ১লা নভেম্বর, ১৩ই নভেম্বর এবং ২৮শে নভেম্বর পেয়েছি।

শ্রীভগবান যেমন যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই অর্জুনকে গীতার উপদেশ দেন এবং ওনার সারথী রূপে ওনাকে রক্ষা ও চালনা করে বিজয়ী করেছিলেন, ঠিক তেমনি করে নিজের সম্বন্ধেও ভাববে। মাতৃগর্ভাবস্থাতেই তুমি শ্রীশ্রীভগবানের অমৃতময় বাণী শুনতে পেয়েছিলে, জন্মলগ্ন থেকে ঈশ্বর তোমার জীবন রথের সূত্র নিজের হাতে চালনা করে সদা সর্বদা তোমায় রক্ষা করেছেন। এই রথের অর্থ হল তোমার ইচ্ছেশক্তি। এটা ভেবে দেখবে, ঈশ্বর বুঝেছিলেন তোমার দীক্ষা নেওয়ার তীব্র ইচ্ছা হয়েছে তাই তার ফল স্বরূপ তুমি স্বামী গহনানন্দকে পেলে। এখন শুধু এই অনুভব করতে হবে যে প্রভুই তোমার মনোরথকে পরিচালনা করে তোমাকে রক্ষা করছেন। সংসারে যদি সমস্যা না থাকত, তাহলে মানুষ ঈশ্বরমুখী কখনই হত না। সংসারে সুখ দুঃখ ক্রমান্বয়ে আসে, জ্ঞানী তার জ্ঞানের অসিতে তাকে কেটে কেটে চলে কিন্তু মূর্খ কেবল কেঁদে ভাসায়। নিশ্চয় এই কথা তোমার পড়া আছে।

আমি তোমার জন্য প্রভুকে সদা সর্বদা নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



।৯৫।

১২ই ডিসেম্বর ২০০৩

কল্যাণীয়া...,

তোমার ৫ই নভেম্বরের চিঠি এখানে ১৫ই নভেম্বর পৌঁছেছে।

১লা জানুয়ারী থেকে ৩রা পর্যন্ত তোমরা বেলুড় মঠের Guest House এ থাকবে, খুব ভালো। যদি সম্ভব তবে ২৩৩৪-২৯২৮ নম্বরে টেলিফোন করে জেনে নিও আমি ঐ সময় কোথায় থাকব।

তোমার মেয়ে ঠিক কথাই বলেছে, তুমি চিন্তা করো না। তুমি যতদূর পারো ওর সেবা করো, তারপর তাকে পরিণত হবার জন্য ছুটি দাও। ওর দীক্ষা হয়ে গেছে ওর সমস্ত দায়িত্ব শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর, যে তার হৃদয়ে বিরাজমান হয়ে 'এই ভাবে করো', 'এই ভাবো করো না' বলে ওকে চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি জানি।

আমি তোমাদের সকলের কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের চরণে নিত্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ

।৯৬।

২৫শে জুলাই, ২০০২/১লা আগষ্ট, ২০০২

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ৪ঠা জুনের চিঠি এখানে ২৪শে জুন পৌঁছেছে কারণ তার উপর দরিয়াপুর ডাকখানা থেকে ১৪ই জুনের মোহর লাগানো ছিল।

তোমার চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে যে নানান সংস্থান থেকে দীক্ষা নেওয়া তোমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, চোখে জল আসা, দেহে কম্পন হওয়াকে তুমি আধ্যাত্মিক অনুভূতি বলছ এবং ঐ সমস্ত লোকদের বলে তুমি আনন্দ অনুভব করছ। আধ্যাত্মিক অনুভূতি আসলে কি, সেটা কি তুমি জানো? এখন পর্যন্ত কতবার দীক্ষা নিয়েছো আর কতবার দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা রাখো? আমার চিঠিগুলো কতজনকে পড়াও?

আগের চিঠিতে অন্য কোথাও থেকে তুমি দীক্ষা নিয়েছো তা তো জানাওনি? দেখো মা, এই রকম করো না, বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ো না। আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ে ছেলে খেলা করো না। নিজের মঙ্গল চাও যদি তবে একটি ইষ্টমন্ত্রের আশ্রয় নাও। যেমন স্বামী একজন হয়, মাও একজন হয়, বাবাও একজনই হয় এবং তুমিও একজনই আছ, তেমনি তোমার ইষ্টদেবতাও একজনই আছেন, বাজার থেকে পঞ্চাশ জন ইষ্টদেবতা কিনে এনে তাঁর খিচুড়ী বানিও না। নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলোকে নিয়ে গর্ব করা ছেড়ে দাও। পরবর্তী চিঠিতে লেখ বাস্তবে তুমি কি চাও? যদি তোমার শ্রীশ্রীঠাকুর ভিন্ন অন্য কোথাও যাবার অভিরুচি হয় তবে আমাকে জানিও।

আমি আমাদের প্রভুকে তোমার সুবুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ৯৭ ।

১৩ই ডিসেম্বর ২০০৩

কল্যাণীয়া মা...,

তোমার ২১শে সেপ্টেম্বরের চিঠি এখানে ১৫ই নভেম্বর পৌঁছেছে।

নদীতে যে নেমেছে তার সাঁতার শেখার প্রয়োজন হয় না। তুমি মানসিকভাবে নিজেকে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সম্পূর্ণ করে দিয়েছো, তুমি ওনাদের সম্পূর্ণ হয়ে গেছ। শুধু এখন এই কথাটির বিশ্বাস ও বোধগম্য হতে তোমার একটু বাকি আছে। বিবাহের পর মেয়েরা পরের বাড়িতে কত অল্প সময়ে তাদের সমস্ত কিছু আপন করে নিতে পারে, আর এখানে তো তুমি পরের বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি এসে গেছো।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তন প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ

।৯৮।

১২ই এপ্রিল ২০০২

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ২১শে মার্চের চিঠি ৩০শে মার্চ এখানে পৌঁছেছে।

উপাসনা পদ্ধতির নিয়ম অনুযায়ী নিশ্চয় তুমি জপধ্যান করে যাচ্ছো, এছাড়াও অন্য সময়ে মনে মনে অবিরাম ইষ্টমন্ত্রের জপ করার অভ্যাস করো। সঙ্গে সঙ্গে এটাও নজর রাখো কিভাবে তোমার মন জপ করা ছেড়ে অন্য চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু তাকে বাধা দিও না, সে যা চায় ভাবতে দাও, শুধু তুমি নজর রাখো—যে সে কি ধরনের চিন্তাভাবনা করছে, তারপর দেখো সে কিভাবে জপ করতে বসে পড়বে, মুহূর্তের জন্য সে বিপথে যাবে, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ফিরে এসে জপে বসে পড়বে। এইভাবে তুমি মনের স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকবে, একবার যখন মনের ভাল দিক এবং মন্দ দিক বুঝতে পারবে, তখন তোমার কি কামনা, বাসনা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা সব কিছু তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যেটা তুমি পূরণ করতে চাইছ এবং তুমি এটাও বুঝতে পারবে কি কি জিনিষের উপর তোমার ঘৃণা, কোন্, কোন্ কথায় তুমি রাগ করো, কিসে খুশি হও, কোন কথায় তুমি দুর্বল হয়ে পড়ো এবং একবার যদি নিজের দুর্বলতার কথা ভালোভাবে বুঝতে পার, তবে এই দুনিয়ায় কেউ তোমায় শোষণ করতে পারবে না, কেউ তোমায় দুর্ব্যবহার করতে পারবে না এমন কি তোমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তোমাকে দিয়ে কোন খারাপ কাজও করাতে পারবে না। তোমার পরীক্ষার পর আমার কথা অনুযায়ী চল এবং এক মাস পর পুনরায় আমায় লেখ, এই চিঠির একটি ফটোকপি সঙ্গে পাঠাও। কিন্তু এটাকে তোমার মা বাবা ছাড়া কাউকে পড়তে দিও না। আমি তোমার জন্য নিরন্তর প্রভুকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৯৯ ।

১৩ই ডিসেম্বর ২০০৩

কল্যাণীয়া মা...,

তোমার লেখা ৩রা নভেম্বরের চিঠি এখানে ১৩ই নভেম্বর পৌঁছেছে।

খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করবে, সাথে প্রভুর নাম করতে যেমন নির্দেশ দিয়েছি তাও মন দিয়ে করবে। তাছাড়া যখনই প্রভুর কথা মনে আসবে, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের ছবির দিকে দেখে মনে মনে তখনই ইষ্টনাম জপতে শুরু করবে, সংখ্যা রাখার প্রয়োজন নেই। মন যদি কখনও এদিক ওদিক যায় তখনি মনে মনে ইষ্টনাম জপতে শুরু করে দেবে। এইভাবে তোমার মন দিন দিন শুদ্ধ হয়ে তোমায় আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে তোমার মঙ্গলের জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার স্নেহী শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১০০।

৬ই মার্চ ২০০৩

স্নেহের কন্যা...,

১৫ই ডিসেম্বর প্রেরিত নতুন বছরের মঙ্গল কামনায় ভরা তোমার সুন্দর কার্ডখানা ৫ই জানুয়ারী এখানে পৌঁছেছে।

তোমার মন দিন দিন কেন ক্ষুব্ধ হচ্ছে? তুমি বুঝতে পারো না কেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার মনকে সম্পূর্ণভাবে দখল করে নিয়েছেন, তাই তুমি তাঁরই যন্ত্র হয়ে তোমার সকল কাজ কর্ম করে চলেছো। যন্ত্রের কাজ তো গোলামের মত হয়ে থাকে। তার কি নিজস্ব কোন মন আছে যে সে তার কর্মের সাথে জড়িত হবে? যন্ত্রের মতই সব কাজ তোমায় করে যেতে হবে, আর তাই তুমি করে যাচ্ছো, এর জন্য ক্ষোভ করার কি আছে? প্রভুই তোমার একমাত্র অবলম্বন। তাই তাঁকেই দিবারাত্র প্রার্থনা করো, যাতে তুমি তোমার সন্তানদের সুশিক্ষিত করে তাদেরকে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করতে পারো। ওনার উপর ভরসা রাখো।

আমি তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সর্বদা প্রভুকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ১০১।

৭ই মার্চ ২০০৩

কল্যাণীয়া মা...,

তোমার ১৪ই ডিসেম্বরের চিঠি এখানে ৫ই জানুয়ারীতে পৌঁছেছে।

আমি খুব আনন্দিত যে তুমি লেখাপড়া শেষ করে কাজে লেগেছো, ভাইও ব্যবসা শুরু করেছে। আমাদের প্রভুর সঙ্গে, জননী সারদাদেবীর সঙ্গে সম্পর্ক বানিয়ে রাখো, ওনাদের কাছে তোমার মনের কথা ব্যক্ত করো এবং ওনাদেরকেই নিজের জীবনের অবলম্বন বানিয়ে চলো, এটাই আমার ওনার নিকট প্রার্থনা।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ

| ১০২ |

৭ই মার্চ ২০০৩

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ২১শে ডিসেম্বরের চিঠি এখানে ১৬ জানুয়ারীতে পৌঁছে গিয়েছিল। জবাব পাঠাতে একটু দেরী হল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের আরো অধ্যয়ন করলে তুমি বুঝতে পারবে যে স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ বলেছিলেন যে, যেদিন ওনার জন্ম হয়েছে সেদিন থেকে সত্যযুগ শুরু হয়েছে। এটার অর্থ হল যে, আমাদের শাস্ত্রে সত্যযুগের মানুষের যে চিত্র দেখা যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরিত্রও ঠিক তেমনই ছিল, আর যেমন তুমি Camera থেকে যখন কোন ছবি তোলো, তখন negative একটাই হয়, কিন্তু Prints হাজারটা তৈরী করা যেতে পারে। ঠিক সেইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের যখন আবির্ভাব হল তখন তোমার, আমার, জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন তার শুদ্ধতম সত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার পেল, যাকে ব্রহ্মকুণ্ডলিনীর জাগরণ বলা হয়ে থাকে। সেইরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য স্বামীজী ছিলেন। এইরূপ মনুষ্যদের বাণীকেই শাস্ত্র বলা হয়েছে, ওনাদের সবকটি উচ্চারণ আমাদের মত অল্পবুদ্ধি মানুষদের জন্য অনুকরণীয়, আমাদের মঙ্গলের জন্য, সত্যযুগের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। আমায় চিঠি লিখতে থাকো। আমি আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজকে তোমার কল্যাণের জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১০৩।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০০৩ এর চিঠি ২৬শে ফেব্রুয়ারী পেয়েছি।

আমি এটা জেনে খুব আনন্দিত যে তুমি ইষ্টদেবতার নাম নিরন্তর জপ করতে পারছ।

তুমি যে দুটো প্রশ্ন করছ এটার সম্পর্কে আমি এটুকু বলতে পারি যে 'উপাসনা পদ্ধতি' পুস্তকে লেখা দিশা-নির্দেশগুলো পড়ার পর সেইপ্রকার যতটুকু করতে পার করো। এটা খুবই সম্ভব যখন তুমি ঐ সমস্ত যেমন যেমন দেখবে তেমন তেমন তুমি নিজের ইষ্টদেবতার দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হবে। আসল কথাটি হল শ্রীরামকৃষ্ণদেবও নিজের সাধনকালে ঐ সমস্ত দেখেছিলেন। এটা জরুরী নয় যে তুমিও সেই সমস্ত দেখ যা শ্রীশ্রীঠাকুর দেখেছিলেন। সেইজন্য দিশা-নির্দেশ এই প্রকার দেওয়া হয়েছে।

তুমি যে আজ্ঞা পেয়েছো সেইভাবে দিনে তিনবার আসনে বসে উপাসনা করার পরও বাকী সময় যতদূর পার অনর্গল দিন-রাত ওনার নাম নিরন্তর জপ করতে থাকো। যখন তুমি অন্য সময় জপ করবে তখন জপসংখ্যা রাখার কোন প্রয়োজন নেই, শুধু মন্ত্রের শব্দগুলোর উপর মনঃসংযোগ করতে হবে। ওখানকার সাধুদের থেকে জেনে নাও আমি কবে ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছি।

আমি গুরু মহারাজকে নিত্য প্রার্থনা করি যে তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হোক।

ইতি—
তোমার একান্ত হিতৈষী
স্বামী গহনানন্দ

| ১০৪ |

১৪ই আগষ্ট ২০০১

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১৮ই জুলাইয়ের চিঠি ৩০শে জুলাই এখানে পৌঁছেছে।

আমি আশা করি যে তুমি নিশ্চয় খুব উৎসাহের সঙ্গে নিয়মিত রূপে 'উপাসনা পদ্ধতি' তে লিখিত নিয়মগুলো পালন করে জপ-ধ্যানাদি করছ, এই নিয়মগুলো পালন করার পরও যখনই তুমি ঘরের কাজ বা স্কুলের কাজ করো তখনও ইষ্টমন্ত্র অবিরাম মনে মনে জপ করতে থাকো। সেই সময় সংখ্যা রাখার প্রয়োজন নেই। শুধু উৎসাহের সঙ্গে জপ করতে থাকো। তোমার জীবনই তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছে যে এই সংসার অনিত্য ও অসার। যখন তুমি পুরোপুরি বুঝতে পারবে যে এটা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়, তখনই তুমি শ্রীভগবান, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করতে পারবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এই সংসার থেকে সুখের আশা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত না সুখ পাবে, না ভগবান। তুমি রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পড়ো। শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের লেখা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী নামক গ্রন্থের এগারো অধ্যায় (ভার সমর্পণে)-এ দানাকালী (কালীপদ ঘোষ) এর স্ত্রী শ্রীশ্রীমাকে কিভাবে নিজের স্বামীর কীর্তিকলাপ বর্ণনা করছেন সেই কাহিনীটি পড়ো। তখন বুঝতে পারবে তোমায় কি করতে হবে। তোমার সন্তানদের বলো আমায় চিঠি লিখতে এবং তুমিও বরাবর লেখ। আমি তোমার সর্বপ্রকার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১০৫।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ৭ই জুলাইয়ের চিঠি এখানে ১৪ই জুলাই পৌঁছেছে।

রামকৃষ্ণ মঠ, (বেলুড় মঠ) এর অতিথি-নিবাসে থাকার জন্য আমাদের স্বামী প্রমেয়ানন্দজী মহারাজকে পত্র লেখ, কতদিনের জন্য ওখানে থাকতে চাও। ওনার অনুমতি পেয়ে গেলে কামারপুকুর এবং জয়রামবাটির অধ্যক্ষকেও পত্র লেখ এবং রেলগাড়ীর আসন সংরক্ষিত করো। তারপর আমার থেকে জেনে নাও কখন আমি এখানে থাকব। এমনি স্বামীজী মহারাজের জন্মতিথিতে আমি এখানেই থাকি।

তোমার সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না, তাও তুমি নিজেকে 'সংসারী' ইত্যাদি বলছ, এমন বলো না। যতদূর পারো 'উপাসনা-পদ্ধতি' অনুসারে ধ্যান-জপ করতে থাকো। ধ্যান হতে অনেক সময় লাগবে। তার জন্য সর্বক্ষণ ইষ্টমন্ত্র জপ করা খুবই আবশ্যক। করো, যতদূর করতে পারো।

আমি তোমার জন্য আমাদের প্রভুকে সর্বদা প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সর্বদা কল্যাণপ্রার্থী

স্বামী গহনানন্দ



।১০৬।

স্নেহের কন্যা...,

গুরুপূর্ণিমার পবিত্র দিনে লেখা তোমার ৪ঠা জুলাইয়ের চিঠি ১৭ই জুলাই এখানে পৌঁছেছে।

দৃঢ় নিষ্ঠার জন্য তুমি তোমার দৈনন্দিন জীবনের ছোট বড় কাজগুলোকে দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে করার অভ্যাস করো। দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুজনদের আজ্ঞা পালন করো। ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করো না। বর্তমানকে নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করো। তুমি শীঘ্রই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। কারো হাত ধরে চলার প্রয়োজন নেই। যতদূর সম্ভব নিজের মনের সঙ্গে কথা বলো, মনই তোমাকে অধ্যাত্মপথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। ধৈর্য্য ধরো নিশ্চিন্ত থাকো। প্রভুর কৃপার উপর ভরসা রাখো। শ্রীশ্রীমা ই তোমার মনে বিরাজমান, মনের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করো, যে সমস্ত কথা বলছ সবই শ্রীশ্রীমা ই শুনছেন এবং জবাবও দিচ্ছেন, এমনই মনে করো। যখন তুমি বুঝতে শুরু করবে দেখবে তোমার বোঝার ক্ষমতাও অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে, তখন তোমার মনও শুদ্ধ হয়ে যাবে। পরবর্তীকালে তুমি শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন লাভ করবে।

আমি তোমার জন্য প্রভুর কাছে, শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সদা প্রার্থনা করি, যা তোমার অবগত আছে।

ইতি—
তোমার একান্ত কল্যাণপ্রার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ১০৭।

৭ই মার্চ ২০০৩

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২৫শে জানুয়ারীর চিঠি ২৮শে জানুয়ারী এখানে পৌঁছেছে।

কোনো কথাকে নিয়ে কষ্ট পাওয়ার দরকার নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী মহারাজ যেমন আশ্রমের মন্দিরে বিরাজিত তেমনই ওনারা পূর্ণ অধিকারে তোমার হৃদয়ে বিরাজমান হয়ে আছেন, এটাকেই দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করো। এই কথার সত্যতাকে গভীরতার সঙ্গে বোঝাই সাধুর সাধুতা, আর এই সত্যের গভীরে যত ডুবতে পারবে ততই তোমার চরিত্রে বুদ্ধির প্রকাশ হবে, যার ফলস্বরূপ শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতের তুমি একটি যন্ত্র সমান হয়ে দাঁড়াবে।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি যেন উনি তোমাকে এটার জন্য যোগ্য করে তুলেন।

ইতি—

তোমার একান্ত হিতৈষী

স্বামী গহনানন্দ

| ১০৮ |

২৭শে জুন ২০০৪

কল্যাণীয়া ই...,

তোমার ১৬ই মার্চ এবং ২৮শে এপ্রিলের দুটি চিঠি এখানে ১৮ই মার্চ এবং ৫ই মে-এসে পৌঁছেছে।

২৮শে মে-র পরীক্ষা তোমার নিশ্চয় শেষ হয়ে গেছে? এখন পরীক্ষার ফল কবে বের হবে? যতদিন পরীক্ষার ফল বের না হয় ততদিন সর্বক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নামের মহামন্ত্র জপ করতে থাকো, সংখ্যা রাখার প্রয়োজন নেই।

তুমি যা কিছু তোমার আগের চিঠিতে লিখেছ তাতে আমি সহমত নই। বিজ্ঞান, ধর্ম, অধ্যাত্মবাদ এই সব অনর্থক কথা। জীবনের সঙ্গে এই সবের কোন যোগ বা সম্বন্ধ নেই এবং এটাও মনে রেখো তোমার জীবন শুধু তোমার অন্য কারো নয়। এখানে কোন অবকাশ নেই জীবনকে অন্যের সঙ্গে ভাগ করার। শুধু এটা আছে কোন কিছু আদর্শ বা কারো সেবার জন্য তুমি তোমার জীবনকে ত্যাগ করতে পার যেমন শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, আমাদের স্বামীজী মহারাজ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, জগন্মাতা সীতা, গৌতম বুদ্ধ করেছিলেন। বর্তমানে নিজের জীবনকে শুধু লেখাপড়া করে পূর্ণ করে তোলো। অন্য পথে যাওয়া এখন ঠিক হবে না, পড়াশুনোর পর বিবাহ সংস্কারকে যদি প্রয়োজন মনে করো তো সেটাকেও ত্যাগ ও সেবার জীবন মনে করবে। জীবনকে নিয়ে এত গবেষণা করো না, জীবন অমূল্য তাকে অবহেলা করো না। আমায় চিঠি লিখতে থাকো।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদা কল্যাণপ্রার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ১০৯ ।

২রা জুন ২০০২

কল্যাণীয়া...,

তোমার ১০ই মে-র চিঠি ১৫ই মে এখানে পৌঁছেছে।

প্রতিটি কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর নাম সর্বক্ষণ জপ করতে থাকো। মনে অন্য কথাকে স্থান দিও না। এইভাবে তোমার শুদ্ধ মনের সঙ্গে পরিচিত হও। তোমার মনই শুদ্ধ চৈতন্য, যা কিনা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ, সেই শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপকে তুমি বলছ বুদ্ধিহীন, দুর্বল ইত্যাদি। কিছুই বোঝ না শুধু লিখতে থাকো। ঠিক আছে, চিঠি অবশ্যই লেখ কিন্তু প্রভুর নাম সর্বক্ষণ অবশ্যই নিতে থাকো। আসনে বসে উপাসনা পদ্ধতি-র নিয়ম অনুযায়ী সকাল-সন্ধ্যা নাম জপ-ধ্যান-উপাসনা করবে, তা ছাড়া অন্য সময়ে কাজের মাঝে অবিরাম জপ করবে, তখন সংখ্যা রাখার প্রয়োজন নেই। যখনই প্রভুর কথা মনে পড়ে ওনার নাম জপ করতে থাকো। আমি তোমার জন্য ওনাকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদা শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১১০।

৭ই মার্চ ২০০৩

স্নেহের কন্যা,

.....এর চিঠির সঙ্গে তোমার ২৭শে ফেব্রুয়ারীর চিঠি এখানে ৬ই মার্চ পৌঁছেছে।

তুমি এটা একেবারে ঠিক করো নি যে সারদা মাকে পুজো করা বন্ধ করে ঘুরতে চলে গেছ। এদিকে গানের অনুশীলনও নিয়মিত রূপে করছ না। তুমি তো সাধারণ মেয়েদের মত ব্যবহার করছ, তোমার মধ্যে আমি তো কোন ধরণের পরিবর্তন দেখছি না। আমি খুবই দুঃখিত তোমার এই ব্যবহারে। আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তোমার কোন লাভ বা ক্ষতি হবে না। প্রথমে নিজেকে সংশোধন করো তারপর চিঠি লিখে আমাকে জানাও। 'হিমালয় পর্বত, বশিষ্ঠ গুহা খুব ভালো লেগেছে' তুমি লিখেছো কিন্তু তোমার ব্যবহারে তোমার দৈনন্দিন কার্যকলাপে আমি কোন পরিবর্তন দেখছি না।

তোমার জন্য শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করা আমার কাজ, ওটা আমি করেই থাকি আর করেও থাকব।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১১১।

১২ই জুলাই ২০০১

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ৭ই জুনের জবাবী চিঠি এখানে ৫ই জুলাই পৌঁছেছে। জপের ফলের সঙ্গে তোমার কি দেনা-পাওনা? শ্রীভগবান গীতাতে কি বলেছেন 'কর্মণ্যেব্য এব স্তেধিকার নে মা ফলেষু কদাচন' জপের উপরই তোমার শুধু অধিকার। জপের ফল তো অন্য ধরণের লোকেরা অনুসন্ধান করে থাকেন, জপ করা মঠের সাধু-ভক্তদের নিত্যকর্ম। নিত্যকর্মের কোন ফল হয় না কিন্তু না করলে অবশ্যই ক্ষতি হতে পারে। এটাকে নিয়ে মাথা খারাপ করো না। প্রভুর নাম নিরন্তর নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকো।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য প্রভুর কাছে সদা প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ

।১১২।

১১ই জুলাই ২০০১

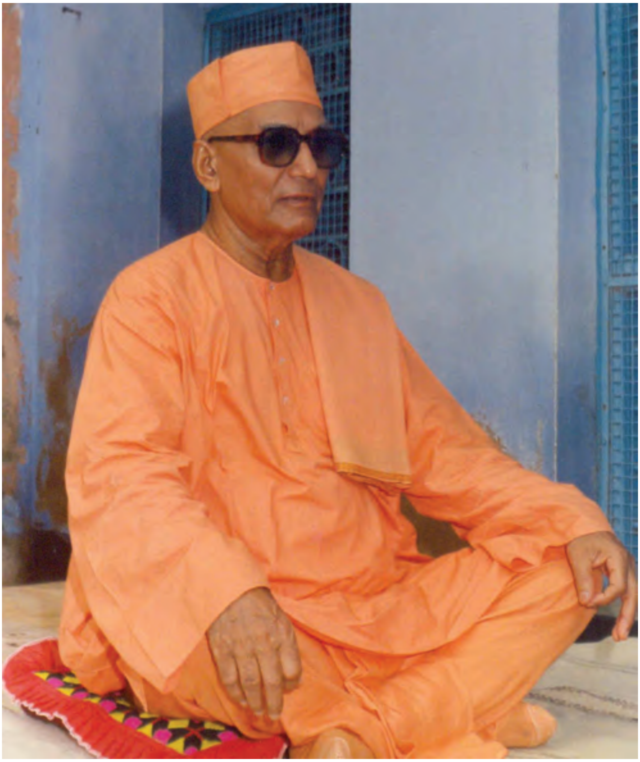
কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া...,

তোমার চিঠি ৬ই জুলাই এখানে পৌঁছেছে।

তোমার ধ্যান হচ্ছে না সে বিষয়ে তুমি লিখেছো। দীক্ষার দিনে পাওয়া 'উপাসনা পদ্ধতি'-র বই অনুযায়ী জপ-ধ্যানের প্রক্রিয়া করতে থাকো, খামখেয়ালী ভাবে করো না। কয়েক বছর মন দিয়ে জপ-ধ্যান করতে থাকো। ধ্যান করা হয় না, ধ্যান নিজে থেকে হয়ে যায়। মন থেকে যখন সাংসারিক সুখ বা বাসনাগুলো হ্রাস পাবে তখন মন নির্মল হতে থাকবে এবং ঐ সময় ধ্যানে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনও হতে পারে। আজ্ঞাচক্রের উপর মনকে স্থির করার চেষ্টা নিষ্ফল। এটা তোমার শারীরিক চেষ্টার কথা নয়। বহুকাল পর্যন্ত প্রভুর কৃপার উপর একান্তরূপে নির্ভর থেকে সর্বক্ষণ দিন-রাত প্রভুর নাম জপ করতে থাকো। অনন্ত ধৈর্যের সঙ্গে জপ করো। 'উপাসনা পদ্ধতি'তে নির্দেশিত নিয়মগুলো পালন করার পর অন্য সময়ও মনে মনে জপ করতে থাকো। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করার প্রয়োজন নেই, উনি সর্বান্তর্যামী। যদি বেশী ব্যাকুল হও তবে প্রার্থনা করো। দিন-রাত জপ করতে থাকো। ক্রমে জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হবে। অন্ততঃ পাঁচ বছর পর্যন্ত করো। তারপর আমাকে জানাও।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য সর্বদা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ১১৩।

১২ই জুলাই ২০০১

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া...,

তোমার ১০ই জুনের চিঠি এখানে ২১শে জুন পৌঁছেছে।

তোমার পত্রে লেখা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তুমি পাটনা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের থেকে পেয়ে যাবে। তোমার জন্য ভালো হবে যদি তুমি ওখানে আসা যাওয়া শুরু করো। তোমার মনে স্থিরতার খুব অভাব। সাধুদের সঙ্গে দেখা করো, বই পড়ো, তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ

। ১১৪ ।

১৪ই জুলাই ২০০১

কল্যাণীয় / কল্যাণীয়া...,

তোমার ৩রা জুলাইয়ের চিঠি এখানে পৌঁছেছে। এই পত্রের সঙ্গে তোমার পাঠানো টাকার রসিদও পাঠানো হচ্ছে।

তোমার লেখা দীর্ঘ চিঠির মাধ্যমে আমি বুঝতে পারছি যে তুমি তোমার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত। তুমি তো নিশ্চয় জানো যখন অসুস্থ ব্যক্তি তার অসুস্থতার কথা জানতে পারে বা তার কি রোগ হয়েছে জানতে পারে তখন তার আরোগ্য হতে বেশী দেরী হয় না। সুতরাং তোমার বর্তমান অবস্থাকে যতটুকু পার সংশোধিত করার চেষ্টা করো, দেখবে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। তুমি ও তোমার মা এই বিষয় নিয়ে চিন্তা করো না। মনকে শ্রীভগবানের চরণে সমর্পিত করো। তোমার স্ত্রী সম্পর্কে আমি যা লিখেছিলাম আমার মনে হয় তুমি ওটার পরিপ্রেক্ষিতে এত কিছু রামকাহিনী লিখে ফেললে। এটার প্রয়োজন ছিল না। সংসারের গল্পগুলো প্রায় সব একই রকম। সংসারে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে আদর্শস্বরূপ মেনে চলাতেই আমাদের সকলের মঙ্গল। যদি সত্যি সত্যি মঙ্গল চাও তবে নিজের স্ত্রীকে বারবার মূর্খ বলে অপমান করো না। যে চিঠি তুমি পাঠিয়েছো আমি ওটাকে আবারও পাঠাচ্ছি, ওটাতে লেখা কথাগুলো অনুযায়ী কাজ করো।

আমি তোমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



।১১৫।

১২ জুলাই ২০০১

কল্যাণীয় / কল্যাণীয়া...,

তোমার ১৭ই এপ্রিলের চিঠি এখানে ২৫শে এপ্রিল পৌঁছেছে।

নিজের ইষ্টদেবতারই মন্ত্র নিরন্তর মন দিয়ে সর্বক্ষণ জপ করতে থাকো, এবং ওনার উপর নির্ভর থাকো। এমনিও উনি তোমার প্রত্যেকটি মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করবেন কিন্তু যদি তুমি অত্যাধিক ব্যাকুল হও তবে তুমি ওনার কাছে প্রার্থনা করতে পারো। মন্দিরে কালীমাতার পূজা করছ বেশ, কিন্তু ওনাকেও নিজের ইষ্টদেবতাই মনে করো, তিনি অভিন্ন। আমাদের জন্য তন্ত্র মন্ত্র সব আমাদের প্রভুই আছেন। আমি আর কিছু জানি না এই বিষয়ে। বইয়ের জন্য কাছের রামকৃষ্ণ আশ্রমে খোঁজ নাও।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



।১১৬।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া...,

তোমার চিঠি এখানে ৬ই জুলাই পৌঁছেছে।

বর্তমানে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা না করে যে কাজ করছ, সম্পূর্ণ মন প্রাণ ও উৎসাহের সঙ্গে করতে থাকো এবং পরীক্ষার জন্যও তৈরী হতে থাকো। তোমার এখন পড়াশুনায় মন বসানো বেশী জরুরী। প্রাণায়াম ইত্যাদি করো না। 'উপাসনা পদ্ধতি' অনুযায়ী নির্দেশিত প্রক্রিয়ায় জপ ধ্যানাদি করতে থাকো। যখন একা থাকবে মনে মনে অবিরাম ইষ্টমন্ত্রের জপ করো, যতদূর পার জপ করতে থাকো।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ১১৭।

১৪ জুলাই ২০০১

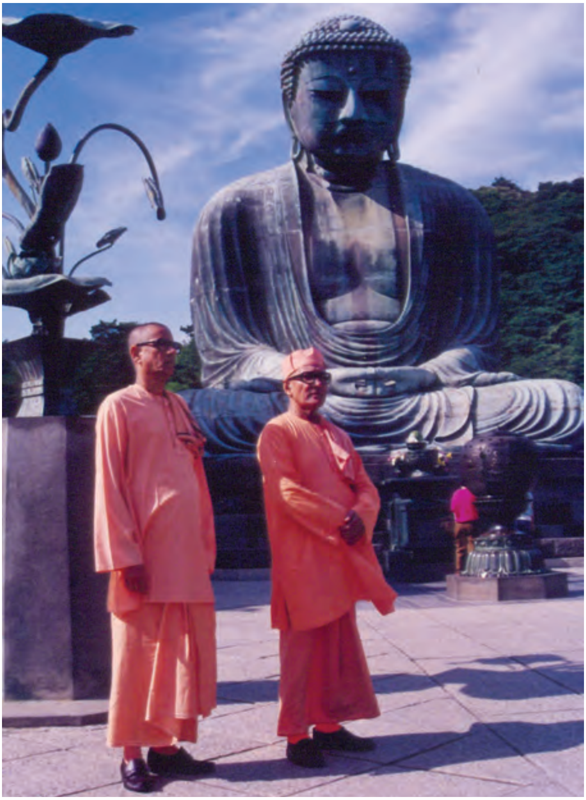
কল্যাণীয় / কল্যাণীয়া...,

তোমার ১০ই জুনের চিঠি এখানে ২১শে জুন পৌঁছেছে।

'উপাসনা পদ্ধতি' অনুযায়ী জপ-ধ্যানাদি যতদূর পার করতে থাকো। জপ-ধ্যান খুব উৎসাহের সঙ্গে নিঃসন্দেহে করো যখন তোমার মন ক্রমশঃ জপ করতে সহজে একাগ্র হবে তখন ক্রমে মন পবিত্র ও নির্মল হয়ে উঠবে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য যতদূর পার পড়তে থাকো।

আমি তোমার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি। নিজের মন্ত্রে 'নমঃ' নিজের মনে জুড়ে দিও না।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ১১৮।

১২ জুলাই ২০০১

কল্যাণীয় / কল্যাণীয়া...,

তোমার ২রা জুলাইয়ের চিঠি এখানে ৬ই জুলাই পৌঁছেছে। যতটুকু পার অবিরাম ইষ্টমন্ত্র মনে মনে জপ করো। মন্ত্র জপ করতে থাকলে কোন ধরনের সাংসারিক চিন্তা তোমাকে কষ্ট দেবে না। যতদূর পার জপ করো।

আমি তোমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য নিরন্তর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।১১৯।

১৪ জুলাই ২০০১

কল্যাণীয় / কল্যাণীয়া...,

তোমার ৭ই মে-র চিঠি এখানে ২২শে মে পৌঁছেছে। তুমি আমাকে যা কিছু লিখেছো সেগুলো তুমি নিজের ইষ্টদেবতাকে বলো, ওনাকে প্রার্থনা করো। আমি ওনাকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সমস্ত কিছুর দাতা মনে করি। যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পাবে।

আমি তোমার জন্য ওনার কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত হিতৈষী
স্বামী গহনানন্দ



। ১২০।

১১ই জুলাই ২০০১

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া...,

তোমার ২৫মে র চিঠি এখানে ১৬ই জুন পৌঁছেছে।

চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য এখন থেকে তৈরী হও। ছাত্রের জন্য অধ্যয়নই সর্বোত্তম সাধনা। অর্থশাস্ত্রে তুমি কি বি.এ. না এম.এ. করছ ঠিক বুঝতে পারলাম না। খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করো। আমায় চিঠি লিখতে থাকো।

আমি তোমার জন্য প্রভুর কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ১২১ ।

৭ই নভেম্বর ২০০১

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ২৭শে আগস্টের চিঠি ১লা সেপ্টেম্বর এবং ২৫শে আগস্টের চিঠি ৩০শে আগস্ট এখানে পৌঁছেছে।

এই সংসারে তোমার নিজের বুদ্ধি অন্য কাউকে দিতে পারবে না বা তোমার বুদ্ধি অনুযায়ী সে চলবে তাও তুমি আশা করতে পার না। বলপূর্বক তুমি তাকে পরিবর্তন করতে পারবে না। হঠকারিতার আশ্রয় নিও না। যখন একা থাকো তখন শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমাকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো। এর সঙ্গে তার প্রত্যাশাগুলোও পূর্ণ কর। এটাই তোমার ধর্ম। তুমি মনে করছ যে তোমার ব্যবহারের জন্য সে অন্য কোথাও তার সুখের সন্ধান করবে, যে কথা তোমাকে বলা হয়েছে, তার ফল ভালো নাও হতে পারে।

সংসারের স্বরূপ ভাল করে বুঝে নাও। এর অর্থ হল যে তোমার নিজের মনের স্বরূপ এবং তোমার সংস্কারের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হওয়া। শান্ত থাকো এবং নিজের মনের বৃত্তিগুলোকে অবলোকন করতে থাকো। যখন রাতের অন্ধকার গভীর বলে মনে হয় তখন ভোরের আলো ফোটার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে যায়, এটাই মনে করো। আমি তোমার ভালোর জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



।১২২।

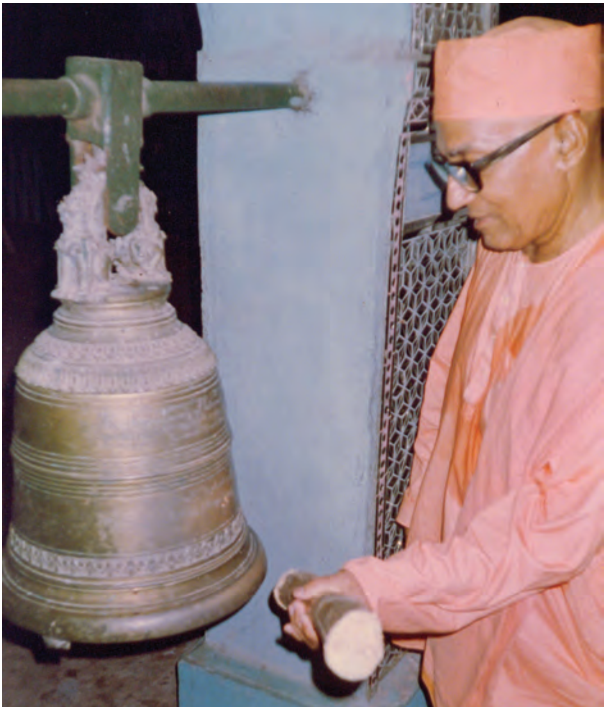
কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ৪ সেপ্টেম্বরের এর চিঠি এখানে ১১ই সেপ্টেম্বর পৌঁছেছে।

আমার ধারণা তোমার শরীরে যে সাদা দাগ দেখা দিয়েছে সেটা পুরোপুরি নিরাময় হওয়ার মত নয়। সাধারণতঃ এটা ৩০-৪০ বছর বয়সেই দেখা দেয়। এটাতে কোন রকম ব্যথা বা কষ্ট হয় না, আর এর কোন প্রকৃত ওষুধও নেই। এটাই আমি শুনেছি। এটাকে সহ্য করে নাও, অযথা টাকা খরচ করো না।

তোমার পরিবারের লোকদের সম্পর্কে জেনে আমি খুশী হলাম। আমি তোমাদের সকলের কল্যাণের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ১২৩।

৭ই নভেম্বর ২০০১

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার চিঠি এখানে ২২শে সেপ্টেম্বর পৌঁছেছে।

তোমার আর্থিক অনটনের কথা শুনে আমি খুবই দুঃখিত, এটা খুবই দুঃখের যে তুমি তোমার পরিবারের ভরণপোষণ ঠিক মত করতে পারছ না এবং এর জন্য তোমায় অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে। এটা তো স্বাভাবিক এই অবস্থায় কি করে পূজাপাঠ, মন্ত্রজপ ইত্যাদি করবে। আমার ধারণা, উনি অবশ্যই তোমার মিনতি শুনবেন।

আমিও ওনার কাছে তোমার উন্নতির জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ

।১২৪।

৭ই নভেম্বর ২০০১

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১লা সেপ্টেম্বরের চিঠি ৫ই সেপ্টেম্বর এখানে পৌঁছেছে।

অবহেলার প্রতি সচেতন থাকলে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো আর অবহেলা হবে না। পোরবন্দরে স্বয়ংসেবকদের কি কি করতে হয়? কতজন লোকের থাকার ব্যবস্থা আছে?

মন্ত্রের জপ যান্ত্রিক করো না। এই রকম করলে মনে একটা অভিমান উৎপন্ন হয়। জপ এইভাবে করতে হয় যেমন কোন মা তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানের চিন্তায় দিনরাত কান্নাকাটি করে। জপ করার উদ্দেশ্য তাই, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি সন্তানহারা মায়ের ব্যাকুলতা যেমন হয় ঠিক তেমন হতে হবে। আর ওটা তখনই সম্ভব যখন তোমার মন এই জগতের জঞ্জাল থেকে সরে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে উঠবে। বর্তমানে আঙ্গুল (কর) দিয়ে জপ করো। জপের উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে নির্মল, পবিত্র করা, সুতরাং জপে প্রত্যেকটি বর্ণের উচ্চারণে শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি তোমার সত্তার প্রত্যেকটি অঙ্গকে যতদূর সম্ভব উপভোগ করতে হবে। যেমন কাপড়ে রং করার সময় দেখতে হয় কাপড়ের প্রত্যেক ভাগে রং হয়েছে কিনা, সেইরূপ জপ করার সময় তোমার পুরো সত্তাকে লাগিয়ে দাও যেন সে ওটাতেই রঙিন হয়ে যায়।

যেমন চিত্র দেখতে চাইছ দেখে নাও। যতক্ষণ না মন ভরে যায়। তারপর আর চিত্র দেখতে ইচ্ছা হবে না।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ১২৫।

৭ই নভেম্বর ২০০১

কল্যাণীয়া...,

তোমার ১৪ই সেপ্টেম্বরের চিঠি এখানে ২৯শে সেপ্টেম্বর পৌঁছেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা তো তোমার উপর আছে, তাই একদিন আগে বুঝতে পেরেছো যে পরদিন গুরুপূর্ণিমা। তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের পরীক্ষা নিয়েছো এবং উনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়ে গেছেন। তুমি ওনার উপর নির্ভরতা বাড়াও, ওনাকে নির্ভর করে সব কাজ করো, দেখবে উনিও তোমাকে কখনও কোন কাজে fail করাবেন না।

তোমার নতুন ঠিকানা লিখে রাখার জন্য আমি মঠের সাধুদের বলেছি। এটা তো খুবই দুঃখের যে দুই বছর ধরে তোমার নতুন ঠিকানা নোট করে রাখা হয় নি।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সদাই প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১২৬।

১৪ই আগষ্ট ২০০৩

কল্যাণীয়া...,

তোমার ৫ই মে-র পত্র এখানে ৯ই মে পৌঁছেছে। গত দুই তিন মাস ধরে আমি কখনও কেরল তো কখনও ত্রিপুরার কেন্দ্রে দীক্ষা দানের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাই তোমার চিঠির জবাব দিতে দেরী হল।

তোমার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সুখকর। কিন্তু এইসব ভুলে গিয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে যাও। এমনিও তোমাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এমন কিছু করতে হবে না। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের অশেষ মহিমা তোমার উপর আছে। তুমি ওনাদের খুবই প্রিয়, খুবই স্নেহের, ওনাদের কৃপার দ্বারা তোমার তা অনুভব হচ্ছে। রেলগাড়ী কোন একটি স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে এবং পাশে কোন মেলা হচ্ছে এবং তুমি সেই মেলা দেখার জন্য যদি রেলগাড়ী থেকে নেমে পড়ো তো তোমার এগিয়ে যাওয়া আর হবে না। কিন্তু তুমি আমাকে মনে মনে বলতে পারো আমি বুঝে নেব। কখনও কখনও লিখেও জানাতে পারো। না লেখাই ভালো কারণ মেলা ছেড়ে গাড়ীতে বসে থাকা ব্যক্তি যে এগিয়ে যাচ্ছে সে যদি মেলা সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকে, তবে তো সে এগিয়ে যাবে নিশ্চয় কিন্তু তার মন প্রাণ মেলাতেই আটকে থাকবে। এগিয়ে যাওয়ার বোধ তার হবে না।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের কাছে, আমাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১২৭।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া...,

তোমার ১৭ই জুলাইয়ের চিঠি এখানে ২১শে জুলাই পৌঁছেছে।

মাল্টি মিডিয়া পাঠ্যক্রমে ভর্তি হয়েছো কি? আমি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজকে প্রার্থনা করি যেন ওনারা তোমার ইচ্ছাগুলোকে পূর্ণ করেন এবং তোমাকে স্বাবলম্বী করে তোলেন। গরীব ক্ষুধার্তদের ভোজন করানোর ইচ্ছা ত্যাগ করে ওটাকে শ্রীভগবানের দর্শন করার ইচ্ছাতে পরিবর্তন করো। ব্যাকুল হয়ে শ্রীভগবানের কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা করো। আমায় চিঠি লিখতে থাকো। তোমার বাবা তো পরবর্তী যাত্রার জন্য বেরিয়ে পড়েছেন। এখন শ্রীভগবান ছাড়া আর কে তোমাকে ভালোবাসবে?

আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবানের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সদা কল্যাণপ্রার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।১২৮।

১৪ই আগষ্ট ২০০১

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১৮ই জুলাইয়ের চিঠি এখানে ৩১ জুলাই পৌঁছেছে।

তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে অটুট ভক্তির জন্য প্রার্থনা করেছো, কিন্তু মা, প্রথমে সংসারের অভিজ্ঞতা না নিলে তা কি করে সম্ভব হবে? শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম (নিজের ইষ্টমন্ত্র) প্রতিদিন করবে, তা ছাড়া যখনই সময় পাবে সর্বক্ষণ ইষ্টমন্ত্র জপ করবে। এইরকম জপে সংখ্যা রাখার প্রয়োজন নেই। সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো যেন উনি তোমাকে সমস্ত রকম সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। ব্যাকুল হয়ে যা কিছু তুমি ওনার কাছে প্রার্থনা করবে তা পূর্ণ হবে, নিশ্চিন্ত থাকো।

আমি তোমার পরিবারের এবং তোমার জন্য প্রভুকে সর্বক্ষণ প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত কল্যাণপ্রার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ১২৯।

৫ই জুলাই ২০০১

কল্যাণীয় স...,

তোমার ১৮ই এপ্রিলের চিঠি ২৮শে এপ্রিল এখানে পৌঁছেছে।

সর্বপ্রথম কথাটি হল গুরুমহারাজ আমাদের রামকৃষ্ণ মঠের সাধু এবং ভক্ত সকলে শ্রীশ্রীঠাকুর অর্থাৎ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দসহ সকলে ওনাকে 'গুরুমহারাজ' বলেন। শ্রীশ্রীমা ওনাকে 'ঠাকুর' বলতেন, শ্রীশ্রীমায়ের কথা অনুসারে আমরা ওনাকে শ্রীশ্রীঠাকুরও বলি।

এখন ২০-২৫ বছর পর্যন্ত প্রভুর নাম জপ করতে থাকো। তোমাকে তা নিয়ে এখন ভাবতে হবে না বা ২৫ বছরের যোজনা তৈরী করতে হবে না। যাঁর নাম তুমি জপ করছ, তাঁর দয়ায় তোমার সব কিছু হয়ে যাবে। আমায় যখন চিঠি লিখবে নিজের পরিচয় ইত্যাদিও পরিষ্কার করে লিখবে।

আমি তোমার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৩০।

৫ই জুলাই ২০০১

কল্যাণীয় / কল্যাণীয়া,

তুমি লিখেছো যে তোমার হৃদয়ে লৌকিক কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। যদি বাস্তবে তা হত হবে তোমার সমাধি হয়ে যেত। তুমি জানিয়েছো হাজার রকমের চিন্তাধারা তোমার মনে নিরন্তর আসতে থাকে।

সন্ন্যাসের জন্য আমি তোমাকে বিগত চিঠিতে লিখেছি। আমি তোমাকে কনখল সেবাশ্রমে যোগাযোগ করতে বলেছিলাম। এখন তোমার কি ধরণের জিনিস প্রয়োজন আমাকে জানাতে বলেছিলাম। কলকাতায় কৈলাশ আশ্রম যা রামকৃষ্ণ মঠের মত কোন সংস্থা, যারা তোমাকে সন্ন্যাস দিতে পারে, আমার ঠিক জানা নেই। আমি এও জানি না কি করে আমার সান্নিধ্যে তোমার সন্ন্যাস হতে পারে। এই রকম হয় না। আমার বিগত চিঠিগুলো পড়ো এবং সেই অনুযায়ী কাজ করো। আমি তোমার সন্ন্যাস সম্পর্কে আর কিছু বলতে পারছি না।

তুমি জানিয়েছো অনেক চেষ্টা করার পরও তোমার হৃদয়ে ধ্যানমূর্তি আসে না। এই সম্পর্কে আমি তোমাকে আমার কথাগুলো অনুসরণ করতে বলেছিলাম। কিন্তু তুমি ধৈর্যহীন হয়ে পড়ছ, ধৈর্যের খুব অভাব তোমার, এই জীবনে ধৈর্যের খুবই প্রয়োজন। ধৈর্যশীল হও, প্রভুর উপর নির্ভর করো, সর্বক্ষণ ওনার নাম নিতে থাকো, যা চাইছ সব পেয়ে যাবে। এখন দেখ কি করতে পার। আমি, প্রভুর কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৩১ ।

১২ই জুলাই ২০০১

কল্যাণীয়...,

তোমার ২১শে মে-র চিঠি এখানে ২৯শে মে পৌঁছেছে।

আমি খুবই আনন্দিত যে তুমি সাধু হওয়ার জন্য বৃন্দাবন সেবাশ্রমে যোগদান করেছো। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর কাছে সর্বক্ষণ প্রার্থনা করো যেন ওনারা তোমাকে আমাদের সঙ্ঘের যোগ্য করে তোলেন। যতদূর পার ধ্যান-জপ, কর্ম ইত্যাদি নিয়ম অনুযায়ী করতে থাকো।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য নিত্যই প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার চির শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



।১৩২।

১২ই জুলাই ২০০১

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার চিঠি ৫ই জুলাই এখানে পৌঁছেছে।

তুমি লিখেছো যে তুমি অনেক কিছু করতে চাও কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারছ না। দেখ এটা ভাল হবে না যদি তুমি অনেক কিছু করার ইচ্ছাকে হ্রাস করে তোমার ইচ্ছাগুলোকে একটি ইচ্ছাতে কেন্দ্রীভূত করো, তারপর ওটাকে পূর্ণ করো, আবার পরবর্তী ইচ্ছাপূরণের জন্য চেষ্টা করো। তুমি পরিশ্রম করতে চাও না তাই কোন কিছু করতে তোমার মন বসে না। সুতরাং এখন পরিশ্রম করাই তোমার সর্বপ্রথম কর্তব্য।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৩৩ ।

১২ই জুলাই ২০০১

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার মন এক জায়গায় বসে না, এর কারণ হচ্ছে যে মনের স্বভাব একবার সংকল্প করা এবং পর মুহূর্তেই তার বিকল্প করা, মন নিশ্চয় করে না। নিশ্চয় শুধু বুদ্ধি করে। আমার কাছে কোন ধরনের উপায় নেই। চিন্তা করো, বিচার করো, লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করো, তারপর সিদ্ধান্ত করো তুমি কি চাও। একবার যা নিশ্চিত করে নেবে তা থেকে সরে যেও না। যদি সরে যাও তবে এর অর্থ হল যে তোমার নিশ্চয়তা দৃঢ় ছিল না। একবার নিশ্চিত হও তারপর ঐ নিশ্চয়তা অনুযায়ী কাজ করো।

আমি তোমার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি
তোমার একান্ত চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ১৩৪ ।

৩রা জুলাই ২০০১

স্নেহের কন্যা,

তোমার চিঠি ১৬ই জুন আমাদের যোগোদ্যান মঠে পোঁছেছে।

আমি এই জেনে খুবই আনন্দিত যে তুমি নিয়মিত জপ এবং রামকৃষ্ণ কথামৃতের পাঁচ পৃষ্ঠা প্রতিদিন পাঠ করছ। গুরু মহারাজ প্রতিদিন তোমাকে ওনার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। নিশ্চিন্ত থাকো। এই কথাটি বোঝার জন্য তোমার এখনও আরও কয়েক বছর লাগবে। মা, আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে চলো।

তোমার জ্ঞান এবং ভক্তির জন্য আমি আমাদের গুরু মহারাজ, মা সারদা এবং স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ১৩৫ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার পত্র পেয়ে আমি খুব আনন্দিত হলাম।

এটা খুবই ভালো যে নিয়মিত জপ করার সঙ্গে সঙ্গে তুমি রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করছ। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো এবং এটা বিশ্বাস করো যে তোমার ইষ্ট-দেবতা ওনার পবিত্র নাম জপ করার জন্য তোমার উপর কৃপা বর্ষণ করছেন। উনিই তোমাকে এইরকম নিয়মিত চলার জন্য শক্তি প্রদান করতে থাকবেন। উনিই ওনার শক্তির দ্বারা তোমাকে ঈশ্বর প্রেরিত জীবন-যাপন করতে প্রেরণা প্রদান করবেন, যা তোমার মন-বাসনা সব পূর্ণ করবেন। যেমন কোন একজন শিক্ষক তাঁর শ্রেণীর দুষ্টু ছাত্রের উপর নজর রাখেন এবং সেই দুষ্টু ছাত্রটি আর কোনরকম গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে না, ঠিক তেমনই তুমিও নিজের অন্তরে ওঠা খারাপ চিন্তাগুলোর উপর নজর রাখবে, আর তোমার কোন ভয় থাকবে না।

আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে নিরন্তর ঈশ্বরীয় চিন্তায় নিমগ্ন থাকলে দয়া, ধৈর্য, বিনয় ইত্যাদি সৎগুণগুলোর উদ্রেক হবে।

আমি শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের কাছে তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ

। ১৩৬ ।

১৪ই আগস্ট ২০০৩

কল্যাণীয়া চে...,

তোমার ১৪ই জুলাইয়ের চিঠি এখানে ২৯শে জুলাই পৌঁছেছে।

৫ বছরের একটি শিশুর কাছ থেকে তুমি কি আশা করতে পার? তার মা তার জন্য সব কিছু করে দিচ্ছেন, তাকে স্নান করানো, খাওয়ানো, ঘুমপাড়ানো, লেখাপড়া করানো, তার কাপড় কাচা, সে অসুস্থ হলে চিন্তিত হওয়া, তাকে তার মা এক মুহূর্তের জন্যও নজরের বাইরে যেতে দেন না, শিশুটি যখন স্কুলে বা অন্য কোথাও যায় তিনি সর্বক্ষণ তার ফেরার অপেক্ষায় থাকেন, এইসব তুমি জানো। কিন্তু দেখ, সেই শিশুটির কি কোন অনুভব আছে না সে কোন কিছু অনুভব করতে পারে যে তার মা তার জন্য কি করছেন, তার কি তার মায়ের প্রতি কোন শ্রদ্ধা, ভক্তি বা মায়ের মমতা কি হয় সে সম্পর্কে জ্ঞান আছে? কোন কিছু সম্পর্কে তার জ্ঞান নেই, সে তো এটাও জানে না তার মায়ের অনুপস্থিতিতে তার এই জগতে বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর হতে পারে। সেইরূপ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের সাথে আমাদের এইরূপ সম্পর্ক, কারণ আমরা ওনাদের সন্তান। আমাদের মনে ওনাদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তির ঠিক এইরূপ প্রকাশ যেরূপ শিশুটির তার মায়ের প্রতি। কিন্তু তার মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেউ অস্বীকার করতে পারে? কেউ কি বলতে পারে ওদের দুজনের সত্তা একই সত্তা নয়? ঠিক তেমনই তুমিও শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে অভিন্ন, বর্তমানে ওনাদের সেবা গ্রহণ করতে থাকো। তারপর সঠিক সময়ে তুমিও মা হয়ে উঠবে।

আমি শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এটাই প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ১৩৭।

১৪ই আগস্ট ২০০১

স্নেহের কন্যা,

তোমার ১৬ই জুলাইয়ের চিঠি ১লা আগস্ট এখানে পৌঁছেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর আশ্রয় করার পরও কেন এত নিরাশ হচ্ছো? মা এই সংসার থেকে সুখের আশা করো না। কর্মকে কর্তব্য মনে করে করো। কারণ কর্মেই "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে তে অধিকারঃ। মা ফলেষুকদাচন" কর্মের ফলে তোমার অধিকার নেই। অর্থাৎ কর্মে তোমার অধিকার তার ফলে নয়। শ্রীভগবান অর্জুনকে কি বলেছিলেন? প্রভু যিনি তোমার অন্তরাত্মায় বিরাজিত তিনিই তোমাকে তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী কর্ম প্রদান করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এই কর্ম সম্পন্ন না করছ ততক্ষণ পর্যন্ত এই সংসার যে অসার তা তোমার বুদ্ধি অনুভব করতে পারছে না, এই ধারণা যতক্ষণ না দৃঢ় হবে ততক্ষণ তুমি ভগবানের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে না। সংসারের এই ঝামেলা থেকে তুমি বুঝতে পারছ যে এই সংসার মায়াজাল, তার কোন অস্তিত্ব নেই। প্রভুর কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করো, সর্বক্ষণ মনে মনে তাঁর নাম নিতে থাকো।

আমিও তোমার জন্য নিরন্তর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



।১৩৮।

স্নেহের কন্যা,

তোমার ১১ই জুনের চিঠি এখানে ১৮ই জুন পৌঁছেছে।

খুবই আনন্দের বিষয় M.C.A. তে তোমার মেয়েরা ভর্তি হয়ে গেছে। যাদের তুমি কীটপতঙ্গ ভাবছ এরা সবাই বস্তুতঃ শ্রীনারায়ণের স্বরূপ। স্বামীজীর বাণী নিশ্চয় তোমার মনে আছে—প্রত্যেক আত্মা মূলতঃ দিব্য, এটাকেই তোমার তপস্যা মনে করো। তোমার জন্মই হয়েছে এই তপস্যা করার জন্য। আমার লেখা আগের চিঠিগুলো পড়ো, সর্বক্ষণ প্রভুর নাম নিতে থাকো। কারো থেকে কিছু প্রত্যাশা করো না। প্রত্যেকটি ব্যক্তির সেবা করতে থাকো, যেমন করে যাচ্ছো, মনকে আনন্দে রাখ এবং এই বিশ্বাস করো যে প্রভুর কৃপায় তুমি ওনার নাম নেওয়ার অধিকারী হয়েছ এবং লোকের সেবা করার অধিকার পেয়েছো। এই গুলো কি কম কথা? আমায় চিঠি লিখতে থাকো।

আমি তোমার জন্য সবসময় প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত কল্যাণার্থী

স্বামী গহনানন্দ



।১৩৯।

১৪ই আগস্ট ২০০১

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১৭ই জুলাইয়ের চিঠি এখানে ১১ই আগস্ট পৌঁছেছে।

তুমি ভুলে যাও যে শ্রীশ্রীঠাকুর ছাড়া তোমার পথ দেখানোর কেউ নেই। আমিও নেই। সুতরাং শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তোমার অন্তরাত্মা যে সমস্ত দর্শন, স্বপ্ন ইত্যাদি দেখে, সেইগুলো নিজের মধ্যে সীমিত রাখ, অন্য কারো সঙ্গে আলোচনা করতে যেও না, কারণ যে দর্শন ইত্যাদি তোমার হয়, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাতেই হয়। দেখ মা, যখনই তুমি কাউকে তোমার দর্শনাদির কথা বলো এবং সে যখন তোমার প্রশংসা করে তখন তোমার অহংকার বৃদ্ধি পায় আর যদি সে প্রশংসা না করে তবে তোমার দুঃখ হয়, সত্যি তাই নয় কি? স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগে 'রাজযোগ' নামক অধ্যায় আছে। ওটাতে পতঞ্জলি মহারাজের একটি যোগসূত্র আছে তাতে বলা হয়েছে যদি এমন স্বপ্ন বা দর্শন হয় ওটাকে সঠিক মনে করে তার উপর ধ্যান করা উচিৎ। সেই গ্রন্থটি একা পড়ো, আধ্যাত্মিক জীবন একারই হয়।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৪০।

১৪ই আগস্ট ২০০১

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১৯শে জুলাইয়ের চিঠি এখানে ২৭শে জুলাই পৌঁছেছে, চিঠিটি পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম।

তোমার সংকল্পটি খুবই সুন্দর, তুমি সংকল্প করেছো যে 'এখন থেকে দুঃখকে তোমার আশেপাশে আসতে দেবে না', 'সবসময় কাজে ব্যস্ত থাকবে'। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে কুন্তীর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্তুতি 'অকিঞ্চনমিত্রায়' শ্রীকৃষ্ণকে তিনি 'অকিঞ্চনমিত্রায়' বলছেন, অর্থাৎ ভগবান অকিঞ্চনদের মিত্র। তুমি লিখেছো যে, "মহারাজ আমার কোন ধরনের অবলম্বন নেই।"—তুমি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমাকেই নিজের একমাত্র অবলম্বন মনে করো, ওনারাই শুধু অকিঞ্চনদের প্রকৃত মিত্র।

আমি ওনাদের কাছে নিরন্তর তোমার জন্য প্রার্থনা করতে থাকি, আমায় চিঠি লিখতে থাক।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ১৪১।

৪ঠা জুলাই ২০০১

কল্যাণীয়া মা...,

তোমার ১৫ই মে-র পত্র ২২শে মে পৌঁছেছে।

তোমার স্মৃতিশক্তি কমে যায়নি, নিজের মনকে বন্ধু মনে করে তার সঙ্গে কথা বলো। আমাদের পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ (মহাপুরুষ মহারাজ) একটি পত্রে লিখেছিলেন শ্রীশ্রীচণ্ডী যখন পাঠ করো তখন মা দুর্গাকে বসবার জন্য একটি আসন প্রদান করো এবং তারপর মাকে বলো, মা এই আসনে বসো, এবং আমি এখন শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করব, তুমি শোন।

এছাড়া একটি শ্লোক পড়ো এবং দেখ মা শুনছেন কিনা। ওনাকে জিজ্ঞেস করো। যদি মা শুনে না থাকেন তবে আবারও শোনাও। দেখ কন্যা, তুমিও ঠিক এইভাবে পড়াশুনা করো, তোমার পড়া সারদা মাকে বসিয়ে শোনাও। আর যদি ভুলেও যাও তবে মা তোমাকে মনে করিয়ে দেবেন।

প্রার্থনার সঙ্গে।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ

। ১৪২ ।

৪ঠা জুন ২০০০

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৪ই এপ্রিল-র চিঠি এখানে ১লা মে পৌঁছেছে।।

ইংরেজী ভাষাকে আয়ত্ত করতে চাও, ঠিক আছে। কিন্তু চিন্তা করে বলো তো যখন ঐ ভাষার উপর তোমার অধিকার হয়ে যাবে তখন সে অধিকারের প্রয়োগ কেন বা কি কাজের জন্য করবে? একজন ইঞ্জিনিয়ারকেও ইংরেজী শিখতে হয় কারণ তার পাঠ্যপুস্তকগুলো ইংরেজীতে থাকে এবং তাকে গবেষণা পত্রগুলো ইংরেজীতে লিখতে হয় বা কোন সেমিনারে নিজের বিষয়ের উপর বলতে গেলে ইংরেজীতে বলতে হয়, তাই তাকে ইংরেজী শিখতে হয়। তুমি শুধু একটি ভাষাকে আয়ত্ত করে কি করবে? স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের ইংরেজী ভাষার উপর খুব ভালো অধিকার ছিল। উনি সেই ভাষাকে আমেরিকা এবং ইংলন্ডে গিয়ে আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করার জন্য প্রয়োগ করেছেন। তুমি কি করবে? চিন্তা করে আমাকে জানাও।

একটি নতুন জপমালা আমাকে পাঠাও, আমি ওটার শোধন করে তোমাকে পাঠিয়ে দেবো। না হলে এখানেও পাওয়া যায়, এখান থেকে নতুন মালা শোধন করে তোমাকে পাঠাতে পারি। কিভাবে জপমালা চাইছ জানিও।

'উপাসনা-পদ্ধতি' নামে যে ছোট বইটি তুমি দীক্ষার সময় পেয়েছো, ওটাতে দেওয়া নিয়মগুলো পালন করে ৮-১০ বছর পর্যন্ত জপ-ধ্যান, উপাসনা ইত্যাদি করতে থাকো। তার সঙ্গে মন দিয়ে লেখাপড়া করো এবং যতদূর পারো সর্বক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম মনে মনে অবিরাম জপ করতে থাকো।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৪৩।

৪ঠা জুলাই ২০০১

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ৭ই জুনের চিঠি এখানে ১২ই জুন পৌঁছেছে।

এখন জপ করতে থাকো। লোকজনকে এই বিষয়ে কিছু বলো না। তোমার মনে আসীন শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শোনার অভ্যাস করো এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে থাকো। মনকে একেবারে প্রভুর চরণে সমর্পণ করে দাও। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সবকিছু সমর্পণ করো, দেখবে ধীরে ধীরে সংসারের জ্বালা থেকে মুক্তি পাবে। প্রভুর নামকে শুধু অবলম্বন করে জীবনধারণ করো। আমি তোমার জন্য প্রভুর কাজে নিত্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৪৪।

৩রা জুলাই ২০০১

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৯শে এপ্রিলের চিঠি পেয়েছি।

জপ ধ্যান সম্পর্কে কোন উপদেশের প্রয়োজন নেই। জপ-ধ্যানের জন্য অধিক চেষ্টা করারও প্রয়োজন নেই। তোমার হৃদয়কমলে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে বসানোর জন্য চেষ্টা করারও প্রয়োজন নেই। মনকে এত চঞ্চল করার কি প্রয়োজন। তোমাকে শুধু একটি কাজই করতে হবে, আর সেটি হল M.Com. পরীক্ষায় 1st Class-এ উত্তীর্ণ হতে হবে। তারপরে C.A. ইত্যাদি পড়বে কি? লেখাপড়া শেষ করো, তারপর মন দিয়ে জপ-ধ্যান করো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব প্রতিদিন নিজের ইষ্টমন্ত্র আড়াই লক্ষ বার জপ করতেন। ওনার শিষ্য হরিদাসও অনুরূপ সংখ্যায় জপ করতেন। কিন্তু এইরূপ জপ করার জন্য নিজের মনকে অতি চঞ্চল বলে ওকে আরও চঞ্চল করে তোলা কি সঠিক? মনকে আয়ত্তে আনার জন্য নিজের কোন বাসনাকে মন থেকে মুক্ত করো। তখন দেখবে মনই তোমার সহায়ক হয়ে উঠবে। আমায় চিঠি লিখতে থাকো।

আমি তোমার আধ্যাত্মিক সফলতার জন্য নিরন্তর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



।১৪৫।

১৪ই আগস্ট ২০০১

কল্যাণীয়া কন্যা...,

তোমার পাঠানো রাখীসহ তোমার চিঠি এখানে ৩১শে জুলাই পৌঁছেছে।

দুটো রাখীই খুব সুন্দর ছিল। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করার পর রাখী দুটোকে প্রসাদ করে তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এদুটি তোমার কাছে সুরক্ষিত থাকবে। আমার চিঠির জবাব এখনও তুমি পাঠাও নি। কবে পাঠাবে?

আমি তোমার জন্য আমাদের প্রভুর কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ

। ১৪৬ ।

২০শে মার্চ ২০০২

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২০শে ফেব্রুয়ারীর চিঠি ৫ই মার্চ এখানে পৌঁছেছে।

বর্তমানে পরমার্থকে ছাড়ো এবং নিজের ব্যবসার উপর পুরো মন দিয়ে আর্থিক স্থিতির পরিবর্তন করো, তারপর পরমার্থের উপর মনোযোগ দাও। পরবর্তী চিঠিতে নিজের পরিবারের লোকদের সম্পর্কে জানাও, কারা কারা তোমার সঙ্গে থাকেন, ওনারা সবাই কি কাজকর্ম করেন ইত্যাদি।

মনে যদি খারাপ চিন্তা আসে তবে আসতে দাও, ওদের রোধ করার চেষ্টা করো না। শুধু ওদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাও যে তোমার মনে কি কি ধরনের খারাপ চিন্তাগুলো আসে। ঐ চিন্তাগুলোর সঙ্গে তুমি যখন খুব ভালো ভাবে পরিচিত হয়ে যাবে তখন দেখবে ঐ সমস্ত চিন্তাগুলো তোমার থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, যেমন পরিচিত চোর কখনও ঘরে চুরি করে না। তোমার মনের চিন্তাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর সেইগুলো তোমার মন থেকে একেবারে দূরে চলে যাবে, তখন তোমার মন তোমাকে বলবে তোমার কি ভাবে চলা উচিত, মনই তোমাকে সবদিক থেকে পরিচালিত করবে। পরিচালনা তো এখনও সে তোমাকে করে যাচ্ছে কিন্তু তার কথা শোনা বা বোঝার অভ্যাস এখনও তোমার হয়নি। যদি আজ থেকেই নিজের মনের নির্দেশগুলোর পালন কর তো দেখবে তোমার সব কষ্ট চলে গেছে।

আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে তোমার মঙ্গলের জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



।১৪৭।

৬ই এপ্রিল ১৯৯১

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২১শে মার্চের চিঠি ১ এপ্রিল এখানে পৌঁছেছে। তুমি যা কিছু করেছো তাতে অন্তরাত্মার সঙ্গে তোমার যে সম্পর্ক তাতে কোন ক্ষতি হবে না। অন্তরাত্মার সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল না, আমি তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। এখন তো তোমাদের দুজনের ভালো সম্পর্ক আছে। এখন এটাই মনে করো, এই সম্পর্ক আমার জানার কোন উৎসাহ নেই। প্রভুর নাম দিন-রাত সর্বক্ষণ মনে মনে নিতে থাকো।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত হিতৈষী
স্বামী গহনানন্দ



। ১৪৮।

২০শে মার্চ ২০০২

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৯শে ফেব্রুয়ারীর পত্র ৫ই মার্চ এখানে পোঁছেছে।

বর্তমানে আমায় চিঠি লিখতে থাকো এবং রামকৃষ্ণ মঠ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকাগুলোর অধ্যয়ন করতে থাকো। মারাঠী এবং হিন্দী গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকাগুলো ছাড়াও ইংরেজী গ্রন্থ এবং পত্রিকাগুলো পড়ো। প্রথমে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ দ্বারা লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ (Sri Ramakrishna The Great Master) খুব ভালোভাবে পড়ো। তারপর স্বামী বিবেকানন্দের পত্র এবং বক্তৃতাগুলো খুব মন দিয়ে পড়ো। এইভাবে তোমার বুদ্ধি প্রখর হতে থাকবে এবং তারপর তুমি প্রভুর সেবার যোগ্য হয়ে উঠবে। বর্তমানে তোমার জন্য আমি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত হিতৈষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৪৯।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৫ই জুলাই লেখা চিঠি ২১শে জুলাই এখানে পৌঁছেছে।

তুমি তোমার চিঠিতে যা কিছু লিখেছো সব ঠিক আছে, কিন্তু উপাসনা-পদ্ধতি অনুযায়ী নিয়মিত রূপে ধ্যানাদি করতে থাকো এবং সর্বক্ষণ প্রভুর নাম ব্যাকুল হয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে নিতে থাকো। আমাদের শাস্ত্রে সাধকদের জীবনের উন্নতির লক্ষণগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। শ্রীশ্রীঠাকুরও চলতে থাকার কথা বলেছেন। আত্মসাক্ষাৎকার অনেক দূরের কথা। এখন যেভাবে চলছে সেভাবে চলতে থাকো এবং নিজের মনের কার্যকলাপের উপর নজরদারি রাখো।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য প্রভুর কাছে সর্বক্ষণ প্রার্থনা করি। তোমার লেখা চিঠিগুলোর ফটোকপি কি তোমার কাছে রাখো? তোমার কি মনে আছে যা তুমি আগের চিঠিতে লিখেছিলে?

ইতি—

তোমার কল্যাণার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৫০।

৭ই নভেম্বর ২০০১

স্নেহের কন্যা,

তোমার ১৪ই আগস্টের চিঠি ১৮ই আগস্ট এখানে পৌঁছেছে।

তোমার সন্তানদের চিঠির জবাব আমি লিখিয়ে নিয়েছি এবং তোমার এই চিঠির সঙ্গে পাঠাচ্ছি। তুমি ওটা নিয়ে চিন্তা করো না। যদি তুমি সন্তানদের সঠিকভাবে সঙ্গীতের শিক্ষা দিতে চাও তবে গুরু-পরম্পরা থেকেই হতে পারে, music school থেকে নয়, এই শিক্ষা থেকে তোমার সন্তানরা সঙ্গীত শিক্ষক হতে পারবে কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞ নয়, এটা তো তুমিও জানো। কিন্তু এখন সঙ্গীত নিয়ে এত মাথা ঘামিও না, ওদের পড়াশুনা করতে দাও এবং দুই-একবছর অতিবাহিত হতে দাও। তুমি আমায় জানাও নি ওদের বয়স কত? ওরা কোন কোন ক্লাসে পড়ে? ওদের অসুস্থ দিদার কাছে বেশী যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমিও ওদের বলেছি ওনাকে নিয়ে এত চিন্তা না করতে।

দিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে বা টেলিফোনে যোগাযোগ করে জানতে পারো আমি ঐখানে আছি কি না। আমার জন্য প্রত্যেক দীক্ষিত বা দীক্ষিতা শিষ্য-শিষ্যাদের খবর দেওয়া খুব মুশকিল। মুখোমুখি বসে কথা বলতে চাইছ, শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলো। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য ওনার কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৫১ ।

৭ই নভেম্বর ২০০১

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৪ই আগস্টের চিঠি এখানে ১৮ই আগস্ট পৌঁছেছে। তোমার পরবর্তী চিঠিতে তোমার বয়স এবং তুমি কোন ক্লাসে পড় জানিও। তুমি অতিরিক্ত অধ্যয়ন সম্পর্কে লিখেছো, সেটা আবার কি, যার জন্য তোমার মা তোমাকে বকুনি দেন? গৃহ-কর্ম করতেই হবে, সেটা তো প্রথম কাজ। আমাকে জানাও তুমি কখন স্কুলে যাও, কখন ফিরো, তারপর সারাদিন কি কি করো? দীক্ষার জন্য এখন ব্যস্ত হয়ো না। সে সম্পর্কে পরে জানাব। দীক্ষা কেন নিতে হয়, নিলে কি হয়, তুমি কেন দীক্ষা নেবে, যদি না নাও তবে কি হতে পারে, এই সব প্রশ্নের উত্তর তোমার জানা খুব জরুরী, তখনই তুমি দীক্ষা নিতে

পারবে। এখন আমাকে চিঠি লিখতে থাকো, আমি এই সম্পর্কে তোমাকে জানাতে থাকব।

তোমার দাদুর যে বর্তমান অবস্থা এটা থেকেও শেখার আছে যে বৃদ্ধাবস্থায় মানুষ কি কষ্টের সম্মুখীন হয়। নিজের মাকে জিজ্ঞেস করো শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী মহারাজ, ওনার গুরুভাইদের, মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসীদের দেহাবসান কিভাবে হয়েছিল। ওনাদের শেষের দিনগুলো কেমন ছিল?

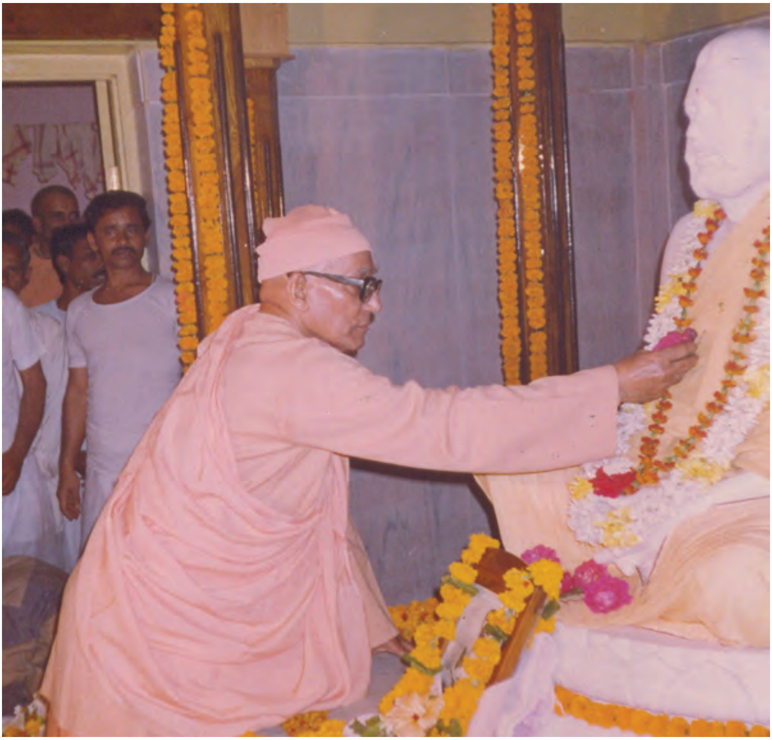
যে মন দিয়ে তুমি চিন্তা করো, তোমার যে মন কখনও রেগে যায়, কখনও কিছু চায়, লোভে পড়ে, ঘৃণা করে, প্রেম করে, অহংকার করে, দুঃখ পায়, সুখী হয়, সেই মনের পিছনে তোমার অন্তরাত্মা আছে। যাঁকে আমরা কখনও শ্রীশ্রীঠাকুর বলি, কখনও শ্রীশ্রীমা ইত্যাদি বলি। মনই তোমার মানসিক অবস্থাকে দেখতে থাকে এবং তোমাকে ভুল বা সঠিক পথে যাওয়ার জন্য নির্দেশ করে, কিন্তু তোমার মনের কথা শোনা বা বোঝার অভ্যাস নেই, সুতরাং তোমার রাগ হয়, কখনও বিরক্তি হয় বা কখনও দুঃখী হয়ে পড়ো।

এখন পড়াশুনায় মন দাও। দাদুর সেবা যতদূর পারো করতে থাকো কিন্তু ওনাকে নিয়ে চিন্তা করো না, কারণ চিন্তা করলে ওনার কোন লাভ হবে না বরং তোমার ক্ষতি হবে, নিজের পড়াশুনায় মন দাও।

যখন পড়তে বসো যেমন কেউ নিজের সহপাঠীকে পড়ায় ঠিক সেইভাবে নিজের মনকে পড়াও। তার সঙ্গে কথা বলো। জিজ্ঞেস করো সে বুঝেছে কি না। তার পড়া মুখস্থ হয়েছে কি না পরীক্ষা নাও। স্বয়ং ছাত্র হয়ে যাও, মনকে গুরু করো, তারপর স্বয়ং গুরু হয়ে আবার মনকে ছাত্র করো। মনের সঙ্গে এক ধরনের প্রগাঢ় সম্পর্ক তৈরী করো। যখন এই রকম সম্পর্ক তৈরী হবে তখন মন যে কথাটি বলবে সেটির পালন করতে পারবে। এক মাস পর্যন্ত এইরকম করো, তারপর আমাকে জানাও। গিটার সম্পর্কে তোমার মনই বলে দেবে, সে জুটিয়ে দেবে, নিশ্চিন্ত থাকো।

শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী
স্বামী গহনানন্দ



।১৫২।

২০শে মার্চ ২০০২

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ২৮শে ফেব্রুয়ারীর চিঠি এখানে ১৪ই মার্চ পৌঁছেছে।

জঙ্গলে সবথেকে উঁচু গাছই ঝড় ঝাপটার সম্মুখীন হয়, তাকেই ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। নিজের জীবনকে এইভাবেই মনে করো। প্রভুর নাম নিতে থাকো। তোমার জীবনকে প্রভুই সুন্দর করে তৈরী করবেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা করো না, প্রভুর উপর নির্ভর করো, ওনার নাম অবিরাম নিতে থাকো।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য ওনাকে সব সময় প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৫৩ ।

২০শে মার্চ ২০০২

স্নেহের কন্যা...,

তোমার তিনখানা চিঠি এখানে পৌঁছে গেছে। তোমার প্রশ্নের উত্তর লিখতে একটু দেরী হবে, তাই পরের চিঠিতে উত্তর লিখে পাঠাব। কেউ বকুনি দিলে ভয় কেন পাও? বকুনি তো সেই দেয় যার সঙ্গে আন্তরিকতার সম্পর্ক আছে। যদি আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক থাকে তবে আমার শাসনকে তুমি কষ্টের কারণ মনে করবে না। কয়েক বছর অপেক্ষা করো, তোমার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৫৪ ।

৪ঠা জুলাই ২০০১

স্নেহের কন্যা,

তোমার ১৩ই জুনের চিঠি এখানে ১৬ই জুন পৌঁছেছে।

মনকে বিচলিত কেন হতে দিচ্ছো? নিজের মনের চিন্তাধারার উপর নজরদারি রাখো। কিছু সময় বরাবর আমাকে চিঠি লিখতে থাকো। যেখানে থাকো সেখানে কে কে আছেন, তারা কি করেন, তুমি সারা দিন কি করো? নিজের জীবনকে কিভাবে অতিবাহিত করতে চাও, আমাকে জানাও। বর্তমানে তোমার বয়স কত, studies কতদূর পর্যন্ত করেছো? কোথাও কোন University বা School ইত্যাদিতে পড়াবে, কি করবে?

শীঘ্রই নিজের জীবনের একটি প্রোগ্রাম বানিয়ে নাও, তারপর শান্তির সঙ্গে প্রভুর নাম নিতে পারবে। আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, ক্ষুধার্ত পেটে ধর্মকর্ম হয় না। তাই আমি এইসব তোমাকে লিখেছি। আমি তোমাকে নিয়ে চিন্তিত থাকি। শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তোমার জন্য সর্বক্ষণ প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদৈব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৫৫ ।

৩রা জুলাই ২০০১

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার পত্র এখানে ২৫শে জুন ২০০১ এ পৌঁছেছে।

তোমার চিঠি পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত হলাম। যখনই তোমার ইচ্ছা হয় আর সময় পাও আমাকে চিঠি লিখতে পার। তুমি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কৃপায় এখন আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। এটা ওনার অসীম কৃপা যে তুমি ওনার কাছে আসতে পেরেছো। আমি তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আমাদের গুরুমহারাজ এবং মা সারদাদেবীর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৫৬।

৩রা জুলাই ২০০১

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার চিঠি পেয়ে আমি খুব আনন্দিত হলাম।

এটা গুরুমহারাজের কৃপা যে তোমাকে ওনার কৃপা প্রাপ্ত করার অধিকারী বানিয়েছেন। ওনার কৃপার দ্বারাই তুমি প্রতিদিন কুড়ি হাজার জপ করার অনুপ্রেরণা পাচ্ছো। ওনার কৃপার দ্বারা তুমি এত ভালভাবে জপ করতে পারছ। কেউ যদি নিজের বাবাকে ভালো ভাবে ডাকতে না পারে তবেও বাবা তা শুনতে পান। তাই নয় কি ? আর তুমি তো সবই ওনার কৃপা দ্বারা পেয়ে যাচ্ছো, ওনাকে মনে প্রাণে ডাকতে থাকো। তুমি তো ওনার কৃপা পেয়েই গেছ, তাই তোমাকে দেওয়ার মত আমার কাছে কিছু নেই, তুমি ওনার কৃপায় ধন্য, তুমি তো সত্যি কৃপাধন্য।

ওনার উপর নির্ভর থাকো। আর আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা করতে থাকো।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৫৭ ।

১১ই জুলাই ২০০১

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার পত্র পেয়ে আমি খুব আনন্দিত, আমি এখানে ২১শে জুন পৌঁছেছি।

'উপাসনা পদ্ধতি' অনুযায়ী নিয়মগুলো প্রতিদিন পালন করার পরেও যখন সময় পাও ইষ্টমন্ত্র মনে মনে জপ করতে থাকো। সেই সময় সংখ্যা রাখার প্রয়োজন নেই। যখন কোন কাজ করছ বা এমনি বসে আছ সেই সময় অবিরাম মনে মনে জপ কর।

আমি শ্রীগুরুমহারাজের কাছে তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



। ১৫৮।

৩০শে আগস্ট ২০০০

প্রিয়,

তোমার ৭ই আগস্টের চিঠি এখানে পৌঁছেছে।

তোমার পরবর্তী চিঠিতে লিখে পাঠাও যে তোমার বয়স কত, কি করো, ঘরে কে কে আছেন, ঘরের খরচা কি করে চলে, রামকৃষ্ণ মঠ আলমোড়াস্থিত শাখাতে আসা-যাওয়া করো কিনা? তোমার মন্ত্রদীক্ষা কবে এবং কোথায় হয়েছে? ঘরে আর কেউ দীক্ষিত আছেন কি না? এই সব কথাগুলো জানার পরই আমি তোমার অবস্থা বুঝতে পারব।

মনে করো তোমার বাবার মনে হচ্ছে বর্তমান বাড়িটি খুবই ছোট, জায়গার খুব অভাব হচ্ছে এবং উনি একটি বড় বাড়ী তৈরী করার জন্য বাস্তুবিদ্‌কে ডেকে পাঠিয়েছেন এবং তাকে বলছেন নতুন বাড়িতে উনি নিজের জন্য একটি ঠাকুরঘর এবং একটি গ্রন্থাগার, নিজের সন্তানদের জন্য টেবল টেনিস খেলার জায়গা ইত্যাদি তৈরী করতে চাইছেন এবং বাস্তুবিদ মহোদয় কয়েক মাসের মধ্যে নতুন বাড়ির নক্সা তৈরী করেন এবং তারপর বছর খানেকের মধ্যে বাড়িও

তৈরী করে ফেলেন এবং গৃহপ্রবেশের পর যে সমস্ত কাজ পুরানো বাড়ীতে করতে পারা যাচ্ছিল না সেগুলো নতুন বাড়ীতে পুরো করা হচ্ছে। এইভাবেই আমরা পুরানো শরীরকে ছাড়ার সময় নতুন শরীরের নক্সা তৈরী করে ফেলি এবং সেটাতে প্রবেশ করার পর শেষ কাজগুলো করতে থাকি।

পূর্বজন্মের মৃত্যুর আগেই আমরা নতুন জীবন সম্পর্কে প্রোগ্রাম তৈরী করে ফেলি। কোথায় জন্ম হবে, মা-বাবা কে হবে, সব কিছু প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক করে ফেলি, যেমন কেউ কোন কাজে ইউরোপ বা আমেরিকা যেতে চায়, সে প্রথমে প্রোগ্রাম করে ফেলে সেখানে কি কি কাজ করবে, কোথায় থাকবে, তার সেখানে থাকার ব্যবস্থা (Sponsorship) কে করবে, এইসব ঐখানে পৌঁছানোর আগেই ঠিক করে নিতে হয়। সুতরাং তোমার কথাটি সত্য যে আমাদের বর্তমান জীবন পূর্বজন্মেরই কর্মফল, কিন্তু এই জন্মেও আমরা আমাদের কাজ করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু একটি জন্মে আমরা একটি মাত্র কাজ করতে পারি তাই আমাদের কর্তব্য হল ভালো করে বিচার করে, আমরা আসলে কি করতে চাই তা যেন করি। কিন্তু এটারও প্রয়োজন নেই কারণ আমাদের বর্তমান জীবন এক সুনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম অনুযায়ী চলছে। আমাদের মনের পিছনে যে কারণ শরীর আছে সে আমাদের কর্মের সাক্ষী ও দ্রষ্টা। সে সুখ স্বরূপও বটে। তাই মন যখন চিন্তা মুক্ত হয়ে শান্ত হয় তখন আমাদের কারণ রূপ শরীর অনুভব হয় এবং এটাকেই আমরা সুখ বলি। কিন্তু যখন মনে বাসনার উদয় হয় তখন ওটাকে পাওয়ার জন্য আমাদের দুঃখে পড়তে হয়। নিশ্চয় বুঝতে পারছ। এই সাক্ষী বা দ্রষ্টাই তোমার ইষ্টদেবতা, এটাকেই আমরা আত্মা বলে থাকি।

পরবর্তী চিঠিতে এই সম্পর্কে তোমাকে আরও বলব। আমায় এই চিঠির এক নকল ফটোকপি করে তোমার চিঠির সঙ্গে পাঠাও।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করতে থাকি।

ইতি—

তোমার সতত শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



।১৫৯।

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ৮ই অক্টোবরের চিঠি এখানে ১৮ই অক্টোবর পৌঁছেছে।

আমার বিগত চিঠিতে যা কিছু লিখেছি তা সবকিছু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করো না। যতদূর পারো আমি যা কিছু লিখেছি, সেগুলোকে করতে সময় অতিবাহিত করো। কেউ কিছু করতে বললে ওটা করার চেষ্টা করো, সেটাই তোমার সাধনা। শ্রীশ্রীঠাকুরের মত যখন সর্বভূত নারায়ণ দেখবে তখনই প্রত্যেক ব্যক্তি যা বলবে তা করতে পারবে, তাই এই অবস্থায় যাওয়ার জন্য তোমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের আচরণের অনুকরণের মাধ্যমে নিজের মনকে নির্মল করতে হবে। এটাই কারণ যে বাচ্চাদেরকে বড়দের আদর্শের পালন, ওনাদের আচরণের অনুকরণ করার জন্য বলা হয়ে থাকে।

বর্তমানে সর্বক্ষণ মন্ত্র জপ করতে থাকো। ভুলে গেলেও ক্ষতি নেই, যখনই মনে পড়বে তখনই করো। ধৈর্য ধরো। ভুলে গেলে তা নিয়ে মাথা ঘামিও না। মনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করো। মনে এমন ধারণা তৈরী করো যে তোমাকে এই কাজটি করতে হবে, এর দ্বারাই ক্রমশঃ তুমি সফল হবে, নিশ্চিন্ত থাকো।

আমি তোমার জন্য প্রভুর কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করতে থাকি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



।১৬০।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২২শে জুলাইয়ের চিঠি (ডি.ডি. নং ৩৫৬২৭৮, ৩০০ টাকার সঙ্গে) এখানে ২৮শে জুলাই পৌঁছেছে। টাকার রসীদ এই চিঠির সঙ্গে পেয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম জপ করার অধিকার শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় পেয়েছো, এটাও বলতে পারো তোমার পূর্বের পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ এই অধিকার পেয়েছো। এখন এটাই মনে করো তোমার গাড়ী চলা শুরু করেছে, এখন ক্রমশঃ গতি বাড়াতে হবে, নিশ্চিন্ত থাকো, প্রভুই তোমাকে রক্ষা করে যাচ্ছেন, ওনার উপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখো এবং এটাই বিশ্বাস করো উনিই তোমার সঙ্গে আছেন, সর্বক্ষণ তোমার হৃদয় কমলে সমাসীন হয়ে তোমাকে দিশা নির্দেশ করছেন। আরো একটা কথা যে উনার সব কথাকে তুমি বুঝতে পারছ না। ঠিক আছে, চিন্তা করো না, ধীরে ধীরে হয়ে যাবে। সর্বক্ষণ প্রত্যেক কাজের মধ্যে যদি প্রভুর নাম নেওয়ার অভ্যাস করতে পারো তবে তোমাদের দুজনের জীবনও ধন্য হয়ে যাবে।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তোমাদের দুজনের কল্যাণের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৬১ ।

কল্যাণীয়া...,

তোমার পুত্র চি......... কৃ.........(চি.রা...জী) উপনয়ন-সংস্কার উপলক্ষ্যে পাঠানো পত্র ২০শে ফেব্রুয়ারী এখানে পৌঁছেছে। আমার কোন রূপ সন্দেহ নেই যে তোমাদের উপর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজের অশেষ করুণা আছে এবং তোমারও ওনাদের উপর অপার ভক্তি আছে।

প্রভুর নাম নিতে থাকো এবং ওনারা যেভাবে তোমার জীবন চালাচ্ছেন সেই ভাবে চলতে থাকো।

আমি তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ওনার কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ

।১৬২।

২০শে মার্চ ২০০২

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ৬ই ফেব্রুয়ারীর চিঠি ১২ই ফেব্রুয়ারী এখানে পৌঁছেছে। আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছুই লেখার নেই। স্বাস্থ্য ভালোই আছে, দেশজুড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় ভ্রমণ করতে থাকি।

প্রথমে Computer Class-এ গিয়ে এই বিদ্যাটা ভালো করে আয়ত্ত করে নাও। তারপর কোন কাজ করবে। ধ্যান করার জন্য মন শান্ত হওয়া আবশ্যক। বর্তমানে যতদূর পারো প্রভুর নাম জপ করতে থাকো। তোমার কি দীক্ষা হয়ে গেছে? কবে হল? এখন এখানে আসার কথা চিন্তা করো না। প্রথমে Computer-এর course সম্পূর্ণ করো, তারপর কোন একটি কাজে ঢোক। তারপর এখানে এসো, চাইলে একাও আসতে পারো। এখন সংসার ত্যাগ করার কথা চিন্তা করো না। কয়েক বছর সংসার জীবন অতিবাহিত করে তার স্বরূপের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হও এবং যার ফলস্বরূপ তোমার সংসার থেকে কোন রূপ প্রত্যাশা বা কিছু পাওয়ার আশা কেটে যাবে। তখনই তোমার মন শুদ্ধ হবে এবং তারপর যেখানেই থাকো, যে পরিবেশেই থাকো, তোমার মন সব সময় প্রফুল্ল থাকবে। আনন্দের সঙ্গে তোমার মন প্রভুর নাম নেবে, প্রভুর স্বরূপের ধ্যানে ডুবে থাকবে। তখন তুমি ধন্য হয়ে যাবে। প্রভুর কৃপার উপর, শ্রীশ্রীমায়ের কৃপার উপর ভরসা রাখো। ওনারাই তোমার হৃদয়ে উপস্থিত থেকে তোমাকে চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমি তোমার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, তুমিও প্রার্থনা করো।

ইতি—

তোমার সদৈব শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



। ১৬৩ ।

৩রা জুলাই ২০০১

প্রভুকৃপাভিলাষিণী কন্যা...,

তোমার ২৫শে ফেব্রুয়ারীর চিঠি তোমার অন্যান্য চিঠিগুলোর সঙ্গে এখানে পৌঁছেছে। তুমি তো জানো, যদি তুমি যোগোদ্যান মঠে আসো তবে আমার সঙ্গে দেখা করা খুব মুশকিল হবে, কারণ আমি খুব কম দিনই সেখানে অতিবাহিত করি। আর যখন থাকি তখন দীক্ষা উপলক্ষ্যে লোকেরা ভীড় করে থাকে। এটাই ভালো হবে কিছুদিন ধৈর্য্য ধরো, পড়াশুনা শেষ করো, তারপর দিদির সঙ্গে প্রোগ্রাম করে এখানে এসো।

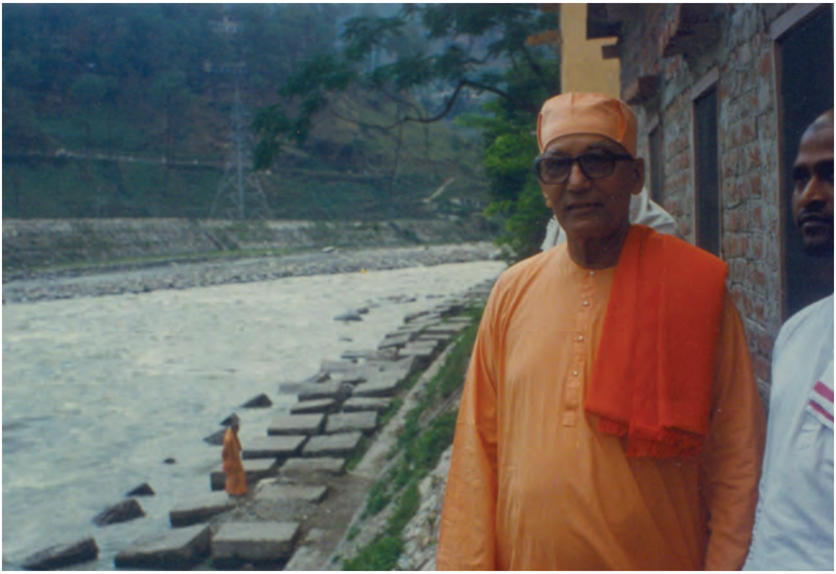
সাধুদের জীবন আর তোমার জীবনের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? আমার জীবন তো তুমি পুণে মঠে দেখেছো, পুণে মঠের অন্যান্য সাধুদের জীবনও দেখেছো, আর নিজের জীবন তো দেখেই যাচ্ছো। এটা বলতে পারো বড় সাধুরা সাংসারিক লোকদের ঈশ্বরবুদ্ধির দ্বারা সেবা করেন। যেমন ধরো ঘুম ভেঙে গেলে সে অন্যদের যেভাবে জাগায় ঠিক ঐভাবেই সাধুরা কাজ করছেন।

আমি তোমার জন্য প্রভুর কাছে সর্বদা নিরন্তর প্রার্থনা করি। ম...এর জন্যও করি।

ইতি—

তোমার একান্ত হিতৈষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৬৪ ।

১১ই জুলাই ২০০১

স্নেহের কন্যা,

তোমার ২০শে জুন ২০০১-এর পত্র ২৩শে জুন ২০০১-এ এখানে পৌঁছেছে।

তোমার পত্র থেকে জেনে অতি প্রসন্ন হলাম যে দীক্ষা গ্রহণ করার পর থেকে তুমি শ্রীগুরুমহারাজ এবং করুণাময়ী মা সারদার অসীম কৃপায় আধ্যাত্মিক উপাসনা নিয়মিতরূপে পালন করছ। যেমন একটি শিশু তার মায়ের কোলে ওঠার জন্য কেঁদে কেঁদে মাকে ধরে ফেলে তেমনি তুমিও ওনাকে ধরো এবং জপ করতে থাকো। যেমন আমাদের শ্রীগুরুমহারাজ মা কালীর উপর সবসময় নির্ভর থাকতেন, মায়ের ইচ্ছা অনুযায়ীই উনি চলতেন। তেমনি তুমিও ওনার উপর পূর্ণ নির্ভর থাকো এবং মা তোমাকে যেমনি চালাচ্ছেন, চলতে থাকো।

আমি ওনাদের কাছে প্রার্থনা করি যেন তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৬৫ ।

৫ই ফেব্রুয়ারী ২০০২

কল্যাণীয়া কন্যা...,

তোমার ১৬ই জানুয়ারীর চিঠি এখানে ২২শে জানুয়ারী পৌঁছেছে।

ইংরেজী ভাষাকে আয়ত্ত্ব করার জন্য তোমাকে ১০-১৫ খানা উপন্যাস (novel) পড়তে হবে। অনর্গল পড়ে যাও এবং কোন শব্দ যদি এমন হয় যার অর্থ বুঝতে পারছ না তখন dictionary দেখ। ভালো হয় যদি Oxford University Press -এর ছাপা Advanced Learners' English Dictionary বা Concise Dictionary-র সাহায্য নিয়ে পড়ো। ইংরেজী খুব ভালো করে পড়ার জন্য Drama এবং detective Stories পড়ো। বর্তমানে নিজের syllabus-এর বইগুলো পড়ে পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে থাকো। তারপর Master's degree করার জন্য ভাবনা চিন্তা করো।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ

। ১৬৬ ।

৫ই জুলাই ২০০১

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১০ই জুনের চিঠি এখানে ২১শে জুন পৌঁছেছে।

আমার মনে হয় আমাকে চিঠি লেখার পর তুমি সেগুলো আর পড় না, লেখার পর সোজা লেটারবাক্সে ফেলে দাও। কত দিন ধরে প্রভুর নাম নিচ্ছো? কিন্তু প্রভুই তোমার মনের শুদ্ধস্বরূপ, তোমারই আত্মস্বরূপ, এই বুদ্ধি, এই ধারণা, এই বিশ্বাস হতে তোমার এখনও অনেক সময় লাগবে। তুমি এখনও নিজেকে পতিত মনে করছ, 'সাংসারিক কাজে অরুচি' ইত্যাদি কথাগুলো চিন্তা করা, বলা ও আমাকে জানানো এসবেই তোমার অনেক রুচি, আমার মনে হচ্ছে, সুতরাং আনন্দের আশা ও প্রার্থনা তো করছ কিন্তু স্বয়ংই নিরানন্দকে ডেকে আনছ। সুখ চাইছ কিন্তু দুঃখ বিতরণ করে যাচ্ছো। আধ্যাত্মিক জগতের কোন কথা কি এখনও তোমার কাছে গোপন আছে? সব কথাই তুমি জানো এবং অনেক বই-পত্রও পড়েছো। তোমার চিঠি পড়ে যে কোন ব্যক্তি বলতে পারবে যে অত্যন্ত নিরাশাজনক চিঠি। এখন থেকে নিরাশার প্রচার করো না। প্রভুর নাম নিচ্ছো কিন্তু এখনও নিরাশার মধ্যে ডুবে আছ। নিজের মনকে দেখ, তাকে পরীক্ষা করো, আমার মনে হচ্ছে তুমি কিছু চাইছ কিন্তু সেটিকে মনপ্রাণ দিয়ে আবার চাইছও না। এখনই সিদ্ধান্ত নাও তুমি কি করতে চাইছ। যখন তুমি নিজের অবস্থাকে বুঝতে পারবে তখনই সব নিজের থেকে ঠিক হয়ে যাবে।

আমি তোমার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



। ১৬৭।

২০শে মার্চ ২০০২

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার পূজ্য পিতার মৃত্যু সংবাদ ২২শে জানুয়ারী এখানে পৌঁছেছে। এত চিঠিগুলোর মধ্যে থেকে এখনই তোমার চিঠিটি আমি পেলাম। তোমরা সবাই........ শর্মা মহাশয়ের যোগ্য উত্তরাধিকারী। তুমি তো গীতার সেই শ্লোকটি নিশ্চয় জানো, শ্রীভগবান বলছেন, 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোপরাণি', তোমাদের পিতার জন্য শোকাকুল হওয়া তোমাদের শোভা পায় না। আমি আশা করি তোমরা নিশ্চয় দ্বাদশাদিকৃত্য ভালো ভাবে করেছো।

আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য নিরন্তর শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ

| ১৬৮ |

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া...,

তোমার ১৭ই জানুয়ারীর চিঠি এখানে ২৮শে জানুয়ারী পৌঁছেছে।

প্রথম কথাটি হচ্ছে যে তোমাদের পাঠানো চিঠিগুলোর উত্তর আমার সহকারী সন্ন্যাসীদেরকে দিয়েই লেখানো হয়, আমি শুধু আমার নামের হস্তাক্ষর করি।

দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে যে তোমার গুরুমহারাজ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, যিনি তোমার ইষ্টদেবতা। আমাদের মঠে সকলে এই কথাটি জানেন। শ্রীশ্রীমাও যখন কাউকে দীক্ষা দিতেন তখন বলতেন যে শ্রীশ্রীঠাকুরই গুরু, উনিই ইষ্ট এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর লেখা 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' ইত্যাদি গ্রন্থগুলো মন দিয়ে পড়লে হয়তো ধীরে ধীরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমার আভাস তুমি অনুভব করতে পারবে। নতুন ভগবান, পুরানো ভগবান ইত্যাদি এই সমস্ত কথা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। ভালো হবে যদি এই সমস্ত কথা উত্থাপন না করো। ৮-১০ বছর পর্যন্ত নিষ্ঠা, পরিশ্রম এবং ব্যাকুলতার সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম জপ করতে থাকো। যেমন নিজের মা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বালক তার মাকে 'মা', 'মা' বলে ডাকে এবং অনবরত কাঁদতে থাকে, সেইভাবে যখন তুমি সর্বক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিতে থাকবে, তখনই তুমি ওনার নাম নেওয়ার আনন্দ উপভোগ করবে। আমায় চিঠি লিখতে থাকো। আধ্যাত্মিক জীবনে ধৈর্য্যের খুব প্রয়োজন। আমি তোমাদের দুজনের জন্য আমাদের প্রভুর কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



। ১৬৯।

২০শে মার্চ ২০০২

কল্যাণীয়া কন্যা...,

তোমার ৭ই নভেম্বরের চিঠি ১৮ই নভেম্বর এখানে পৌঁছেছে।

তোমার মন সম্পর্কে এটাই মনে করো যে, তোমার মনের শুদ্ধ স্বরূপের নাম 'সারদা দেবী', 'শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং অশুদ্ধ স্বরূপের নাম শ্রী....। তাই যখনই তুমি তোমার অশুদ্ধ কামনা-বাসনা সম্পর্কে চিন্তা করো তখন তোমার মন ওটার মধ্যেই ফেঁসে থাকে। সুতরাং নিজের শুদ্ধ মনের ধ্যান করো, চিন্তা করো। তোমার শুদ্ধ মন তোমার স্বরূপ এবং তোমার অশুদ্ধ মন তোমার পুরানো সংস্কারের সমষ্টি। যেমন যেমন তুমি ঐ সব অশুদ্ধিগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে থাকবে, তেমন তেমন ওরা তোমার থেকে দূরে পালিয়ে বেড়াবে।

তোমার পুরানো সংস্কারের ফলস্বরূপই তুমি এই জন্ম লাভ করেছো, প্রভুর নাম জপ করার অধিকারী হয়েছো, তাই নিজেকে ধন্য মনে করো এবং বড়দের কথা শোন, তোমার হৃদয়স্থিত শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশ পালন করে এই জীবন অতিবাহিত করো।

আমি তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিরন্তর ওনার কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



। ১৭০ ।

৬ই ফেব্রুয়ারী ২০০২

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার জানুয়ারীর চিঠি এখানে পৌঁছে গেছে।

তুমি তোমার চিঠিতে তোমার সমস্যাগুলো সম্পর্কে লিখেছো, কিন্তু তোমার বয়স কত, তুমি কি করো, তোমার ঘরে কে কে আছেন, ঘরের খরচা কীভাবে চলে, পড়াশোনা কতদূর পর্যন্ত করেছো ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই লেখনি। তোমার পরবর্তী চিঠিতে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাকে জানাও।

মনকে একাগ্র করা খুব মুশকিল কারণ যাকে আমরা মন বলি তার স্বভাব হচ্ছে একবার সংকল্প করা আবার পর মুহূর্তে বিকল্প করা। মনে কোন কথার উদয় হল তারপরই ওটা সরে গিয়ে নতুন কোন কথার উদয় হয়। এইভাবেই মনে কথা আসা যাওয়ার ক্রম চলতে থাকে। এটাকে রোধ করার জন্য তোমায় মনের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। আমায় চিঠি লিখতে থাকো, তারপর আমি বলব তোমায় কি করতে হবে?

বর্তমানে তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিয়মিত প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ১৭১।

২৬শে অক্টোবর ২০০০

স্নেহের কন্যা...,

তোমার দুটো চিঠি যথাক্রমে ৯ই আগস্ট এবং ৯ই অক্টোবরের এখানে ১৬ই আগস্ট এবং ১৩ই অক্টোবর পৌঁছেছে।

পরীক্ষায় সফলতার জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল। তুমি কি বিষয় পরীক্ষা দিয়েছো; দর্শন না সংস্কৃত? এখন কি তুমি ইংরেজীতে এম.এ. করবে? না পি.এইচ.ডি. করবে?

মন্ত্র দীক্ষার সময় যেভাবে বলা হয়েছে সেইভাবেই করতে থাকো। তার থেকে বেশী কিছু করতে যেও না এবং নিজের ভাবনাগুলোকে অত্যধিক চেপে রাখার প্রয়োজন নেই। তুমি যে আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করছ তা লোকদের কাছে প্রকাশ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। সামান্যভাবে জীবনযাপন করো। সমাজ থেকে একা হয়ে যেও না এবং ঐ সব লোকের বিরোধিতাও করো না। নিজের কিছু সময় কখন কখন তোমার আশে-পাশের লোকদের সঙ্গেও অতিবাহিত করো এবং ওদের সঙ্গে আনন্দও উপভোগ করো।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৭২।

১৫ই নভেম্বর ২০০০

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৬ই অক্টোবরের চিঠি এখানে ১৮ই অক্টোবর পৌঁছেছে।

তোমার সঙ্গে যে ঘটনাগুলো ঘটছে ঐসবের সাক্ষী তুমি নিজেই আছ, তবে তোমাকে সমর্থন করার জন্য আমাকে বা অন্য কাউকে কেন প্রয়োজন? আধ্যাত্মিক জীবনে এইরকম অনেক ঘটনা সাধকদের সঙ্গে হয়ে থাকে, প্রথমতঃ জীবনের এইসব ঘটনাকে অপ্রত্যাশিত মনে হবে। কিন্তু এই সব ঘটনাই ধীরে ধীরে জীবনে স্থিরতা নিয়ে আসবে, যেমন গভীর জলাশয়ে কোন একটি হাতী ডুবে গেলেও বোঝা যায় না। তাই এই সব ঘটনা নিয়ে বিচলিত না হয়ে এই সবকে সাক্ষীস্বরূপ দেখতে থাকো। তোমায় এখনও অনেক দূর যেতে হবে।

আমার মনে হচ্ছে আমি তোমার সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলতে পারব না, আজই আমি গুজরাটের উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য মুম্বাই রওনা হচ্ছি। ওখান থেকে ফেরার পথে ১৩ই থেকে ১৫ই ডিসেম্বর দিল্লীতে থেকে ১৬ই বিকালে ওখান থেকে রওনা হয়ে এখানে ফিরে আসব। যদি পার তবে আমার সঙ্গে দিল্লীতে দেখা করো।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৭৩।

২০শে অক্টোবর ২০০০

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১৯শে সেপ্টেম্বরের লেখা চিঠি মঠে ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০০০ এ পেয়েছি।

শুভ দীপাবলী। তুমি দীপাবলী কিভাবে উদ্‌যাপন করবে। এমন পবিত্র দিনে তুমি যতদূর পারো ইষ্টমন্ত্র জপ করো এবং অধ্যাত্ম সম্পর্কীয় কিছু অধ্যয়ন

করার চেষ্টা করো। পি.এইচ.ডি. তে তোমার কি বিষয় ছিল এবং ডিগ্রী পাওয়ার পর তুমি কি করতে চাও? তুমি কি কলেজে অধ্যাপিকা হতে চাও এতে বেশী পরিশ্রম নেই; তুমি এর থেকেও আরও বেশী উচ্চশিক্ষার ডিগ্রী কেন নিতে চাইছ না?

নিজের দেশে গরীবদের জন্য কিছু করার যোজনা করার আগে তুমি স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতার বক্তৃতা এবং পত্রগুলো পড়ো। তুমি তো আগের থেকেই নিঃস্বার্থ এবং নিঃস্বার্থতার কোনরকম স্তর নেই। তোমার মন তোমার ইষ্ট দেবতার স্থান। যদি তোমার মন পবিত্র না হত তবে তোমার ইষ্ট দেবতা সেখানে কিভাবে থাকতেন। তুমি তোমার শরীর, মন এবং বুদ্ধি ওনার চরণ কমলে সমর্পণ করে দিয়েছো, তবে তোমার চরিত্র কিভাবে অপবিত্র হতে পারে। তুমি শুধু এটাই দেখতে থাকো তোমার আশে-পাশের লোকদের হিতের জন্য উনি তোমাকে কিভাবে কাজে নিয়োজিত করেন।

তোমার জীবনে কোন ধরনের অনিশ্চয়তা হতেই পারে না, তুমি ওনার নাম অনবরত নিতে থাকো। ওনার সেবাই তোমার জীবনের ভবিষ্যত এবং এটাই সবচেয়ে বড় নিশ্চিন্ততা।

তুমি তো আমার পাগল মেয়ে। কিন্তু এর জন্যে কোন ধরনের গৌরব করার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিই এই দুনিয়ায় পাগল, কেউ এটার জন্য তো কেউ আবার ওটার জন্য। তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'তে নিশ্চয় এমন বলতে শুনেছো।

তুমি এই কথাটি নিশ্চয় বুঝতেই পারছ যে এই পাগলী মেয়ের বাবার কি অনুভব হচ্ছিল যখন তুমি পাগলী হয়ে গেছিলে।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজের কাছে প্রার্থনা করি যেন ওনারা তোমার জীবনকে ওনাদের সেবা কাজে নিয়োজিত করার জন্য তোমার মনে শক্তি প্রদান করেন।

ইতি—

তোমার শুভচিন্তক
স্বামী গহনানন্দ



।১৭৪।

২৫শে অক্টোবর ২০০০

কল্যাণীয়...(জনৈক এক ব্রহ্মচারীকে লেখা চিঠি)

তোমার ১০ই সেপ্টেম্বরের লেখা চিঠি এখানে ১৬ই সেপ্টেম্বর পৌঁছেছে।

তোমার বাবা কি করার চেষ্টা করছেন সেই বিষয়ে তোমার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যদের জীবনে এমন ঘটনাগুলো অবশ্য পড়েছো। সর্বোত্তম হবে তুমি তোমার বাবার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করো, আমি তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ

| ১৭৫ |

১৬ই অক্টোবর ২০০০

কল্যাণীয়া, (জনৈক এক ব্রহ্মচারিণীকে লেখাপত্র)

তোমার তিনটি চিঠিই আমি সময়মত পেয়েছি। এটাই তোমার অন্তিম নির্ণয়, তাই তো? এটাই তোমার চিঠি থেকে আমি বুঝতে পারলাম। আমার মনে হচ্ছে তুমি সারদা মঠে প্রবেশ করার জন্য অনেক কষ্ট করেছো। তবে তুমি ঘরে ফিরেই যাও, ভালো লাগুক বা না লাগুক নিজের পরিবারের সঙ্গে এক দু'মাস থাকলে ভালোবাসা হয়েই যাবে, নিজের স্বাস্থ্য ঠিক করো এবং ভালো করে চিন্তা করো এবং নির্ণয় নাও যে তোমার জীবন তুমি কিভাবে অতিবাহিত করতে চাও। তারপর তিন-চার মাস পর নিজের জীবিকার্জনের জন্য নতুন কাজের সন্ধান করো এবং থাকার জায়গারও ব্যবস্থা করো, যেখানে তুমি নিজের জীবন সারদা মঠে থাকাকালীন যেমন অতিবাহিত করেছিলে, ঠিক তেমন কোন জায়গার সন্ধান করো।

আমি এখন কোচবিহার এবং উত্তরপূর্ব ভারতের উদ্দেশ্যে ২৮শে অক্টোবর যাত্রা করব এবং ২০শে নভেম্বর রাজকোট তারপর এক সপ্তাহের জন্য ভুজেও যাবো। তখন আমরা মুখোমুখি কথা বলতে পারি। ততদিন পর্যন্ত আমার মনে হয় তুমি ঘরে ফিরে যাও। তোমার এই তপস্যা যতই কঠিন লাগুক কিছুদিনের জন্য তুমি তাই করো এবং তারপর সুস্থ হয়ে নতুন জীবন শুরু করো।

আমি সর্বদা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করি যেন তোমার কষ্টের দিনে শক্তি প্রদান করেন এবং তোমায় উচ্চতম পথের দিকে নিয়ে চলেন।

ইতি—

তোমার শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



।১৭৬।

২৫শে অক্টোবর ২০০০

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া...,

তোমার টিকিট বিহীন, তারিখ বিহীন একটি চিঠি ৩০শে অক্টোবর আমি পেয়েছি।

তুমি কি পড়ছ, ঘরে কে কে আছেন, ঘরের আর্থিক অবস্থা কিরূপ, দৈনন্দিন খরচ কিভাবে চলে ইত্যাদি আমাকে বিস্তারিতভাবে জানাও। তারপর আমি তোমাকে বলব কি করতে হবে। তোমার লক্ষ্য অধৈর্য্যের সঙ্গে নয়, ধৈর্য্যের সঙ্গে সফল হবে। শিশু সুলভ ব্যবহার করো না।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি। তুমি বি.এ. পাশ করেছো কি না আমায় জানাও।

ইতি—

তোমার শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



।১৭৭।

৩রা মার্চ ২০০৩

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া মা...,

তোমার ৫ই ফেব্রুয়ারীর লেখা চিঠি ১১ই ফেব্রুয়ারী পৌঁছেছে।

তুমি কি তোমার কাছে এই পাঠানো চিঠিটির প্রতিলিপি রেখেছো? আমার মনে হয় না তুমি এমন করেছো। এখন তুমি সেটাই করো যেটা আমি তোমাকে বলব। এখন তুমি সেই চিঠিটিকে নিজের স্মৃতির দ্বারা আবারও লেখার চেষ্টা করো বা আমি সে চিঠিটা আবার তোমাকে ফেরৎও পাঠাতে পারি এবং তুমি সেইসব চিঠিগুলোর সম্ভাব্য উত্তরগুলো লিখে পাঠাও। তোমার উত্তর আমায় তোমার মনোস্থিতি বুঝতে সাহায্য করবে।

খুব শীঘ্রই প্রশ্ন এবং উত্তর দুটোই লিখে পাঠাও।

আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজের কাছে সর্বদা প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



।১৭৮।

৩০শে আগষ্ট ২০০০

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া...,

তোমার ১৩ই জুলাইয়ের গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে লেখা চিঠি এখানে ১৬ই জুলাই পৌঁছেছে।

দেখ...., তোমার মন সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না, তুমি তো জানো মনই গুরু, তাও তুমি মনকে শান্ত করতে চাইছ। মন তোমার শান্তই আছে, শুধু ওটাতে সাংসারিক সংস্কার ভরে আছে যা সরাতে একটু সময় লাগবে। যেমন যেমন জপ করতে অভিরুচি হবে তেমন তেমন তোমার মন শুদ্ধ হয়ে উঠবে।

বর্তমানে লেখাপড়াতে মন দাও, Course-এর বইগুলোই পড়ো, অন্যান্য বইপত্র এখন পড়ো না। প্রতিদিন পড়াশোনার পর ধ্যান-জপের জন্য অল্প সময় বের করো। সর্বক্ষণ মনে মনে জপ করার চেষ্টা করো, প্রার্থনা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে করো, উনিই তোমার হৃদয়স্থ থেকে তোমার প্রার্থনা শুনবেন। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৭৯।

৩০শে আগষ্ট ২০০০

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৮ই জুলাইয়ের চিঠি এখানে ২৮শে জুলাই পৌঁছেছে।

পরীক্ষার পেপার কঠিন ছিল এমন বল না, এটা বল যে তুমি পরীক্ষার জন্য ভালো করে তৈরী ছিলে না, অর্থাৎ তুমি পড়াশুনা ভালোভাবে করোনি। এখন থেকে দিনরাত শুধু পড়াশুনা করো, বন্ধুদের সঙ্গে বসেও পড়াশুনা করো, যে বিষয়গুলোতে তুমি ভালো নম্বর পাও নি এবং যে বিষয়গুলো বুঝতে তোমার কষ্ট হচ্ছে, সেগুলো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। সেই বিষয়গুলো পড়ে পড়ে লেখ। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় বর্ষের পড়াশুনাও করতে থাকো। প্রতিদিন ১০-১২ ঘন্টা দৈনন্দিন কার্যক্রম বানিয়ে পড়ো। সাত দিন পড়াশুনা করো এবং আটদিনের দিন শুধু ধ্যান জপে সময় অতিবাহিত করো। ঐ দিন যদি পড়তে চাও তবে ২-৩ ঘন্টা পড়তে পারো।

একমাস পর্যন্ত এইরকম পড়াশুনা করে আমায় জানাও। চিন্তার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন আছে তো শুধু পরিশ্রমের।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



। ১৮০।

৩০শে আগষ্ট ২০০০

কল্যাণীয়...,

তুমি তোমার চিঠিতে তারিখ লেখনি যা এখানে ২০শে জুলাই পৌঁছেছে, গুরুপূর্ণিমার চারদিন পর। তুমি কি জানো না শ্রীশ্রীঠাকুরই আমাদের সকলের গুরু এবং আমরা ওনাকেই গুরুমহারাজ বলি, যদিও উনি চাইতেন না ওনাকে কেউ গুরু বাবা ইত্যাদি বলে ডাকে। সুতরাং ওনাকে শ্রীশ্রীঠাকুরও বলা হয়, যেমন মা বলে থাকতেন।

তুমি যখন চিঠি লেখা শুরু করেছো ঠিক তখনই তোমার গুরুপূর্ণিমার প্রণাম ওনার কাছে পৌঁছে গেছে এবং ওনার মাধ্যমে আমার কাছেও। তাই তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। তুমি যখন কাউকে টাকা দিতে চাও তখন তার Bank Passbook-এ টাকা জমা করে দাও এবং তুমি নিশ্চিন্ত থাকো যে ঐ টাকা সে পেয়ে যাবে। ঠিক তেমনি প্রণাম সম্পর্কে মনে করো।

যখন থেকে তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্ত্র জপ করা শুরু করেছ, তখন থেকে তুমি ওনার হয়ে গেছ, উনিও তোমার হয়ে গেছেন, শুধু এই কথাটি বুঝতে তোমার একটু দেরী হবে, তাড়াতাড়ির কি আছে!

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



।১৮১।

৬ই মার্চ ২০০৩

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

৩রা জানুয়ারীর তোমার চিঠি এখানে ১১ই জানুয়ারী পৌঁছেছে।

তুমি হয়তো এই কথাটি জানো না যদি তোমার মনে আসক্তি, সংশয় থাকে তবে সেটা তুমি ছাড়া আর কেউ এই দুনিয়ায় তোমাকে এই অবস্থা থেকে বের করে আনতে পারবে না। এর কারণ এটাই যে তোমার বর্তমান অবস্থাই তোমার ভালো লাগে। তুমি তো জানো লোকদের যে কথাটি বলতে ভালো লাগে সেটিকে নিয়ে দিনরাত আলোচনা করো। তেমনি তুমিও নিজের আসক্তিগুলো সম্পর্কে জানাতে আনন্দ অনুভব করো।

নিজের মঙ্গল যদি চাও তবে আসক্তি, সংশয় ইত্যাদি শব্দগুলোকে ভুলে যাও। পড়াশুনায় মন দাও, উৎসাহের সঙ্গে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো।

আমি তোমার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৮২।

২৬শে অক্টোবর ২০০০

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ৮ই অক্টোবরের চিঠি ১৮ই এখানে পৌঁছেছে।

ঠিক আছে, তুমি তোমার মায়ের সেবা করো। তোমার ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত তুমি এই দ্বন্দ্বে থেকে কষ্ট অনুভব করবে যে রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করবে না নিজের মায়ের সেবা করবে। তারপর তা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

সাধুদের জীবন বড়ই কঠিন, তোমাদের মত নবযুবকদের জন্য তো আরও কঠিন। বাহির থেকে এই জীবন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তোমার মনে সংকল্পের সেই দৃঢ়তা নেই, যে দৃঢ়তার সঙ্গে সংকল্প সিদ্ধ হয়। এগিয়ে চলো, প্রভুর নাম নিতে নিতে সেই দৃঢ়তা নিশ্চয় আসবে।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৮৩ ।

৬ই মার্চ ২০০৩

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া...,

তোমার ২৪শে ডিসেম্বরের ডাক মোহর লাগানো চিঠি ৩রা ফেব্রুয়ারী এখানে পৌঁছেছে।

যে সময় তুমি খুব চিন্তান্বিত হও, ঠিক সেই সময় মনে মনে ইষ্টদেবের নাম জপ করা শুরু করে দাও, তোমার চিন্তা তখনই পালাবে। প্রভুর কাছে প্রার্থনা ব্যাকুলতার সঙ্গে করো, এইভাবে করো যেন চোখে জল চলে আসে। তবেই প্রভু তোমার প্রার্থনা শুনবেন।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজের নিকট প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদা শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ১৮৪ ।

১লা মার্চ ২০০৩

স্নেহের কন্যা...,

তোমার জানুয়ারীর চিঠি ৪ঠা ফেব্রুয়ারী এখানে পৌঁছেছে। শ্রীশ্রীমায়ের স্মরণ মাত্রেই তোমার সমস্ত সমস্যাগুলো দূর হয়ে যায় জেনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

কি চাইছ? যা বলার সাহস নেই? তুমি কি ধরনের জীবন অতিবাহিত করতে চাও, আমায় কেন বলছ না? অবশ্য আমি এটা জানি তুমি যদি সত্যি সত্যি কোন এক বিশেষ ধরনের জীবন অতিবাহিত করতে চাও তবে ওটাতে কেউ বাধা দেবে না। সুতরাং তুমি নিঃসংকোচে বলতে পারো। ইচ্ছা বুদ্ধির উপর নির্ভর, বুদ্ধি নিজের পুরানো কর্মের দ্বারা উৎপন্ন সংস্কারের উপর নির্ভর, তাই যদি তোমার ইচ্ছা দৃঢ় হয় তো এর অর্থ হল যে তোমার ঐ ইচ্ছার পিছনে তোমার বুদ্ধির সমর্থন আছে। তোমার ইচ্ছা দৃঢ় হওয়ার অর্থ হল যে ওটা পূর্ণ হতে চলেছে যেমন রাত যখন গভীর অন্ধকারময় হয় তখন লোকেরা ঠিক বুঝতে পারে যে ভোরের আলো খুব শীঘ্রই ফুটবে। আমায় চিঠি লিখতে থাকো। জবাব পাঠাতে একটু দেরী হতে পারে কিন্তু জবাব অবশ্যই আমি পাঠাবো।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজের কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ

। ১৮৫ ।

৩০শে আগষ্ট ২০০০

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১১ই জুলাইয়ের চিঠি এখানে ১৮ই জুলাই পৌঁছেছে, আমি প্রতিদিন আমাদের শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কাছে এবং শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তোমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি। গুরুপূর্ণিমার পবিত্র দিনেও আমি তোমার কল্যাণের জন্য ওনার কাছে প্রার্থনা করেছি।

তুমি কি জানো না যে আমাদের মঠের সাধু এবং ভক্তজন সকলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ বলেন, দীক্ষাগুরুকে গুরুদেব, গুরুমহারাজ বলার নিয়ম নেই। তুমি আমায় শুধু 'মহারাজ' বলে সম্বোধন করতে পারো। সকল সাধুদেরকে 'মহারাজ' বলতে পারো বা নামের শেষে 'জী' বলে সম্বোধন করতে পারো। কিন্তু নিজের দীক্ষাগুরুর জন্য এমন সম্বোধন ঠিক নয়। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজকে আমরা 'শ্রীশ্রীঠাকুর'ও বলি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য পড়তে থাকো, এই কথাগুলো ক্রমশঃ পরিষ্কার হতে থাকবে এবং তোমার নিজের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে ক্রমশঃ অসহনীয় মনে হবে এবং তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের, শ্রীশ্রীমায়ের, স্বামীজীর এবং ওনার গুরুভাইদের, ওনাদের ভক্তদের সঙ্গ কামনা করতে থাকবে।

নিজের ইষ্টমন্ত্রের জপ মনে সর্বক্ষণ জপার অভ্যাস করো। এক মাস পরে আমায় জানাও।

আমি প্রভুর কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভচিন্তক
স্বামী গহনানন্দ



। ১৮৬।

৬ই মার্চ ২০০৩

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৮ই ফেব্রুয়ারীর চিঠি এখানে ২৬শে ফেব্রুয়ারী পৌঁছেছে।

জপমালা তুমি পেয়েছো ঠিক আছে, তুমি টাকা Money Order করে পাঠিয়ে দিয়েছো। তুমি আর একটি কাজ করো, সময় বের করে আমাদের আলমোড়া আশ্রমে চলে যাও। ওখানকার ঠিকানা হচ্ছে— Ramakrishna Kutir, Bright End Corner, P.O. and Dist. Almora 263601, এবং ওখানকার টেলিফোন নম্বর (05962) (30667) এবং (34573) যদি চাও তবে ওখানে পৌঁছানোর আগে ওখানকার সাধুদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে নিতে পারো। অথবা হরিদ্বারও যেতে পারো। হরিদ্বারের আশ্রমের ঠিকানা হচ্ছে —Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission Sevashrama, P.O.-Kankhal, Dist.-Hardwar, Pin-249408, টেলিফোন নম্বর (0133) 416141, বা 414176, বা 822183, এখানেও টেলিফোনে কথা বলতে পারো, আমার চিঠির কথাও উত্থাপন করতে পারো। আলমোড়া বা হরিদ্বারের সাধুদের থেকে জপের নিয়ম জিজ্ঞাসা করলে ওনারা তোমাকে বলে দেবেন। এই চিঠিটি সঙ্গে করে নিয়ে যেও। আমায় চিঠি লিখতে থাকো।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সদা শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ১৮৭।

২৬শে অক্টোবর ২০০০

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১০ই আগস্টের চিঠি এখানে ২৪শে আগস্ট এ পৌঁছেছে। জবাব পাঠাতে একটু দেরী হল।

ভালোই হল ঘরে থেকেই তুমি জপ করে যাচ্ছো। যতদূর পারো একই আসনে বসে সংখ্যা রেখে জপ করো। তুমি ১০৮ বার জপের কথা বলেছো, তুমি কি জানো না শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দুই লক্ষ বার জপ করতেন, ওনার স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া আড়াই লক্ষ বার জপ করতেন। আমাদের সাধুদের মধ্যে স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ এক সময় এক লক্ষ আট হাজার বার সংখ্যা রেখে জপ করতেন, এখন বুঝে নাও! শ্রীমূর্তির ধ্যান তোমার মনের নির্মলতার উপর নির্ভর। নিজের মনে আসা ভাবনাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করো, যেমন ঘর পরিষ্কার করার আগে ওখানে কোথায় কোথায় নোংরা আছে জেনে নাও তারপর ওটাকে পরিষ্কার করো। ঠিক তেমনি মনের বাসনাগুলোর সঙ্গেও ভালো করে পরিচিত হয়ে যাও, জেনে নাও কি কি বাসনা তোমার মনে আছে, তবেই ঐগুলোকে পরিষ্কার করতে পারবে। এই কথাগুলোর সম্পর্কে আমি প্রথমেই জানিয়ে ছিলাম। তোমার নিশ্চয় মনে আছে।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজের কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।১৮৮।

২৬শে অক্টোবর ২০০০

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১৮ই আগস্টের চিঠি এখানে ২৪শে আগস্ট এ পৌঁছেছে, জবাব লিখিয়ে পাঠাতে একটু দেরী হল।

যখন তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নামকে আশ্রয় করে নিয়েছো তখন এটাই সবচাইতে ভালো উপায় হবে সংসারের চিন্তা ওনার উপর ছেড়ে দাও। ওনার ছবির সামনে একা বসে ওনাকে বলো, ‘হে প্রভু এই সব ঝামেলা থেকে আমায় রক্ষা করো, আমি দিন-রাত তোমার নাম জপ করতে চাই এবং আমার তন-মন-ধন যেন তোমার চরণেই সমর্পণ করতে পারি। হে প্রভু আমি এইসব আর সইতে পারছি না।’ এইভাবে ওনার কাছে প্রার্থনা করো। তোমার প্রার্থনা অত্যন্ত ব্যাকুল হলে উনি নিশ্চয় শুনবেন। নিশ্চিন্তে থাকো।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভচিন্তক
স্বামী গহনানন্দ



। ১৮৯ ।

২৬শে অক্টোবর ২০০০

স্নেহের কন্যা

তোমার আগস্ট এর চিঠি এখানে ১৩ আগস্ট এ পৌঁছেছিল।

যতক্ষণ তুমি বোঝ যে বেদান্ত আদি তোমার দ্বারা হবে না, ততক্ষণ এমনি থাকবে। সংসার থেকে ছুটি নেওয়ার পরে উনার সম্বন্ধে যখন জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হবে তখন উপনিষদ পড়ানোর জন্য আচার্যও তোমার কাছে পৌঁছে যাবে।

আপাতত এক হাতে সংসার দেখ আর অন্য হাতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে যতটুকু সেবা করতে পার করতে থাক।

ম....কে বল স্বামী বিবেকানন্দ-এর ফটোগ্রাফ দেখে study করতে তারপর যখন উনার ফটো বানাতে বসবে তো প্রথমে স্বামীজীকে ফটোতে নিজেকে প্রকাশিত করার জন্য প্রার্থনা কর।

ম.....এবং পী.....কে আমার তরফ থেকে দীপাবলীর greetings এবং শুভ কামনা বল।

আমি তোমাদের সবার ভালোর জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করতে থাকি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



। ১৯০ ।

২৫শে অক্টোবর ২০০০

প্রিয়....আনন্দ,

তারিখ ২৫ আগষ্ট ২০০০ এর লেখা তোমার পত্র এখানে ২৯ আগস্ট ২০০০ পৌঁছেছিল। তার জন্য ধন্যবাদ। তুমি এটা জান যে আমাদের লোকেদেরও এমন বিশ্বাস যে কি রামকৃষ্ণ মিশন এ ...কেন্দ্র এর সঞ্চালক এর রূপে তোমার শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজ এর অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছে।

তুমি এখনও পর্য্যন্ত অনেক কুশলতার সঙ্গে কাজ করছ এবং এই প্রেরণার সাথে সেবা কার্য্য করে যাও।

আমি তোমাদের সবার ভালোর জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করতে থাকি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ১৯১ ।

কল্যাণীয়...,

তোমার ২২শে জানুয়ারীর চিঠি এখানে ২৮শে জানুয়ারী পৌঁছেছে। নিজের পরম্পরাগত ব্যবসার উপর মন লাগাও ওটাতে ভাল হোক চাই মন্দ হোক, ওটাকে ছেড় না। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো, শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম সর্বদা মনে মনে জপ করতে থাকো আর এই ভাবে করো যেমন যেমন তোমার মন তোমার ইষ্টদেবতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়, তোমার সাংসারিক কর্ম নির্বাহও অনায়াসে হতে থাকবে।

আমি এই পত্র হিন্দীতে লিখিয়েছি কারণ মারাঠীতে অনুবাদ করতে দেরী হত। হয়তো তোমার পড়তে ও বুঝতে অসুবিধা হবে না। তোমার আগামী চিঠিতে লেখ তুমি হিন্দি বোঝো কি না? যদি পড়তে না পার তবে মারাঠীতেই পত্র পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।

আমি তোমাদের সবার জন্য আমাদের প্রভুকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভচিন্তক
স্বামী গহনানন্দ



।১৯২।

৫ই ফেব্রুয়ারী ২০০০

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৭ই জানুয়ারীর চিঠি এখানে ২৪শে জানুয়ারী পৌঁছেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করতে থাকো। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করলে উনি শোনেন। আমি তোমার পরিবারের জন্য ওনাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ১৯৩।

১লা ফেব্রুয়ারী ২০০২

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৫ই ডিসেম্বরের চিঠি এখানে ৩১শে ডিসেম্বর পৌঁছেছে।

তোমার চিঠিতে জপ করার সময় যে অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখেছো এখনও কি ঐ রকম অভিজ্ঞতা তোমার হয়ে থাকে? এই পত্রের উত্তরে তুমি তোমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানাও। কখনও কখনও স্বাস্থ্যের জন্য এমন অনুভব হয়ে থাকে। কিন্তু ওটাতে বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমাকে জানাও দিনরাত তুমি কত সংখ্যক জপ করো এবং কতক্ষণ পর্যন্ত ধ্যান করো। আমাকে এটাও লেখ যে তোমার ঘরে কত জন লোক আর কারা কারা আছেন এবং দিনভর তুমি কি কি করো। জপ-ধ্যান বন্ধ করো না।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।১৯৪।

২০শে মার্চ ২০০২

স্নেহের কন্যা,

তোমার ১১ই ফেব্রুয়ারীর চিঠি এখানে ১৮ই ফেব্রুয়ারী পৌঁছেছে।

তোমার মা এবং তোমার ভাই লী.... কে বলো যে তোমার বাবা এই বুঝেই শরীর ত্যাগ করেছেন যাতে ওনার অনুপস্থিতিতে তোমরা তোমাদের পরিবারের দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ হও। কোন ব্যক্তির অকাল মৃত্যুর কারণ এই হয়, সে নিজের বর্তমান অবস্থা থেকে ৪০-৫০ বছর আর অতিবাহিত করতে চায় না এবং যখন তাঁর অন্তরাত্মা তাঁকে বলে যে তাঁর স্ত্রী অনেকটা ধীর-স্থিরমতী মহিলা কোন পরিস্থিতিতে শোকাতুর হয়ে পড়েন না, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর কাঁধের উপর সংসারের বোঝা চাপিয়ে চলে যান।

আমাকে চিঠি লিখতে থাকো। তোমার মাকে, লী....কে, ছোট বোনকে বলো আমাকে চিঠি লিখতে।

আমি তোমাদের সবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজের কাছে সর্বদা প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ

। ১৯৫।

৩০শে মার্চ ২০০২

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ৩১শে ডিসেম্বর এবং ২১শে ফেব্রুয়ারীর দুটো চিঠিই এখানে পৌঁছেছে।

যে লোকগুলো আধ্যাত্মিক পথে চলার জন্য প্রস্তুত হয় তারা যেমন যেমন ঐ পথে অগ্রসর হয় সমগ্র সংসারের দুঃখ, সমগ্র সংসারের কষ্ট ওদের মাথার উপর উঠে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন দেখে নাও। আট বছর বয়সেই পিতৃবিয়োগ সহ্য করতে হয়েছে। তারপর কিছুদিনের মধ্যে রোজগার করার জন্য কলকাতা আসতে হল। দক্ষিণেশ্বরেও কি হৃদয়রামকে নিয়ে ওনাকে কষ্ট সহ্য করতে হয় নি? সারদা মায়ের জীবন, জানকী মায়ের জীবন, যাঁদের জন্মদুঃখিনী বলা হয়, তুমি দেখ নি? এইসবের পরও সারদা মায়ের, জানকী মায়ের জীবনতো ভারতীয় নারীদের আদর্শ জীবনই হয়ে আছে। যদি আছে তবে তোমার দুঃখে, কষ্টে কিসের এত ব্যথা। তুমি কি জাননা, "সুখ-দুঃখের এই সংসারে কেন সবাই কান্নাকাটি করে? জ্ঞানীরা কাটায় জ্ঞানের মাধ্যমে আর মূর্খ কাটায় কান্নাকাটি করে।" নিজের কষ্টে যদি ঘাবড়ে যাও তবে সংসারীদের কষ্ট নিবারণের জন্য নিজের যোগ্যতা কিভাবে বাড়াবে? প্রভুর নাম নিতেও থাকো আবার শোক দুঃখে ঘাবড়াতেও থাকো। মা সারদা, মা জানকী, ওনাদের জীবনে তো এমন হয় নি।

রামকৃষ্ণ-সারদার উপর ভরসা রাখো আর প্রবল উৎসাহের সঙ্গে কাজকর্ম করতে থাকো। আমি তোমার জন্য ওনাদের কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভানুধ্যায়ী
স্বামী গহনানন্দ



। ১৯৬ ।

২০শে মার্চ ২০০২

কল্যাণীয়া/কল্যাণীয়া,

তোমার ৭ই মার্চের চিঠি ১৪ই মার্চ এখানে পৌঁছেছে। মধ্যের অক্ষরটি হল........., বুঝে নাও অক্ষরগুলো সংযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়েছে।...ইত্যাদি শব্দে হ্রস্ব-ইকারের উচ্চারণ হয়-এটাকে দীর্ঘ ইকারের উচ্চারণ করবে। সংসার থেকে তোমার মন যখন বাস্তবে সরে আসবে তখন তোমার ইষ্টদেবতা তোমাকে এই সংসারের কর্মে, সংসারীদের সেবায় নিয়োজিত করবেন। বর্তমানে ওনার নাম নিতে থাকো।

আমি তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রভুকে নিরন্তর প্রার্থনা করে যাচ্ছি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভচিন্তক
স্বামী গহনানন্দ

।১৯৭।

৩০শে জানুয়ারী ২০০২

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১৩ই জানুয়ারীর চিঠি ২২শে জানুয়ারী এখানে পৌঁছে গিয়েছিল।

তুমি মন্ত্রদীক্ষা এই জন্য নাও নি যে তুমি এতবার মন্ত্র জপ করলে আর শ্রীভগবান দৌড়ে তোমার কাছে এসে দর্শন দেবেন। এক দেড় বছরের কোন শিশু যখন তার মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন সে অস্থির হয়ে মা-মা বলে কান্নাকাটি করতে থাকে। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে যতক্ষণ না মা তার কাছে ফিরে আসে। শ্রীশ্রীঠাকুরও বলেছেন যদি দুদিন কেউ শ্রীভগবানের জন্য সেই ব্যাকুলতা নিয়ে কাঁদে তবে সেই ব্যক্তিকে উনি নিশ্চয় দর্শন দেবেন। এই জন্য এত দিন এত বার জপ করলেই যে শ্রীভগবানের দর্শন হবে, এমন মনে করো না।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বলতেন যে শ্রীভগবানের দর্শনের পরই আধ্যাত্মিক জীবনের শুভারম্ভ হয়। যে বালক সচিন তেন্ডুলকারকে দেখবার জন্য উত্তেজিত হয় কিন্তু তেন্ডুলকারের মত Cricketer হতে চায় না তার উত্তেজিত হওয়ার অর্থ আছে কি? পূর্বের দিকে তোমাকে অগ্রসর হতে হবে তো পশ্চিমকে তোমার পুরোপুরি পিছনে ছেড়ে আসতে হবে। এইভাবে তোমার বুদ্ধি থেকে তোমার ইষ্টদেবতার ভাবনা ছাড়া অন্য সব ভাবনাগুলো বেরিয়ে যাবে আর তোমার বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে যাবে, তোমার মন শুদ্ধ হয়ে যাবে, সেই শুদ্ধ মনে তোমার আত্ম দর্শন হবে। বর্তমানে তোমার হৃদয়স্থিত শ্রীভগবান যেমন তোমাকে চালিয়ে যাচ্ছেন তেমনই নিজের নিত্যকর্ম চালিয়ে যাও। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো।

আমি তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রভুকে প্রার্থনা করে যাচ্ছি। এই বিষয়ের উপর কারো সঙ্গে কথা বল না এবং কাউকে আমার চিঠিগুলো পড়তেও দিও না।

ইতি—

তোমার সতত শুভানুধ্যায়ী

স্বামী গহনানন্দ



। ১৯৮।

২০শে মার্চ ২০০২

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১০ই নভেম্বরের চিঠি তোমার দীপাবলীর Greeting Card এর সঙ্গে ১৮ই নভেম্বরে এখানে পৌঁছে কোথাও চাপা পড়েছিল।

এখন তো তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো এই সংসারে তোমার নিজের বলে কিছুই নেই, এমন কি তুমিও শ্রীশ্রীঠাকুরের, শ্রীশ্রীমায়ের হয়ে গেছ, ওনাদের হাতের পুতুল হয়ে গেছ। ওনারা এখন তোমাকে দিয়ে যা কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, তুমি তা প্রসন্ন চিত্তে করতে থাকো। উনিই তোমাকে পি..., ম....এর, তোমার স্বামীর দেখাশোনার জন্য তোমাকে নিয়োজিত করেছেন, এই দেখাশোনার মাধ্যমেই তুমি সেবা করে যাও। তারপর দেখবে, তুমি এই কর্মে, অন্যান্য সব ধরনের কর্ম করতে আনন্দ পাচ্ছো।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে তোমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি, যা তোমার জানা আছে।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ১৯৯।

৫ই ফেব্রুয়ারী ২০০২

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ২৪শে জানুয়ারীর চিঠি ১ লা ফেব্রুয়ারী এখানে পৌঁছেছে।

তুমি লিখেছো—"তোমার জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত এমনিই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; আমি এখন কি করব।" কিন্তু আসল কথাটি হল তুমি কিছুই সেইরকম করে করছ না। ঘটনা ঘটে যাচ্ছে আর কিছু কিছু ঘটনা তোমাকে বিচলিত করছে, যেমন সিনেমা হলে তুমি কোন ফিল্ম দেখছ আর সে ফিল্মের কোন ঘটনার উপর তুমি কেঁদে ফেলছ, আর কখনও কখনও প্রসন্ন হয়েও যাচ্ছো।

কথাটি শুধু এইটুকুই। এই সংসারে তুমি সুখী হওয়ার আশা কিভাবে করছ? তোমার এত অভিজ্ঞতা হওয়ার পরও সংসারের স্বরূপকে নিয়ে তোমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেছে? শ্রীশ্রীমায়ের, শ্রীশ্রীঠাকুরের, স্বামীজী মহারাজের, ওনার গুরুভাইদের, মঠের আজ পর্যন্ত যত সাধু সন্ন্যাসীদের জীবনে কি তুমি কোথাও সাংসারিক সুখ দেখতে পাচ্ছো? যদি ওনাদেরকে প্রসন্নচিত্ত মনে হচ্ছে সেটা এই জন্য যে সাংসারিক দুঃখ ওনাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে না। ওনারা সবাই সংসারের স্বরূপের সঙ্গে পরিচিত। রামায়ণ মহাভারতের মহান চরিত্রগুলোকে দেখ, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, জানকীমাতা, ঊর্মিলা, কৌশল্যা, কুন্তী, পঞ্চপান্ডব, দ্রৌপদী ইত্যাদি চরিত্রগুলো সম্পর্কে চিন্তা করো আর আমাকে বলো যে ওনারা কি নিজেদের জীবনে সুখ পেয়েছিলেন? শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ, গৌতমবুদ্ধ, নানকদেব; কবীর দাস, যীশুখ্রীষ্ট ওনারা এই সংসারে কি সুখ পেয়েছিলেন?

তাই ইদানীং যা কাজ করে যাচ্ছো, যাদের সেবা করার অধিকার পেয়েছো, মনে কর ঈশ্বরেরই সেবা করে যাচ্ছো, এই বুদ্ধি দিয়ে উনাদের সেবা করে যাও। তোমার বুদ্ধি এই কথার উপর দৃঢ় হয়ে গেলে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। এই সংসার থেকে পাওয়ার মত কিছুই নেই, শুধু নিজের সামর্থ্য অনুসারে সেবা করতে হবে, এই হবে প্রভুর সেবা।

এমন অহংকার কখনও করো না যে প্রভুর সমস্ত লীলা তুমি বুঝে নিয়েছ। মনে প্রাণে সবাইকে সেবা করে যাও। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ইত্যাদি সকলে তাই করে গেছেন, তোমাকেও এটা করতে হবে। উড়িষ্যাতে দুবছর আগে ঝড় এসেছিল, সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছিল। কিন্তু জনসাধারণ ঝড়ে পীড়িত লোকদের সেবাও করেছে, তুমিও ঝড় দেখে ঘাবড়ে যেও না।

আমি আগের মতই শ্রীশ্রীঠাকুরকে তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ২০০ ।

২০শে মার্চ ২০০২

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১লা মার্চের চিঠি ১৪ই মার্চ এখানে পৌঁছেছে। মন্ত্র তুমি যেভাবে লিখেছ সেইভাবে উচ্চারণ করো। যেমন ব....বলে কেউ তোমার আশেপাশে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছে, সে হয়তো ব....শব্দের অর্থ জানে না, কিন্তু সে তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে সফল হল। ব....শব্দের অর্থের সঙ্গে তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার ব্যক্তি সত্তার কোন সম্পর্ক নেই। মন্ত্রতো দেবতাদের শরীর, বারবার জপ করতে থাকলে তোমার মনে নতুন সংস্কার উদ্রেক হবে, তারপর তুমি এইসব কথাগুলো আরও ভাল করে বুঝতে পারবে। যেখানে থাকো সবসময় প্রভুর নাম জপ করার চেষ্টা করো।

আমি তোমার জন্য নিরন্তর প্রভুকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ২০১।

২০শে মার্চ ২০০২

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২৮শে জানুয়ারীর পোস্টকার্ড ৫ই ফেব্রুয়ারী এখানে পৌঁছেছে। (.....) অনুপস্থিতি কি তুমি অনুভব করছ, সেই অনুভূতিকে দূর করার জন্য সবসময় ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করতে থাকো। আমার মনে হচ্ছে তোমার মন ও বুদ্ধি থেকে এই সংসারের প্রতি আসক্তি কেটে যায় নি, কারণ তুমি এখনও বিয়ে করার কথা ভেবে যাচ্ছো। একা কিভাবে এই জীবন কাটাবে? ভগবানের উপর একেবারে ভরসা নেই কি তোমার?

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য প্রভুকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ২০২।

১৮ই এপ্রিল ২০০২

কল্যাণীয়া....মা,

তোমার ৩০ মার্চের চিঠি এখানে পৌঁছে গিয়েছিল। যে তোমার খামের উপর আমার নাম লিখেছে তাঁর জন্য আমি আমার নাম লিখছি। আমার নাম ইংরেজী অক্ষরে এইভাবে লেখা হয়—Swami Gahanananda (SWAMI GAHANANANDA) আর দেবনগরী অক্ষরে লেখা হয়, स्वामी गहनानन्द তুমিও শিখে নাও।

তোমার চিঠিতে তুমি যেভাবে তোমার মনের আনন্দ ব্যক্ত করেছ আমি তাতে খুব খুশী হয়েছি। 'উপাসনা পদ্ধতির' নিয়ম অনুসারে ধ্যান-জপ-উপাসনা নিশ্চয় তুমি করে যাচ্ছো। এছাড়া যখনই অবসর পাবে সবসময় মনে মনে জপ করার অভ্যাস করে ফেলো। প্রভুর নাম জপ করার আগ্রহ যখন এসে যাবে তখন দেখবে তুমি উৎসাহের সঙ্গে জপ করছ আর অনুভব করতে পারবে আনন্দ কাকে বলে, জীবনের গতির তীব্রতা থেকে বদলানো কাকে বলে, প্রভুর নাম খুব জপ করতে থাকো।

আমি তোমার আধ্যাত্মিক ইচ্ছেপূরণের জন্য সবসময় প্রভুকে, শ্রীশ্রীমাকে এবং স্বামীজী মহারাজকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভানুধ্যায়ী

স্বামী গহনানন্দ



। ২০৩।

১৮ই এপ্রিল ২০০২

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার লেখা চিঠি ৩০শে মার্চে এখানে পৌঁছে গেছে, তাতে তুমি তারিখ লেখনি। আমার নাম স্বামী গহনানন্দ লেখ, তুমি ভুল ভাবে লিখেছো।

তুমি লিখেছো যে তোমার মনে শান্তি নেই, মনের বাসনাগুলো পূর্ণ হচ্ছে না। কিন্তু দেখ..., তুমি ভাবছ যে বর্তমান বাসনাগুলো পূর্ণ হলে মন শান্ত হয়ে যাবে, এইসব ভাবনা সম্পূর্ণ ভুল। আজ পর্যন্ত যা ভাবনা তোমার মনে উৎপন্ন হয়েছে, দু-চারটে যদি পূর্ণ নাও হয়ে থাকে তবে কিছুদিনের মধ্যে পূর্ণ হয়ে যাবে, কিন্তু..., মন তাতে শান্ত হবে না। শান্ত এইজন্য হবে না কারণ এখনও তোমার শান্তির সঙ্গে পরিচয় হয় নি। শান্তিতো তখনই আসে যখন মন থেকে তোমার বাসনাগুলো উৎপন্ন হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এটা এই মুহূর্তে হওয়া সম্ভব নয়, তাই বর্তমানে তুমি দীক্ষামন্ত্রকে 'উপাসনা পদ্ধতি'র নিয়ম অনুসারে পালন করে জপ করতে থাকো, আর সুযোগ পেলে সবসময় যথাশক্তি মনে মনে জপ কর।

আমি প্রভুর কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ

| ২০৪ |

১৮ই এপ্রিল ২০০২

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১লা এপ্রিলের চিঠি এখানে ৮ই এপ্রিল পৌঁছে গেছে। নিজেকে ছোট মনে করো না। তোমার বুদ্ধি আর তোমার বয়সের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই। বুদ্ধির উৎকর্ষ এই কথার উপর নির্ভর করে যে ব্যক্তি নিজের বর্তমান জীবন আর পূর্ব জীবন থেকে কি শিখেছে।

স্কুলের হোমওয়ার্ক তো তোমাকে করতে হবে কিন্তু যদি পার তোমার মা যে কাজ করতে বলছেন সেই কাজকেও সমন্বয় করে করার চেষ্টা করো। এমনি ঐ কাজটি যদি তুমি মন দিয়ে আনন্দের সাথে করো তবে সেই কাজটি খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। সকালবেলা জপ ধ্যানের জন্য ভাল, মন শান্ত থাকে, তাই আসনে বসে বেশী সময় নিয়মানুসারে ধ্যান জপ করতে থাকো। যদি তুমি সবসময় মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করার অভ্যাস করে ফেলো তো তোমার মনকে শান্ত করার জন্য আর কিছু করতে হবে না। নিজের মনের সঙ্গে সম্পর্কও তৈরী করতে পারবে, কথাও বলতে পারবে, তুমি জানো শুদ্ধ মনই শুদ্ধ আত্মা, তোমার শুদ্ধ মন তোমারই শুদ্ধ আত্মা। এই মন শুদ্ধ হলে তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের রূপে, নিজের আদর্শ স্বরূপকে জানতে পারবে। বর্তমানে নিজের মনের উপর নজদরদারি রাখো, দেখতে থাকো সে প্রতিক্ষণ কি কি চিন্তা করছে। যখনই একা হবে, তখন দেখো মন কি চিন্তা করছে, এইভাবে এক মাস পর্যন্ত করতে থাকো তারপর আমাকে জানাও।

আমি তোমার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ২০৫।

২০শে মার্চ ২০০২

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ৪ঠা এবং ৬ই ফেব্রুয়ারীর চিঠিগুলো পেয়েছি। প্রভুই অনুক্ষণ তোমার সঙ্গে আছেন, কিসের চিন্তা তোমার। সন্তানের জন্য, নিজের স্বামীর জন্য যা চাইছ তাই হবে, শুধু শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের উপর ভরসা রাখো, রামদানা এখানে পাওয়া যায় কি ? আমি তো জানি না।

আমি তোমাদের সবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ

| ২০৬ |

২০ই মার্চ ২০০২

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

জয়পুর থেকে প্রকাশিত ৫ই ফেব্রুয়ারীর সান্ধ্য 'সমাচার-জগৎ' এ তোমার 'বিবেকানন্দ ও ভারতমাতা' শীর্ষক লেখাটি খুব ভাল লাগল।

আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ একটি কাহিনী বলতেন, কোন এক সময় সমুদ্র যাত্রা করতে গিয়ে একটি জল জাহাজ এক প্রচন্ড সামুদ্রিক ঝড়ের মধ্যে পড়ে যায়। সব যাত্রীরা বিপর্যস্ত, মনে হচ্ছিল এখনই সবার জলসমাধি হয়ে যাবে। এই অবস্থায় এক মহিলা দেখল যে তার স্বামী শান্তভাবে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে নিজের স্বামীকে এমন প্রশান্ত মুদ্রায় দেখে রীতিমত ঘাবড়ে যায় এবং জিজ্ঞেস করে তুমি কিভাবে এত শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছ? তোমার ভয় করছে না, জাহাজ যে কোন সময় যে কোন মুহূর্তে ডুবে যেতে পারে? এর উত্তরে তার স্বামী নিজের পকেট থেকে রিভলবার বের করে নিজের স্ত্রীকে নিশানা করল। স্ত্রী বলল, এটা কি? এর অর্থই বা কি? স্বামী বলল তোমার এখন ভয় করছে না, তুমি যেকোন সময় মারা যেতে পার? স্ত্রী বলল, তোমার হাতে মরতে আমি কেন ভয় পাব? স্বামী আবারও বলল, তুমি আমাকে ভালোবাস, তাই আমার হাতে মরতে তুমি ভয় পাচ্ছো না। ঠিক সেইরকম আমি করুণানিধান পরমাত্মাকে ভালোবাসি, ওনার হাতে মরতে কেন আমার ভয় হবে?

এইভাবে বর্তমান সমস্যাগুলো সম্পর্কে বোঝ। প্রভুর উপর ভরসা রাখ। যা হবে রামের ইচ্ছাতেই হবে।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য নিরন্তর প্রভুকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ

পুনঃ - তুমি 'রামকৃষ্ণ মিশন' ছাপানো খামের মধ্যে তোমার চিঠি পাঠিয়েছো। 'মিশন' লেখা এইরকম খাম ব্যবহার করা আমার ঠিক লাগেনি।



।২০৭।

১৭ই এপ্রিল ২০০২

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২১শে মার্চের চিঠি এখানে ৩রা এপ্রিল পৌঁছেছিল।

দীক্ষার সময় তোমাকে দেওয়া 'উপাসনা পদ্ধতি' নামে বইটিতে বলা বিধি অনুসারে প্রতিদিন নিয়ম পূর্বক ধ্যান-জপ-উপাসনা করার পর ১০৮ বার নিজের পুরান মন্ত্র জপ করো, যেই মন্ত্রটি আমি শোধন করে দিয়েছি, তুমি সেটাকে ভুল ভাবে উচ্চারণ করছিলে।....এইভাবে উচ্চারণ করো....ইকারের উচ্চারণ স্পষ্ট হওয়া চাই।....এইভাবে উচ্চারণ করো।

তাছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্ত্র সবসময় মনে মনে জপ করার অভ্যাস করো ও রামকৃষ্ণ মঠ থেকে প্রকাশিত বইগুলো ক্রমাগত পড়তে থাকো।

আমি তোমার মন্ত্র লেখা কাগজটি এই চিঠির সঙ্গে পাঠাচ্ছি। মুখস্ত হয়ে গেলে এই কাগজটি নষ্ট করে ফেল যাতে কারো হাতে না পড়ে।

ইতি—

তোমার সতত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ

। ২০৮ ।

১৮ই এপ্রিল ২০০২

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৮ই মার্চের চিঠি ৩রা এপ্রিল এখানে পৌঁছেছে।

নিজের মা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বালক সে তার মাকেই খোঁজে, মা মা বলে চিৎকার করে, কান্নাকাটি করে, ব্যাকুল হয়ে ডাকাডাকি করে। প্রার্থনার অর্থ প্রকৃষ্ট রূপে অভ্যর্থনা, অর্থ বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন। বালক তার মা থেকে বিচ্ছিন্ন তো হয়ে গেছে কিন্তু মা তার সত্তাতে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে, সে সর্বক্ষণ মায়ের কথা চিন্তা করতে থাকে। ঠিক সেইরকম তুমিও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তোমার প্রার্থনা সম্পর্কে চিন্তা করো। তোমার নিজস্ব সত্তা শ্রীশ্রীঠাকুরের সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে, যেমন বালকটির সত্তা তার মায়ের সঙ্গে জড়িত। এই কথাটি তোমায় বুঝতে হবে, যখন পুরোপুরি বুঝে নেবে তখন সেই বালকের মত ব্যাকুল হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ডাকবে আর একাগ্রতার সন্ধান করে ঘুরে বেড়াতে হবে না। প্রভুর সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে আনুষ্ঠানিক বা প্রথাগত করো না, স্বাভাবিক করো। বাস্তবে প্রভু তোমার আদর্শ স্বরূপ, এখন যদি, তোমার সমাধি হয়, প্রথমে নিজের আদর্শ, শুদ্ধ, নির্মল, পবিত্রতম স্বরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন করবে, তবেই সমাধি হবে। বর্তমানে সর্বক্ষণ মনে মনে প্রভুর নাম করার অভ্যাস করো।

আমি ওনাকে তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ২০৯।

১৭ই এপ্রিল ২০০২

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১লা ফেব্রুয়ারীর চিঠি এখানে ১২ই ফেব্রুয়ারী পৌঁছে গেছে। তোমার নিজের বুদ্ধি অনুসারে যে কোন দেবতাকে পূজো করার আগে তোমার উচিত দীক্ষার দিনে প্রাপ্ত 'উপাসনা পদ্ধতি' অনুসারে যথাবিধি উপাসনা-ধ্যান-জপের ক্রমগুলো করা। তাছাড়া সবসময় মনে মনে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম জপ করার অভ্যাস বানিয়ে ফেল।

নিজের চিঠিগুলোতে তারিখ লেখ ও নিজের পিনকোর্ডের সঙ্গে নিজের সম্পূর্ণ ঠিকানাও লেখ। ভুল হলে ক্ষমা করো লেখ, কিন্তু ভুল না হয় এমন চিন্তা এমন প্রয়াস অত্যধিক আবশ্যক। পুণে মঠ থেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের বইগুলো এনে অধ্যয়ন করো।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে তোমার মঙ্গলের জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।২১০।

১৭ই এপ্রিল ২০০২

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ২৬শে মার্চের চিঠি এখানে ১লা এপ্রিল পৌঁছেছে। তোমার বয়স কত হল? সমাজ শাস্ত্র (অনার্স) ডিগ্রী পাওয়ার পর কি করবে? যদি এম.এ. (সমাজ শাস্ত্র) করো তবে তারপর আবার কি করবে? তুমি বিয়ে করবে কি করবে না তা নিয়ে খুব চিন্তায় আছো আর তার জন্য সাধুদের থেকে পরামর্শও চাইছ। আমার মনে হচ্ছে তোমার আধ্যাত্মিক জীবনকে এখনও পর্যন্ত তুমি গভীরতার সাথে নিতে পার নি, তোমার হয়তো মনে হচ্ছে এই জীবন সামাজিকতা মাত্র। আমি তখন সন্তুষ্ট হব যখন দেখব যে ৩-৪ মাসের মধ্যে...সবসময় মনে মনে নিজের ইষ্টমন্ত্র জপ করার অভ্যাস করে ফেলেছ। পরীক্ষা হয়ে গেলে মন দিয়ে অনর্গল জপ করতে থাকো। নতুন দিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশনে যখন যাবে তখন সবসময় মন্দিরে ঠাকুরের পাশে বসে ধ্যান করো ও গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে পড়ার জন্য সময় অতিবাহিত করো। বর্তমানে শুধু জপ করতেই লেগে পড়, জপ করার ইচ্ছে এসে গেলে কোন কথাতেই তোমার মন বসবে না।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করে যাচ্ছি যেন উনি তোমার মনকে দুনিয়াদারি থেকে অনাসক্ত করে ওনার নাম রটনাতে লাগিয়ে দেন।

ইতি—

তোমার সতত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



।২১১।

১৭ এপ্রিল ২০০২

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ২৬ জানুয়ারীর চিঠি ২ ফেব্রুয়ারী এখানে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু জানি না কেন ওটা আমি আজই পেলাম। এই চিঠিতে এখন আমি সম্পূর্ণ কথা লিখতে পারছি না, কিন্তু তুমি এখন কিছুদিন আমাকে ক্রমাগত চিঠি লিখতে থাকো, আমি তোমাকে বলতে থাকব তোমার কোন অসুবিধা, কোন মনোরোগ ইত্যাদি নেই।

মূল অবধারণার উপর স্পষ্ট ধারণা অনেক কম লোকেরই হয়, তাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। যে কোম্পানীগুলোতে কাজ করছিলে, সেখানে কি করতে হত? তোমার বয়স কত? নিজের সংশোধনের জন্য কি অন্য কোন ডিপ্লোমা ইত্যাদি পড়তে চাইছ? শ্রীশ্রীঠাকুরের বিস্মরণ হওয়ার কথা ভুলে যাও। ইদানীং দুই-তিন মাস পর্যন্ত কেবল ইলেকট্রনিক্সের বই পড়ে আমাকে চিঠিতে লিখে ব্যক্ত করো যে তুমি কি কি পড়েছ। তোমার পরবর্তী চিঠির সঙ্গে আমার এই চিঠির একটি ফটোকপি পাঠিয়ে দেবে।

আমি তোমার সবরকম মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ

।২১২।

১৮ই এপ্রিল ২০০০

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার তারিখ বিহীন চিঠি এখানে ১৯ই ফেব্রুয়ারী পৌঁছে গিয়েছিল।

যে বালক তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ছে, তার মনে এম.এ. ক্লাসের প্রশ্ন তো উঠতে পারে না! এমন প্রশ্ন তার মনে তখন উঠতে পারে যখন সে এম.এ. ক্লাসে পড়ছে। এর অর্থ তা নয় কি প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নকর্তার মনের মধ্যেই আছে? যদি এমন না হয় তবে কেউ বলে দেওয়া সত্ত্বেও সে ঐ সব প্রশ্নের উত্তর বুঝতে পারবে না। তার জন্য তোমার প্রশ্নের সমাধান তোমাকেই বের করতে হবে। ধরো কেউ তোমাকে বলল তোমার মুখের উপর একটি দাগ লেগে আছে। তা শুনে তুমি বিচলিত হয়ে গেলে আর যতক্ষণ পর্যন্ত ওটাকে সরিয়ে দিতে না পারছ ততক্ষণ তোমার মধ্যে একটা অস্থিরতা থেকে যায়। দাগটিকে সরানোর জন্য তুমি একটি আয়না বা দর্পণের সামনে উপস্থিত হও যেখানে তোমার দাগ লাগান চেহারা প্রতিবিম্বিত হয় আর তারপর তুমি দাগটিকে মুছে ফেলো। এখানে তোমার হৃদয়স্থিত ইষ্টদেবতাই তোমার জন্য ঐ আয়না বা আদর্শ বা দর্পণ, যাঁর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার পর, যাঁর ধ্যান করার পর তোমাকে তোমার প্রশ্ন এবং ওনার উত্তর দুটোই আলাদা আলাদা করে দেখতে পাওয়া যাবে। তার জন্য বর্তমানে একমাস পর্যন্ত সবসময় অনর্গল নিজের ইষ্টমন্ত্রকে মনে মনে জপ করার অভ্যাস করতে থাক, সংখ্যা রাখার দরকার নেই। তারপর আমাকে জানাও।

আমি তোমার জন্য আমাদের প্রভুকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ২১৩।

১৬ই জুলাই ২০০৪

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১ জুলাইয়ের চিঠি এখানে ৮ জুলাই পৌঁছে গেছে।

তোমার চিঠিতে যা উল্লেখ তুমি করেছ জবাব এখন পর্যন্ত হয়তো পেয়ে গেছ। তোমার পূর্ণবিশ্বাসেরই দ্বিতীয় নাম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝে নাও—পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে যাওয়া মানে ওনাকে পেয়ে যাওয়া।

তোমাদের দুজনের জন্য আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদা শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ

| ২১৪ |

১৮ই এপ্রিল ২০০২

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ৩রা এপ্রিলের চিঠি এখানে ৪ঠা এপ্রিলে পৌঁছে গেছে।

নিজের জীবনের ছোট ছোট কথা নিয়ে কেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ো? তুমি লিখেছ যে তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবিকে সবসময়ের জন্য হৃদয়ে বসিয়ে রাখতে চাও, কিন্তু তোমার এই কথায় কোন কষ্ট নেই, তোমার এই কথায় কষ্ট হয় না কারণ তোমার হৃদয়ে সবসময় ঠাকুরের ছবিকে বসানোর মতো জায়গা নেই। তোমার হৃদয় মধ্যে তো তোমার শাশুড়ী-শ্বশুর, তোমার ফ্ল্যাট, তোমার ঠাকুরঘর, তোমার ছেলে—এইসবের জন্য জায়গা বানিয়ে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য তুমি কি জায়গা বানাবে? জায়গাতো উনিই তোমার হৃদয়ে বানিয়ে নেবেন যখন তুমি বুঝতে পারবে যে এই সাংসারিক নাটক বা ড্রামার চক্রান্তকারী বা লেখিকা তুমি, নায়িকাও তুমিই, আর দর্শকও তুমিই আছো। ক্রিকেটের কোন খেলোয়াড় প্রথমে ভেবে নেয়, নিশ্চিত করে নেয় যে কীভাবে তাকে খেলতে হবে, তারপর তার পালা আসলে খেলে, এবং শেষে ভিডিওতে নিজের খেলাটি আবার দেখে নেয়। বর্তমানে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর থাকো, ওনাকেই চিন্তা করো, অন্য কাউকে নয়। উনিই তোমাকে কার জন্য কখন, কোথায়, কি করতে হবে বলবেন আর তোমার দ্বারা করিয়েও নেবেন। মনে মনে নিরন্তর প্রভুর নাম নিতে থাকো। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য প্রভুকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



।২১৫।

১৬ই জুলাই ২০০৪

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ৩রা জুলাইয়ের চিঠি এখানে ৭ই জুলাই পৌঁছেছে।

আরেকটি চিঠিতে জপমালা সম্পর্কে লেখ যে জপমালা তুমি পেয়েছো কি না, সুদর্শন মহারাজের নাম তুমি তোমার চিঠিতে লিখেছো, তুমি কি ওনার সঙ্গে জপমালা সম্পর্কে কথা বলেছো? সুদর্শন মহারাজ হলেন আমাদের সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ মহারাজের সচিব। আমার সচিবের নাম স্বামী আত্মনিষ্ঠানন্দ বা সপ্তর্ষি মহারাজ। উপাসনা পদ্ধতি এই চিঠির সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

বি....কে পুত্রশোক ভুলবার জন্য যে কীভাবে বলি। ওকে এইভাবে বলো যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম সে মনে প্রাণে নিতে থাকে, সর্বদা নিতে থাকে, যেমন নিচ্ছে, শ্রীশ্রীঠাকুরেরই এই নির্মম ব্যবস্থা। চিন্তা করো না সে শান্ত হয়ে যাবে।

আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের প্রভুকে, আমাদের মাকে নিত্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ২১৬।

২৮শে জুন ২০০৪

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার চারখানা চিঠি ২২শে মার্চের একটি, ২৫শে মার্চের দুটো আর ২৬শে মে-র একটি এখানে পৌঁছেছে, প্রথম তিনটি ৩১শে মার্চ এবং শেষটি ৫ই জুনে।

আমার তো মনে হয় না তোমার মধ্যে কোন ধরনের খুঁত বা ঘাটতি বা দুর্বলতা বা দোষ আছে। কথাটা শুধু এইটুকু যা কিছু তুমি প্রকটে বা অন্তরালে বলো বা চিন্তা করো কিন্তু বাস্তবে তুমি ওটা চাও না। তোমার ইচ্ছেশক্তি দৃঢ় হয় না। যদি একটু সময় একা বসে ভালো করে চিন্তা করে নাও যে তুমি কি চাও আর ঐ বিষয়ের উপর দৃঢ় সিদ্ধান্ত করে নাও তবে দেখবে যে লক্ষ্যে পৌঁছোতে তোমার দেরী হচ্ছে না।

আমার সঙ্গে দেখা করার কথা এখন রাখো, প্রথমে আমাকে দেখাও যে তুমি গ্র্যাজুয়েশন সম্পূর্ণ করতে পেরেছ।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করে থাকি।

ইতি—

তোমার সতত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



।২১৭।

৮ই জুলাই ২০০৪

স্নেহের কন্যা,

তোমার ১৫ই জুন এর চিঠি ২১শে এখানে পৌঁছেছে।

এমন কি সমস্যায় পড়ে গেলে? সময় নষ্ট কোথায় হচ্ছে? উৎসাহ তো তাকে বলে যদি কেউ ভর্তি হতে দু বছরে পারল না তো আগামী বছরের জন্য সে তৈরী হয়। Medical এ পেলে না তো Engineering, ওটাও যদি না হয় তবে Pathology, এটা কি কোন কথা হল? ওকে পড়তে দাও। হয়তো Pathology তে ভালো করে পড়া যেতে পারে, তুমি একটু খোঁজ খবর নাও।

........ও পত্র লিখেছিল, কিন্তু এই ব্যাপারে সে কিছু লেখে নি। আমি ওর জন্য জবাব লিখিয়ে নিয়েছি। তুমি তো জানো ঠাকুর যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন। তাই নিজের সন্তানকে নিয়ে এত উতলা হয়ো না। প্রভুর নাম জপ করতে থাকো, তাতে নিজের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল।

আমি তোমাদের সবার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমারই একান্ত শুভ চিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



।২১৮।

৮ই জুলাই ২০০৪

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ৮ই মার্চের ফ্যাক্স ঠিকমত পৌঁছে গেছে। তোমার ৭ই আর ৮ই মার্চের চিঠিগুলো ১৩ই মার্চে, ২২শে এপ্রিলের চিঠি ৮ই মে, ২১শে ফেব্রুয়ারীর

চিঠি ১৩ মার্চ, ১০ মে-র চিঠি ২০ মে এবং ১৩ এপ্রিলের চিঠি এখানে ২০ মে পৌঁছে গেছে।

তুমি শ্রীরামদরবারে শ্রীরামের সঙ্গে জানকী মাতা, মহাবীর ইত্যাদি দর্শন করেছো, তুমি সত্যিই সৌভাগ্যবান। সংসারের সংস্কার যাদের অনেক বেশী ওরা এইরকম দর্শন সম্পর্কে সন্দেহ করে থাকেন, কি দেখেছেন, ঠিক দেখেছেন, ভুল দেখেছেন, স্বপ্নে দেখেছেন, কিন্তু যে মুহূর্তে দেখেছে সেই মুহূর্তে তো ওনার মনে এই ধরনের প্রশ্ন ওঠে নি। তুমি যখন ফটোগ্রাফিক পেপারের উপর ছাপানো শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির সম্মুখে প্রণাম করো, প্রার্থনা করো, তখন তোমার কি মনে হয় না যে তুমি ঠাকুরের সামনেই প্রার্থনা ইত্যাদি করছ, এটাও ভাবছো তুমি যা করছ ঠিক না ভুল করছ? অন্যদের সন্দেহ, ওদের কথা ছাড়ো। তুমি তো পবিত্র আচরণ করেছ, প্রার্থনা করেছ, এমন কেউ সাংসারিক সংস্কারের বশের মধ্যে থেকে করতে পারবে না।

ক...এর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তোমার ফ্যাক্সও এখানে পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু হিন্দী জানা লোক যোগোদ্যানে নেই, তাই কেউ পড়তে পারে নি। মনে হয় আমিও এখানে ছিলাম না। ক.....তোমার মেয়ের বিয়ের পর সে কোথায় থাকবে, কি করবে?

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।
এই মন্ত্রকে এই প্রকার লেখ ও পড়ো।

সুখ দুঃখ নিয়েই আমাদের জীবন, তুমি তোমার জীবনকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নেবার অধিকার অর্জন করেছ, পুরোনো কথা ভুলে যাও, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে যাও, ঠাকুরের নামে একদম ডুবে যাও।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য আমাদের প্রভুকে, আমাদের মাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমারই একান্ত শুভ চিন্তক
স্বামী গহনানন্দ

।২১৯।

১৬ই জুলাই ২০০৪

কল্যাণীয়া মা...,

তোমার ২রা জুলাইয়ের লেখা চিঠি এখানে গতকাল পৌঁছেছে। তুমি ঠিকই লিখেছো যে জপ করাই সবচেয়ে বড় সেবা। তুমি আন্তরিক বোধ সম্পর্কে লিখেছো, কিন্তু ভাবো তোমার নিদ্রাও খুব আন্তরিক, কিন্তু ঐ নিদ্রার কি কোন বোধ তোমার হয়? এই বোধ নিয়ে মাথা ঘামিও না। এই জন্য স্বামীজী মহারাজ কর্মযোগের কথা বলেছেন। কর্মযোগের অর্থ হল ছোট-বড় সবরকমের যথাযথ কর্ম করা, যেমন বাচ্চাগুলো তোমার কাছে আসে, ওদের উপর তোমার কোন আকর্ষণ নেই, কিন্তু তাও তুমি ওদের সেবা করছ কোনভাবে অবহেলা করছ না। নারায়ণ-জ্ঞানে, শিব-জ্ঞানে তুমি ওদের সেবা করে যাচ্ছো। এইরকম ছোট বড় যে কোন কর্মের উপর মনোযোগ, শ্রদ্ধার ভাব রাখবে। এই ভাবের বশে যে কাজ করবে, তাতে একদম ডুবে গিয়ে কাজটি শেষ করবে। মজার কথা হল স্বামীজী যেখানে সম্পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতে বলেছেন সেখানে স্বার্থ ত্যাগ করে একেবারে তৎপর হয়ে কাজ করার আবশ্যকতার কথাও বলেছেন। একদম স্বার্থশূন্য নিষ্কাম কর্ম করতে হবে।

আমার স্বাস্থ্য ভালো আছে, আমি ১৮ই জুলাই থেকে ২১শে আগষ্ট পর্যন্ত ইউরোপের ইংল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড এই সমস্ত দেশের উদ্দেশ্যে ১৮ই জুলাই রওনা হব। আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমার কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদাহিতৈষী

স্বামী গহনানন্দ



। ২২০ ।

১৬ই জুলাই ২০০৪

কল্যাণীয়া মা...,

তোমার ২৩শে জুনের চিঠি এখানে ৭ই জুলাই পৌঁছেছে।

মন্ত্রকে তুমি আবার ভুল লিখেছ, গুরুর্ব্রহ্ম না গুরুর্ব্রহ্মা লেখ। "রূ" আর "রু"—প্রথমটা রকারে দীর্ঘ ঊকার আছে যেমন, কূ, চূ, টূ, তূ, পূ সেইরকম রূ। দ্বিতীয়টি রকারে হ্রস্ব উকার আছে—যেমন কু, চু, টু, তু, পু সেইরকম রু, গুরু লেখ গুরূ নয়। ঠিক এই রকম এক জায়গায় ভুল আছে, শেষে ঠিক আছে।

ব্যবহারিক জগৎ সত্যিই খুব কঠিন, তাই সাধু সন্ন্যাসী, শ্রীভগবানের পার্ষদ, ভক্ত সকলে এই সংসারকে ছেড়ে একমাত্র ভগবানকেই আশ্রয় করেন। তোমাকে কিছুই করতে হবে না, প্রভুর নাম শুধু নিতে থাকো আর জগতের তামাশা দেখতে থাকো, সংসারকে এইভাবে দেখো যেমন কোন ব্যক্তি জানে যে মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণা কি আর সেই মৃগতৃষ্ণার জল নিজের চোখে দেখেও সে ক্রমাগত ওটাকে বাস্তবিক মনে করে।

গুরুপূর্ণিমার শুভ দিনে আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে প্রার্থনা করেছি। এখনও সদা আমি প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।২২১।

১১ই জুলাই ২০০৪

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ৭ই মার্চের চিঠি এখানে পৌঁছে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমাকে প্রার্থনা করে যাও, ওনারাই তোমাকে রক্ষা করছেন। প্রভুর নাম নিতে সময় অতিবাহিত করো, নিজের অসুবিধার কথা ভেবে সময় নষ্ট করো না।

আমি তোমাদের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমারই শুভ চিন্তক
স্বামী গহনানন্দ



। ২২২।

স্নেহের কন্যা...,

কোন কথাকে নিয়ে যদি কষ্ট পাও তবে ওটাকে নিজের মনে জায়গা দিও না, কষ্টতো বরাবর থাকে না কিন্তু ঐ সবের আলোচনা করতে আমি পছন্দ করি না। কষ্টকে ভুলে পড়াশুনাতে মন বসাও, কষ্ট ভুলে যাবে। নিজের মায়ের সম্পর্কে তোমার চিন্তা করার আবশ্যকতা নেই, তুমি সম্পূর্ণ মনপ্রাণ দিয়ে পড়াশুনা করো, ৪-৬ বছর পড়াশুনা করার পর নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাওয়াই তোমার প্রথম কাজ। এই কথাটি ভালো করে বুঝে নাও আর মন দিয়ে পড়াশুনা করো।

আমি তোমাদের দু'বোনের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করে যাচ্ছি।

ইতি—

তোমারই শুভ চিন্তক

স্বামী গহনানন্দ

।২২৩।

৩০শে জুন ২০০৪

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১৬ই মার্চের এবং একটি তারিখ বিহীন চিঠি ২রা এপ্রিল এবং ২৫ ফেব্রুয়ারীতে পৌঁছেছে। নিরাকার ব্রহ্মের সাকার স্বরূপ হলেন শ্রীশ্রীঠাকুর, আর ওটাই সত্য। যেমন ছবিঘরে যে পর্দার উপর চলচ্চিত্র প্রদর্শিত করা হয়, সেই পর্দাটিই সত্য, চলচ্চিত্র পরিবর্তন হতে থাকে। তাই ত...তুমি নিজেকে যা কিছু মনে করছ ও চিন্তা করছ সবকিছুই বদলে যাচ্ছে, এই জগতে আমরা যা কিছু দেখি বা শুনি সব পরিবর্তনশীল। নিজের জন্ম-জন্মান্তর থেকে তুমি অসংখ্য শরীরে জন্ম নিয়ে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন রূপের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছো। যেমন কোন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখামাত্র ঘুম যখন ভেঙে যায় তখন সেই ব্যক্তি ভয়ে কাঁপতে থাকে, সেইরূপ পূর্ব-পূর্ব জন্মের সংস্কার আমাদের জীবন ও বুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের ব্যাপারে যত আমাদের মনকে একাগ্র করতে পারবে ততই মন শুদ্ধ ও পবিত্র হতে থাকবে। শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের আদর্শ আর আদর্শ আয়না আমরা তাকেই বলতে পারি যাকে দেখে আমরা নিজেদের চেহারা দেখতে পারি ও পরিষ্কার করতে পারি, অর্থাৎ চেহারা নিজের থেকে পরিষ্কার হতে থাকে। কারণ এই নোংরাকে আমরা বড় ভালোবেসে দিন, মাস, বছর এমনকি অনেক জন্ম পর্যন্ত সংগ্রহ করতে থাকি, এই নোংরার আকর্ষণে পড়ে যাই। তাই ওটাকে দূর করতে আমাদের অনেক দেরি হয়ে যায়। নিজের মনের ভাবনাগুলোকে দেখতে থাকো আর ঘটনাগুলোকেও দেখো। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো। আমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে তোমার জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদা শুভ চিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



। ২২৪ ।

১৫ই জুলাই ২০০৪

কল্যাণীয়া সং...,

তোমার ৭ই এপ্রিলের চিঠি ১৭ই এপ্রিলে এখানে পৌঁছেছে।

তোমার চিঠিতে তুমি যে অনন্য প্রেম অদ্বৈত-সাধনা ইত্যাদি সম্পর্কে লিখেছ, ঐসব নিয়ে এই মুহূর্তে মাথা ঘামিও না। নিজের ইষ্টমন্ত্রকে যতটুকু পার মন দিয়ে অবিরত জপ করতে থাকো। প্রথমে, যখন জপ করতে কষ্ট হয় আনন্দ অনুভব হবে, তখন এইসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে পার, কিন্তু এখন দরকার নেই। যে নৌকা গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছে, সেই নৌকোয় বসা ব্যক্তির, না গঙ্গার গভীরতা জানা দরকার হয়, না সাগরের সঙ্গে তার দূরত্বের। নিশ্চিন্ত হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রভুর নাম নিতে থাকো। যদি শরীর কাঁপতে থাকে তবে দু-চার মিনিটের জন্য হাঁটাচলা করো, আবার এসে আসনে বসে জপ করো। মন্ত্রবর্ণের অর্থ শব্দের মাধ্যমে নয়, জপ করতে করতে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারবে। রুদ্রাক্ষের মালা যদি নিতে চাও তবে আলাদা করে চিঠি লেখ, আমি তোমাকে জপ করে শুদ্ধ করে মালাটি পাঠিয়ে দেবো। ততদিন পর্যন্ত কর (আঙ্গুল দিয়ে) জপ করতে থাকো।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ২২৫ ।

১৫ই জুলাই ২০০৪

কল্যাণীয়া সু...,

তোমার ২৫শে নভেম্বরের চিঠি ১লা ডিসেম্বর এখানে পৌঁছেছে।

চিঠি মারাঠীতে লিখেছিলে তাই ওটাকে ইংরেজীতে অনুবাদ করানোর পর ওটার উত্তর আবার মারাঠীতে লেখানোর কথা ছিল কিন্তু সেটাই হল না। মারাঠীতে লিখতে অনেক দেরী হত। আর এই দিকে আমি ১৭ই জুলাই ইউরোপ যাচ্ছি, আগস্টের শেষে ফিরব। তাই হিন্দীতেই লিখতে হল। তুমি নিশ্চয় হিন্দী পড়তে পার।

নিজের চিঠিতে তুমি যে সমস্যার কথা লিখেছ সেটা কোন সমস্যাই নয়। প্রভুর নাম মনে কিভাবে নেবে তার বিধি আছে, সেই বিধি পালন করো।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



। ২২৬ ।

১৫ই জুলাই ২০০৪

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১৪ই জুনের চিঠি ১৭ই জুনে এখানে পৌঁছেছে।

আমি ১৮ই জুলাই ইউরোপের জন্য রওনা হচ্ছি, আগস্টের শেষে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর আগে ফিরে আসব। শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী মহারাজ সম্পর্কে বলেছেন যে ও যখন বুঝতে পারবে নিজেকে, তখন সে আর থাকবে না। এইরকম নিজের সম্পর্কেও বোঝ। তুমি কে, এইটা বোঝবার আবশ্যকতা যখন হবে তখন তুমি নিজেই বুঝে নেবে, কিন্তু তার আগে যতটুকু পার নিজের সংস্কার অনুসারে, সুবিধানুসারে এই জগতের সেবা মনে প্রাণে করে যাও। নিজেকে সেই সেবাকাজে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দাও।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদা শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



।২২৭।

৪ঠা জুলাই ২০০৪

স্নেহের পী...,

তোমার ২৪শে মার্চের চিঠি এবং ৫০০ টাকার ড্রাফ্‌ট্‌ ৩০শে মার্চ এখানে পৌঁছেছে। তোমার চিঠির উত্তর লিখতে দেরী হল কারণ আমি মে-জুন মাসে দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলাম। এখন ১৮ই জুলাই ইউরোপের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি, আগস্টের শেষে ফিরে আসব।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে তুমি ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখো, সেই রূপকে তোমার অরূপ আত্মার রূপে ধ্যান-জপ ইত্যাদি করতে করতে বুঝতে পারবে। নিশ্চিন্ত থাকো সঠিক পথে নেমে পড়েছো, লক্ষ্যে নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবে।

আমি তোমাদের সবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত হিতৈষী

স্বামী গহনানন্দ



। ২২৮ ।

১৫ই জুলাই ২০০৪

স্নেহের কন্যা ই...,

তোমার ১০ই মার্চের চিঠি ১৬ই মার্চ এখানে পৌঁছেছে।

মন অশান্ত থাকে, এই অশান্ত মনকে কে দেখে যে এটা অশান্ত? তোমার এই অশান্ত মনকে যে দেখছে সে নিজে অশান্ত আছে না শান্ত? যদি সে নিজে অশান্ত তবে তো সে অন্যকেও অশান্ত দেখবে। দুটো রেলগাড়ী সাথে সাথে পাশাপাশি রেললাইনের উপর একই গতিতে চলছে, দুজন ব্যক্তি যারা ঐ দুটো গাড়ীতে বসে আছে, ওদের মনে হবে যে দুটো গাড়ীই চলছে, নতুবা দাঁড়িয়ে আছে। নিজের মনকে অশান্ত বল না, মনের কাজ চিন্তা করা। ওকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা চিন্তা করতে দাও। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামও জপ করতে থাকো।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সদা হিতৈষী
স্বামী গহনানন্দ

। ২২৯ ।

২রা এপ্রিল ২০০৪

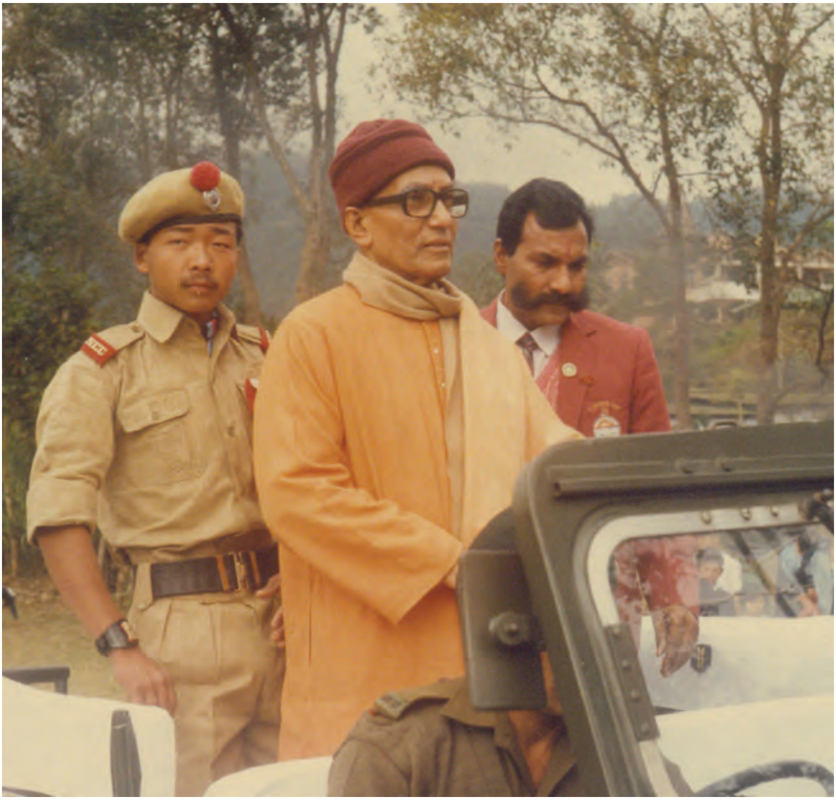
স্নেহের কন্যা ঋ...,

তোমার ২৩শে মার্চের চিঠি এখানে ৩০শে মার্চে পৌঁছে গেছে। তোমরা দু-বোন কি ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার জন্য পড়ছো? Final কবে হবে? আরো যদি পড়ো তবে খুব ভাল হবে। M.Tech ইত্যাদি করে নিলে ভালো টাকা রোজগার করতে পারবে। আই টেকও পড়াতে পারবে।

দী.....র দীক্ষা হয়ে যাবে। নিত্য অনিত্যের কথা রাখো। নিত্য-সম্পর্কে বেশী কিছু চিন্তা বা বলা যাবে না। নিত্যের ব্যবহার আমরা অনিত্য থেকে ছুটি পাওয়ার জন্য করি। যখন আমরা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের মত ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে পড়ি বা শুনি তখন মনে হয় ওনারা নিত্য, নিত্যের সান্নিধ্যে আছেন ইত্যাদি। কিন্তু যতক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুরের মত ওনার নির্বিষয় শুদ্ধ মনের মত তোমার মন শুদ্ধ নির্বিষয় না হয় ততক্ষণ নিত্যের বিষয়ে কথা বলা নিরর্থক। এখন শুধু নিজের মনের গতিবিধির উপর নজরদারি রাখো, পর্যবেক্ষণ করতে থাকো। এইভাবে যেমন যেমন তোমার মন শুদ্ধ হতে থাকবে তেমন তেমন তুমি নিত্যের অর্থ অনুভব করতে পারবে।

ইদানীং নিজের পড়াশুনা শেষ কর, M.Tech. বা অন্য কোন ডিগ্রী তোমরা দু-বোন করে নাও। এর মধ্যে তোমার হৃদয়স্থিত শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার মনকে শুদ্ধ করতে তোমাকে সাহায্য করবেন, নিশ্চিন্তে থাকো।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।২৩০।

১১ই জুলাই ২০০৪

স্নেহের কন্যা ভা...,

তোমার জুনের চিঠি এখানে ১৭ই জুন পৌঁছেছে। টাকার রসিদ এখানকার অফিসের সাধুমহারাজরা আলাদা করে পাঠাবেন।

তোমার নাম অনুসারে তোমার চিঠিতে লেখা ভাবনাও খুব সুন্দর, তুমি প্রকৃত শ্রীশ্রীমায়েরই কন্যা। আমি তোমার কন্যা....এবং অন্যান্য ঘরের লোকদের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমারই শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



।২৩১।

১৫ই জুলাই ২০০৪

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২৫শে ফেব্রুয়ারীর চিঠি এখানে ১৫ই মার্চে পৌঁছে গিয়েছিল। তোমার আর একটি চিঠির উত্তর এখনই আমি লিখিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি। ইদানীং ঋণ, পড়াশুনা, business, সংসার, ধ্যান-জপ ইত্যাদিকে নিয়ে চলতে থাকো। Problems তো সংসারে থাকবে। বিয়ের বন্ধনে ফাঁসতে হল, এমন কথা কখনও বল না, তাতে তোমার স্ত্রীর অসম্মান হয়। সে তো ঘরের লক্ষ্মী, সাবধান থাকো যাতে তার কোন প্রকার কষ্ট না হয়। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে থাকো, উনিই বলেছেন যে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করলে তিনি তার কথা শোনেন। নিজের স্ত্রীর দীক্ষার ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত হইও না, সময় হলে তারও দীক্ষা হয়ে যাবে, প্রথমে ওর মনে দীক্ষা নেবার ইচ্ছা জাগবে।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদা শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৩২।

১১ই জুলাই ২০০৪

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার চিঠির সঙ্গে তোমার পাঠানো টাকা ২৮শে জুন এখানে পৌঁছে গেছে।

সর্বদা আমাদের প্রভুর নাম নেবার অভ্যাস করে ফেলো, যখনই প্রভুকে মনে পড়ে। সংখ্যা রাখার দরকার নেই।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমারই শুভচিন্তক
স্বামী গহনানন্দ

| ২৩৩ |

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার জুলাইয়ের চিঠি ১২ই জুলাই এখানে পৌঁছেছে।

তুমি কাশী গিয়েছিলে কিন্তু কাশীনাথ বিশ্বনাথকে দর্শন করেছ না করনি, সেই ব্যাপারে কিছুই লেখনি। নিজের ছেলেকে বল প্রতি মাসে এক-দুবার বিশ্বনাথের দর্শন যেন করে।

আন্তরিকতার সঙ্গে ধ্যান-জপ-উপাসনা করতে পারো না, কোন ব্যাপার নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত মন চিন্তা শূন্য নির্মল না হয় ততক্ষণ জপ-ধ্যানতো হবেই না, সেইজন্য আমরা ধ্যান-জপ করতে নিয়মিত বসি কারণ নিজের মনের চিন্তাধারা সম্পর্কে জানতে পারি, আর জপ নিয়মিত করতে থাকলে মনের বাজে চিন্তাধারাগুলো একেবারে দূরীভূত হয়ে যায়, যেমন ধৃত চোর আর সেই ঘরে চুরি করতে পারে না। বাজে চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হলে তবেই শুভ বাসনাগুলো মনে আসে তখন মন বাসনামুক্ত ও নির্মল হয়ে যায়। মন নির্মল হলে জপ-ধ্যান করতে মন একাগ্র হয়, নির্মলতার সঙ্গে একাগ্রতা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। লেখা বা বলা খুব সহজ, পড়াও সহজ কিন্তু সেই বিষয়টিকে মনে প্রাণে করতে গেলে ধৈর্য্য আর পরিশ্রমের খুব প্রয়োজন। তাই আন্তরিকতাও প্রয়োজন। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের আগমন এই জন্য হয়নি যে ওনাদের নামে মঠ, মিশন হবে। ওনাদের আগমন এই জন্য হয়েছে যে আমি-তুমি আমরা সবাই ওনাদের আচরণকে আমাদের জীবনে যথাসম্মান স্থান দিই আর পালন করি।

আমি তোমাদের কল্যাণের জন্য ওনাকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার নিত্য শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৩৪ ।

১১ই জুলাই ২০০৪

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ৩০শে জুনের চিঠি ৩রা জুলাই এখানে পৌঁছেছে।

তোমার ছেলের B.Sc. পড়তে মন নেই, তুমি লিখেছ। কিন্তু যেখানে তার মন সেই medical course এ শুধু ভর্তি হতে সে দুবছরে জানি না কত টাকা খরচ করেছে। এখন যদি admission হওয়ার পরও তার আবার মন না বসে, তবে কত বছর লাগবে B.Sc. সম্পূর্ণ করতে। এখন B.Sc. পড়ছে, Medical এর জন্য সে আবার তৃতীয় বছর তৈরী হচ্ছে, সেটাতে সে যদি উত্তীর্ণ না হয়, তখন সে কি করবে? Test এর জন্য কে কতবার বসবে? এই সব কথা চিন্তা কর। Medical test এ যদি ভালো নম্বর না আসে তবে এমন কলেজে হয়তো যেতে হবে যেখানে প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা লাগে। সরকারী কলেজে হয়তো কম টাকা দিতে হয়। এটাও চিন্তা করো B.Sc. করার পর সে কি করবে? B.Sc. তে ওর admission কোন বিভাগে হয়েছে? Physics, Chemistry, Maths; Physics, Chemistry, Biology; Physics, Chemistry, Geology—এর মধ্যে কোনটাতে?

আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনুক্ষণ প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমারই শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ

। ২৩৫।

৮ই জুলাই ২০০৪

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ২৫শে জুনের চিঠি ২রা জুলাই এখানে পৌঁছেছে।

তুমি যখন আমাকে চিঠি লিখছিলে তখন তুমি খেয়াল করনি যে আমাদের প্রভু তোমার হৃদয়ে বসে তোমার মনোভাব দেখে স্মিত হাসছিলেন। প্রার্থনা ওনাকে করো, উনি সবকিছু জানেন। তবুও তোমার অন্তরের এই কান্না, তোমার আকুতিকে উনি পছন্দ করেন। শ্রীরামের কাহিনী শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, পম্পা সরোবরে একটি ব্যাঙ থাকত, যখন শ্রীরাম ওনার ধনুক ভূমিতে গাড়লেন তো ওটার নিচে সে পড়ে গেল। শ্রীরাম ওকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি চিৎকার করো নি কেন, তখন সে বলল, শ্রীরামই যখন মারবেন তো কি করে চিৎকার করি। উনি চান কষ্ট হলে ওনাকে কষ্টের ব্যাপারে বলা হোক।

তোমার তো উন্নতি হচ্ছে। উনি কি জানেন না যে তুমি ওনাকে ছাড়া আর কিছুই চাও না? এই নির্বাসনায় ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকো, তখন দেখবে সত্যিই তুমি কিছু করছ না, সব কিছু তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যেমন স্বামীজী কিছু করেন নি, যা যা শ্রীশ্রীঠাকুর করিয়েছেন উনি তাই করেছেন। এখন তো প্রায় দুমাসের জন্য ইউরোপ যাচ্ছি, মনে হয় আগস্টের শেষে ফিরে আসব, এটার মানে তা হল যে আমার স্বাস্থ্য ভাল আছে। রাজকোটের সাধুদের থেকে জানতে পারবে কখন ওখানে যাওয়ার প্রোগ্রাম হয়েছে। মাসীর জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিত্যই আমি প্রার্থনা করি, ঠিক তোমার জন্য যেভাবে করি।

ইতি—
তোমারই শুভচিন্তক
স্বামী গহনানন্দ



। ২৩৬।

১১ই জুলাই ২০০৪

স্নেহের কন্যা শ্রু...,

তোমার ২৪শে জুনের চিঠি এখানে ২রা জুলাই পৌঁছেছে।

গুরুপূর্ণিমার শুভদিনে আমি তোমাদের সবার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে প্রার্থনা করেছি।

নিজের চিঠিতে তুমি 'শত্ শত্ প্রণাম' লিখেছ। শুদ্ধ করে শতশত প্রণাম লেখ।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমারই শুভচিন্তক
স্বামী গহনানন্দ

। ২৩৭।

১০ই জুলাই ২০০৪

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২৬শে জুনের চিঠি ৫ই জুলাই এখানে পৌঁছেছে। তোমার মানসিক কষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। মনে হচ্ছে তুমি খুব শীঘ্রই আধ্যাত্মিক জীবনে সফলতা অর্জন করতে চাইছ। কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকাই আধ্যাত্মিক জীবনের মূলমন্ত্র। তাই ধ্যানে কোন্ ধরনের মূর্তি দেখছ সেইটি বড় কথা নয়, আসল কথাটি হল তোমার ব্যবহারে, তোমার আচরণে কি কি পরিবর্তন হচ্ছে। স্বামীজী তাই বলেছিলেন।

মন্ত্রের শব্দের অর্থ হিন্দী বা ইংরেজীতে বললে কি বুঝবে? 'অর্থ' শব্দের অর্থ এখানে প্রয়োজন, প্রয়োজনের অর্থ প্রয়োজন, প্রকৃষ্টরূপে জোড়া বা জুড়ে থাকা। মন্ত্রের অর্থ আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর, ওনার জীবন, ওনার উপদেশ, ওনার আচরণ। উনিই তোমার হৃদয়ে সমাসীন তোমার ইষ্টদেবতা যাঁকে তুমি মন্ত্রের উচ্চারণের সাহায্যে ডাকতে পারছ; যেমন ঘুমন্ত মাকে তার সন্তান জাগায়। মাতো জেগেই আছে, ওর রক্ষা সর্বক্ষণ করে যাচ্ছে, কিন্তু সন্তানের ভাবনা, যেমন তোমার, কি মন্ত্রের অর্থ তা জানতে চাইছ। প্রতিক্ষণ যতটুকু পারো প্রভুর নাম জপ করতে থাকো। নদী সমুদ্রের অর্থ জানে না, কিন্তু সে সমুদ্র পর্য্যন্ত পৌঁছে যায়, সমুদ্রেই রূপান্তরিত হয়ে যায়। অনুক্ষণ জপ করতে সংখ্যার প্রয়োজন নেই।

আমি তোমার জন্য আমাদের প্রভু, আমাদের মা কে নিরন্তর প্রার্থনা করে থাকি। আমার চিঠি পড়তে অন্য কাউকে দিও না।

ইতি—
তোমারই শুভচিন্তক
স্বামী গহনানন্দ



। ২৩৮।

১০ই সেপ্টেম্বর ২০০৪

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২১শে আগস্টের চিঠি ৩০শে আগস্ট এখানে পৌঁছে গিয়েছিল।

তুমি এক কাজ করো। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ আশ্রম (রায়পুর) এর অধ্যক্ষ স্বামী সত্যরূপানন্দের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে। আবার নারায়ণপুর রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলাত্মানন্দকেও তুমি জানো। এই সাধুদের সঙ্গে দেখা করো এবং নিজের ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করো। ওনারা ওনাদের আশ্রমের আবশ্যকতা এবং তোমার যোগ্যতা অনুসারে নিজেরা নির্ণয় করবেন, চিন্তা করো না।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে সদা প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার নিত্য শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৩৯ ।

১০ই সেপ্টেম্বর ২০০৪

স্নেহের কন্যা,

তোমার ১২ই আগস্টের চিঠি ১৭ই আগস্ট এখানে পৌঁছে গিয়েছিল। যারা তোমাকে বলে যে গায়ত্রী সবাই জপ করে ওদেরকে তুমি বলতে পার, যে বাজারে ওষুধ পাওয়া যায় নানা ধরনের, কিন্তু দোকানদারদের নিষেধ করা থাকে যে রেজিস্টার্ড ডাক্তারদের Prescription ছাড়া কিছু ওষুধ বিক্রি করা বারণ। সেইরকম বইয়ে, পত্রিকায়, ছাপানো মন্ত্র পড়ে জপ করার প্রবণতা আজকাল খুব চালু হয়েছে যেমন বিজ্ঞাপন দেখে ওষুধ কেনা। ধরে নাও যেমন ওষুধের Prescription ছাড়া ওষুধ সেবন করা প্রাণনাশক হতে পারে, তেমন গুরু নিজের মুখে যতক্ষণ না কোন মন্ত্র উচ্চারণ করেন আর সেটা না শোনা হয় ততক্ষণ সেটার কোন মাহাত্ম্য থাকে না। মন্ত্রের শুদ্ধিকরণও খুব আবশ্যক। কেবল কারো যদি মন শুদ্ধ হয় তবেই সেই ব্যক্তি যে কোন মন্ত্র জপ করতে পারে কিন্তু এইসব ব্যক্তির কাছে দেবতাদের আনাগোনা সবসময় চলতে থাকে।

মন্ত্রকে নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করো না।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিত্যই প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমারই শুভচিন্তক
স্বামী গহনানন্দ

। ২৪০ ।

২১শে আগস্ট ২০০৪

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ২২শে জুলাইয়ের চিঠি ২৮শে জুলাই পৌঁছেছে।

দুঃখের অর্থ কেন বুঝতে পারছ না দুঃখই একমাত্র তোমার নিজের প্রকৃত স্বরূপকে চিনতে সাহায্য করে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন যখন যখন তুমি পূর্বের দিকে অগ্রসর হবে তখন তখন পশ্চিম তোমার পিছনে চলে যাবে। যখন তোমার নিজের স্বরূপ তোমার কাছে পরিষ্কার হবে, তখন তোমার এমন মনে হবে যে তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। সংসারের উপর তোমার কোন প্রত্যাশা থাকবে না। যখন এই কথা বুঝবে, অনুভব করবে তখন তোমার অভিজ্ঞতা হবে, 'আমি আছি।' কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করো 'আমি কে' 'আমি কি আছি?' তবে তো প্রশ্নগুলো বেবুনিয়াদ হবে, কারণ তোমার ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু নিজের জীবনে এই অভিজ্ঞতা পাওয়া কঠিন কিন্তু এমন নয় যে তা হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিক্ষণ এমন অনুভব হত, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং অনেক গুরুভাইদের, আবার আজ পর্যন্ত আমাদের মঠের অনেকের জীবনকালে এমন অনুভব হয়েছে। নিশ্চিন্ত থাকো, যখন থেকে তুমি আমাকে চিঠি লিখতে শুরু করেছ, তখন থেকে এই কথা তো দৃঢ় হয়ে আছে যে তুমি দীক্ষা গ্রহণ করবে, এখন ফর্ম ভরো, আজ পর্যন্ত তুমি যা চেয়েছ সবই তো পেয়েছ, দীক্ষাও হয়ে যাবে। নিজের ইচ্ছেগুলো তোমার পরবর্তী চিঠিতে জানাও।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনুক্ষণ প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৪১ ।

১০ই সেপ্টেম্বর ২০০৪

স্নেহের কন্যা...,

তোমার আগস্টের চিঠি এখানে ১লা সেপ্টেম্বর পৌঁছেছে। ২৩শে মার্চের লেখা তোমার চিঠির উত্তর আমি ২রা এপ্রিলে লিখিয়ে পাঠিয়েছিলাম। জানি না কেন যে তুমি পাও নি। এমনি ঐ চিঠিটির একটি ফটোকপি এই চিঠির সঙ্গে পাঠাচ্ছি। এখন থেকে নিজের চিঠির ফটোকপি নিজের কাছে রেখে আমাকে চিঠি পাঠাবে কেমন।

পড়াশুনার কেন ইতি টানলে? M.Tech ইত্যাদি কেন কর নি? এই বয়সে যেটুকু উৎসাহ থাকে, পরিশ্রম করার সামর্থ্য থাকে, যতটুকু পার পড়াশুনাটা সম্পূর্ণ করো। দু-এক বছরের মধ্যে M.Tech করে নেওয়ার পর নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী তুমি কাজ পেয়ে যাবে। তোমার বাবাকে বল, তোমার বোনকেও বল M. Tech ইত্যাদি করার আগে যেন পড়াশুনা না ছাড়ে। তোমার বাবা এতদিন পর্যন্ত তোমাদেরকে সমর্থন করেছেন, আরো কিছু দিন করবেন, তারপর তোমাদের সকলের মঙ্গল হবে।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য আমাদের গুরুমহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিত্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৪২।

স্নেহের কন্যা...,

তোমার তারিখ বিহীন চিঠি এখানে ৩০শে জুলাই পৌঁছেছে। স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের বক্তৃতা, ওনার চিঠিগুলো, ওনার কথোপকথন, ওনার উপদেশ, ওনার জীবনী ইত্যাদি কোন কোন পুস্তক তুমি পড়েছ? শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী (লীলাপ্রসঙ্গ), শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে লেখা বই, এর মধ্যে কোনটা পড়েছ? স্বামীজীর বইয়ের মধ্যে প্রথমে The Complete Works of Swami Vivekananda যা ৮টি খণ্ডে উপলব্ধ আছে সেটাকে ইংরেজীতে পড়ো। যদি মনে করো বুঝতে পারছ না তবে আগে হিন্দীতে পড়ে নাও, তারপর ইংরেজীতে পড়ো। কোন এক লেক্‌চার, চিঠি ইত্যাদি প্রথমে হিন্দীতে পড়, আবার ইংরেজীতে পড়। এমন না হয় যেন কোন একটি লেক্‌চার ইত্যাদি পড়তে পড়তে মধ্যিখানে হঠাৎ ওটাকে হিন্দীতে পড়া শুরু করে দিলে। হিন্দীতে পড়ার পর যখন ইংরেজীতে মূল বক্তৃতা ইত্যাদি পড়বে তখন যদি কোন জায়গায় স্বামীজীর কথা বুঝতে না পার তখন আবার ইংরেজীতেই বারবার পড়ো। কারণ হিন্দীতে ঐ বক্তৃতা ইত্যাদির অনুবাদ অন্যরা করেছেন, কিন্তু ইংরেজীতে পড়লেই স্বামীজীর কথা সোজাসুজি বুঝতে পারবে। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো।

আমি সর্বদা ওনাকে তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।২৪৩।

১০ই সেপ্টেম্বর ২০০৪

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ৮ই আগস্টের ডাকমোহর লাগান চিঠি এখানে ১৪ই আগস্ট পৌঁছেছে। তোমাকে হিন্দীতে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি। কারণ মারাঠীতে লিখে পাঠাতে দেরী হত। হিন্দীতো নিশ্চয় বোঝ।

তোমার বয়স কত? তোমার স্বাস্থ্যের কি হাল? আমার স্বাস্থ্য ভালো আছে। তুমি মনের কথা লিখেছ, যতক্ষণ মন আছে ওটার তো কাজ হল সংকল্প করা আবার ওর বিকল্প করা, একটি আবার সংকল্প করা, আবারও তার বিকল্প করা, এই প্রকার চলাই মনের স্বভাব। প্রভুর নাম জপ করতে প্রথম প্রথম মন বসবে না। কিন্তু ক্রমাগত বিধি অনুযায়ী জপ করতে বসলে মন থেকে সংকল্প-বিকল্প করার ক্রমগুলো কমতে থাকবে আর মন ও জপ করতে লেগে যাবে, এইভাবেই মন শুদ্ধ হয়ে উঠে। সংসারের সংস্কারগুলো ছেড়ে মন চিন্তাশূন্য হতে থাকে। তারপর এইরকম শুদ্ধ মনে প্রভুর জন্য জায়গা সৃষ্টি হয়। মরবার দরকার নেই, দীক্ষামন্ত্র জপ করার দরকার আছে। সর্বক্ষণ জপ করার চেষ্টা করো, প্রভুকে নিজের অসুবিধাগুলোর জন্য প্রার্থনা কর।

আমি ওনাকে তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার নিত্য শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৪৪ ।

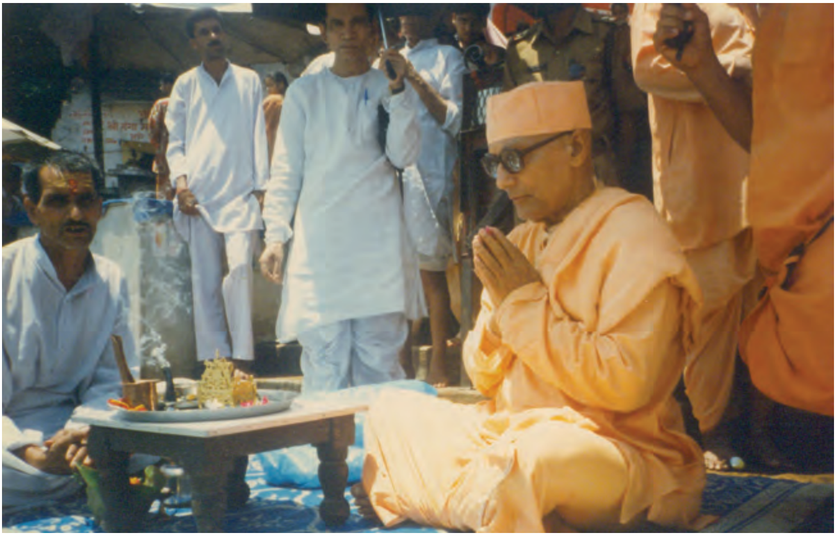
স্নেহের কন্যা...,

তোমার ২রা আগস্টের চিঠি এখানে ৭ই আগস্ট পৌঁছেছে। ছেলে B.H.U. তে ভর্ত্তি হয়ে গেছে, ঠিক আছে। B.Sc. করতে করতে Medical এর জন্য তৈরী হওয়া মুশকিল হবে। দুবার তো ও পরীক্ষা দিয়েছে, ছেলেকে একবার জিজ্ঞেস করতে পার সে কি ভাবছে, আবার Medical এর Exams দিলে তার কি result আগের থেকে ভালো হবে? Chemistry, Biology, Geology তো ভাল disciplines, BHU থেকে সহজেই M.Sc. ইত্যাদি করতে পারবে।

কখনও কখনও অ....যা করে বুঝে নাও সে নিজের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে আর কিছুদিনের মধ্যে ওর জিৎ হবে। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।

আমি সদা তোমাদের কল্যাণের জন্য আমাদের প্রভুকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৪৫ ।

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১০ই জুলাইয়ের চিঠি এখানে ১০ই আগস্ট পৌঁছেছে।

এখন তোমার মার্গদর্শন ইত্যাদির দরকার নেই। উপাসনা-পদ্ধতিতে যা কিছু লেখা আছে সেই অনুসারে উপাসনা, ধ্যান, জপ ইত্যাদি করতে থাকার চেষ্টা করো। ততক্ষণ পড়াশুনাতে বেশী পরিশ্রম করে ৫-৬ বছরের মধ্যে এই পড়ালেখার কাজটা সেরে ফেলো। সময় পেলেই শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ ও ওনাদের গুরুভাইদের জীবনী, ওনাদের উপদেশ, বক্তৃতা এবং চিঠিগুলো ইত্যাদি পড়তে থাকো। রামকৃষ্ণ মঠ, সারদা মঠের কেন্দ্রে গিয়ে সন্ন্যাসী মহারাজগণ এবং প্রব্রাজিকা মাতাজীদের সঙ্গে দেখা করো, আমাকে চিঠি লিখতে থাকো। রু...এবং ম....তো অনেক বছর ধরে আধ্যাত্মিক জীবন অতিবাহিত করছে, ওদের দুজনের সঙ্গেও কথা বল।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিত্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমারই শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৪৬।

১০ই সেপ্টেম্বর ২০০৪

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১৮ই আগস্টের চিঠি এখানে ২৩শে আগস্টে পৌঁছে গিয়েছিল।

এইরকম চিঠি তুমি ঠাকুরকে কেন লেখ না? কি করবে তুমি তো ওনার ঠিকানা জানো না। এক কাজ করতে পার তোমার ধ্যান, জপ, উপাসনা, ঘরের লোকদের সেবা ইত্যাদি করছ বলে যে চিঠি তুমি আমাকে লেখ, ওটাকে ডাকে ফেলার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে চিঠিটি শুনিয়ে আমাকে পাঠাও। তারপর ওনারাই তোমার মনের মাধ্যমে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেবেন, সমস্যার সমাধান করে দেবেন। তখন দেখবে যে তোমার মনে কোন প্রশ্ন উঠবে না, সন্দেহও হবে না। সমস্যা হবে না আর তোমার মন শুদ্ধ হয়ে যাবে তারপর যা যা কর্ম করবে সব কিছুই মন দিয়ে করতে পারবে।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার নিত্য শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৪৭।

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১৮ই আগস্টের চিঠি ২৪শে আগস্টে এখানে পৌঁছেছে।

নিজের জীবনকে সহজ-সরল করে তোল। যদি সকালে ঘুম ভাঙে তো হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাশে বসে ধ্যান-জপ করো। এটাকে নিয়ে চিন্তা করো না। মনে করো তুমি কিছুই করছ না, উনিই তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন। উনি সর্বক্ষণ তোমার সঙ্গে আছেন, মনে রাখবে। এটাও মনে রেখো যদি তুমি বিশ্বাস করো উনি তোমার সঙ্গে আছেন, আর যদি সংশয় করো তবে তো কিছুই হবে না তাই এটা তোমার বুদ্ধির উপরই নির্ভর। এমনকি তোমার গুরু বলার পরও তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না যে উনিই তোমাকে চালাচ্ছেন। তাই অনুক্ষণ ওনার নাম নিতে থাকো, সব কাজ ওনার পরামর্শ নিয়ে করো, ওনার চিত্র একাগ্র মনে দেখো, এই একমাত্র পথ।

আমি নিজের হাতে তো লিখতে পারি না, সাধুদের দিয়ে লিখিয়ে নিই, কিন্তু স্বাক্ষর আমিই করি। আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করি যেন উনি তোমাকে দর্শন করার যোগ্য করে তোলেন।

ইতি—

তোমার নিত্য শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৪৮ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৬ই আগস্টের চিঠি এখানে ২৫শে আগস্টে পৌঁছে গেছে।

তোমাকে কে বলেছে যে পড়াশুনা করা ভুল বা প্রথম শ্রেণীতে বিশেষ যোগ্যতা পাওয়ার লক্ষ্যও ভুল? মনে হয় তুমিই ভুল বুঝেছ। পড়াশুনার লক্ষ্য পড়াশুনা করা, সম্পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে। যদি এর মধ্যে অধিকাংশ উৎসাহ রেজাল্টেই কেন্দ্রীভূত হয়ে যায় তবে তো তোমার মন শঙ্কা, সন্দেহ ইত্যাদিতে ভরে দুর্বল হয়ে যাবে। পাহাড়ে যারা চড়ে তাদের নজর পাহাড়ের শিখরে থাকে না, নিজেদের পায়ের উপর রাখতে হয় আর এইভাবে সাবধানে চড়াই চড়তে থাকে। ভয়, সন্দেহ ইত্যাদির মনে জায়গা দিও না। যখনই পড়তে বসবে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমাকে প্রার্থনা করো যে তোমার মন পড়া ছেড়ে অন্যদিকে বিচরণ না করে। আর যদি মন এদিক সেদিকে চলেও যায় তবে ওনার স্মরণ করো, ওনাকে প্রার্থনা করো।

আমি তোমার জন্য ওনাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার নিত্য শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৪৯।

কল্যাণীয়া মা...,

তোমার ২৮শে জুলাইয়ের চিঠি ৮ই আগস্ট এখানে পৌঁছেছে।

প্রভুর মহিমা বুঝতে পারছ, এখন এই ভাবটিকে আরো দৃঢ় করতে হবে। তারপর তুমি দেখবে যে তুমি কিছুই করছ না, সব কিছু হয়ে যাচ্ছে তোমার দ্বারাই হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সব কিছু করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। আমাদের পূজ্যপাদ হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজ) একটি চিঠিতে কাউকে লিখেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাকে কিছু কাজ করার জন্য দেবেন। ওটাকে মনে প্রাণে করো। ঐ কাজ যখন শেষ হয়ে যাবে তো শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাকে অন্য আর একটি কাজ দেবেন। ওটাকেও মনে প্রাণে করো। ঐ কাজও যখন শেষ হয়ে যাবে তো শ্রীশ্রীঠাকুর আরও একটি কাজ দেবেন। ওটাকেও মনে প্রাণে কর। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাকে আর কোন কাজ দেবেন না। পূজ্যপাদ হরি মহারাজের পত্রাবলী হয়তো তুমি পড়ো নি। এটা পড়ে নাও। আসল কথাটি হল কর্ম মনকে বিশুদ্ধ করে। আচার্য শংকর ভগবতপাদ বৃহদারণ্যকোপনিষদের ভাষ্যে লিখেছেন, কর্মভিঃ সংস্কৃতা হি বিশুদ্ধাত্মাঃ শক্নুবন্তযাত্মানমপুনিষত-প্রকার্শিতমপ্রতিবন্ধেন বেদিতুম। এবংহ্যার্থবর্ণ "বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্ত তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মান" ইতি। স্মৃতিশ্চ জ্ঞানমুতপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াতপাপস্য কর্মনঃ ইত্যাদি (৪-৪-২২)

আমি তোমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং মাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমারই শুভচিন্তক
স্বামী গহনানন্দ



।২৫০।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৫ই আগস্টের চিঠি এখানে ৫ই সেপ্টেম্বর পৌঁছেছে।

তুমি এতদিনে নিশ্চয় সুস্থ হয়ে গেছ।.....ও সুস্থ হয়ে যাবে, চিকিৎসা করতে থাকো। ওর দীক্ষা হয়ে গেছে কি? ও শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা সম্পর্কিত বইগুলো পড়েছে কি না আমি খুব খুশী যে ক...., নী... এবং ওর স্বামী, কৃ...., র.....সবাই সুস্থ আছে, সুখী আছে। আমি ওদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম কারণ ওরা সুস্থ থাকলে শান্তিতে থাকলে তুমি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি মন বসাতে খুব শীঘ্রই পারবে। খুব ভালো করে ওনাদের নাম নিতে পারবে।

আমি ওনাকে উ....আরোগ্যের জন্য এবং তোমার মানসিক শান্তির জন্য বারবার প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



।২৫১।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১০ই জুলাইয়ের চিঠি এখানে ১৭ই জুলাই পৌঁছেছে।

সুস্থ হয়ে গেছ ভালো হয়েছে। তোমার কাছে কোন কাজের জন্য সময় কম হচ্ছে? তুমি কি করে জানো? তোমাকে শুধু দেখতে হবে আমাদের প্রভু কিভাবে নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী আমাদের হৃদয়ের অন্তর্প্রকোষ্ঠে বসে আমাদের সঙ্গে খেলা করছেন। অর্থটা হল যে আমাদের খেলতে হবে না, আমরা ওনার হাতের খেলনা মাত্র। আমরা ঘড়ি, উনি battery। উনি চালনা করেন আমরা চলি। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যেক কথাতেই কালী মায়ের দোহাই দিতেন। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামীজী মহারাজ ইত্যাদি সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের দোহাই দিতেন। ওনাদের অভিজ্ঞতা ছিল যে শ্রীশ্রীঠাকুরই স্বরূপতঃ পরমাত্মা যার উপস্থিতিতে ওনারা জগতের হিত কার্যে লেগে পড়েছেন। সেইরকম আমাদেরও বুঝতে হবে। যেমন যেমন আমাদের বুঝবার ক্ষমতা পাকা হয়ে যাবে, তেমন তেমন আমরা ওনার নিকট থেকে নিকটতর হয়ে যাব। তার আগে তুমি কোথায় যাবে? এটাতেই তোমার সম্পূর্ণ সময় চলে যাবে, তারপর যখন ওনার নিকটে চলে যাবে তখন কাল, অকাল, কালী, অকালী সবকিছু থেকে বাইরে চলে যাবে, আত্মারামের আশ্রিত হয়ে যাবে।

আমি তোমার জন্য ওনাকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।২৫২।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

চিঠির খামের উপর লাগানো ডাকমোহর থেকে মনে হচ্ছে তোমার চিঠি আমেদনগর থেকে আগস্ট মাসের প্রারম্ভেই রওয়ানা হয়ে এখানে ৮ই আগস্ট পৌঁছেছে। চিঠি লিখতে তাড়াহুড়ো করো না এবং লেখার পর দুবার ওটাকে পড়ো এবং তারিখ, নিজের সম্পূর্ণ ঠিকানা, পিনকোড ইত্যাদি প্রত্যেক চিঠিতে অবশ্যই লেখ (ইংরেজীতে)।

প্রসাদ তো অনেক ভাগ্য করলে পাওয়া যায়। দেখো তো, তুমি প্রসাদ খেয়েছ তাই তোমার মন স্বচ্ছ হয়ে গেছে, তখন তোমার মনে প্রশ্ন উঠল, যে কাজ তুমি করেছো হয়তো সেইটি ঠিক হয় নি। স্বপ্ন দেখেছো। ঠিক আছে এখন থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর যেভাবে নিজের জীবনে করতেন, যেমন তুমি 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' তে পড়েছো— যখনই কিছু খাবে প্রথমে প্রভুকে নিজের ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে খাও। ক্রমশঃ এটাকে তোমার প্রত্যেক কাজের সঙ্গে করো। যখনই কিছু করবে, নিজের হৃদয়স্থিত শ্রীশ্রীঠাকুর থেকে স্পষ্ট আজ্ঞা নিয়ে করো, যেমন শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীকালীমাতার সঙ্গে কথা না বলে কিছুই করতেন না।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য ওনাকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার নিত্য শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৫৩।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ৮ই আগস্টের চিঠি ১৬ই আগস্ট এখানে পৌঁছেছে।

একটি ৬-৮ মাসের শিশুকে ২৫, ৫০ পয়সা বা এক দুই-টাকার মুদ্রা দাও তারপর আবার ৫০০ টাকার এক-দুটো নোট দাও, দেখবে সে ঐ কাগজের নোটগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেলবে এবং মুদ্রাগুলো দিয়ে খেলতে মেতে উঠবে। এর কারণ হল সে মুদ্রা এবং নোটের মূল্য জানে না। এইভাবে নিজের সম্পর্কে জানো। তোমার মনকে শ্রীশ্রীঠাকুর সামলে সামলে রাখবেন। মুদ্রাকে উনি পরোয়া করবেন না। সুতরাং নিজের বুদ্ধির শুদ্ধির জন্য অবিরাম দীর্ঘকাল পর্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম-জপের প্রক্রিয়া বিধিপূর্বক করতে থাকো। তুমি নিজের কাম-ক্রোধ ইত্যাদিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছো এবং ওদের চলে যাওয়ার পরও তুমি ওদেরকে মনে করতে থাকো। 'কাম এসেছিল' 'ক্রোধ এসেছিল' তারপর আমাকেও তার উপায় বলার জন্য লিখে ফেলো।

ইতি—
তোমার সদা শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৫৪ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ৮ই আগস্টের চিঠি এখানে ১২ই আগস্ট পৌঁছেছে।

আমার চিঠি, যেটাকে তুমি ফটোকপি করে পাঠিয়েছো, ওটাকে আবারও পড়ো। ওটাতে আমি তোমাকে তোমার হৃদয়স্থ শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতের এক যন্ত্র স্বরূপ হয়ে কাজ করার জন্য তৈরী হতে বলেছি। ইদানীং তোমার গুরুজনেরা তোমাকে যা কিছু বলেন তা পালন করে চলো। তারপর যখন নিজেই বড় হয়ে যাবে, তখন তোমার হৃদয়স্থ শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে তোমার পরিচয় হয়ে যাবে। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ পালন করেই চলবে, যেমন স্বামীজী মহারাজ ইত্যাদি করে থাকতেন। শান্তি, আনন্দ ইত্যাদির কথা এখন বল না, শুধু আজ্ঞা পালন করার কথা বল।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করে থাকি।

ইতি—

তোমার নিত্য শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৫৫।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৩ই আগস্টের চিঠি ২১শে আগস্ট এখানে পৌঁছেছে।

তুমি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ সম্পর্কিত কোনও বই পড়েছ? যদি পারো তবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রত্যেকদিন ১০-১৫ মিনিটের জন্য পড়ো। বাংলা পড়তে পারো তো বাংলায় পড়ো আর যদি ইংরেজী পড়ো তবে স্বামীজীর The Complete Works of Swami Vivekananda বইটিও পড়ো। আমাকে শীঘ্রই জানাও তুমি কি কি বই এতদিনে পড়েছ, কি পড়ছ ইত্যাদি।

এতটুকু মনে রেখো যদি তুমি ভাবো এই সংসার মায়াজালের গুচ্ছ তো তুমি এই মায়াজালের গুচ্ছে আবদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি তুমি মনে করো তোমাকে কেউ বাঁধতে পারবে না, তুমি সদাই মুক্ত, তবে যেমন শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী মহারাজের মত নিজের সম্পূর্ণ মন, প্রাণ দিয়ে এই মায়াজালের গুচ্ছের সেবা করতে লেগে পড়ো, নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা ছেড়ে দাও, যেমন ওনারা করেছেন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ করেছেন।

আমি তোমার জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৫৬।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২৭শে জুলাইয়ের চিঠি ৫ই আগস্টে এখানে পৌঁছেছে। শত্ শত্ প্রণাম লিখ না, শত শত প্রণাম লেখ। শত্ তে তিন অক্ষর আছে যেমন শ+অ+ত কিন্তু শত তে চার অক্ষর আছে, শ +অ +ত্ +অ (যেমন s+a+t+a)

এখানে তোমার বন্ধুর প্রয়োজন নেই। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে একা কথা বলো। তোমার বাড়ীতে কতগুলো ঘর আছে? তোমার কি নিজস্ব কোন ঘর আছে? ধ্যান-জপ ইত্যাদি কোথায় করো? তোমাদের বাড়ী কি দুতলা না তিনতলা? নিজের সম্পর্কে জানাও। কোথায় পড়ো, কোথায় ঘুমাও? ইত্যাদি।

আমি তোমার জন্য নিরন্তর শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার নিত্য শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ

। ২৫৭ ।

১০ই সেপ্টেম্বর ২০০৪

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১০ই আগস্টের চিঠি ১৮ই আগস্টে এখানে পৌঁছেছে।

আমার পরামর্শ মানো তো তোমাকে এখন অনন্ত ইত্যাদিকে জানার প্রয়োজন নেই এবং তোমার স্ত্রী আর তোমার মায়ের ঝগড়াকে মীমাংসা করারও প্রয়োজন নেই। এতটুকু জানো যে তোমার কর্তব্য শুধু নিজের মা বাবার, নিজের স্ত্রী ও সন্তানের সেবা করতে থাকা। কিন্তু তুমি এই কাজটিকে এত মুশকিল ভাবছ যে ওটাকে বুঝতে তোমার গুরুকে চিঠি লিখতে হচ্ছে। আসল কথা হল তুমি নিজের কর্তব্যকে যদি কঠিন ভাবো তবে ওটা কঠিন হয়ে পড়বে, আর সহজ ভাববে তো সহজ হয়ে যাবে। ওটা তোমার মনের স্থিতির উপর নির্ভর করে। যদি সংসারে তুমি আসক্ত না হও তবে তুমি নিরাসক্ত হয়ে সংসারের সেবা করতে পারো। আর যদি তুমি সংসার থেকে প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সেবা ইত্যাদি পাওয়ার আশা করে থাকো তবে জানবে যে তোমার সংসারের প্রতি আসক্তি রয়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী মহারাজ, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি সকলে এই সংসার থেকে কোন প্রকার কিছু আশা করেন নি, শুধু সকলের সেবা করে গেছেন। আমাদের মঠের সাধুরা অনুরূপ সেবা করে যাচ্ছেন। এটাই আদর্শ জীবন। নিশ্চয় বুঝে নিয়েছ।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৫৮।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২০শে জুলাইয়ের চিঠি ২৮শে জুলাই এখানে পৌঁছেছে।

অবশ্যই বইয়ে মন্ত্র লেখা ঠিক নয়। তুমি দেখবে যে তোমার অর্ধেক প্রয়াস লিখতে চলে যাচ্ছে আর অর্ধেক ওটাকে পড়তে। তাড়াতাড়ির কোন প্রয়োজন নেই। ধৈর্য্যের সঙ্গে কাজ করো। যতটুকু পারো অনুক্ষণ মন্ত্রকে জপ করার অভ্যাস করে ফেলো। তারপর দেখবে যে তোমার মন তোমার চেষ্টা ছাড়াই জপ করতে লেগে পড়েছে। কোন বিপত্তি আসে, কোন মুশকিল আসে দেখবে মন নিজে নিজেই জপ করছে, তুমি দেখো নি? এইভাবে সবসময় কর।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিক্ষণ প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৫৯ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ৮ই আগস্টের চিঠি ১৮ই আগস্টে এখানে পৌঁছেছে।

মহারাজের পরামর্শ ও সম্মতি নিয়ে তুমি জনসাধারণের কাছে আবেদন করতে পারো যে তাঁরা টাকা সোজা রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান) এর নিচে লেখা ঠিকানাতে "রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান) বিস্তার যোজনা কোষ" লিখে পাঠাতে পারে বা তাঁদের থেকে সংগ্রহ করা টাকা স্বামী ভৌমানন্দ মহারাজ "রামকৃষ্ণ মঠ" পুনেতে জমা করতে পারো, যার তথ্য পাওয়ার পর আমরা এখান থেকে ওনাদের জন্য প্রাপ্তি-স্বীকার রসিদ পাঠিয়ে দেবো।

স্বামী ভৌমানন্দ মহারাজের সঙ্গে কথা বল এবং তিনি যেমন বলেন তেমন করো।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভানুধ্যায়ী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৬০।

স্নেহের কন্যা...,

গুরুপূর্ণিমার শুভ দিনে তোমার লেখা ২রা জুলাইয়ের চিঠি জানি না কেন যে ৩১শে এখানে পৌঁছেছে?

তোমার হৃদয়স্থিত শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা তোমার হাত ধরে সমস্ত কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, সুতরাং এটা মনে করেই কাজ করে যাও। নিজেকে ওনাদের হাতের পুতুল মনে করো। পুতুল নিজে খেলে না, তাকে নিয়ে শিশুরা খেলে। এইভাবে আমাদের প্রভু, আমাদের মা তোমাকে নিয়ে, আমাকে নিয়ে খেলা করছেন, এটা বোঝ আর নিশ্চিন্তে থাকো। যখন এই কথাটিকে দৃঢ়ভাবে বুঝে নেবে, তখন তোমার মন স্বচ্ছ হতে থাকবে, যা তুমি চাইছো।

আমি ওনাকে নিত্যই তোমার জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদা শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৬১।

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১৪ই জুলাইয়ের চিঠি ২০শে এখানে পৌঁছে গেছে।

মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত তুমি আমাদের স্বামীজী বিবেকানন্দ মহারাজের বইগুলোতে ওনার বক্তৃতা এবং পত্রগুলো পড়ো নি। তোমার এই ছোট জীবনের পরিধি থেকে যত তাড়াতাড়ি পারো বেরিয়ে পড়ো। তোমার দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রভুর নাম নেবার অধিকার পাওয়ার পর থেকে তোমার জীবনে এক নতুন মোড় এসেছে। সুখ বা দুঃখের কথা ভুলে যাও, ভুলেই যাবে। যেমন যেমন আমাদের প্রভু নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী তোমার জীবনকে ওনার নির্বাচিত পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, তেমন তেমন দেখবে সব কিছু নিজে নিজে হয়ে যাচ্ছে আর তুমি কিছুই করছ না, যেমন দেড়-দু বছরের শিশুকে তার মা স্নান করায়, খাওয়ায় এবং সে শুধু মাথা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নিজের মায়ের গতিবিধিগুলো লক্ষ্য করতে থাকে। চিন্তা করো না। প্রভুর হাত তোমার মাথার উপর আছে। আমি ওনাকে তোমার জন্য সর্বদা প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদা শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



।২৬২।

কল্যাণীয়া মা...,

তোমার ২২শে জুলাইয়ের চিঠি ৮ই আগস্ট এখানে পৌঁছেছে।।

রোগ যখন নির্ণয় হয়ে যায় তখন ওটার হাত থেকে নিস্তার পেতে দেরী হয় না। তুমি যখন বুঝতে পেরেছো তোমার দোষ কোথায়, তখন তো তুমি নিজের কি রোগ নির্ণয় করে নিয়েছো তবে আর চিন্তা কিসের? কথাটি এইটুকু যে রোগটি পুরোনো, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে একটু দেরী হবে। সুতরাং ওটাকে নিয়ে চিন্তা করা বন্ধ করে দাও।

এ.এম.আই.ই-এর পরীক্ষার জন্য তৈরী হও। তোমার বাবার ব্যবসার উন্নতি হবে নিশ্চিন্তে থাকো। রামকৃষ্ণ মঠে ছেলেদের সাধু হওয়ার জন্য ২৫ বছরের বেশী যারা তাদের স্নাতক হওয়া আবশ্যক, আর ২৫ বছরের কম যারা হায়ার সেকেণ্ডারী উত্তীর্ণ হলে যোগ দিতে পারে। তুমি সন্ন্যাসী হতে চাইছ কেন? আমাকে চিঠি লিখতে থাকো।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ

। ২৬৩।

১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২২শে জানুয়ারীর চিঠি ৭ই ফেব্রুয়ারী এখানে পৌঁছেছে।

আমি কি তোমাকে তোমার মন্ত্র একটি ছোট কাগজের টুকরোতে লিখে পাঠিয়েছিলাম? যদি এমন হয় তো তুমি যখন বুঝতে পারবে যে কাগজ ছাড়াই মন্ত্র উচ্চারণ সঠিক ভাবে করতে পারছ, তখন ঐ কাগজটিকে ছোট ছোট টুকরো করে নষ্ট করে ফেল, অর্থাৎ জ্বালিয়ে ফেলো, মাটিতে পুঁতে ফেলো, নদী, পুকুর ইত্যাদিতে ভাসিয়ে দাও। কিন্তু যখন পর্যন্ত ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন পর্যন্ত ওটাকে সুরক্ষিত রাখো।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব—যাঁকে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী "শ্রীশ্রীঠাকুর" বলতেন আর উনার দেখাদেখি আমাদের মঠের সাধু এবং সমস্ত লোকজন শ্রীশ্রীঠাকুর বলেই উল্লেখ করেন, শ্রীগুরুমহারাজও ওনাকেই বলা হয়। রামকৃষ্ণ মঠের সাধু-ভক্তদের জন্য শ্রীগুরুমহারাজ শুধু শ্রীশ্রীঠাকুরই আছেন। তুমি নিশ্চয় পড়েছো শ্রীশ্রীঠাকুর পছন্দ করতেন না ওনাকে কেউ 'গুরু', 'বাবা' বা 'কর্তা' বলে ডাকে। উনি বলতেন গুরু কেবল সচ্চিদানন্দই আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই শিক্ষা অনুযায়ী আমরা সমস্ত অন্তর্যামী আত্মাকেই গুরু বলে জানি এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের ছবিতে যেমন সেই অন্তর্যামী আত্মারই আবির্ভাব দেখি, নিজের দীক্ষা-গুরুর মধ্যেও সেইরূপ অন্তর্যামী আত্মার সশরীরে আবির্ভাব দেখে থাকি। নিজের ইষ্টদেবের নাম অনর্গল প্রতিক্ষণ জপতে থাকার চেষ্টা করতে থাকো। দীক্ষার নিয়মগুলো পালন করার পরও নাম জপতে থাকো। এইরূপে জপ করতে সংখ্যার প্রয়োজন নেই। আমি ওনার কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৬৪ ।

১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫

স্নেহের কন্যা...,

২৬শে জানুয়ারীর ডাক-মোহর লাগানো চিঠি এখানে ঐ দিনই পৌঁছেছে কিন্তু তুমি কবে পাঠিয়েছ বুঝতে পারি নি।

তোমার এত আফসোস করার কোন প্রয়োজন নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাকে ওনার নাম জপ করার জন্য যোগ্য করে তুলেছেন, তাইতো তুমি তাঁর নাম জপ করছ। একটি সঠিক সময় থাকে যখন মানুষ পড়াশুনা করে। তুমি আমাকে ক্রমাগত চিঠি লিখতে থাকো এবং তোমার ঘরের সবাইকে বলে রাখো যেন আমার লেখা চিঠি অন্য কেউ না পড়ে। চিঠি যদি লিখতে হয় তো সবাই লিখতে পারো, কিন্তু তোমার চিঠি যেন অন্য কেউ না পড়ে। ভুতকে কেন ভয় করছ? সে তো তোমার অন্তর্মনের বর্হিগতরূপ। ওটাকে ভয় করো না। তুমি তো শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত, সে তোমার কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।

আমি ওনার কাছে সর্বদা তোমার জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমারই স্নেহী শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ

।২৬৫।

১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৫ই ডিসেম্বরের লেখা চিঠি ৩০শে ডিসেম্বর এখানে পৌঁছেছে।

তোমার চিঠি থেকে তোমার মনের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। যদি চিঠিটি আমার কাছে পাঠানোর আগে তুমি পড়ে নিতে তবে তুমিও নিজের মনের অবস্থা বুঝতে পারতে। এখন থেকে নিজের চিঠির ফটোকপি নিজের কাছে রেখে এবং তিন-চারদিন পরে ওটাকে আবারও পড়ে যদি তখন ঠিক মনে হয় তবেই চিঠিটি আমার কাছে পাঠাবে। চিঠি লেখার ইচ্ছে হলো—কলম উঠালে, লিখে দিলে, এমন করো না।

মনে রেখো—শ্রীশ্রীঠাকুরের কোন ইচ্ছে নেই, ইচ্ছে যদি হয় তো সেইটি শুধু তোমার। কিন্তু তোমার ইচ্ছে তো তোমার চিঠি অনুযায়ী এই সংসারের মায়াজাল থেকে মুক্ত হওয়া। তারপর তুমি লিখেছ যে ঘরের লোকেরা তোমার থেকে টাকা পয়সা আশা করে থাকে, সেইজন্য তোমার চাকরির প্রয়োজন কিন্তু চাকরি তুমি পাচ্ছো না। আবার পাপ লাগার কথাও লিখেছো। লিখেছ যে তোমার চাকরি টাকা পয়সার কোন মোহ নেই ইত্যাদি।

এই দ্বন্দ্ব থেকে বের হও। নিশ্চিত করে নাও যে তোমাকে তোমার ঘরের লোকের জন্যই মন প্রাণ দিয়ে চাকরি করতে হবে। তোমার এখন স্থির বুদ্ধির প্রয়োজন। এই বুদ্ধি যত দৃঢ় হবে, চাকরি খোঁজার ইচ্ছে সেই অনুপাতে ততই তীব্র হবে এবং এমনই তীব্রতার সঙ্গে তুমি চাকরি খুঁজতে তৎপর হবে। যেমন প্রথমে মনে হয় বাথরুমে যেতে হবে কিন্তু তুমি যাও না কিছুক্ষণ পর বুদ্ধি তীব্র হয়ে যায় ও সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমে যাওয়ার ইচ্ছেও ঐ অনুপাতে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত সেই তীব্র ইচ্ছের পরিবর্তন তীব্র চেষ্টায় রূপান্তরিত হয় আর তুমি বাথরুমে পৌঁছে যাও। যে কাজটি প্রথম সেইটি প্রথমে করো। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৬৬।

১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২৭শে ডিসেম্বরের চিঠি ৮ই জানুয়ারী এখানে পৌঁছেছে।

তুমি নিজেকে পতিত কেন লিখেছো? তোমাকে পতিতপাবন স্বয়ং নিজের নাম জপ করার অধিকার দিয়েছেন, যদি তুমি পতিত হতে তবে ওটা কি করে সম্ভব হত? তোমার অধিকারকে ব্যবহার করা, ওটার প্রয়োগ করা, ওটার আনন্দ নেওয়াই তোমার কাজ, সেই অধিকারকে রক্ষার জন্য কর্তব্য পালন করাই তোমার কাজ, পরবর্তীকালে সত্যিই তুমি মহম্মদ শ...হয়ে যাবে, তখন আজাদ হয়ে যাবে।

আমি আমার প্রভুকে তোমার মঙ্গলের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করি, আমার এটাই কর্তব্য।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ

।২৬৭।

২৮শে জুন ২০০৪

কল্যাণীয় নি...,

তোমার ২৬শে এপ্রিলের চিঠি এখানে ৫ই মে এবং ৭ই জুনের চিঠি ১৬ই জুনে পৌঁছেছে। আমি ১৬ইমে থেকে ১৬ই জুন পর্যন্ত ব্যাঙ্গালোর, কালড়ী (কেরল) ইত্যাদি জায়গাগুলোতে গিয়েছিলাম। সুতরাং তোমার চিঠিগুলোতে হস্তাক্ষর কিভাবে করতাম?

যাকে তুমি কষ্ট মনে করছ, ওটাই তোমার তপস্যা আর কিভাবে তপস্যা করবে? দুনিয়ার চেহারা তো দেখে নিয়েছো, এখন এই চোখ দুটোকে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পাওয়ার জন্য তপস্যা করে শুদ্ধ, পবিত্র করো এটাই তোমার তপস্যা। টাকা পয়সার চিন্তা করো না। ঐ সময় প্রভুর নাম জপ করে অতিবাহিত করো।

তুমি নিশ্চয় পড়েছো শ্রীশ্রীমা বলেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর অদ্বৈত আর সেই অদ্বৈত তোমার শিব ভগবানও। স্বামী বিবেকানন্দ সবসময় 'শিব' 'শিব' বলতেন, মারুতিনন্দনও শিবাবতারই আছেন। গায়ত্রী উপাসনা স্বয়ং ঠাকুরেরই উপাসনা। শ্রীশ্রীঠাকুর কোন এক সময় সূর্য ভগবানকে দেখিয়ে বলেছিলেন, ওর সঙ্গে এখানের সম্বন্ধ আছে। সুতরাং যেমন করছ করতে থাকো।

ভজন শোন ঠিক আছে, কিন্তু ঐ পদের বিশেষতঃ সুরদাস, তুলসীদাস, কবীরদাস এবং মীরার ভজন কণ্ঠস্থ করো এবং ঐগুলোকে একা গুনগুন করে গাও, প্রভুকে শোনাতে থাকো, শুধু শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকেই ভজন শোনাও, অন্য কাউকে নয়।

আমি প্রভুকে তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৬৮ ।

কল্যাণীয়া মা...,

তরা জুলাইয়ের চিঠি পেয়ে খুব খুশী হয়েছি।

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের স্মরণ নেওয়া ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। সমস্ত ধরনের আধ্যাত্মিক সম্পদ ওনার থেকে পাওয়া যায়। তোমার প্রার্থনার দ্বারা ওনাকে খুশী করো। অধিক থেকে অধিক যতদূর সম্ভব জপ করাই তোমার জীবনের লক্ষ্য আর ওনাকে খুশী করারও উপায়।

পৃথিবীতে সবকিছুই অনিত্য শুধু ওনাকে (ঈশ্বর) প্রাপ্ত করাই জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। ওনাকে ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। ওনার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখো। আধ্যাত্মিক জীবনে অনেক বাধা বিপত্তি আসে কিন্তু তুমি ওটা দেখে ভয় পেও না। নিজের মানসিক শক্তিকে বাড়াও। তোমার নিজের জীবনে যে দুঃখগুলো আসবে, সেইগুলো থেকে বেরিয়ে যাওয়ার শক্তি পাবে। ওনার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা বাড়লে তোমার শান্তিও প্রাপ্তি হবে।

আমি তোমাকে এর জন্য আশীর্বাদ প্রদান করি।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৬৯।

স্নেহের কন্যা...,

তোমার চিঠি পেয়ে আমি খুব খুশী হয়েছি, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। এটা ভক্তির দ্বারা খুব সহজে প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর নিজের ভক্তকে রক্ষা করে থাকেন। ভক্তের উপর ঈশ্বর খুশী হন। ঈশ্বরই গুরু মহারাজের রূপে এসেছেন, আধ্যাত্মিক জীবনে তোমার দীক্ষিত হওয়াটাই বিরাট সৌভাগ্যের কথা। খুব ভালোভাবে আধ্যাত্ম জীবন অতিবাহিত করার জন্য শারীরিক ও মানসিক শক্তি দুটোরই খুব দরকার। গুরু মহারাজকে এটার জন্য প্রার্থনা করো। জীবনে সব কাজকর্ম করতে থাকো কিন্তু ঈশ্বর দর্শনই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তুমি আধ্যাত্মিক জীবনে এগিয়ে যাও ও উন্নতি করো এটাই আমি আশীর্বাদ করি।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৭০।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

শুভকামনার সহিত ২রা জানুয়ারীর লেখা তোমার পোস্টকার্ড ১১ই জানুয়ারী এখানে পৌঁছেছে।

তিনি যে সর্বভূতান্তরাত্মা, সর্বভূতেষু, গূঢ়, সর্বব্যাপী, সাক্ষী, চেতা, সর্বভূতাধিবাস, কর্মাধ্যক্ষ হয়েও একই দেব আছেন, নির্গুণ আছেন, আমরা আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরকে ওটার মানব-স্বরূপ জেনে ওনার পূজাদি করি।

আমি ওনাকে তোমার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার নিত্য শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



।২৭১।

১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫

কল্যাণীয়া মা...,

তোমার লেখা ৩০শে ডিসেম্বর এবং ৩রা ফেব্রুয়ারীর দুটো চিঠি এখানে ৫ই জানুয়ারী এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী পৌঁছেছে।

ঠিকই তো আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার সম্পর্কে সবকিছু জানেন। সুতরাং তোমার আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে কোন প্রকার চিন্তা করার দরকার নেই। উনি তোমাকে আমার কাছে ওনার নাম শোনাবার জন্য এনেছেন, এই কথাটি যদি তুমি মানো তবে বাকী কিছু যখন যখন করতে হবে তোমার দ্বারা করিয়ে নেবেন। রোগীকে ডাক্তারের উপর চিকিৎসার ভার ছেড়ে দিতে হয়। ওনার উপর ভরসা রাখো। শ্রীশ্রীঠাকুরই ভবরোগ বৈদ্য, জানো তো নিশ্চয়।

আমি তোমার জন্য ওনাকে প্রতিক্ষণ প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমারই শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৭২।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০৪

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ২৫শে ডিসেম্বরের লেখা চিঠি তোমার greeting card এর সঙ্গে আমি ১৫ই জানুয়ারী পেয়েছি।

এই Paralysis তুমি কোথা থেকে জুটালে? Office থেকে ছুটি নেওয়ার জন্য? অথবা শ্রীশ্রীঠাকুরকে একান্তে জপ করার জন্য? কত দিনের ছুটি নিয়েছো? চিকিৎসা করে নাও তারপর আবার কাজে লেগে পড়ো।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমারই শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৭৩।

১২ই জুন ২০০০

কল্যাণীয়া মা...,

তোমার ৮ই এপ্রিলের চিঠি ১৭ই এপ্রিল এখানে পৌঁছেছে।

এল.এল. বি নয়, সেটাতো পাশ করা খুব সহজ, তুমি এল.এল.এম. পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এখন থেকে তৈরী হয়ে যাও। এল.এল.এম. উত্তীর্ণ করার পরই মঠে এসো। এখন অন্য কিছু করতে হবে না। এখন শুধু পড়াশুনা করো এবং এল.এল.বি বা এল.এল.এম উত্তীর্ণ করার কথা চিন্তা করো। আমাকে ক্রমাগত চিঠি লিখতে থাকো।

আমি তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রভুকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত হিতৈষী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৭৪ ।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার জানুয়ারীর চিঠি ১২ই জানুয়ারী এখানে পৌঁছেছে। তুমি তো জানো বেলুড়ের আমাদের রামকৃষ্ণ মঠে যে উৎসবগুলো হয় ঐগুলো সব কলকাতা থেকে প্রকাশিত পঞ্জিকা 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'র অনুসারে পালন করা হয়। এইবার নতুন বছর শুরু ১৫ই এপ্রিল থেকে হচ্ছে। যদি তুমি কাশীর অদ্বৈত আশ্রম বা সেবাশ্রমের দপ্তরের সাধুদের সঙ্গে দেখা করো তবে হয়তো তাঁরা আমাদের মঠে পালন করা সমস্ত উৎসবের একটি সূচিপত্র তোমাকে দিয়ে দিতে পারেন। যদি ওনাদের কাছে সূচিপত্র সংখ্যায় বেশী না থাকে তবে ওনাদের কাছ থেকে একটি সূচিপত্র চেয়ে ফটোকপি করিয়ে নিতে পারো। ঐ সূচিপত্র থেকে সম্পূর্ণ বছরের তিথিগুলোর জ্ঞানও তোমার হয়ে যাবে।

তোমার কন্যাকে বলো সে যেন গান লেখা চালিয়ে যায়। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি ওর ভক্তিভাব বাড়বে।

আমি ওনাকে তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমারই শুভচিন্তক
স্বামী গহনানন্দ



। ২৭৫।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৮ই ডিসেম্বরের চিঠি ৫ই জানুয়ারী এখানে পৌঁছেছে।

তোমার চিঠিতে তুমি নিজের যে মূর্খতার পরিচয় দিয়েছো, তারপর তোমার জন্য আমার চিঠি লেখানো কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ালো। তাও আমি চিঠি লেখাচ্ছি।

আমার বলার এতটুকুই তোমার কাছে যে জীবমাত্রই স্বরূপতঃ ব্রহ্মা, পরমাত্মা আছেন, সুতরাং উনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু স্বতন্ত্র শব্দে 'স্ব' শব্দের অর্থ হল আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম এবং 'তন্ত্র' শব্দের অর্থ অধিনতত্ত্ব, অর্থাৎ স্বতন্ত্রের অর্থ নিজের হৃদয়স্থ আত্মার অনুশাসনে অধীন হওয়া। তুমিও সেইভাবে স্বতন্ত্র, পূর্ণ ও নির্মল।

কিন্তু এটাই তোমার ভুল যে তুমি কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর আছ এবং সেটার জন্য আত্মহত্যা করার কথা লিখছ। এখানেই তোমার সাংঘাতিক মূর্খতা এবং এটাও কথা যে তোমার মূর্খতা তোমার পছন্দের, যদি না হত তুমি ওটাকে দূর করতে পারতে। এটাকেই ভুল বলে। তুমি জানো না এই সংসার স্বতঃই এক স্বপ্নস্বরূপ এবং তুমি নতুন নতুন স্বপ্ন দেখছ এবং ওটাকে সাকার করার চেষ্টাও করছ। মনে রেখো যদি প্রবল ইচ্ছা জাগে তবে সেই ইচ্ছা পূরণ হয়ে যাবে। এর জন্য প্রার্থনা, আশীর্বচনের দরকার নেই। আমার মনে হচ্ছে তোমার শোক ইত্যাদিকে তুমি enjoy করছ। এখন তো তুমি বুঝে নিয়েছো দীক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও তুমি লক্ষ্ণৌ পৌঁছতে পারলে না এর কারণ এই যে তুমি তৈরী ছিলে না। তুমি কি জানো না যেমন পরীক্ষায় ফেল হওয়ার পর পরীক্ষার্থীকে আবারও পরীক্ষায় বসতে হয় তেমনি আত্মহত্যা যারা করে তাদের পুনঃ পুনঃ নিজের নতুন নতুন জন্মে সেই একই কারণের মুখোমুখি হতে হয় যার জন্য তারা আত্মহত্যা করে।

আমার জানা নেই যদি সেই সমস্ত চিঠিগুলো উপলব্ধ হয় এবং আমার উত্তর-পত্রগুলো পড়ো তবে বুঝতে পারবে কি ভাবে তোমার চিঠিগুলো পড়ে আমি তোমাকে দীক্ষা নিতে বলেছিলাম এবং তুমিও তৈরী ছিলে। কিন্তু তোমার মনে অন্য কিছু ছিল। আমাকে আর কিছু লিখ না। আমাদের শাস্ত্র বলে "মন এবং মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষঃ। বন্ধায় বিষয়াসংগো মুক্ত নির্বিষয়ং মনঃ"।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, মানুষের মনই ওর বন্ধন আর মোক্ষের কারণ হয়। যখন মন সাংসারিক বিষয়ে সংলগ্ন হয় তখন সংসারের বন্ধনে পড়ে এবং যখন সেই মন বিষয়রহিত হয় তখন সে মুক্তির যোগ্য হয়ে যায়। এই জন্য যদি পার নিজের মনকে দেখো, নিজের ইচ্ছার সাথে পরিচিত হও। আমি তোমাকে আত্মহত্যা করার জন্য বলছি না, আমি জানি তুমি করবেও না।

আমি যথাপূর্ব শ্রীশ্রীঠাকুরকে তোমার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমারই স্নেহী শুভচিন্তক
স্বামী গহনানন্দ



। ২৭৬।

৬ই মার্চ ২০০৫

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার কবেকার লেখা চিঠি ৬ই জানুয়ারী এখানে পৌঁছেছে।

কোন পথিকের মনে যখন পথ সম্পর্কে সংশয় হয়, সে পথে চলতে থাকা লোকদের বা পথের পাশে কোথাও বসে থাকা কাউকে জিজ্ঞেস করেন। সেই লোকগুলো বলে দেয়, তুমি সঠিক পথে চলছ, চিন্তা করো না, কিছু দূরেরই পথ, চলতে থাকো, পৌঁছে যাবে। এই মুহূর্তে তোমার মনের দ্বন্দ্বও ঠিক এইরকম মনে করো। এতটুকু বুঝে নাও যেমন দৃঢ়তা তোমার মনের অবস্থা, তেমনি সংশয়ও আছে, সত্য কেবল শ্রীশ্রীঠাকুর। যেমন পর্দাই সত্য, ওটার উপর যে চিত্র পড়ে, সেইটি আলোকচিত্র, ফিল্মের প্রোজেকসান। সুতরাং যখন সংশয়ের স্থিতিতে মন থাকে সেই স্থিতিকে নিরীক্ষা করতে থাকো এবং মনে মনে বলো ঠাকুর তুমি আমার আত্মস্বরূপ তবে কেন এই সংশয় আমার মনকে বিচলিত করছে। সংশয়কে চিহ্নিত করো, সে পালিয়ে যাবে।

বিয়ের জন্য মা বাবার উপরই নির্ভর করো। ওনারা যা নির্ণয় নেবেন ওটাকে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং তোমার গুরুর ইচ্ছে মনে করো। নিজের বুদ্ধির প্রয়োগ করো না, ওটাতেই তোমার কল্যাণ হবে।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য ওনার কাছে প্রার্থনা করে যাচ্ছি।

ইতি—

তোমার নিত্য শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৭৭ ।

১০ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫

কল্যাণীয়া মা...,

তোমার ২১শে জানুয়ারীর চিঠি ২৪শে জানুয়ারী এখানে পৌঁছে গেছে।

ঠিক আছে কন্যা, প্রভুর নাম জপ করতে থাকো, এমনি যতটুকু সুবিধা হয় সর্বক্ষণ কাজের মধ্যেও প্রভুর নাম নিতে থাকার অভ্যাস করে ফেলো। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক আরও কাছের করে নাও যেমন নিজের স্বামীর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে। পরবর্তীকালে ওনার সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশঃ আরও কাছের হয়ে যাবে। ওনার উপর ভরসা রাখো। উনি তোমাকে ওনার নাম নেওয়ার অধিকারিনী করেছেন, তোমার কর্তব্য হল এই অধিকার পালন করা।

আমি ওনাকে তোমার কল্যাণের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ

। ২৭৮।

১০ই মার্চ ২০০৫

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ৪ ফেব্রুয়ারীর চিঠি ৫ ফেব্রুয়ারী এখানে পৌঁছে গেছে।

Psarisish ও Arthritis ইত্যাদির জন্য তুমি কোন ভালো Homeopathic Doctor থেকে চিকিৎসা করাতে পারো।

তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছো এবং এই কারণে শ্রীশ্রীঠাকুর রাগ করেছেন, আবার ঘরে ঝগড়া শুরু হওয়া, তুমি অসুস্থ হওয়া, তোমার রোজগার কম হওয়া, এমন কোন কথা নয়। তুমি confusion এর কথা লিখেছো, এটাই একটি সঠিক কথা লিখলে।

তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম এই জন্য জপ করো না কারণ শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী বা মহেশ্বর শিব থেকে বড়ো না ছোট। মনে হচ্ছে তুমি শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে অধ্যয়ন করো নি। স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ কোন এক সময় এক বন্ধুকে একটি মন্ত্র শুনিয়ে বলেছিলেন তোমার এখন এই মন্ত্রকে জপার প্রয়োজন নেই। কিছুদিনের মধ্যে তুমি এটাকে ভুলেও যাবে। কিন্তু যখন তুমি এটার যোগ্য হয়ে যাবে, তখন আবার এটার স্মরণ হয়ে যাবে এবং তুমি তখন নিরন্তর জপ করতে থাকবে। এমনই হয়েছিল।

বর্তমানে তুমি 'উপাসনা-পদ্ধতি'র অনুসারে নিজের জপ-ধ্যান উপাসনার কার্যক্রম আরম্ভ করো। এই ক্রম সম্পূর্ণ করে নাও, তারপর শ্রীশ্রীদুর্গার মন্ত্র বা শিবমন্ত্র যথাশক্তি জপ করো, এতে কোন হানি হবে না। স্বপ্নের কথা বা কল্পনার কথাকে অধিক গুরুত্ব দিও না। নিজের Profession এর জন্য কোন রকম Professional integrity-র বিরুদ্ধে যেও না, লোকের কল্যাণ করছ, করতে থাকো।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৭৯।

১০ই মার্চ ২০০৫

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১৭ই জানুয়ারীর চিঠি ২৫শে জানুয়ারী এখানে পৌঁছেছে।

বালাসাহেব চলে গেলেন কিন্তু তোমাকে আশীর্বাদ করে গেলেন, উনি তোমার সারদা সঙ্গীত একাডেমীতে এসেছিলেন, বাচ্চাদের আশীর্বাদ করলেন ওটাই তোমাকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যাবে। এখন শুধু অভ্যাস করতে থাকো। শ্রীশ্রীঠাকুরকে তুমি মারওয়া রাগ শুনিয়েছো, ভজনও শুনিয়েছো, এইভাবে প্রতিদিন ওনাকে শোনাতে থাকো।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ

। ২৮০।

১০ই মার্চ ২০০৫

কল্যাণীয়া মা...,

তোমার ২০শে জানুয়ারীর চিঠি ২৫শে জানুয়ারী এখানে পৌঁছেছে। তোমার কি হল? খুব সুন্দর চিঠি লিখছ?

শ্রীশ্রীমায়ের নাম আলাদা করে জপ করার প্রয়োজন নেই, উনি কি ভিন্ন ছিলেন? শ্রীশ্রীঠাকুরকেই নিজের সারদা-মা মনে করো। শ্রীশ্রীমায়েরও আনন্দ হবে যখন উনি দেখবেন যে তুমি একনিষ্ঠ হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম জপ করছ।

মালার জন্য স্বামী আত্মনিষ্ঠানন্দ (Swami Atamanishthananda Maharaj) কে নিচে ছাপানো ঠিকানায় লেখ। উনি নতুন মালা আমার থেকে শোধন করে নিয়ে তোমাকে রেজিষ্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দেবেন। মালায় জপ করার নিয়ম জানার জন্য মঠের যে কোন অভিজ্ঞ সন্ন্যাসী মহারাজের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করো। লীমডীর আদিভবানন্দ মহারাজ (প্রাগজী মহারাজ) কেও জিজ্ঞেস করতে পারো।

বেলুড় মঠে থাকার জন্য স্বামী প্রমেয়ানন্দ মহারাজের নামে চিঠি লেখ। বেলুড় মঠ থেকে আমাদের যোগোদ্যান মঠে যেতে পারো, যদি আমি ওখানে থাকি তো দেখাও করতে পারো। রাজকোট ইত্যাদি আশ্রমে আমার কার্যক্রম জানার জন্য ঐ সব আশ্রমগুলোতে তুমি সম্পর্ক করো। আমার শরীর ঠিক আছে। আমি এখানে যোগোদ্যান মঠে কমই থাকি, সমগ্র দেশে দীক্ষার জন্য কাজ নিয়ে ঘুরতে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে তুমি যা চাও, যেমন করে চাও, উনি তোমাকে সবকিছু প্রদান করুন, তোমার কল্যাণ করুন, এটাই ওনার থেকে এবং শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৮১ ।

২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০০৭

স্নেহের কন্যা,

তোমার ১লা ডিসেম্বরের চিঠি এখানে ১৬ই ডিসেম্বর পৌঁছে গেছে।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে প্রার্থনা করছি যেন উনি তোমার পুত্রশোক বিয়োগের শোক সহন করার শক্তি দেন। পুত্রবিয়োগের শোক খুবই ভয়ানক হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিবারে একবার এমনই হল অক্ষয় নামের একটি ছেলে মারা গেল। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর দেখলেন যে শোক তো ওনার হল না কিন্তু একটি ইচ্ছে হল যে এই সংসারে লোকেরা স্বজন-বিয়োগ কিভাবে সহ্য করে। তখন উনি অনুভব করলেন ওনার হৃদয় যেন ভিজে কাপড়ের মতো কেউ নিংড়ে নিচ্ছে আর ঐ নিংড়ানোর যে কি মর্মান্তিক যন্ত্রণা তা উনি বুঝতে পারলেন। সুতরাং দেখো, শ্রীশ্রীঠাকুর জানেন পুত্রবিয়োগে মায়ের কি ব্যথা, তিনিই তোমাকে সহ্য ক্ষমতা দেবেন। যিনি দহন দেন তিনি সহন করার ক্ষমতাও প্রদান করেন। শুধু ওনার উপর বিশ্বাস রাখো।

ইতি—

তোমারই নিত্য হিতৈষী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৮২।

১০ই মার্চ ২০০৫

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১৭ই জানুয়ারীর চিঠি ১৫ই ফেব্রুয়ারী এখানে পৌঁছেছে।

ভালোই হল বালাসাহেব চলে গেলেন, কারণ ওনার কষ্ট অনেক হচ্ছিল। ওনার কাছে গিয়ে বেশী কিছু শিখতে পারো নি, ঠিকই আছে, কিন্তু ওনার আশীর্বাদ তো পেলে, নিজেকে ওনার শিষ্যা মনে করো, এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। এখন শুধু অভ্যাসের উপর মন লাগাতে হবে। সর্বক্ষণ অভ্যাস করে যাও সফল হবে।

......আমাকে চিঠি লিখতে থাকে।

আমি তোমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৮৩।

২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০০৫

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১৭ই নভেম্বরের চিঠি এখানে ২৩শে নভেম্বরে পৌঁছেছে।

তুমি যখন ১৫-১৬ বছরের ছিলে একটু ভাবো তো সে সময় তুমি কোন কোন কথা নিয়ে কষ্ট পেতে বা বিচলিত হতে। তারপর ঐ দিনগুলোকে সামনে রেখে আজকের জীবনকে দেখো, কোথায় সেই কষ্ট? কিভাবে গেল? কোথায় সেই চিন্তা? তুমি কি জানো না, এক-দু-তিন বছরের বাচ্চাকে দেখো, তার কি কোন ধরনের কষ্ট বা চিন্তা থাকে? তার শুধু আহার নিদ্রার সঙ্গে সম্পর্ক। তার তোমার মত 'কি হবে' 'কি হবে', হে প্রভু রক্ষা করো, মঙ্গল করো, এইসব কথার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। সে সব কিছু দেখে শুনে, কিন্তু চিন্তা তার কোন কিছুতে হয় না। এইভাবে নিজের জীবনকে গঠন করো। জীবনের নিজস্ব গতি থাকে, ওকে চলতে দাও ওর চালে, যেমন ড্রাইভার গাড়ী চালায় এবং তুমি ওর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর থাকো, কারণ জানো সে পুরানো ড্রাইভার। এইভাবে ড্রাইভারকে গাড়ী চালাতে দাও, নিজের উদ্দেশ্যে পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর সবকিছু ছেড়ে দাও আর নিজে নিশ্চিন্তে থাকো।

আমি তোমাদের সবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৮৪।

২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০০৭

কল্যাণীয়া মা...,

তোমার ১১ই অক্টোবরের, ২৭শে নভেম্বরে এবং ৩রা জানুয়ারীর তিনটি চিঠি আমার কাছে সময়মত পৌঁছে গেছে। অ....এর চিঠির জবাবও পাঠিয়ে দিয়েছি।

নিজের সম্পর্কে বা নিজের স্ত্রী ও সন্তান সম্পর্কে এত চিন্তা করো না। মনে করো তোমার হৃদয়ে অবস্থিত তোমার অতি কাছের, তোমার আত্মীয়, তোমার পরমাত্মা, তোমার অন্তর্যামী, যে সর্বক্ষণ তোমার সমস্ত রকম কাজকর্ম, চিন্তাধারার উপর নজরদারি বা নিয়ন্ত্রণ করছেন। সুতরাং মনে করো যা কিছু করছ উনি তোমাকে দিয়ে করাচ্ছেন কিন্তু তুমি ওনার ভাষা ও স্বভাব ইত্যাদি সম্পর্কে পরিচিতি নও তাই কখনো কখনো উনি বলেন কিছু আর তুমি করো অন্য কিছু। আবার বলোও অন্য কিছু। ওনার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ো, ওনাকে শ্রীশ্রীঠাকুর জ্ঞান করো। শ্রীশ্রীঠাকুরকেই নিজের অন্তর্যামী মনে করো এবং তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার করো, যেমন একটি বাচ্চা নিজের মায়ের সঙ্গে করে থাকে। যদি সর্বক্ষণ করতে না পারো তবে যখনই তাঁর কথা মনে পড়ে জপ করো, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ো। তিনিই তোমার স্বরূপ সম্পর্কে পরবর্তীকালে বলে দেবেন।

আমি তাঁর কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমারই শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



। ২৮৫ ।

১২ই জুন ২০০০

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ২৪শে এপ্রিলের চিঠি এখানে ৪ঠা মে পৌঁছে গিয়েছিল।

জপ করতে তোমার কেন কষ্ট হচ্ছে? হৃদয়ে তাঁর দর্শন হয় না তবে যেখানে তিনি দর্শন দেন সেখানে কি দর্শন করতে পারছ না? জপ করার সময় তোমার চোখের সম্মুখে যা কিছুই হোক তুমি জপ করতে থাকো। এমনিও যে কোন কাজ করতে-করতে মনে মনে ইষ্ট মন্ত্রের জপ করতে থাকার অভ্যাস করতে থাকো।

আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য প্রভুর কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৮৬।

১লা মার্চ ২০০৭

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরের দুটো চিঠি এখানে যথাসময়ে পৌঁছে গেছে কিন্তু আমি যথাসময়ে উত্তর লিখে পাঠাতে পারিনি।

আমি তোমাকে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সমর্পণ করে দিয়েছি যে তোমার হৃদয়ে বিরাজমান, ওনাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলো তবেই তোমার জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। এটাতো সত্যি যে এখন পর্যন্ত যা যা কামনা করেছো কোনটাই পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমার ছুটি হবে না, কিন্তু তোমার অন্তর্যামী অভিজ্ঞ বৈদ্যের মতো জানেন কোন্ রোগীকে কি ধরনের ঔষধ কখন দিতে হয়। সুতরাং যথাসময়ে তোমার কামনাগুলো পূর্ণ হবে, যদি তুমি ঐগুলোকে ত্যাগ না করে থাকো।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সর্বক্ষণ প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমারই শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



।২৮৭।

১লা মার্চ ২০০৭

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২রা নভেম্বরের চিঠি ৪ঠা নভেম্বর এখানে পৌঁছেছে।

শ্মশানবাসিনী কালি ইত্যাদির ছবি তো তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করে রাখো নি! এখন কি করবে? প্রতিদিন এই ছবিগুলোর সামনে একটি লাল বা হলদে ফুল দাও এবং ছবিগুলো মুছে পরিষ্কার রাখো সম্ভব হলে ধূপকাঠিও জ্বালাতে পারো।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিত্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৮৮ ।

১লা মার্চ ১৯৯৬

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৬ই ডিসেম্বরের চিঠি এখানে ১২ই জানুয়ারী পৌঁছেছে।

যা কিছু ঝড় তোমার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বয়ে যেতে দাও, ওটাকে নিয়ে মাথা ঘামিও না কিন্তু নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের কথা শুধুমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকেই বলা ভালো যাঁরা তোমার হৃদয়নিবাসী। যদি তুমি অন্য কাউকে বলো তবে আমার এই সম্পর্কে কিছু বলার নেই। নিয়মিত রূপে ধ্যানজপ করার অভ্যাস করো।

আমি তোমার আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিত্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



। ২৮৯ ।

২রা মার্চ ১৯৯৬

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার চিঠি এখানে পৌঁছে গেছে কিন্তু দুটো চিঠিতেই তুমি তারিখ দাওনি।

তুমি যা কিছু শ্রীশ্রীঠাকুরের থেকে এখন চাইছ ঐগুলো জুটানোর জন্য ওনাকে সময় তো দেবে। কিন্তু এত বছর ধরে যা কিছু তুমি চেয়েছো ঐগুলোর কি হবে? এখন যে তোমার জীবন সেইটি তোমার পূর্ব কামনারই ফল। আমরা নিজের নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী কামনা করে থাকি। সুতরাং তুমি নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী তোমার ভবিষ্যত গড়তে চাইছ, কিন্তু যখন ঐখানে পৌঁছাবে তখন তোমার বুদ্ধি আরও নির্মল, পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেই মুহূর্তে বুঝতে পারবে যে তুমি শ্রীশ্রীঠাকুর-এর থেকে কী কী চেয়েছিলে। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেছেন। কামনাগুলোকে ত্যাগ করার পর তোমার হৃদয় ক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য জায়গা করে ফেলবে কিন্তু সংসার থেকে নিজের পুরানো কামনাগুলোর ফল তো ভোগ করতে হবে। সুতরাং কিছু চেও না। ওনাকেই হৃদয়ে বসাও।

আমি ওনার কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমারই হিতৈষী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৯০।

২রা মার্চ ২০০৭

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২৫শে নভেম্বরের চিঠি ৭ই ডিসেম্বর এখানে পৌঁছেছে।

নিজের স্বপ্নকে এমন মনে করো যেমন ভিন্ন ভিন্ন বই থেকে পৃষ্ঠা খুলে একটি ছোট শিশু নিজের মনের মত বই তৈরী করে, স্বপ্নে ঘটনাগুলোকে তোমার জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দেখো তো আমার কথা বুঝতে পারবে যে এইসবের কোন মাহাত্ম্য নেই।

তোমার মন্ত্রের অর্থ জিজ্ঞেস করার আগে ভাবো তো তোমার নাম শব্দের অর্থের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক আছে? তোমার নামে এই সংসারে অনেক আছে কিন্তু তোমার নামে যে অডিটার কলোনীতে থাকে সে একজনই আর সেটি তুমি, সুতরাং তোমার মন্ত্রের অর্থ তোমার ইষ্টদেবতাই আছেন। ওনার নাম নেওয়া মানে ওনার স্মরণ করা এবং প্রত্যেক স্মরণ তোমার মন হতে এই সাংসারিক বৃত্তিগুলোকে এক এক করে নিবারণ করে, তোমাকে নির্মল, শুদ্ধ করে তোলে। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তোমার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমারই হিতৈষী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৯১ ।

১৩ই ডিসেম্বর ২০০৭

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ৪ঠা সেপ্টেম্বরের চিঠি ৮ই সেপ্টেম্বর এখানে পৌঁছে গেছে।

আমি বুঝতে পারছি না কেন যে তুমি নিজের কন্যার পুনর্বিবাহ নিয়ে এত চিন্তা করছ? ঠিক আছে চিন্তা করো কিন্তু আমার কাছ থেকে এই সম্পর্কে কোন পরামর্শ নেওয়ার দরকার নেই। আমি এই বিষয়ে তোমার সঙ্গে কোন ধরণের পত্রাচার করতে চাই না।

আমি শ্রীভগবানকে তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ

| ২৯২ |

স্নেহের কন্যা...,

তোমার চিঠি দি.... চিঠির সঙ্গে যেটা সে ৫ই অক্টোবরে লিখেছিলে, এখানে ২৭ অক্টোবরে পৌঁছেছে।

নিশ্চিন্ত থাকো। নিজের কন্যাদের পড়াশুনা করতে দাও এবং তারপর তুমিও খুব নিশ্চিন্ত মনে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিতে পারবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অসীম কৃপা তোমার পরিবারের উপর আছে। বলতে পারবে কানপুর শহরে কত জন লোক আছে যাদের উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের, শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা আছে, কত জন ওনাদের নাম নেন, বা কত জন ওনাদের নাম জানেন।

অন্যায় যারা করে তাদের চিন্তা কেন তুমি করছ? শ্রীশ্রীমা বলেছেন, কারো দোষ দেখো না, মা কি এমনি এই কথাটি বলেছেন। কারণ দোষ দর্শন করতে থাকলে দোষ দর্শন যারা করে তাদের মনে দোষের এমন একটা সংস্কার এসে পড়ে এবং সেই সংস্কার তাকে সেইরূপে দোষপূর্ণ কাজ করতে বাধ্য করে দেয়, সে ওটা থেকে বাঁচতে পারে না। দোষ যারা করে ওদের শাস্তি, নিজেদের কর্ম সংস্কারের ফলস্বরূপ ওরা ভোগ করে থাকে। লোকেরা সাধারণতঃ এই কথাগুলো বিশ্বাস করে না। যারা এই সংসার-বিষয়ে লিপ্ত, যাদের মন নিজের পরিবার, রোজগার, মান-সম্মান ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত, ঐসব মানুষ অন্যের মনের গতিবিধিগুলোকে ঠিকমত বুঝতে পারে না। সুতরাং ওরা এইসব কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষিদের জীবন সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল। তাঁদের মন একদম নির্মল, শুদ্ধ ও পবিত্র ছিল। এইসব মানুষদের জন্যই ধর্ম সত্য, ঈশ্বর সত্য।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৯৩।

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ৬ই অক্টোবরের চিঠি এখানে ২৭শে অক্টোবর পৌঁছে গেছে।

কন্যা, তোমার এই ভাবনা চিন্তা একেবারে সঠিক নয় যে তোমার মা বাবার স্বপ্নকে সাকার রূপ দেওয়ার জন্য তুমি বেঁচে আছো। স্বপ্ন তো স্বপ্নই হয়, শুধু স্বপ্নাবস্থায় ওটা সত্য মনে হয়। স্বপ্নাবস্থায় খেয়াল থাকে না যে আমরা স্বপ্ন দেখছি তা তো জেগে যাওয়ার পর বুঝতে পারি আমরা স্বপ্ন দেখছিলাম।

ধ্যানের জন্য সকালে অধিক সময় পাও না ঠিক আছে, কিন্তু যখনই সময় পাবে অবশ্যই ধ্যানে বসতে পারো আমাকে কিন্তু বরাবর চিঠি লিখতে থাকো। কোন ক্লাসে পড়ছ ইত্যাদি তোমার পরবর্তী চিঠিতে জানাও।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমার কাছে প্রার্থনা করি যেন ওনারা তোমাকে ওনাদের মত রুচি সম্পন্ন করে গড়ে তুলেন।

ইতি—

তোমারই একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ

। ২৯৪।

১৩ই ডিসেম্বর ২০০৩

কল্যাণীয়া মা...,

তোমার ১৩ই অক্টোবরের চিঠি এখানে ২৭শে অক্টোবর পৌঁছে গেছে। কাকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলে?

মন্ত্র লিখতে তুমি ‘গুরু’ শব্দকে ‘গুরূ’ লিখেছো।

গুরুর্ব্রম্ভা (ব্রম্ভ) নয়, ব্রম্ভা, পরব্রম্ভ নয় (পর ব্রম্ভ)।

তুমি চেষ্টা করার কথা লিখেছো। কিন্তু চেষ্টার পিছনে ইচ্ছে থাকে, ইচ্ছের পিছনে বুদ্ধি। মনে করো তুমি এই মাত্র লাঞ্চ খেয়েছো, আর কেউ ৫০০ গ্রাম মিষ্টি এনে তোমাকে খেতে বলল। তুমি কি ওটা খাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে? তোমার কি খাবার ইচ্ছে হবে? তোমার বুদ্ধি কি তোমাকে খাওয়ার জন্য বলবে? না। কিন্তু আবার মনে করো সেই ব্যক্তি তোমাকে টেলিফোন করে বলল যে মিষ্টিগুলো পাঠানো হয়েছে সেইগুলো স্বামী গহনানন্দ মহারাজ এক্ষুনি তোমাকে খেতে বলছেন। তোমার বুদ্ধি তখন কি বলবে? বুদ্ধি বলবে এক্ষুনি খেয়ে ফেল। তখন ইচ্ছাও হবে আর চেষ্টার কথা তো ছেড়েই দাও।

এইভাবে নিরন্তর প্রভুর নাম করতে থাকলে প্রভু তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি, শ্রদ্ধা বুঝতে পারবেন এবং তখন তোমার মনের খারাপ ভাবনাগুলো চলে যাবে, সৎ ভাবনায় মন ভরে উঠবে এবং তোমার মন প্রভুর নিবাসের জন্য পবিত্র, নির্মল মন্দিরের মত হয়ে যাবে। তোমার মন প্রভুর নিবাস যোগ্য হয়ে উঠবে।

পরবর্তী চিঠিতে তোমার ঘরের লোকজন সম্পর্কে এবং নিজের সম্পর্কেও জানাও।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য প্রভুর কাছে সর্বক্ষণ প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত হিতৈষী

স্বামী গহনানন্দ



। ২৯৫ ।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২১শে অক্টোবরের চিঠি এখানে ১১ই নভেম্বর পৌঁছেছে।

ধ্যান এবং বিধি-সম্মত পূজোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যখন ধ্যান করো তখন ধ্যানের অবস্থায় মনে মনে বিধিগুলোর পালন করে পূজো করো এবং যখন বিধি-সম্মত পূজো করতে বসো তখন ধ্যানের মত একাগ্রতার সঙ্গে পূজো করো। যতটুকু পারো, মনে সর্বক্ষণ কাজকর্ম করতে করতে প্রভুর নাম জপ করতে থাকো। আধ্যাত্মিক জীবন অতিবাহিত করার জন্য সাধু হওয়ার আবশ্যকতা নেই। প্রভুকে নিজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করো। আমিও তোমার জন্য ওনার কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত হিতৈষী

স্বামী গহনানন্দ

।২৯৬।

১৩ই ডিসেম্বর ২০০৩

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ২২শে অক্টোবরের চিঠি এখানে পৌঁছে গেছে। আমাকে এইভাবে ক্রমাগত চিঠি লিখতে থাকো। পরবর্তী চিঠিতে তোমার ঘরের লোকজন সম্পর্কে জানাও এবং সকলে কি করেন ইত্যাদি সম্পর্কেও জানাও।

কষ্ট তোমার এই জন্য অনুভব হয় কারণ তুমি মনে করো এই সব তুমি করছ। দেখো বিছানায় শুয়ে থাকা তোমার কাজ, কিন্তু ঘুমের উপর তোমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সেটা আসতেও পারে বা নাও আসতে পারে। ঠিক তো? এই অবস্থায় তুমি বলছ ঘুম থেকে উঠতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। লোকেরাও বলে থাকে, করি তো, কিন্তু হয় তো না। আমাদের শাস্ত্র মনকে সংকল্প-বিকল্পাত্মক বলে। সে এখন কিছু ভাবে, তারপর এক সংকল্প করে আবার তার এক বিকল্প খোঁজে, বিরুদ্ধ সংকল্প, বিরুদ্ধ পক্ষ, বিরুদ্ধ চিন্তা করে। সেখানে তার বুদ্ধি যাকে নিশ্চয়াত্মিকতা বলে মনে করে সেটাই তার শেষ সিদ্ধান্ত মনে হয়। বুদ্ধি অর্থ বোধের ভাব, বোধের উপস্থিতি। বোধকে জ্ঞানও বলা হয়।

তোমার কাজ শুধু প্রভুর নাম নেওয়া। যেমন নিয়মপূর্বক তোমাকে বলা হয়েছে তেমনি তো করবে ওটার বাইরেও যতটুকু পারো সর্বক্ষণ প্রভুর নাম জপ করো, যখনই মনে এদিক-ওদিকের কথা আসবে বা যখনই শ্রীশ্রীঠাকুর বা শ্রীশ্রীমায়ের ছবিতে নজর যাবে তখনই প্রভুর নাম অবিরত নিতে থাকো। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো।

আমি তোমার ইচ্ছে পূরণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সদা প্রার্থনা করছি।

ইতি—
তোমার শুভচিন্তক
স্বামী গহনানন্দ



। ২৯৭।

কল্যাণীয়া মা...,

তোমার ১৫ই সেপ্টেম্বরের চিঠি এখানে ২৪শে সেপ্টেম্বর পৌঁছে গেছে। কিন্তু দেখো আমাকে 'গুরুবাবা' এমন সম্বোধন করো না। আমাদের মঠে সাধুদের শুধু 'মহারাজ' বলার পরম্পরা আছে। যেমন শ্রীশ্রীঠাকুরকে "শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ" বলা হয় কারণ উনি তোমার, আমার, আমাদের সকলের গুরু মহারাজ। স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজকে এইভাবে স্বামীজী মহারাজ বলা হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে রাখাল মহারাজ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে শশী মহারাজ, স্বামী অদ্ভুতানন্দকে লাটু মহারাজ, স্বামী তুরিয়ানন্দকে হরি মহারাজ বলা হয়ে থাকে। আমাকে শুধু মহারাজ বলো এবং স্বামী গহনানন্দ মহারাজ লেখ।

তোমার পূজা করার বিধি ঠিক আছে। ঘৃণি সূর্য ভগবানের নাম ঘৃংনি নয়। এটাকে শুদ্ধ করে নাও। গণেষ লেখ না, গণেশ লেখ। দুর্গা-সপ্তসতী, তোমার কাছে কি নেই? গীতাপ্রেসের দোকান থেকে কিনে নাও। সেখানে সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে, শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোহস্তুতে ইত্যাদি মন্ত্র এবং তার অর্থও পেয়ে যাবে। এই প্রকার যা দেবী সর্বভূতেষু বিদ্যারূপেন সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমৌ নমঃ-এই মন্ত্রে 'দয়া রুপেন' না লিখে বা পড়ে দয়ারূপেন এইভাবে একসাথে উচ্চারণ করো। এই মন্ত্র দুর্গা-সপ্তসতী চণ্ডীর। চারবাগ স্টেশনে মনে হয় গীতাপ্রেসের দোকান আছে।

শিব পঞ্চাক্ষরস্তোত্রকে এইভাবে পড়ো; নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায় - ভস্মাংঙ্গরাগায় মহেশ্বরায় নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায়-তস্মৈ নকারায় নমঃ শিবায়। (১) মন্দাকিনীসলীল চন্দনচর্চিতায়—নন্দীশ্বর প্রমথনাথমহেশ্বরায় মন্দারপুষ্প বহুপুষ্পসুপূজিতায়—তস্মৈ সকারায় নমঃ শিবায়। (২) শিবায় গৌরীবদনাব্জবালসূর্যায় দক্ষাধ্বরনাশকায়। শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায়, তস্মৈ শিং কারায় নমঃ শিবায়। (৩) আর যা কিছু তুমি লিখেছো ঠিক আছে। এই কথা সবসময় মনে রেখো যে তোমার হৃদয় মধ্যে তোমার ইষ্টদেবতা বসে দিন-রাত, প্রতিক্ষণ তোমার সব ধরনের গতিবিধির উপর নজরদারি রাখছেন এবং ওনার সম্মতি ছাড়া তুমি কিছুই করতে পারো না। কোথাও গাড়ী করে যেতে চাইছ কিন্তু যদি প্রভুর সম্মতি না থাকে তবে দেখবে, রওনা হওয়ার আগে গাড়ী খারাপ হয়ে যাবে। সুতরাং দিন-রাত যখনই সুযোগ পাবে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের ছবির উপর নজর দাও, মনে কোনো ধরনের খারাপ চিন্তা এলে মনে মনে প্রভুর নাম জপ করা শুরু করে দাও। যখনই প্রভুকে স্মরণ হয় জপ করো, ইষ্টমন্ত্র মনে মনে জপ করো, সংখ্যা রাখার প্রয়োজন নেই।

আমাকে চিঠি লিখতে থাকো। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিত্য প্রার্থনা করে যাচ্ছি।

ইতি—
তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৯৮।

১৩ই ডিসেম্বর ২০০৩

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ৫ই নভেম্বরের চিঠি এখানে ১১ই নভেম্বর পৌঁছে গিয়েছিল।

শ্রীশ্রীমা বিশ্বাস না করার যে কথা বলেছেন ওটাতে তোমার প্রত্যয় হচ্ছে না। এটাকে সংসার বলা হয়ে থাকে। তোমাকে শ্রীশ্রীমায়ের কথার প্রত্যয় হওয়ার জন্য হোঁচট খাওয়া প্রয়োজন। যে বস্তুর প্রাপ্তির জন্য আমরা যত বেশী ত্যাগ করি বা পরিশ্রম করি, দুঃখ ভোগ করি সেই বস্তু ততোধিক আমাদের কাছে দামি মূল্যবান হয়। শ্রীশ্রীমায়ের কথা তুমি পড়েছো এবং এড়িয়ে চলে গেছো। এখন কিছু দিন ধৈর্য্য ধরো, কষ্ট করো, ক্ষতিপূরণ করো, পীড়া সহন করো তবেই তুমি শ্রীশ্রীমায়ের কথার মূল্য বুঝতে পারবে।

তুমি যে লিখেছো তোমার নিজের উপর বিশ্বাস নেই, এই সম্পর্কে আমি মনে করি তুমি নিজেই জানো না তুমি কি লিখেছো। ৮-১০ বছর পর যদি তুমি নিজের লেখা চিঠিটি পড়ো তবে বুঝতে পারবে কি লিখেছিলে।

কোন ব্যক্তির সঙ্গে তোমার বিয়ে সম্পর্কে আমি কিছুই বলতে পারবো না, এমনকি শ্রীশ্রীঠাকুর বা শ্রীশ্রীমা এই বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন না। মানুষ তার পূর্বজন্মের সংস্কার নিয়ে জন্ম নেয়, এক এক জন্মে তার নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয় যা সংস্কারের রূপে ওর মনে নতুন নতুন রূপ দিতে থাকে এবং সে প্রতিটি জন্মে সুখ বা দুঃখ রূপী ফল ভোগ করতে থাকে। এটাই আমাদের দেশে কর্মফলের সিদ্ধান্ত। এখন তোমার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তোমার মনে ঐ ব্যক্তির প্রতি যে ধারণা সেটাই তোমাকে বিয়ে করার ইচ্ছেতে পরিণত করে ফেলেছে। এখন এটা থেকে বের হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, তুমি এইভাবে তোমার সংস্কার বানিয়ে ফেলেছো। কি করবে। ক্রোধ ঐসব মানুষদের বেশী হয় যারা বেশী ভাবুক হয়। কিন্তু নিজের ভাবনাগুলোকে বিবেক বুদ্ধি দ্বারা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা বেশীরভাগ মানুষ করতে পারে না। এইসব মানুষদের ভোগ করতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না কারণ দেখতে পায়। কথা অনেক আছে। এমনিও বিয়ের পর সার্থকতা দেখেই নেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু অভিজ্ঞতা ছাড়া হয়তো তুমিও কারণ দেখতে পারবে না।

নিজের অন্তরাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করো। উনি যেভাবে বলবেন সেইভাবে করতে থাকো। ইষ্টদেবতার উপর নির্ভর করো। ওনার সাহায্যেই বাঁচতে পারবে যদি বাঁচতে চাও। আমাকে জানাও আমি যতটুকু পারবো তোমার উন্নতির জন্য সাহায্য করব। কিন্তু শর্ত এই যে তুমি ঐ ব্যক্তির সঙ্গে বা যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে আমি যা কিছু লিখেছি তা নিয়ে আলোচনা করবে না এবং আমাকেও লিখবে না আলোচনা করলে কি হয়। তোমার স্বভাবে গভীরতার খুব অভাব। তুমি খুব চঞ্চল। যদি নিজেকে সংশোধন করতে চাও তো আমাকে বল।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিত্য প্রার্থনা করছি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ২৯৯ ।

১৩ই ডিসেম্বর ২০০৩

কল্যাণীয়া মা...,

দীপাবলীর শুভ কামনার সঙ্গে তোমার মুদ্রিত শুভেচ্ছা পত্র এখানে ২৭শে অক্টোবর পৌঁছে গেছিল। আমার আশীর্বচনের উপর ভরসা কোরো না। হৃদয়ে বসে থাকা তোমার অন্তরাত্মা, তোমার ইষ্টদেবতা, আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে অনুক্ষণ সম্পর্ক রাখো, ওনারা যেভাবে তোমাকে চালনা করবেন সেই ভাবে চলতে থাকো। জীবনে স্থিরতা কোথায়? জীবনতো গতি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার জীবন আছে ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে হবে। থামলে তো চলবে না। স্বামীজী মহারাজকে পড়ো।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করছি।

ইতি—
তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



।৩০০।

১৩ই ডিসেম্বর, ২০০৩

স্নেহের কন্যা...,

তোমার তিনটি চিঠি ২৫শে আগস্ট, ৫ই নভেম্বর এবং তারিখ বিহীন একটি চিঠি এখানে ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮ই নভেম্বর এবং ১লা নভেম্বর পৌঁছেছে। ১ নভেম্বরে পৌঁছানো চিঠির সঙ্গে দীপাবলীর কার্ডও ছিল। তুমি দীপাবলী কেন লিখেছো ? তারপর "কৃপাভিলাষী" লিখেছো, লেখা উচিত "কৃপাভিলাষিনী !"



চলো ঠিক আছে। আবার ভুলে যাবে। আবারও দিপাবলী লিখবে, কৃপাভিলাষী লিখবে। কোন অসুবিধা নেই। তানপুরা নেই এবং গানও শিখছো কাকে শোনাবে তোমার গান? শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্বামীজী তানপুরায় গান শোনাতেন। তুমি কাকে শোনাবে? গুরুর কাছে শিখতেও যাও না। তোমার বাবা খুব ভালো কাজ করেছেন। কিন্তু বলোতো তানুপরা তো উনি তোমাকে কিনে দেননি, কালো কোট কিনে বা বানিয়ে দিয়েছেন তোমার জন্য? ওটা পরে কলেজে যাও?

ইংরেজী নিয়ে ঘাবড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। ইংরেজী খবরের কাগজ, উপন্যাস, গোয়েন্দা কাহিনী প্রতিদিন পড়া শুরু করো। বোঝ না বোঝ ক্রমাগত পড়তে থাকো। পুরান বইয়ের দোকান থেকে বই কেনো, গ্রন্থাগার থেকে এনে বই পড়ো। টি.ভি.তে ইংরেজী কার্যক্রমগুলো (অনুষ্ঠান) দেখো। ইংরেজী খবর বরাবর শুনতে থাকো। বছর খানেকের মধ্যে অনেক উন্নতি হবে।

ভারতবর্ষের ধর্ম কোথায় গেল। সত্যযুগের উল্লেখ আমাদের শাস্ত্রেই পাওয়া যায়। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হয়েছিলেন, দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। আবার কলিযুগে গৌতমবুদ্ধ, মহম্মদ এবং যীশুখৃষ্ট, আবার শ্রীচৈতন্যও। কলিযুগের শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যযুগের প্রারম্ভ করলেন। শ্রীভগবান ঐ সব দেশে জন্ম নেন নি, যে সব দেশের লোকেরা সংসারের প্রতি লালায়িত, প্রহ্লাদ, ধ্রুব বা নরেন্দ্রনাথের মত শ্রীভগবান লাভ করার জন্য ব্যাকুলতা ওদের মধ্যে

নেই। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমার প্রচার উনি স্বয়ং শুরু থেকেই ঐসব দেশেও করেছেন, তাই ফলস্বরূপ বেলুড় মঠের অনেক শাখা ঐসব দেশে স্থাপিত হয়েছে, ঐসব দেশের লোকেরা অনেকে সন্ন্যাসও নিয়েছেন। ঠিক আছে তিন বছরের মধ্যে ওকালতি পড়া সম্পূর্ণ করে ফেলো।

তোমার বয়স এখন কত? ম...কে মনে হয় সারদা মঠের সন্ন্যাসিনীরা মঠে যোগ দিতে বারণ করেছেন, তুমি নিজের সম্পর্কে ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করোনি? সন্ন্যাসের অর্থ এমন কিছু নয়। সন্ন্যাস সম্ (সম্ এর অর্থ সম্যক, ভালোভাবে) নি (নিতরাং অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে) এবং অস্ (ফেলে দেওয়া, দূর করে দেওয়া), তারপর প্রত্যয় লাগানো হয়, তার অর্থ হয় ত্যাগ তুমি তো জানো এবং তুমি এটাও জানো ত্যাগ করা হয় না, ত্যাগ হয়ে যায়। সংসারকে আজ পর্যন্ত তুমি একরকম দেখেছো, এখন অন্যরকম দেখছো, এখন তোমার নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে, ভালো ও মন্দ দুটোই। এতে যখন বিরক্ত হবে, মন উঠে যাবে, তখনই ত্যাগ হতে থাকবে। ত্যাগ তো মনের কথা। মঠের সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীরা মঠে প্রবেশ করেন মানুষের সেবা করার জন্য (জগৎহিতায়) এবং সাথে সাথে ধ্যান-জপ-উপাসনা ইত্যাদির মাধ্যমে মনে এক নতুন আধ্যাত্মিক সংস্কার সৃষ্টি করেন যাতে মন শুদ্ধ হয়ে উঠে এবং সমাধির যোগ্য হয়ে যায়। স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়তে থাকো। ওনাকে পড়া খুবই দরকার কিন্তু লোকেরা পড়ে না। প্রথমে মারাঠীতে পড়ো, পরে ইংরেজীতে পড়ো।

এই যে তোমার মনে যুদ্ধ চলছে এবং তুমি সঞ্জয়ের মতো বর্ণনা করছ, এর অর্থ এই যে তুমি দিব্য দৃষ্টি পেয়ে গেছ। তুমি রণক্ষেত্রে উপস্থিত থেকেও যুদ্ধ থেকে বিরত হয়েও যুদ্ধ দেখতে পারছ। এইভাবে কিছু কাল আরো দেখতে থাকো, যুদ্ধ থেমে যাবে, শত্রুর বিনাশ, দুষ্কর্মকারীদের বিনাশ হবে ধর্ম অর্থাৎ শ্রীভগবানের সংস্থাপনা হবে। লোকের কথায় কান দিও না, মানুষ বেশীরভাগ সময় দুঃখেই থাকে, যেখানে তুমি ওদের আনন্দিত মনে, খুশী মনে সামলাবে, সেখানে তুমিই কেঁদে ফেলছ। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো। আমি তোমার জন্য নিত্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ

।৩০১।

১৪ই আগস্ট ২০০৩

কল্যাণীয়া মা...,

তোমার ১৩ই জুলাইয়ের চিঠি এখানে ২১শে জুলাই পৌঁছে গেছে।

তুমি নিজের মনের ব্যাপারে কি সব উল্টো-পাল্টা লিখেছো? তোমার মন শুদ্ধই আছে যেমন কোন নোটবুক বা অভ্যাস পুস্তকের ফাঁকা পৃষ্ঠার মত যতক্ষণ ওটার ওপর ভুল বা শুদ্ধ কিছু না লিখে ফেলছ। তেমনি তোমার মনে ভুল বা শুদ্ধ অর্থাৎ খারাপ-ভালো ভাবনা আসতে থাকে, তার মধ্যে কিছু একটা ভাবনার সঙ্গে তোমার আকর্ষণ হয়ে যায়, এটাই তোমার বিপদ। কিন্তু আকর্ষণ হওয়ার আগে মনই তোমাকে শতবার বারণ করে, সাবধান করে, তুমি মনের কথায় কান দাও না।

সকালে ঘুম থেকে উঠতেই মন বলে, ওঠো, কিন্তু তুমি কি সঙ্গে সঙ্গে উঠতে পারো? না শুয়ে থাকো? মনের কথা শুনবে তো সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছাড়তে হবে। এইরকম সব ব্যাপারে মনের কথা শুনতে হবে। যদি মনের কথা তুমি পালন করতে না পারো তবে ওকে একান্তে ব্যাকুলতার সঙ্গে বলতে হবে আর সে নিজের খাতায় এই কথাটি লিখে রাখবে যে তুমি ওর কথা মানো নি, এটা তোমার একটি দুর্বলতা কারণ দুর্বলতাকে চিনতে না পারলে ওটা থেকে কীভাবে নিষ্কৃতি পাবে? রোগকে চিহ্নিত না করতে পারলে ওটার চিকিৎসা কীভাবে হবে? মনের কথা শোনার অভ্যাস করো তারপর সে তোমাকে সাহায্য করবে, যেমন পিতা পুত্রের হাত ধরে চলে। আমাকে লিখতে থাকো।

আমি তোমার জন্য প্রভুর কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ

।৩০২।

১৩ই ডিসেম্বর ২০০৩

কল্যাণীয়া মা...,

তোমার ৫ই নভেম্বরের চিঠি এখানে ২১শে নভেম্বর পৌঁছে গেছে।

দেখো যেমন শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন যে, কোন এক প্রদীপের আলোতে কোন এক ব্যক্তি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে পারে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি জাল নোটের ব্যবসা করতে পারে, তেমনি সংসারে দু-ধরনের লোক আছে। এক তো শ্রীভগবানের শরণে থেকে ধর্মের অনুসরণ করে জীবন অতিবাহিত করে এবং দ্বিতীয় ধর্মের, রীতি-নীতির অবমাননা করে জীবন অতিবাহিত করে, কিন্তু দুঃখের অভাব দুজনের জীবনেই হয় না। দুঃখ দুজনের জীবনেই বিদ্যমান। একথাটি তো তুমি নিশ্চয় জানো, সুতরাং এইভাবে মনে করো দুঃখই আমাদেরকে ধর্ম এবং শ্রীভগবানের শ্রীচরণের দিকে নিয়ে যায়। ভগবতী সীতা, কুন্তী, দ্রৌপদী, শ্রীশ্রীমা সারদা, বিদুর, দুর্যোধন এবং পাণ্ডবদের জীবনের দুঃখের দিকে যদি নজর দাও তবে দেখবে যে দুঃখ সহন করাই শ্রীশ্রীভগবানকে লাভ করা। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের দুঃখের অভিজ্ঞতাকে দেখো, কিন্তু তিনি সেই দুঃখকে গুরুত্ব না দিয়ে, শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করতে কখনো বিমুখ হন নি, দুঃখ ও দারিদ্র্যতা নিয়ে এত চিন্তা করো না। দুঃখ তো আমাদের জীবনের সঙ্গী। নিজের মন প্রাণ ইষ্টদেবতার চরণে সমর্পণ করো, সংসারের ঝামেলার মধ্যেও ওনার উপস্থিতিকে অনুভব করো, প্রার্থনাপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করো, তিনি তোমার হৃদয়ে সদাই বিরাজমান আছেন। নিশ্চিন্ত থাকো।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তোমার জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদা শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



। ৩০৩ ।

১৩ই ডিসেম্বর ২০০৩

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ৪ঠা অক্টোবরের চিঠি এখানে ১৭ই অক্টোবর ১০০ টাকার সঙ্গে পৌঁছে গেছে।

প্রথমে তোমার প্রশ্নের উত্তর, তোমার চিঠি আমার কাছে পৌঁছানোর আগে এখানকার দপ্তরের সাধু মহারাজরা খোলেন, তারপর ওটাকে পড়ে জবাব লেখেন, তারপর আবার যখন আমি এখানে থাকি তখন সুবিধানুসারে আমাকে শুনিয়ে আমার হস্তাক্ষর করিয়ে নেন। যোগোদ্যান মঠে সাধুদের মধ্যে হিন্দী জানা সাধুর সংখ্যা খুবই কম, সুতরাং তোমার চিঠি এবং তামিল, কন্নড়, তেলেগু, মালয়ালম, মারাঠী, গুজরাটীতে লেখা চিঠিগুলো পড়ানো ও সেটার উত্তর লেখানোর জন্য সচরাচর বেলুড় মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের সাহায্য নিতে হয়। এটাই আমাদের মঠের রীতি, বুঝলে তো এখন।

নিজের মায়ের চিন্তাধারাকে বুঝতে চেষ্টা করো, তাঁর জীবনকে দেখো, তাঁর জীবন সম্পর্কে চিন্তা করো, তখন তুমি বুঝতে পারবে কেন তিনি তোমার বিয়ের জন্য উতলা হচ্ছেন, তিনি নিজের কষ্টকে তোমার জীবনে যেন পুনরাবৃত্তি না হয় সেটা চান, কিন্তু তুমি একা থাকবে সেটাও তিনি ভাবতে পারছেন না। তিনি তো নিজের অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলোকে তোমার জীবনে পূর্ণ হতে দেখতে চান। কথাটি শুধু এতটুকুই। তোমার এই ব্যাপারে বেশী চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। প্রভুর নাম জপ করো এবং নিজের কাজ করতে থাকো। এম, বি, এ ইত্যাদি করার ইচ্ছে নেই তো করো না কিন্তু অন্য কিছু পড়াশুনা করলে আরও টাকা রোজগার করতে পারবে, আর কিছু নয়। কিন্তু চিন্তা করো, মনকে ভালোভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে দেখো কোথাও বিয়ে করার ইচ্ছে তোমার মনে আছে কি না? যদি তোমার মন দুর্বল হয়, পূর্ণ বৈরাগ্য না হয়, কোন কিছু কঠোর নির্ণয় তুমি নিতে না পারো, তুমি তোমার স্বজনদের মুখোমুখি হতে পারবে না। ভাবনা চিন্তা করো, হৃদয়কে কঠোর করো, প্রভুকে, মাকে প্রার্থনা এবং অনুনয়-বিনয় করতে থাকো, ওনারাই শুধু তোমাকে সংকট থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আমিও ওনাদের কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ

| ৩০৪ |

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, বিজয়া দশমী, কালীপূজা, এবং দীপাবলীর শুভেচ্ছা।

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, বিজয়া-দশমী, কালীপূজা এবং দীপাবলীর পবিত্র দিনগুলোতে আমি তোমাদের সবার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীমহামায়াকে নিরন্তর প্রার্থনা করি। তোমরা সবাই মনে প্রাণে যথাবিধি আমাদের প্রভুর নাম জপ করতে থাকো, এটাই তোমাদের কাছে আমার আশা।

এখানে বেলুড় মঠস্থিত রামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা এবং মহালক্ষ্মী দেবীর পুজো যথাবিধি সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের এখানে রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান) এ মহানবমীর দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়োশপচারে বিশেষ পূজো এবং হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে। তুমি নিশ্চয় জানো, এই বছর ১৩ই ডিসেম্বরে আমাদের শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর শুভ আবির্ভাবের ১৫০ তম বর্ষ পূর্ণ হবে। এই উপলক্ষ্যে আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশেও শ্রীশ্রীমায়ের স্মরণে সভা, উৎসব, সমারোহের আয়োজন করা হচ্ছে। আমি আশা করি, তোমরা সবাই এই সমারোহে যোগদান করো, সেটাতে মন-প্রাণ দিয়ে ভক্তিভরে সেবা করো, আর নিজেদের জীবনের নির্জনতাকে অনুক্ষণ শ্রীশ্রীমায়ের আরাধনা করে দূর করো। এই জগতে শুধু শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাই ভরসা।

আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী মহারাজ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও ওনাদের প্রমুখ গুরুভাইদের কাছে তোমাদের সবার কল্যাণের জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমারই নিত্য শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



। ৩০৫ ।

৭ই মার্চ ২০০৩

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার চিঠি আমি পেয়ে গেছি। তোমার আগের কোন চিঠি পৌঁছাই নি, আমি তো সব চিঠিরই জবাব পাঠিয়ে থাকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার পরীক্ষা নিচ্ছেন। আমি তোমাকে এতটুকু বলতে পারি যদি তুমি নিজের ধ্যানের উপর, নিজের সংকল্পের উপর দৃঢ় থাকো তবে তুমি সফলতা অর্জন করতে পারবে। অবিবাহিতা থাকো, প্রভুর নাম নিতে থাকো এবং সাংসারিক বিষয় নিয়ে তোমার ইষ্টদেবতা যেমন তোমাকে দিয়ে করান সেইভাবে করতে থাকো। আমাকে চিঠি কেন লেখ না?

আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য আমাদের প্রভুকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



।৩০৬।

৭ই মার্চ ২০০৩

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ৬ই জানুয়ারীর চিঠি এখানে ২৪শে জানুয়ারী পৌঁছেছে।

পি.এম.টি. পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে ভুলে যেও না। তোমাকে তোমার ক্লাসের মেয়েদের সংশোধন করতে হবে না। শুধু তোমার জীবনকে তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে যেমন দোকানদার নিজের দোকানের জিনিষপত্রগুলো গ্রাহকের সামনে মেলে রাখে এবং গ্রাহক নিজের পছন্দ, রুচি, বুদ্ধি ও স্বার্থের প্রয়োজনে জিনিষপত্র কেনে। তুমি তো জানো বস্তু যত মূল্যবান হয়, সেটার গ্রাহকও কম হতে থাকে। সেইরকম এখানেও প্রযোজ্য। হীরের যে ব্যবসায়ী সে হয়তো মাসে দু-মাসে একজন গ্রাহক পেয়ে থাকে, সুতরাং নিজের ক্লাস ও কলেজের লোকদের নিয়ে বিচলিত হইও না। তাদের চিন্তা করার জায়গায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের জীবন সম্পর্কে চিন্তা করো।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজের কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভচিন্তক
স্বামী গহনানন্দ



।৩০৭।

৭ই মার্চ ২০০৩

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১১ই ডিসেম্বরের চিঠি এখানে ১৪ই জানুয়ারী পৌঁছেছে।

আমি তোমাকে একটাই পরামর্শ দিতে পারি যে 'উপাসনা-পদ্ধতি' তে বলা বিধিগুলোকে যথাসম্ভব পালন করে জপ-ধ্যানের চেষ্টা করতে থাকো আর যে পথে চলছ সেই পথ ধরেই চলতে থাকো। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজের বইগুলো সুবিধানুসারে অধ্যয়ন করতে থাকলে কিছু বছরের মধ্যে তুমি তোমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেয়ে যাবে। সংসারকে ত্যাগ করার জন্য সাংসারিক অভিজ্ঞতা খুব জরুরী, এই অভিজ্ঞতা না থাকলে ত্যাগ করতে পারবে না।

আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমারই একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ৩০৮ ।

৭ই মার্চ ২০০৩

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ১৮ই ডিসেম্বরের চিঠি ৬ই জানুয়ারী, ১লা জানুয়ারীর ৮ই জানুয়ারী, ২৮শে ডিসেম্বরের ১৩ই জানুয়ারী, ২১শে জানুয়ারীর ২৫শে জানুয়ারী, ১৯শে জানুয়ারীর ৩১শে জানুয়ারী, ২৯শে জানুয়ারীর ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ৮ই ফেব্রুয়ারীর ২১শে ফেব্রুয়ারী এবং ২০শে ফেব্রুয়ারীর ২৮শে ফেব্রুয়ারী এখানে পৌঁছেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ কাঁদতে বারণ করেছেন কিন্তু তিনি স্বয়ং খুব কাঁদতেন, তুমি নিশ্চয় জানো। তোমার প্রশ্নতো গুরুত্বপূর্ণ, কাকে কি অবস্থায়

কাঁদতে বলেছেন, আবার কাকে কাঁদতে বারণ করেছেন সেই বিষয়টিকেও আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে, এই আচার্য ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষদের কথাগুলো খুব উচ্চকোটির হয়, তাঁদেরকে বুঝতে গেলে অন্যান্য ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষদের আবশ্যকতা হয়। তুমি দেখো, স্বামীজী মহারাজকে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা ছাড়া কে বুঝেছেন? গুরুভাইদের মধ্যে রাজা মহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, অখণ্ডানন্দজী ইত্যাদি ওনাকে কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন। এইজন্য স্বামীজী মহারাজ স্বয়ং বলেছিলেন, আমি তো আচার্য হয়ে আছি, আমাকে ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তির জন্য নানা ধরনের কথা বলতে হয়, তুমি আমাকে বুঝতে পারছ। তারপর নিজের গুরুভাইদের দেখিয়ে বলেছিলেন, তুমি তাঁদের মধ্যে যে কোন একজনের কাছে যাও, তাঁদের প্রত্যেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের ১৬ কলার মধ্যে এক-এক কলার সাধনা করে জীবন অতিবাহিত করেছেন।

কাঁদা বা না কাঁদার প্রশ্নের উত্তর হল, শ্রীশ্রীমাও অশ্রু বিসর্জন করতে বারণ করেছেন। বলেছেন ভাবনাকে বুদ্ধির প্রয়োগের দ্বারা রোধ করো। কেউ জিজ্ঞেস করেছিল যদি ভাবাবেগ এত তীব্র হয় তখন ওটাকে রোধ করাই মুশকিল, তখন মা বলেছিলেন যার ভাবাবেগ যত তীব্র হবে তার রোধ করার শক্তিও ততোধিক তীব্র হবে।

আসল কথাটি হল, আমি প্রভুর জন্য কাঁদলাম, এই ভাবনার মধ্যে আত্মতুষ্টির এক ভাবনা লুকিয়ে আছে। যদি সাধকের এই কথা জানা না থাকে "প্রভুর জন্য কাঁদি" এইরকম ভাবনা সুখকর হবে। চিত্তশুদ্ধির জন্য তাঁকে আত্মতুষ্টি থেকে মুক্ত হওয়া খুব দরকার। যখন খুব কান্না পাবে তখন প্রভুকে বলো তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য।

নিজেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতের যন্ত্র মনে করো, তারপর তোমার জীবন সার্থক হল না ব্যর্থ, এইসব কথা নিয়ে চিন্তা হবে না। বলো আমি তো তোমার দাস, জন্ম-জন্মান্তরের।

আমি তোমার এবং তোমার কন্যার কল্যাণের জন্য সদা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



।৩০৯।

৭ই মার্চ ২০০৩

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার ২৬শে জানুয়ারীর চিঠি ৩০শে জানুয়ারী এখানে পৌঁছে গিয়েছিল।

তোমার কোন ধরনের কথা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী মহারাজ যেমন আশ্রমের মন্দিরে বিরাজমান, তেমনি তোমার হৃদয়েও ওনারা বিরাজিত, আশা করি কথাটি বুঝতে পেরেছো। এই কথাটির সত্যতাকে গভীরতার সঙ্গে বোঝাই সাধুর সাধুতা এবং এই কথাটির গভীরে যত প্রবেশ করবে সাথে সাথে তোমার চরিত্রে বুদ্ধির প্রকাশ হবে যার ফলস্বরূপ শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতের এক যন্ত্র সমান হয়ে তুমি কাজ করবে।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি যাতে উনি তোমাকে এটার যোগ্য করে তোলেন।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ৩১০।

২৬শে জুলাই ২০০০

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার পাঠানো চিঠিতে তারিখ দাও নি এবং খামের মধ্যে টাকা পাঠিয়েছো, এই কাজটিও খুব ভুল করলে। মজার কথা হল তোমার চিঠিতে ১২ই জুলাইয়ের ডাকমোহর লাগানো ছিল এবং ১৬ই জুলাই এখানে পৌঁছেছে কিন্তু এর মধ্যে লোকেরা খাম খুলে টাকা বের করে আবার সুতো দিয়ে ভালো করে বেঁধে যোগোদ্যান মঠে পৌঁছে দিয়েছে। এইভাবে টাকা পাঠিও না, তাতে পোস্ট-অফিসের লোকদের চুরি করার জন্য সাহায্য করা হয়, যদি তুমি মানি অর্ডার করে টাকা পাঠাতে তবে যে শুল্ক তোমাকে মানি অর্ডার করতে দিতে হত সেটা পোস্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্ট পেত এবং সেই মানি অর্ডার সুরক্ষিত হয়ে পৌঁছে যেত।

কিন্তু তুমি যে গুরুপ্রণামী পাঠানোর সংকল্প করেছিলে, মনে করো আমি সেই সময়ই প্রণামী পেয়ে গেছি। টাকা তুমি কাকে দিয়েছো তার উপর, উচিত স্থানে পৌঁছানো না পৌঁছানো নির্ভর করে, তাই এইসব কথা মাথায় রেখো।

সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতের মধ্যে এই পার্থক্য। সূক্ষ্মতে যে নিবাস করে তাকে স্থূল ত্যাগ করতেই হবে। যখন তুমি টাকা পাঠানোর সংকল্প করেছো। দেখো সংকল্প শব্দের অর্থ হল 'সম্যক কল্পনা' কিন্তু ইংরেজীতে তুমি শিখেছো 'কল্পনা' অর্থ 'imagination' 'fancy', মনে পড়ে, কিন্তু কল্পনার অর্থ 'সামর্থ্য' শক্তি—imagination ইত্যাদি নয়, তুমি নিশ্চয় পড়েছো—'and God said' 'Let there be light'—and There was light সংকল্প এই প্রকার হয়। সুতরাং সত্যিই তুমি যখন টাকা পাঠানোর সংকল্প করেছো, মনে করো আমি সেই মুহূর্তে পেয়ে গেছি। কিন্তু স্থূলভাবে যদি টাকা পাঠাও তবে প্রথমে তার শোধন করা উচিত।

আসনে বসে ১০,০০০ জপ করো, ঠিক আছে, সংখ্যাকে একসঙ্গে বাড়িয়ে দিও না। শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন তোমার কিভাবে হয়, স্বপ্নে, ধ্যানে, প্রত্যেকবার একইরূপে দর্শন হয় না বিভিন্ন প্রকারে দর্শন হয়, না শুধু রূপদর্শনই হয়? মায়ের দর্শন কিভাবে হয়, স্বামীজী মহারাজেরও দর্শন কিভাবে হয়? যতটুকু পারো বিস্তারিত ভাবে জানাও। এখানে তোমার চিঠি কেউ পড়তে পারে না কারণ বেশীরভাগ লোকদের দেবনাগরী লিপির সঙ্গে পরিচয় নেই, হিন্দীর জ্ঞান তো দূরের কথা। আমি চিঠিগুলো একজন সন্ন্যাসীকে দিয়ে লেখাই, সেই কেবল তোমার চিঠি পড়ে শোনায়, কারণ আমি সব ব্যক্তির লেখা পড়তে পারি না।

তোমার পরবর্তী চিঠিতে নিজের সম্পর্কে, ঘরের লোকদের সম্পর্কে জানাও, তোমার বয়স কত, এখন পড়াশুনা করছ না অন্য কিছু করছ, তোমার বিয়ে হয়েছে না হয় নি? (তুমি তো কুমারী....লিখেছো তাতে বোঝা যাচ্ছে বিয়ে তুমি করো নি), তোমার ভাই-বোন, মা-বাবা, সংসারের খরচা কিভাবে চলে, যতটুকু পারো জানিও।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য আমাদের প্রভুকে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত হিতৈষী
স্বামী গহনানন্দ



।৩১১।

২৪শে জুলাই ২০০২

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

৮ই জুলাইয়ের তোমার পত্র এখানে ১৩ই জুলাই পৌঁছেছে।

তোমাদের মত লোকদের সঙ্গে এইটাই অসুবিধা যে কোন একটি বইয়ের কথা বললেই তোমরা গ্রন্থাগার বানানোর কথা বলতে শুরু করে দাও। স্বামী

বিবেকানন্দকে তো তুমি পড়বে না, তোমার পরমহংস যোগানন্দে অধিক আগ্রহ আছে। শুদ্ধ জীবন সাদা সিধে জীবন তোমার পছন্দ নয়, জানিনা কবে যে তোমার বুদ্ধি শুদ্ধ হবে আর তোমার শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের প্রতি জানার আগ্রহ হবে। ভারতবর্ষ অনেক পুরানো দেশ, এখানকার পরম্পরাও পুরানো। আজ থেকে পাঁচ সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছর পূর্বে দ্বাপর যুগের শেষে ভগবান বাদরায়ণ ব্যাস বেদের বিভাজন করেছিলেন, মীমাংসা-সূত্রের রচনা করেছিলেন, ১৮ পুরাণের মহাভারত রচনা করেছিলেন, ঐসব আজও উপলব্ধ, কিন্তু গ্রন্থাগারে রাখার জন্য কোন কোন লোক ঐসব কিনে নেন কিন্তু কখনো পড়েন না। ত্রেতাযুগে যখন মানুষদের মধ্যে অধর্মের প্রাদুর্ভাব দেখা দিল তখন জ্ঞাননারায়ণেরও প্রাদুর্ভাব শুরু হল। এই পরম্পরা ভারতবর্ষের পরম্পরা। প্রথমে এটার সাথে পরিচিত হয়ে যাও, শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতার অধ্যয়ন দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাও, তখন হয়তো তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের শুদ্ধি সম্পর্কে বুঝতে পারবে। আর কত দিন পর্যন্ত পারিবারিক কষ্টকে দূর করার জন্য এই বয়সেও শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করতে থাকবে, যেমন কোন বাচ্চা পরীক্ষায় পাশ করার জন্য তাঁকে নিবেদন করে, এখন পর্যন্ত তুমি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের সার্থক অধ্যয়ন করো নি। ঠিক আছে, ইদানীং যেমন চলছে তেমন চলতে দাও। প্রভুর নাম জপ করার অধিকার তুমি পেয়েছো নাম জপ করতে থাকো, দেখবে ক্রমশঃ ওটাতে আগ্রহ আসবে, নাম জপ করতে আগ্রহ বেড়ে যাবে তখন নাম জপ করা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের উপর আগ্রহ কমে আসবে, শুধু দিন-রাত সর্বক্ষণ প্রভুর নাম, নিজের ইষ্টদেবতার নাম জপতে থাকো। কি করবে? তোমার ইচ্ছেকে, আগ্রহকে, বুদ্ধিকে শ্রীশ্রীঠাকুরই পরিচালিত করছেন, তাঁকে চালাতে দাও।

আমি প্রভুকে তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত হিতৈষী

স্বামী গহনানন্দ



।৩১২।

২৫শে জুলাই ২০০২

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

৩০শে মে-র চিঠি গদরপুর থেকে ২৮শে জুনে এখানে পৌঁছেছে। মনে হয় তোমার চিঠিতে গদরপুর পোস্ট অফিসের ২১শে জুনের ডাকমোহর লাগানো ছিল।

বেলুড়ের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী কালী মায়ের মন্দির দেখতে আসার জন্য কি বাধা আছে? যদি এখানে রামকৃষ্ণ মঠ (বেলুড় মঠ) এর অতিথি-নিবাসে থেকে দর্শনাদি করতে চাও তবে প্রথমে 'মঠ'-এর ম্যানেজার মহারাজ, স্বামী প্রমেয়ানন্দ মহারাজ (রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া, পিন ৭১১ ২০২) কে চিঠি লিখে ওখানে থাকার জায়গা সুরক্ষিত করো। ওনাকে পরিষ্কার জানাও কতজন তোমরা আসতে চাও, কত দিন থাকতে চাও ইত্যাদি। ওনার থেকে উত্তর পাওয়ার পর যখন অতিথি-নিবাসে থাকার তারিখ জানতে পারবে তখন রেলগাড়ীর স্থান আরক্ষিত করো আর কামারপুকুর এবং জয়রামবাটীর মহন্ত (মঠের অধ্যক্ষ) কে চিঠি লেখ।

এই মাত্র তোমার দীক্ষা হয়েছে, বর্তমানে 'উপাসনা-পদ্ধতি'র নিয়ম পালন করতে থাকাই তোমার কাজ। এখন এই নিয়মগুলো পালন করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের দৈনন্দিন কাজ-কর্মও করতে থাকো এবং এইটা মনে করো যে তুমি নিজের পূর্ব পুণ্যের ফলস্বরূপেই প্রভুর নাম জপ করার অধিকারী হয়েছো। এখন এই অধিকারের উপযোগী তুমি কর্তব্যবোধ মনে করে করবে না, প্রভুর সেবা মনে করে করবে। তুমি জানো যে শোয়ার ইচ্ছে হলে আমরা শুয়ে পড়ি কিন্তু ঘুম আসা না আসা আমাদের হাতে থাকে না, আমাদের ঘুমের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এইভাবে আমরা অনেক কিছুই করতে চাই কিন্তু হয়ে উঠে না, তুমি তো জানো, হোয়ে ওহি যো রচিরাম রাখা। ('ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন')। সুতরাং, এখন নাম-জপ বিধি অনুসারে করতে থাকো, আমাকে চিঠি লিখতে থাকো, কাজকর্ম নিয়মিত করতে থাকো।

আমি তোমার এবং তোমার স্ত্রীর কল্যাণের জন্য আমাদের প্রভুকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।৩১৩।

গুরুপূর্ণিমা, ২৪শে জুলাই ২০০২/১লা আগস্ট ২০০১

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১৮ই জুনের চিঠি এখানে ৮ই জুলাই পৌঁছেছে। তুমি আধ্যাত্মিক উন্নতি চাইছ কিন্তু এখন তোমার সর্বপ্রথম কর্তব্য তোমার দুই কন্যার অত্যন্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে সেবা করে যাওয়া। তোমার এই বিষাদগ্রস্ত মনকে এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সমর্পণ করে দাও। উনি তোমাকে যেভাবে পরিচালিত করছেন তুমি সেইভাবে চলো। তোমার মানসিক কষ্ট হচ্ছে কেন? কেন প্রভুর উপর নির্ভর করতে পারছ না? যদি নির্ভর করো তবে এত বিষাদগ্রস্ততায় ভুগছ কেন?

আমি তোমার কন্যা এবং তোমার জন্য প্রভুকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত হিতৈষী
স্বামী গহনানন্দ



।৩১৪।

গুরুপূর্ণিমা, ২৪শে জুলাই ২০০২

আমার স্নেহের কন্যা...,

তোমার ৮ই জুলাইয়ের চিঠি এখানে ১৩ই জুলাই পৌঁছেছে।

কেন তোমার সন্তানদের দাঁতের শ্রেণীবদ্ধ (alignment) করাতে হচ্ছে? ওটাতে কি অসুবিধা ছিল? তুমি দন্ত চিকিৎসককে কেন আগে টাকা দিয়েছো? আশ্রমের সচিব মহারাজ থেকে পরামর্শ নিয়েছো কি? লক্ষ্ণৌতে আমাদের মঠের বিবেকানন্দ ক্লিনিকে গেলে ওটার চিকিৎসা হবে কি না তা তুমি লক্ষ্ণৌতে টেলিফোন করে জেনে নিতে পারো। দেরাদুনের দন্ত চিকিৎসক যার কাছে তুমি যাও, যাওয়ার আগে টেলিফোনে কেন তুমি সাক্ষাতের সময় নাও না? কি সিদ্ধান্ত নিলে আমাকে জানিও?

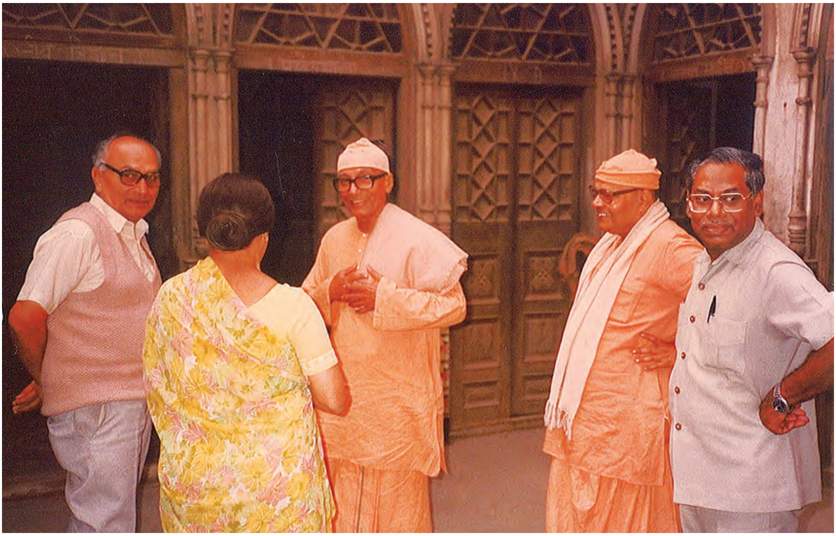
শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে বসে তোমাকে পরিচালিত করছেন, তাই বরাবর তুমি শান্তি পাচ্ছো কিন্তু তুমি তা অনুভব করতে পারছ না, এখন তো নিশ্চয় কিছু কিছু অনুভব করতে পারছ, পরবর্তীকালে আরো ভালোভাবে অনুভব করতে পারবে।

আমি ওনাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি যাতে তিনি তোমাকে এই সুবুদ্ধি প্রদান করে থাকেন।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ৩১৫ ।

৯ই নভেম্বর ২০০৪

প্রিয়ম...,

তোমার ১০ই অক্টোবরের চিঠি ১৪ই অক্টোবর এখানে পৌঁছেছে।

মে ২০০৫ পর্যন্ত যতক্ষণ তোমার পরীক্ষা শেষ না হচ্ছে ততোক্ষণ পর্যন্ত নিয়মিতরূপে সকাল-সন্ধ্যে জপ-ধ্যানের জন্য সময় বের করতে না পারলে কিছু হবে না, তা নিয়ে তুমি বিচলিত হইও না। পাঠ্যক্রমের ১০ বিষয় কি বলছ, ইচ্ছে করলে তুমি ৪০ বিষয়েও পড়াশুনা করে তৈরী হতে পারো। নিশ্চিন্ত থাকো। জীবনকে অনুশাসিত করার জন্য তোমাকে কিছুই করতে হবে না। এই যুগ শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজীর তাই নিশ্চিন্ত থাকো। পরীক্ষাকেই শুধু জীবনের লক্ষ্য করো না। যা কিছু তোমার চারপাশে হচ্ছে দেখতে থাকো, আর যা কিছু করছ মনে করো সবই তোমার অন্তরাত্মা, শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন।

আমি শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করি যাতে উনি তোমাকে এই কথাটি উপলব্ধি করার বুদ্ধি প্রদান করেন।

ইতি—

তোমার সতত শুভানুধ্যায়ী

স্বামী গহনানন্দ



। ৩১৬।

৯ই নভেম্বর ২০০৪

প্রিয় গি...,

তোমার ৫ই অক্টোবরের চিঠি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণে স্থিত সর্বধর্ম মন্দির উদ্ঘাটন উপলক্ষে ডাক-বিভাগের বের করা বিশেষ আবরণের খামে এখানে পৌঁছেছে।

আমি বুঝতে পারছি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাকে তুমি বুঝতে পারছ, তাঁরা প্রত্যেক মুহূর্তে তোমার সঙ্গে আছেন এবং তোমার দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করছেন। তাঁদের উপর নির্ভর থাকো, প্রার্থনাও ওনাদেরকে করো, ওনারা যেভাবে বলেন সেভাবে করো। আমাকেও চিঠি লিখতে থাকো। যা কিছু করছো, ওনারাই তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন। এই কথাটিই তোমাকে ভালো করে বুঝতে হবে। ওটাও হতে থাকবে।

আমি ওনাকে তোমার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



।৩১৭।

৯ই নভেম্বর ২০০৪

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া গি...,

তোমার ১লা নভেম্বরের চিঠি আমি পেয়েছি।

সঠিক পথ দেখানোর জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা আছেন। যারা তোমার হৃদয়ে নিবাস করছেন এবং প্রত্যেক মুহূর্তে তোমার হাত ধরে ওনাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। যেমন কোন এক ঘুমন্ত শিশুকে তার মা-বাবা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায় বা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায় বললে যেমন এক বিড়াল নিজের বাচ্চাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। এই কথাগুলোকে বুঝতে চেষ্টা করো। ওনাকে প্রার্থনা করো, কথা বলো, ওনার আদেশ, উপদেশ শোনো, ওনার উপদেশ অনুযায়ী প্রত্যেকটা কাজ করো। যা করো ওনাকে জিজ্ঞেস করে, ওনার পরামর্শ নিয়ে করো। ভুল কাজ করলেও ওনাকে বলো। ঘাবড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই, তাও আমরা ঘাবড়ে যাই। এটাকেই মায়া বলা হয়। শ্রীশ্রীমা নিজেই বলতেন তিনি মায়াধীশ্বরী এবং শ্রীশ্রীঠাকুর মায়াধীশ, একদম নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো।

আমি শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে তোমার জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



।৩১৮।

৯ই নভেম্বর ২০০৪

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া গি...,

তোমার ছয়খানা চিঠি এখানে ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে পৌঁছে গেছে। সাত নম্বর চিঠিটি ৬ই নভেম্বর পৌঁছেছে।

তুমি উ.....এর সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাস্টার মহাশয়ের কথা লিখেছো। কিন্তু মাস্টার মহাশয়ের কথাটি তুমি ভুল বললে। পত্নী পতির সহায়িকা। ব্যাকরণ তোমাকে বলবে 'পতি শব্দের উপরান্ত ন কার লাগানো হয় এবং তারপর দীর্ঘ ঈ কার (কারণ পত্নী শব্দটি একটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ) আর এইভাবে পত্নী শব্দের সৃষ্টি হয়, যার অর্থ দেবপূজা, তাঁর সঙ্গে মিলন এবং তাঁর জন্য দান, পতির এই কর্মে যে সহচরী হয়। তুমি যে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও তোমার গুরুর কাছে পৌঁছেছো ওটাতে তুমি শুধু পত্নী হওয়ার জন্যই তিনি তোমাকে সঙ্গ দিয়েছেন, এটাই মনে করো। তিনি অজ্ঞানী নন। আমরা সবাই নাট্যমঞ্চের নাটকে নিজের নিজের অভিনয় প্রস্তুত করে যাচ্ছি। শ্রীশ্রীঠাকুরই বলেছেন, "কাকো নিন্দা কাকো বন্দো, দুটো পাল্লা ভারী।"

আমি তোমাদের দুজনের এবং পরিবারের সব পরিজনদের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে প্রার্থনা করে যাচ্ছি।

ইতি—
তোমার সতত শুভানুধ্যায়ী
স্বামী গহনানন্দ



।৩১৯।

২৫শে এপ্রিল ২০০৫

প্রিয় ভা...,

তোমার ৩১শে মার্চের চিঠি এখানে ৭ই এপ্রিল পৌঁছেছে।

তুমি লিখেছো যে মে পর্যন্ত তোমার পরীক্ষার ফল বেরিয়ে যাবে। ফল পাওয়ার পর আমাকে জানাও এবং এখানে আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যানে) পৌঁছানোর জন্য তৈরী হতে থাকো। সবচেয়ে ভালো হবে ফল পাওয়ার পর আমাকে চিঠি লেখ এবং আমার জবাব পাওয়ার পর এখানে এসো। তুমি খুবই সৌভাগ্যবান যে তোমার মা তোমাকে মঠে সেবা করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। তুমি চলে আসার পর তোমার বাবার অনুপস্থিতিতে তোমার মায়ের দেখাশোনা কে করবে, কি ব্যবস্থা হবে, কিভাবে হবে? সবকিছু আমাকে জানিও।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য সর্বদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



।৩২০।

২৫শে এপ্রিল ২০০৫

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া শ...,

তোমার একটি তারিখ বিহীন চিঠি এখানে ১৩ই এপ্রিল পৌঁছেছে।

মন্ত্রের শেষে বিসর্গ (ঃ) লাগাবে না, বাকি সব ঠিক আছে। ক্রোধ, তামাক ইত্যাদি ছাড়ার দরকার নেই। তুমি তোমার কর্তাগিরি ছেড়ে দিলে এইগুলো তোমাকে নিজে নিজে ছেড়ে চলে যাবে। প্রভুর নাম নিতে মন বসাও। যেমন ছোট বাচ্চা যখন 'অ' 'আ' ইত্যাদি শিখতে এবং তারপর সে পুরো মন দিয়ে অক্ষরগুলোও লিখতে শুরু করে, এবং কিছুদিনের মধ্যে সে অনায়াসে পড়া ও লেখা দুটোই করতে পারে, ঠিক এইভাবে প্রভুর নাম নিতে পুরো মন বসাও, ওনার সঙ্গে যদি একবার মনের যোগাযোগ হয় তো পুরো সংসারই ছুটে যাবে।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিত্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



।৩২১।

২৪শে এপ্রিল ২০০৫

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া শ....,

তোমার ৭ই এপ্রিলের পোস্টকার্ড ১৯শে এখানে পৌঁছেছে।

তোমার চিঠিতে নিজের সংক্ষিপ্ত নামের জায়গায় সম্পূর্ণ নাম লেখ। আমার স্বাস্থ্য ভালো আছে।

আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে যখন তীব্রতর হবে তখনই সেই তীব্র ইচ্ছেই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে, নিশ্চিন্ত থাকো। ততক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম মনে মনে সর্বক্ষণ জপ করতে থাকো।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য ওনাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



।৩২২।

১৩ই ডিসেম্বর ২০০৩

কল্যাণীয়া মা নী...,

তোমার ১৭ই নভেম্বরের চিঠি এখানে ২২শে নভেম্বর পৌঁছেছে।

তুমি তো তোমার সমস্যাগুলো নিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে আছ কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুমি কখনও প্রভুর কাছে এইরকম জীবনই প্রার্থনা করেছিলে। পাণ্ডবদের মা কুন্তীর মতো, হে প্রভু যতই কষ্ট হোক, দুঃখ হোক আমি যেন না ঘাবড়াই, শুধু তুমি আমার সঙ্গে থাকো। দেখ প্রভু তো তোমার সঙ্গেই আছেন, সর্বক্ষণ শ্রীশ্রীমাও আছেন। আমার এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লড়াই করতে থাকো আবার ঘরে ফিরে প্রভু, মায়ের কাছে কাঁদতে থাকো। তোমার মনের সমস্যাটির নাম বৈরাগ্য এবং যেখানে বৈরাগ্য হয় সেখানে বুদ্ধিও থাকে। এই বৈরাগ্যই তোমাকে প্রতিক্ষণ প্রভুর নিকট থেকে নিকটতর করে তুলবে। তুমি বুঝতেও পারবে না। তোমার কন্যাদেরকে কেন আমাকে চিঠি লিখতে বলো না?

আমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে তোমার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করে যাচ্ছি।

ইতি—
তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৩২৩ ।

১০ই নভেম্বর ২০০৪

স্নেহের কন্যা উপ....

তোমার ২২শে আগস্টের লেখা চিঠি তোমার পাঠানো রাখীর সঙ্গে ১লা সেপ্টেম্বর এখানে পৌঁছে গেছে।

তোমার দাদুর স্বাস্থ্য এখন কেমন আছে? ভালো হয়েছে তুমি ৮৮ শতাংশ পেয়েছো। কিন্তু অষ্টম শ্রেণীতে আরো বেশী পড়তে হবে এবং এটার পর স্নাতক পাঠ্যক্রম পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হবে। ৮/১০ বছর তোমাকে অনেক পড়াশুনা করতে হবে। তারপর ২/৩ বছর আরো পড়াশুনা করলে লোকে তোমাকে ডাক্তার উ....বলে ডাকবে। তাই শিমলা ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করার প্রয়োজন নেই, এই ধরনের ভ্রমণ করলে মনের সংযম নষ্ট হয়। এই সংসার আমোদ-প্রমোদের জায়গা নয়। এখানে নিজের জীবন অন্যকে নিজের মনে করে সেবা করার জন্য। সুতরাং নিজেকে তৈরী করো। অধিকাংশ লোক জপ ধ্যান নিয়মিত রূপে করতে পারে না তবুও নিয়ম পালন করে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের উপর নির্ভর করো।

আমি তোমার মা-বাবা এবং তোমার জন্য ওনাকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সতত শুভচিন্তক
স্বামী গহনানন্দ



। ৩২৪ ।

১০ই নভেম্বর ২০০৪

স্নেহের কন্যা উপ...,

তোমার ২৩শে সেপ্টেম্বরের চিঠি এখানে ১লা অক্টোবর পৌঁছে গিয়েছিল।

আমার সঙ্গে বা স্বামী বিরজানন্দের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করার ইচ্ছে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বেশী সময় অতিবাহিত করার ইচ্ছে ভালো, কারণ ওনারা সব সময় তোমার কাছে উপলব্ধ, তোমার হৃদয়ে সদা বিরাজিত, সর্বক্ষণ তোমার হাত ধরে এই সংসারের প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করছেন। এইরকম ভুল করো না। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের উপর পুরো নির্ভর করো। গাছের মূলে জল দিলে গাছের পুষ্টি হয়, তার ডালে, পাতায় জল দিলে কিছুই হয় না। মূল শ্রীশ্রীঠাকুর, ওনার উপর মন কেন্দ্রীভূত করো।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য সবসময় ওনাকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



।৩২৫।

১০ই নভেম্বর ২০০৪

কল্যাণীয়া মা উপ...,

তোমার ১৮ই সেপ্টেম্বরের চিঠি এখানে ২৪শে সেপ্টেম্বরে পৌঁছে গেছে।

তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে ইষ্টমন্ত্র জপ করার পর যে 'শ্রীরাম' মন্ত্র জপ করা শুরু করেছো, সেই মন্ত্রটি কোথা থেকে এবং কার থেকে পেয়েছো, তোমার পরবর্তী চিঠিতে আমাকে লেখ ঐ মন্ত্রটি কি? মন্ত্রের উচ্চারণ সঠিক এবং শুদ্ধভাবে হওয়া উচিত।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে তোমার জন্য এবং ডিসেম্বরে জন্ম নেওয়া তোমার সন্তানের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ৩২৬ ।

১৪ই আগস্ট ২০০৩

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া পী...,

তোমার ১৩ই জুলাইয়ের চিঠি ২৮শে জুলাই এখানে পৌঁছে গিয়েছিল।

মনে করো তুমি তোমার ঘরে বসে কিছু পড়ছ, এমন সময় বাইরে থেকে কেউ তোমাকে ডাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য

উদ্যমী হও, কিন্তু তোমার মন বলতে থাকে ভাই পাখা বন্ধ করে দাও, আলো বন্ধ করে দাও। কিন্তু তুমি তার কথাগুলোর গুরুত্ব দাও না, মনকেই যেমন বলো, এখনই ফিরে আসছি আর ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, পাখা ঘুরেই যাচ্ছে এবং বাল্ব জ্বলেই যাচ্ছে। তুমি যখন ফেরো তখন ৪০ মিনিট অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং আবার তোমার মন তোমাকে বলে, এটা তুমি কি করলে? কিন্তু তুমি আগের মতই বলো কি হয়েছে তাতে? এমন তো হতেই থাকে?

এখন একটি কাজ করো। ধরো, তুমি পড়ছ, কেউ তোমাকে ডাকল, তুমি ঘর থেকে বের হতে যাচ্ছো এবং সেখানে আমি বসে আছি ও তোমাকে বলছি, পুত্র আলো-পাখা তো বন্ধ করে যাও। কিন্তু তুমি আমাকে বলো, এখনই ফিরে আসছি। চল্লিশ মিনিট পর যখন তুমি ফেরো তখন আমি তোমাকে আবারও বলি এটা তুমি কি করলে? তোমার জবাব আগের মত হবে, কি হয়েছে তাতে, এটাতো হতেই থাকে?

এখন ভাবো তোমার এইরকম ব্যবহারে আমি দুঃখ পাবো কি? দেখো তো তোমার মনের সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করে তাকে কত দুঃখ দিচ্ছো। তুমি প্রত্যেকদিন কতবার এইরকম ব্যবহার নিজের মনের সঙ্গে করো, এইরকম করো না।

তুমি জানো না, তোমার এই ধরনের ব্যবহারে মনের কত দুঃখ হয়। আমি তো তোমার দীক্ষাগুরু কিন্তু তোমার মন তো তোমার আত্মা, তোমার স্বরূপ এই ধরনের ব্যবহারে তোমার মন ক্রমশঃ সংকোচিত হয়ে যায়, মনের সংস্কার যা তোমাকে কষ্ট দেয় ওটাকে সে জয় করতে পারে না। কিন্তু যদি তুমি এই কথার অভ্যাস করো কি মন যা বলবে সঙ্গে সঙ্গে তুমি ওটার পালন করবে তখনই তোমার মন তোমার সঙ্গ দেবে, যেমন বাবা সন্তানের হাত ধরে নিয়ে যায় তেমনি তোমার মন তোমার ভরসা পাবে। এই কথাটিকে শ্রীভগবান বলেছেন—'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।।'

যখন কাঁদবার পালা আসে, কারো দুর্ব্যবহারে পীড়িত হয়ে নিজের ঘরে চাদর চাপা দিয়ে মুখ গুঁজে কাঁদো সেই সময় কার কাছে থাকো? কাকে নিজের দুঃখের কথা বলো? কিন্তু যাকে আজীবন দুঃখের কথা বলে যাও, তার কথা

কখনো শোনো না। ছোটবেলা থেকে পৃথিবীর সবার আজ্ঞা পালন করে এসেছো কিন্তু যে মন তোমার একমাত্র সঙ্গী তার কথায় কান দাও নি। ট্রাফিক পুলিশ হাত দেখায়, গাড়ী থামিয়ে দেয়, যখন হাত নাড়ায়, তখন গাড়ী চালাতে শুরু করো। উকিল বলে এখানে হস্তাক্ষর করো, করে দাও, ডাক্তার বলে চার চার ঘন্টা পর ওষুধ খাও, তার কথায় চলো, সবার কথা শোনো, কিন্তু শুধু মনের কথা শোনো না। স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ বলেছেন, তোমার উপরও সংসারের বোঝা আছে। হতে পারে মনের সব কথার পালন করতে পারছ না। এইরকম অবস্থায় মনের কথার গুরুত্ব দিও না। তার কথাগুলোকে গম্ভীরতার সঙ্গে নিও এবং যদি পারো বাথরুমে বা কোন একান্তে কেঁদে কেঁদে, হ্যাঁ কেঁদে কেঁদে নিজের মন থেকে ক্ষমা চাও, তাকে বলো, আমার এত শক্তি নেই যে তোমার কথা পালন করতে পারি। আমি জানি এবং বিশ্বাস করি এটাই আমার দুর্বলতা। হ্যাঁ, পুত্র নিজের দুর্বলতা স্বীকার করো। রোগকে চিহ্নিত করতে না পারলে তার চিকিৎসা কি করে হবে?

এখন থেকে সংকল্প করো মনের প্রত্যেকটা কথা মেনে চলবে। এটাই ধর্ম। যে মনের কথা শোনে এবং সেই অনুযায়ী চলে সেই ধার্মিক হয়, মনের সঙ্গে যে যুক্ত সেই যোগী। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যেকটি কথা মা কালীকে জিজ্ঞেস করতেন, তুমি নিশ্চয় জানো। মনের কথা শুনতে থাকো, তার পালন করতে থাকো, ক্রমশঃ দেখবে যে মনই তোমার আত্মা, তোমার ইষ্টদেবতা, তোমার শ্রীশ্রীঠাকুর। এই সম্পর্কে আর কিছু লেখার দরকার নেই। যেমন আমি লিখেছি তেমন করো, যদি করতে পারো তো মনই তোমার জন্য সব কিছু করবে। শুধু এতটুকু বলব এই কথাগুলোকে কারো কাছে বলার প্রয়োজন নেই। প্রথমে নিজের মনের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করো।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য প্রভুকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ

।৩২৭।

১১ই নভেম্বর ২০০৪

স্নেহের কন্যা মী......,

তোমার ১৬ই অক্টোবরের চিঠি এখানে ৩রা নভেম্বর পৌঁছেছে।

ভবিষ্যতের কোন রাস্তা বা পথ আগে থেকে নির্দ্দিষ্ট করা থাকে না। B.Sc. Third Year পড়ছ, কিন্তু আবার PMT র জন্য তৈরী হচ্ছো। তোমার বুদ্ধিই একমাত্র তোমার এইসব সমস্যা থেকে বের হওয়ার পথ করে দেবে। রাতে যখন পড়ো তখন মনে হয় ঘুম আসছে, শুয়ে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু তুমি ওটাকে গুরুত্ব দাও না। কিছুক্ষণ পর সেই বুদ্ধি প্রবল হতে থাকে এবং তার ফলস্বরূপ শোয়ার ইচ্ছে প্রবল হতে থাকে আর যেমন যেমন ইচ্ছে প্রবল হতে থাকে তুমি শোয়ার জন্য অসহায় হয়ে পড়ো। তারপর তুমি শুয়েই পড়ো। এই রকমই তোমার বুদ্ধি বলবে তোমাকে PMT Clear করতে হবে, তখন ওটার জন্য তৈরী হওয়ার ইচ্ছে হবে, তারপর অফুরন্ত পরিশ্রম করবে এবং ওটাকে clear করবে। জ্ঞান, ইচ্ছে এবং চেষ্টা এই ক্রম, প্রথমে বস্তুস্থিতির জ্ঞান হয়, তারপর ইচ্ছে এবং সবশেষে চেষ্টা করার পর ফল লাভ হয়। সন্ন্যাস ইত্যাদির কথা এখন রাখো। B.Sc. Pass করার পর Medical এর জন্য তৈরী হতে থাকো।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ৩২৮ ।

৯ই জুলাই ২০০২

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া গি.....,

তোমার ৩রা জুনের চিঠি এখানে ১১ই জুন পৌঁছেছে। পরবর্তী চিঠিতে তুমি আমাকে তোমার সম্পর্কে লিখে পাঠাও সঙ্গে এই চিঠির Photocopy ও পাঠাও। তোমার বয়স কত, তোমার ঘরে কে কে আছেন, কি করেন, তুমি সারাদিন কি করো, নিজের মনের উপর নজর রাখো কি না, মন যা বলে সেই অনুযায়ী চল কি না? সর্বক্ষণ যদি মনে মনে নিজের ইষ্টদেবতার নাম জপ করার অভ্যাস করে ফেলো তো তোমার মনের উপরও নিয়ন্ত্রণ চলে আসবে। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো। আমিও আবার লিখব।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত হিতৈষী
স্বামী গহনানন্দ



। ৩২৯ ।

২৯শে জুলাই, ২০০৪

স্নেহের কন্যা সু...,

তোমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে সপ্তসতী পাঠ করার পরম্পরা নেই, আগে যখন পাঠের আয়োজন করা হয়েছিল ইত্যাদি যা কিছু তুমি লিখেছো তাতে সপ্তসতীর পাঠ কারা এবং কোন্ লোকেরা করেছিলেন, কি উদ্দেশ্যে করেছিলেন ইত্যাদি। মনে করো দেবী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তোমার ঘরে আসলেন, তুমি কি উনার আদর-সৎকার করবে অথবা পূর্বপুরুষদের দোহাই দিয়ে উনাকে বিদায় করে দেবে? সপ্তসতীর পাঠ শিখতে তো কোন আপত্তি নেই কিন্তু বিধি অনুযায়ী পাঠ করার আগে দেখা উচিত লোকেদের মধ্যে দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি আছে কি নেই। অশ্রদ্ধার সঙ্গে করলে ক্ষতি হতে পারে।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ৩৩০ ।

২৩শে ডিসেম্বর ২০০৪

স্নেহের কন্যা রু...,

তোমার ২৪শে নভেম্বরের চিঠি এখানে ১লা ডিসেম্বরে পৌঁছে গিয়েছিল।

গান শিখছ তো শিখতে থাকো। ওটাতে ভুল হয় তো ছেড়ে দেওয়ার কথা বলছ কেন? এটাই তোমার দুর্বলতা যে তুমি খুব শীঘ্রই সফল হতে চাও। তুমি তো জানো কর্মেই শুধু তোমার অধিকার, তুমি শুধু কর্মই করতে পারো আর ওটার বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান করতে পারো, কিন্তু সেই কর্মের ফলে তোমার কোন অধিকার নেই এবং এই কথা তুমি শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় পড়েছো—"কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

আমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে তোমার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভচিন্তক
স্বামী গহনানন্দ



। ৩৩১ ।

২৫শে জুন ২০০৪

কল্যাণীয়া মা বৃ...,

তোমার ২০শে এপ্রিলের চিঠি এখানে ২৮শে এপ্রিলে পৌঁছেছে।

তোমার জীবনের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত জীবনের ঘটনাগুলোকে আলাদা করে যদি দেখো মনে হবে কোন ফিল্ম দেখছ। ফিল্মস্টারের কান্না দেখার জন্য তুমি টাকা খরচ করে টিকিট কেটে সিনেমা হলে প্রবেশ করো। ফিল্ম দেখে ঘুরে আসার পর বলো কি যে সুন্দর অভিনয় করেছিল। কিন্তু নিজের জীবনের কাহিনীকে ঐভাবে কেন দেখতে পারছ না? এটাতে তোমার কি অভিনয়? ঘটনা তো ঘটে যাচ্ছে শুধু অভিনেত্রীর জায়গায় তুমি আছ। ফিল্মের শেষে যদি বিয়োগ দেখানো হয় তাহলেও তুমি সিনেমা-হলে গিয়ে দেখো, নায়ক-নায়িকার সঙ্গে হাসো-কাঁদো আর ঐসব নাটক দেখে তুমি খুশী হও এবং ঐ ফিল্ম দেখার জন্য অন্যকেও বলো।

কিন্তু তোমার জীবনের ঘটনাগুলোর অবলম্বন তোমার আত্মা, যাঁর নাম শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা। বোঝ না কেন?

আমাকে চিঠি লিখতে থাকো, আমি ওনাকে তোমার জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



।৩৩২।

৩০শে ডিসেম্বর ২০০৪

স্নেহের কন্যা বৃ......,

তোমার তারিখ বিহীন চিঠি পেয়েছি।

তুমি কি তোমার মনের সঙ্গে পরিচিত আছ? যদি পরিচিত না থাকো তবে কিভাবে বলছ তোমার মন চঞ্চল? তোমার মন তো স্বচ্ছ, পরিষ্কার, নির্মল, শুদ্ধ ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আছে। ওটা তো তোমার ভাবনা যে তোমার মন চঞ্চল। আজই এই ভাবনার পরিবর্তন করো এবং দেখো শ্রীশ্রীঠাকুর কি তোমার মনকে ইষ্টমন্ত্র জপ করার যোগ্য বলে মনে করেন, যদি উনি জানতেন যে তোমার মন চঞ্চল তবে তোমাকে ইষ্টমন্ত্র জপ করার অধিকারী করতেন না। এইরকম ভাবনা তোমার সঠিক নয়। শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে চিন্তা করো, উনিই তোমাকে তোমার মনের শুদ্ধ রূপের সঙ্গে পরিচিত করাবেন। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো। যখন তুমি চিঠি লিখবে নিজের চিঠির ফটোকপি তোমার কাছে রেখে অর্থাৎ মূল পত্রটি আমাকে পাঠাবে।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার নিত্য শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ৩৩৩ ।

২৩শে আগস্ট ২০০৩

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া জী...,

তোমার ৬ই আগস্টের পত্র এখানে ১২ই আগস্ট ইনি...., হে....., এবং হি......র পত্রের সঙ্গে পৌঁছেছে।

আমার পরামর্শ এই যে তুমি স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের পত্র এবং লেখার সংকলন (The Complete Works of Swami Vivekananda) প্রতিদিন পড়ো। তুমি ওনার রচিত বিভিন্ন ধরনের বইও পড়ো। ঐগুলো পড়লেই তুমি তোমার সমস্যার সমাধান পাবে। উল্টোপাল্টা বই পড়লে সমস্যা আরো বেড়ে যাবে। বুঝেছো তো নিশ্চয়, এটা শুধু কাহিনী নয় যে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজী মহারাজকে নিজের কাজের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। আমার কথা অনুযায়ী চললে তোমার কল্যাণ হবে। আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



।৩৩৪।

২৩শে ডিসেম্বর ২০০৪

স্নেহের কন্যা নি...,

তোমার ২৩শে নভেম্বরের চিঠি এখানে ৮ই ডিসেম্বরে পৌঁছেছে।

অন্য কোন চাকরি তুমি পাবে না? লন্ডন থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন পাকাপাকি খবর আসে, ততক্ষণ নিজে রোজগার করে মাকে আর্থিক সাহায্য করতে পারো। কাজ করতে থাকলে moodও ভালো থাকবে।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ৩৩৫ ।

২৩শে ডিসেম্বর ২০০৪

প্রিয় আ...,

তোমার ২০শে এবং ২৪শে নভেম্বরের চিঠি এখানে ৩রা ডিসেম্বরে পৌঁছেছে।

তোমার সংকল্প খুব সুন্দর। এখন শুধু পুরো মন দিয়ে পড়াশুনা করো। যদি একবার পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হয় তবে আবার পড়াশুনা করে পরীক্ষায় বসো। উদাসী মন হলে কি হবে? মানুষের ঘৃণাতেও কিছু আসে যায় না। তোমার পরিশ্রম জরুরী। আগের থেকে তোমার মনোদশার অনেক উন্নতি হয়েছে। এখন আমি বলব পড়াশুনা ছাড়ার কোন দরকার নেই। দৃঢ়তার সঙ্গে পড়াশুনা করো। তুমি অবশ্যই আশানুরূপ ফল পাবে।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিত্যই প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



। ৩৩৬।

কল্যাণীয়া মা...,

তোমার ৫ই আগস্টের ডাকমোহর লাগানো চিঠি এখানে ১০ই আগস্ট পৌঁছেছে।

কেন তুমি নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছো? মনে হচ্ছে তোমার কাছে কিছু করার মত কাজ নেই। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পড়েছো তো নিশ্চয়, জানো মা কখনও বসে বসে চিন্তা করতেন না। সর্বক্ষণ কিছু না কিছু কাজ করতেন। তোমার হাতে যদি কোন কাজ না থাকে তবে আশ্রম ঘুরে ঘুরে দেখো কোথায় কি করতে হবে এবং অন্যের যাতে কোন কষ্ট না হয় সেইভাবে যতটুকু পারো করতে থাকো। সাধারণতঃ মানুষ শরীরে যে সুগন্ধি লাগায়, সেইগুলো মূলতঃ তিনপ্রকার হয়ে থাকে। একপ্রকার এত উগ্র হয় যে সেই ব্যক্তির উপস্থিতিতে দম বন্ধ হয়ে আসে, দ্বিতীয় প্রকারের হয় যখন ব্যক্তিটি উপস্থিত হয় তখন বোঝা যায় যে সেই ব্যক্তি সুগন্ধি লাগিয়েছে। কিন্তু তৃতীয় প্রকার এই ধরনের হয় যা সবচেয়ে দামী সুগন্ধী হয়। সেই সুগন্ধী লাগিয়ে যখন ব্যক্তি উপস্থিত হয় তখন একেবারে বোঝাই যায় না সে সুগন্ধী ব্যবহার করেছে বলে, কিন্তু

সে চলে যাওয়ার পর সেই সুগন্ধীর অনুভব হয়। সেবাকেও আমরা এই প্রকার তিনভাগে বিভক্ত করতে পারি। এমন সেবায় মানুষ বিরক্ত হয়ে বলে বন্ধ করো, আর করতে হবে না, সেটি প্রথম প্রকারের সেবা। দ্বিতীয় প্রকারের সেবা তুমি নিশ্চয় বুঝে নিয়েছো, কিন্তু সর্বোত্তম সেবা মায়ের সেবা, স্ত্রীর সেবা, শ্রীভগবানের সেবা, মায়ের সন্তানের প্রতি সেবা, স্ত্রীর স্বামীর প্রতি সেবা এবং শ্রীভগবানের প্রতি আশ্রিতজনের সেবা—এই সেবাগুলোর কোন আলাদা ধরনের অনুভূতি নেই। মায়ের অনুপস্থিতিতে সন্তান এবং স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর কষ্ট হয়, তুমি তা নিশ্চয় জানো। অন্যদের সেবা এইভাবে করো যাতে তাঁদের কোন অনুভূতি না হয়। যেমন মায়ের সন্তানের প্রতি সেবা।

দৈনন্দিন কাজগুলো করার সময় নিজের মনের উপর নজর রাখো। কাজগুলো করার সময় মনকে সঙ্গে রাখো, তাকে করার মত কাজ দাও, তার সঙ্গে কথা বলো, তার কথা শোন, তার উপর নির্ভর করো। এই ধরনের অভ্যাস করো, যাতে সব কাজ করতে মনের পরামর্শ নিতে হয়। যেমন শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যেকটি কথা মা কালী থেকে জিজ্ঞেস করে করতেন। সেটি ওনার শ্রদ্ধা মনের সঙ্গে কথা বলার এক ধরনের প্রক্রিয়া ছিল। তোমারও মন যখন শুদ্ধ হবে তখন তুমিও মাটি-পাথর ইত্যাদির প্রতিমাতে তোমার ইষ্টদেবতার উপস্থিতি অনুভব করবে।

পরবর্তী চিঠিতে আমায় জানাও যে তুমি কি আমার লেখা চিঠিগুলো অন্যান্যদের পড়তে দাও?

শ্রদ্ধার অর্থ হচ্ছে সেবার মাধ্যমে যাকে অর্পণ করা হয়। স্ত্রী স্বামীর সেবা মনে প্রাণে করে কারণ তার স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলে। তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা মনে প্রাণে, জপ-ধ্যান করে, শাস্ত্রপাঠ করে, উপাসনা করে করতে থাকো তাতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে। বিশ্বাসকেও নিঃশ্বাস বা প্রশ্বাসের মত জীবনধারণের জন্য আবশ্যক মনে করো। এই সম্পর্কে পরবর্তী চিঠিতে আরও জানাবো। আমি তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



। ৩৩৭ ।

৩০শে ডিসেম্বর, ২০০৪

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১৮ই ডিসেম্বরের চিঠি এবং ব....এর চিঠি এখানে ২৪শে ডিসেম্বরে নতুন বছরের শুভেচ্ছা পত্রের সঙ্গে পৌঁছেছে।

এই মাত্রই তুমি দীক্ষা নিয়েছো এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নেওয়া শুরু করেছো তাই সমস্যাগুলোকে সমস্যা মনে করো না। ওটাই তো তোমার ভাবনা-চিন্তা। শ্রীশ্রীঠাকুর ওনার নাম জপ করার জন্য তোমাকে যোগ্য মনে করেন, এটাই সবচেয়ে বড় কথা। নিজের সাধনা ইত্যাদি সম্পর্কে নিজের গুরু অতিরিক্ত অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করো না। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো।

তোমার কল্যাণের জন্য আমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী গহনানন্দ

। ৩৩৮ ।

১০ই জুলাই ২০০৪

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া র...,

তোমার ২৩শে জুনের চিঠি ৫ই জুলাই এখানে পৌঁছেছে।

তোমার মানসিক কষ্ট হওয়ার তো কোন কারণ নেই। সম্ভবতঃ তুমি রাতারাতি আধ্যাত্মিক জীবনে সফলতা পেতে চাও। ফল কামনা থেকে দূরে থাকাই আধ্যাত্মিক জীবন অতিবাহিত করা। তাই ধ্যানে কিরকম মূর্তি দেখছ সেটা বড় কথা নয়, আসল কথাটি হল তোমার ব্যবহারে, আচরণে কি ধরণের পরিবর্তন হচ্ছে। স্বামীজী এটাই বলেছেন।

মন্ত্রের অর্থ হিন্দী বা ইংরেজীতে বললে কি বুঝবে? 'অর্থ' শব্দের অর্থ এখানে প্রয়োজন মনে করো, প্রয়োজনের অর্থ প্র + য়োজন - প্রকটরূপে জোড়া। মন্ত্রের অর্থ আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর ওনার জীবন, ওনার উপদেশ, ওনার আচরণ। উনিই তোমার হৃদয়ে সমাসীন তোমার ইষ্টদেবতা যাঁকে মন্ত্রের উচ্চারণের মাধ্যমে তুমি ডাকো, যেমন ঘুমন্ত মাকে বাচ্চা জাগায়। মা তো জেগেই আছে ওর রক্ষা সর্বক্ষণ করে যাচ্ছে কিন্তু যেমন বাচ্চার ভাবনা তেমনই তোমার ভাবনা, মন্ত্রের অর্থ জানতে চাইছ। প্রত্যেক মুহূর্তে যতটুকু পারো প্রভুর নাম স্মরণ করো, চলতে ফিরতে প্রত্যেকটা কাজ করতে প্রভুর নাম জপ করো। নদী সমুদ্রের অর্থ জানে না, কিন্তু সে ওখানে ঠিক পৌঁছেও যায়, সমুদ্রও হয়ে যায়। সর্বক্ষণ জপ করলে গণনা করার দরকার নেই। আমি তোমাদের জন্য আমার প্রভু, আমার মার কাছে প্রার্থনা করে থাকি। আমার চিঠি লোকেদের পড়তে দিও না।

ইতি,
তোমারই শুভচিন্তক
স্বামী গহনানন্দ



। ৩৩৯ ।

১৫ই জুলাই ২০০৪

প্রিয় পী...,

তোমার ২৪শে মার্চের চিঠি তোমার ৫০০ টাকা ড্রাফ্‌টের সঙ্গে ৩০শে মার্চে এখানে পৌঁছে গিয়েছিল। তোমাকে উত্তর পাঠাতে দেরী হয়ে গেল। মে-জুন মাসে আমি এক-দেড় মাসের জন্য দক্ষিণ ভারত যাত্রা করতে গিয়েছিলাম। এখন ১৮ই জুলাই তে আবার ইউরোপের জন্য রওনা হচ্ছি। আগস্টের শেষে ফিরে আসব।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে তুমি ভিন্ন-ভিন্ন রূপে দেখছ এবং সেইসব রূপকেই তুমি তোমার অরূপ আত্মারূপ মনে করো। ধ্যান-জপ ইত্যাদি করতে থাকলে ক্রমশঃ বুঝতে পারবে। নিশ্চিন্ত থাকো। পথে যখন বেরিয়ে পড়েছো তখন লক্ষ্যে নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবে।

আমি তোমাদের সবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত হিতৈষী

স্বামী গহনানন্দ

। ৩৪০।

৩০শে জুন ২০০৪

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া ত...,

তোমার ২৭শে মার্চের চিঠি এবং তারিখ বিহীন একটি চিঠি ২৪শে এপ্রিল এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারী এখানে পৌঁছেছে।

নিরাকার ব্রহ্মের সাকার রূপই শ্রীশ্রীঠাকুর, আর এটাই সত্য। যেমন সিনেমা হলে যে পর্দায় ফিল্ম প্রদর্শিত করা হয়। ঐ পর্দাই সত্য, ফিল্ম তো বদলাতে থাকে। তেমনি ত....নিজেকে যা কিছু ভাবে সবই বদলে যাচ্ছে, যা কিছু দেখে, শোনে ইত্যাদি সবই পরিবর্তনশীল। তোমার জন্ম-জন্মান্তরে তুমি অসংখ্য শরীরের জন্ম নিয়েছো এবং জীবনকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেছো। যেমন কোন ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর ঐ ব্যক্তি কাঁপতে থাকে। তেমনি পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার আমাদের এই জীবনেও বুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-চরিত্র যত অধিক আমরা চিন্তা করতে সমর্থ হবো ততই আমাদের মন শুদ্ধ আর পবিত্র হতে থাকবে। শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের আদর্শ। আদর্শ দর্পণ তাকেই বলি যেটাতে আমরা আমাদের চেহারা দেখি এবং পরিষ্কার করি। কারণ এই নোংরাকে আমরা খুব ভালোবেসে দিন, মাস, বছর, জন্ম থেকে একত্রিত করতে থাকি। সুতরাং ওটাকে দূর করতেও আমাদের অনেক দেরী হয়, হয়তো ওটার সঙ্গে আমাদের একটা আকর্ষণও গড়ে ওঠে। তোমার মনের ভাবনাগুলোকে দেখতে থাকো এবং ঘটনাগুলোকেও দেখতে থাকো। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে তোমার জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সদা শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ

| ৩৪১ |

কল্যাণীয় হে...,

তোমার প্রেরিত ৯ই নভেম্বরের ই.-মেল পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম।

বিভিন্ন উৎস থেকে অধ্যয়ন করে নিজের মনকে বিচলিত করো না। আমরা জানি যে বিভিন্ন জন বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে থাকেন। সুতরাং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শুধুমাত্র দীক্ষাগুরুর উপদেশ অনুসরণ করো। দীক্ষাগুরু যেভাবে বলেছেন সেভাবে আধ্যাত্মিক অনুশীলন করো, এর দ্বারাই তুমি মানসিক শান্তি ও আনন্দ অনুভব করবে। অবিরাম ইষ্টমন্ত্র জপ করো। কোনো কাজের ভিতর যদি থাকো সেই সময় জপ করতে পারো, তখন সংখ্যা রাখার প্রয়োজন নেই। এর দ্বারা তুমি আধ্যাত্মিক পথে উন্নত হবে এবং ক্রমে ক্রমে সেই পথে এগিয়ে যাবে। শ্রীশ্রীমা সবসময় জপের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতেন। তিনি 'জপাৎ সিদ্ধি' এই কথাটি বলতেন যার দ্বারা কেউ অতি সহজে ঈশ্বর উপলব্ধি করতে পারে। তিনি বলতেন যেরূপ বিশাল বটবৃক্ষ একটি ছোট বীজের ভিতর লুকানো থাকে সেইরূপ জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক চেতনার মূলমন্ত্র হচ্ছে জপ।

তোমার তোতলামি নিয়ে কেন এত চিন্তা-ভাবনা করছো। জপ তো তুমি মনে মনে করো সেখানে তোমার তোতলামো কোন বাধা সৃষ্টি করবে না। এত বেশী উদ্বিগ্ন হও না, তাতে তোমার সমস্যাটি বাড়তে পারে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তুমি একজন বাক্-চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারো।

আমি তোমার জন্য প্রভুর কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি। আমার শুভেচ্ছা নিও।

ইতি—
তোমার সদা হিতৈষী
স্বামী গহনানন্দ

।৩৪২।

২৩শে জুন ২০০৪

কল্যাণীয়া মা সং...,

তোমার ১০ই মে'র চিঠি ২৫শে মে এখানে পৌঁছে গিয়েছিল। নিজের স্বামীর থেকে পরামর্শ নাও এবং তোমার জীবন বীমা নিগমের কিস্তি জমা করা বন্ধ করে দাও এবং পলিসীকে সমর্পিত করো। এটাতে কমপক্ষে তোমাকে ১০৫০ টাকা প্রতি মাসে দিতে হবে না এবং পলিসী সমর্পিত করার পর যে অল্প টাকা পাবে তাতে ঋণ শোধ করতে পারবে। এইভাবে ২০০৫ পর্যন্ত তোমার স্বামীর ঋণ শোধ করা সমাপ্ত হয়ে যাবে। ততক্ষণ তুমি নিজের পড়ার বইগুলো পড়তে থাকো এবং ২০০৬ এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরী হতে থাকো। তোমার স্বামীর ভাই ইত্যাদিরা কি বলবেন, কি ভাববেন, তোমার শাশুড়ীমা কি বলবেন, এই কথায় বেশী কান দিও না। তারা তো তোমার মঙ্গলের জন্য কিছুই করেন না শুধু উল্টোপাল্টা কথাবার্তা বলতে থাকেন। তুমি তোমার শাশুড়ীমা সম্পর্কে এত চিন্তা করছ, ওনাকে তুমি ছাড়া কে দেখবে? কিন্তু উনি তো তোমার সম্পর্কে কিছুই ভাবেন না। তুমি যখন কাজে বেরিয়ে যাও তখন বাচ্চাদের দেখাশোনা করেন না। কেন? ঝগড়া করার প্রয়োজন নেই। তোমাদের কাজ স্বামী-স্ত্রী মিলেমিশে করো। যদি উনি জিজ্ঞাসাবাদ বেশী করেন, তো ওনার সঙ্গে কথা বলো না। নিজের স্বামীকে বলো ওনাকে একটু বুঝাতে। বছর খানেক তোমাকে কষ্ট করতে হবে। নিশ্চিন্ত থাকো বি. এস. সি উত্তীর্ণ হওয়ার পর আবার কাজ করা শুরু করো।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদা শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



।৩৪৩।

২৩শে জুন ২০০৪

স্নেহের কন্যা নী...,

তোমার ৬ই মে'র চিঠি ২৪শে মে এখানে পৌঁছে গেছে। স্বপ্ন এবং ভাব সমাধির মধ্যে এতটুকু পার্থক্য যে স্বপ্নে তোমার হৃদয়ে খারাপ ভালো দুটো সংস্কারই আসে এবং ভাব সমাধিতে শুধু শুদ্ধ সংস্কারগুলো আসে। যেমন নোংরা জল কোন পাত্রে রাখলে কিছুক্ষণ পর পরিষ্কার জল উপরে চলে আসে এবং নোংরা পাত্রের নিচে পড়ে থাকে। মনের এইরকম অবস্থায় ভাব সমাধি হতে পারে কিন্তু সেটা খুব বিপদজনক হয়। তাই তুমি স্বপ্নে গুরুদর্শন করেছো, ঠিক আছে, কিন্তু যথার্থ দর্শন অন্যরকম হয়। প্রভুর উপর, মায়ের উপর ভরসা রাখো, সারা জীবন যাঁর উপর ভরসা করে এসেছো, উনিই বাকী ইচ্ছেগুলো পূরণ করবেন।

আমি তোমার জন্য ওনাকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সদা শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।৩৪৪।

২৮শে জুন ২০০৪

কল্যাণীয়া মা অ...,

তোমার ১২ই এপ্রিলের চিঠি এখানে ১৯শে এপ্রিল পৌঁছেছে। এর মধ্যে ১৫ই মে থেকে ১৬ই জুন পর্যন্ত বেঙ্গালুরু, কালড়ী (কেরালা)-এর উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম। ১৭ই জুনে ফিরেছি। অ...আমাকে একটি চিঠি লিখেছিল। ওটার উত্তর লিখিয়েছি। সম্ভবতঃ তোমার চিঠির সঙ্গে একই ডাকে এখান থেকে যাবে। তোমার সন্তানদের দীক্ষা হয়ে গেছে। এখন কিছুদিন তাদের নিয়মপূর্বক জপ-ধ্যানে বসাও, ওদের বলো যে জপ-ধ্যান নিয়মিত রূপে করার জন্য আসনে এক-দেড় ঘন্টা প্রতিদিন যেন বসে, তাতে মন ক্রমশঃ একাগ্র হতে থাকবে। সন্তানদের তো বলতেই হবে।

আমি তোমাদের সবার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ৩৪৫ ।

২৮শে জুন ২০০৪

স্নেহের কন্যারা...,

তোমার ২০শে ফেব্রুয়ারীর চিঠি এখানে ৪ঠা মার্চ এবং এই চিঠির নকল (১২ই মে) এখানে ২২শে মে পৌঁছেছে।

আমার মনে হয় ২৬শে ডিসেম্বর ২০০৩ এর চিঠিকে তুমি মন দিয়ে পড়ো নি। আমার পরামর্শ মতো তুমি ওটাকে প্রতিদিন সকাল-বিকেল পড়ো। শুধু আমাকে চিঠি লিখতে থাকলে এবং আমাকে দিয়ে লেখাতে থাকলে তোমার কোন লাভ হবে না। আমার মনে হয় না তোমার কোন রোগ হয়েছে। এটা তোমার ভাবনা, তোমার ধারণা যা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুমি আমার কথাগুলো বুঝতে পারবে না। যেমন আমার প্রথম চিঠির কোন প্রভাব তোমার উপর পড়ে নি। যদি ঐ চিঠি হারিয়ে না যায় তবে ওটাকে তুমি আবারও পড়ো এবং সেপ্টেম্বর মাসে আমাকে লেখ। আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদা হিতৈষী

স্বামী গহনানন্দ

।৩৪৬।

স্নেহের কন্যা খু...,

তোমার ২২শে এপ্রিলের চিঠি এখানে ২৭শে এপ্রিলে পৌঁছেছে। আমি গত মাসে বেঙ্গালুরু হয়ে কালড়ী (কেরল) গিয়েছিলাম। ১৭ই জুনে ফিরেছি।

আমাদের শ্রীশ্রীমা কৃপার অর্থ বলেছেন—'করার পর যা পাওয়া যায়।' —অর্থাৎ কর্মফল। এইরকম কৃপা তো তুমি পেতে পারো যখন কর্ম করছ, সর্বক্ষণ যখনই সময় পাও, যখনই তোমার মন এদিন-ওদিকের কথায় ফেঁসে থাকে, যখন তুমিও লোকদের সঙ্গে চিৎকার করতে থাকো, প্রত্যেক কাজের মধ্যে, প্রভুর নাম জপ করতে থাকো। এই রকম জপে সংখ্যা রাখার প্রয়োজন নেই। এইরকম জপের অভ্যাস করলে তোমার মন নির্মল হতে থাকবে, শুদ্ধ হতে থাকবে। মঠ ইত্যাদিতে যাও ঠিক আছে কিন্তু সেখানেও প্রভুর নাম মন দিয়ে সর্বক্ষণ মনে মনে জপ করতে থাকবে। আনন্দসাগর কাকে বলে, তুমি তখনই বুঝতে পারবে যখন এই ধরনের অভ্যাস করে ফেলবে এবং দেখবে যে তোমার প্রয়াস ছাড়াই তোমার মন শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম জপ করে যাচ্ছে।

অধিস্নাতক পাঠ্যক্রম, সম্পূর্ণ করো, বাবার ওপর অনেক বোঝা হয়ে যাচ্ছে, ওনাকে নিয়ে চিন্তা করো না। কঠোর পরিশ্রম করো এবং অধিস্নাতক উপাধি প্রাপ্ত করে নাও। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছেতে নয় তোমার নিজের বুদ্ধি, ইচ্ছে, প্রয়াস ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তুমি প্রথম শ্রেণী পাবে। যদি তুমি অসমর্থ হও তাহলেও ঠাকুর সেটা মঞ্জুর করবেন। হ্যাঁ কিনা?

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।৩৪৭।

স্নেহের কন্যারা...,

তোমার ১১ই জুনের চিঠি এখানে ১৬ই জুন পৌঁছেছে।

নিজের সংসারের সেবা করাই তোমার তপস্যা, তোমার সাধনা মনে করো। সংসারের লোকেরাই তোমার জন্য নারায়ণ স্বরূপ। তুমি তো জানোই এই রক্ত-মাংসের নারায়ণের সেবাতে একটু ত্রুটি হলেই তাঁরা কত বিগড়ে যান। তাই তাঁদের সেবা খুব সাবধানে করো। এটাতে মন একাগ্র হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের যে প্রেম ঐ প্রেমের তুলনা কি তাঁদের প্রেমের সঙ্গে হয়? শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা তোমার জন্য যত ব্যাকুল, ওটার কাছে তোমার ব্যাকুলতাকে কি ব্যাকুলতা বলবে? মা নিজের সন্তানের জন্য যত ব্যাকুল হয়, সন্তানের মধ্যে মায়ের মত ব্যাকুলতা কোথায়? সে তো তার মায়ের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর থাকে। এইভাবেই নিজের সম্পর্কে ভাবো। ওনাদের উপর নির্ভর থাকো। ওনারা যেমন চাইবেন তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেবেন। কথামৃত পাঠ করতে থাকো।

তোমার ইংরেজী বা হিন্দীতে কোন দোষ নেই, হিন্দীতেই চিঠি লেখ। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ

| ৩৪৮ |

২৮শে জুন ২০০৪

কল্যাণীয়া মা...,

তোমার ৩রা মার্চের চিঠি এখানে ১০ই মার্চ পৌঁছেছে।

স্বামী গীতাত্মানন্দ তোমাকে যা কিছু বলেছেন সবই সঠিক এবং তুমি যা পড়েছো ওটাও ঠিক আছে। ওংকার এবং মা ছাড়াও ওনার আরো অসংখ্য নাম আছে—যেমন সচ্চিদানন্দ, শিব, নারায়ণ ইত্যাদি। কিন্তু প্রশ্ন হল তোমার কোন নামটির প্রয়োজন। এটার নির্ণয় কে করবে? বইপত্র করবে? কে করবে? বইপত্র দিয়ে যদি তোমার কাজ হয়ে যেত তবে দীক্ষা নেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? এইসব কথা নিয়ে 'অনেক সময় পর্যন্ত' লোকেদের সঙ্গে কথা বলো না। কথা যদি বলতে হয় তবে তুমি যখন একদম একা থাকো বা রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমাকে কেঁদে কেঁদে ব্যাকুলতার সঙ্গে প্রার্থনা করো। এটার অতিরিক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম অনুক্ষণ মনে মনে জপ করতে থাকো, সংখ্যা রাখার প্রয়োজন নেই, স্মরণ রাখো জপ করার সময় ঠোঁট নাড়াবে না। বই যে ঘরে ছেড়ে এসেছো সেটা তুমি ভুল করেছো, অবহেলা করেছো এবং তোমার শীঘ্রতার পরিচয় দিয়েছো। প্রভুর নাম জপ করো, হাসপাতালের কাজ করো এবং স্নান, খাওয়া ইত্যাদিতে সময় অতিবাহিত করার পর যে সময় তোমার হাতে থাকে ওটাকে পড়াশুনার কাজে লাগাও। তোমার পরবর্তী চিঠিতে ক্ষমা ইত্যাদি চাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। নিজেকে শোধরাও, এটা দরকার। আমি তোমাকে একটি 'উপাসনা পদ্ধতি' পাঠাচ্ছি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



।৩৪৯।

২৯শে জুন ২০০৪

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া...,

তোমার ২৯শে ফেব্রুয়ারীর চিঠি ৮ই মার্চে এখানে পৌঁছেছে।

তোমার জন্য একাহার করা ঠিক নয়। রাতে একবার খাওয়ার অভ্যাস করো। দুধ যদি বায়ুকারক, তবে ছানা এবং এক-দুটো রুটি তরকারির সঙ্গে অবশ্যই খাও। দুমাস খাওয়ার পর আমাকে জানাও। শ্রীঅমরনাথ যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে যাও। আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য শারীরিক পরিশ্রম করার দরকার নেই। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসাই প্রকৃত সাধনা। এটার বাইরে গিয়ে সাধনা করবে এই চিন্তাধারাও সঠিক নয়। সাধনা তো তোমার সংস্কার অনুযায়ী হতে থাকবে। তোমার প্রত্যেক দিনের জীবন অতিবাহিত করা, এইসব দিনের সুখ-দুঃখের ঘটনাগুলোকে দেখতে থাকা, সহ্য করে থাকাও তো তপস্যা। কিন্তু তুমি জানোই না।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য আমাদের প্রভুকে নিত্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমারই হিতৈষী

স্বামী গহনানন্দ

। ৩৫০ ।

২৩শে জুন ২০০৪

প্রিয় মহে...,

তোমার চিঠিতে কোথাও তারিখের চিহ্নমাত্র নেই, তাই বুঝতে পারা যায় নি তুমি কবে এই চিঠি লিখেছো এবং কবে পৌঁছেছে।

তুমি লিখেছো তোমার গম্ভীরতাপূর্বক পড়াশুনা করার ইচ্ছে, কিন্তু আমার মনে হয় তোমার মধ্যে পড়াশুনা করার ইচ্ছের অভাব। ইচ্ছে আছে আর তা পূর্ণ হচ্ছে না তা কি সম্ভব। প্রথমে কোন একটি কথার জ্ঞান হওয়া খুবই জরুরী, যেমন কোনো ব্যক্তি ভোর তিনটের সময় বিছানা ছাড়তে চায়, তার এই কথার জ্ঞান হওয়া উচিত, যে তিনটেতে ওঠা খুবই জরুরী। এই জ্ঞান যত দৃঢ় হবে, ততোই দৃঢ় তার ইচ্ছে হবে, তারপর সেই দৃঢ় ইচ্ছার শক্তিতে সে বিছানা ছাড়তে পারবে। ঠিক এই রকম যখন তুমি বুঝতে পারবে পরীক্ষা দেওয়া এবং ওটাতে উত্তীর্ণ হওয়া তোমার জন্য জরুরী, তখন তোমার জ্ঞান দৃঢ় হবে এবং ইচ্ছেও দৃঢ় হবে আর সেই ইচ্ছের তাগিদে তুমি পড়াশুনা করবে এবং সহজেই উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। সুতরাং, তুমি যদি ভাবো উত্তীর্ণ হতে না পারি, লোকে কি বলবে ইত্যাদি, তবে তো আমাকে বুঝে নিতে হবে যে তোমার পড়াশোনা করার ইচ্ছেই নেই। শুধু লোক নিয়ে চিন্তা করতেই তুমি ব্যস্ত। তুমি পড়াশুনা করা, পাস করা জরুরী মনে করো না। যখনই এটাকে অত্যাবশ্যক মনে করবে, তখনই উত্তীর্ণ হতে পারবে। কিন্তু ১৭ই মে তে শুরু হওয়া পরীক্ষা তো এত দিনে নিশ্চয় শেষ হয়ে গেছে। নিজের দোষগুলোকে নিয়ে আলোচনা করো না। স্বামীজী মহারাজও বারণ করেছেন। যদি নিজের মঙ্গল চাও তবে দোষের কথা চিন্তা করো না।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদা শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



।৩৫১।

২৮শে জুন ২০০৪

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া র...,

তোমার ২৯ জুলাইয়ের চিঠি এখানে পৌঁছে গেছে। গুরুদক্ষিণা এখানে পৌঁছে গেলে তোমাকে রসিদ পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

আমার কোন সন্দেহ নেই যে তোমার সন্তান প্র....এবং ঋ....দুজনই হুঁশিয়ার বুদ্ধিমান ও ভক্তিমান। তোমার মায়ের তো তুলনাই হয় না, এত ভালো মানুষ তিনি। তোমাকে এবং কৌ...কে তো শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমা আপন করে নিয়েছেন, তোমার কিসের চিন্তা? শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ লোকেরা নিজেদের জীবনে সুখ, শান্তি, সমাধান কিছুই চান না, তাঁরা তো শুধু প্রভু, মার নাম জপ করতেই আনন্দ অনুভব করেন। তুমিও যতদূর পারো, সর্বক্ষণ মনে মনে ঠোঁট না নাড়িয়ে, সংখ্যা না রেখে, প্রভুর নাম জপ করতে থাকো। কিছুই ওনার থেকে চেও না, সব ওনার জানা আছে, সময় অনুযায়ী তোমার চাওয়াগুলোকে পূরণ করবেন। নিশ্চিন্ত হয়ে জপই করতে থাকো।

আমি উনাকে প্রার্থনা করি যেন উনি তোমাকে এবং কৌ....কে সর্বক্ষণ উনার নাম নেওয়ার জন্য শক্তি প্রদান করেন।

ইতি—

তোমার সদা শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



।৩৫২।

২৩শে জুন ২০০৪

স্নেহের কন্যা উ...,

তোমার ১১ই মে এর দুটো চিঠি এখানে ২০শে মে পৌঁছেছে। এই চিঠিটি অন্য কাউকে পড়তে দিও না। মনে করো স্নানাগারে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি দাঁত মাজছো বা মুখ ধুচ্ছো এবং সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠলো এবং তুমি ওটাকে ধরার জন্য দৌড়ে চলে যাচ্ছো এবং সেই সময় তোমার মন জল বন্ধ করে যাওয়ার জন্য বলে। তুমি মনের কথায় কান দাও না, বলো যে, এখনই ফিরে আসছি। কিন্তু ফেরো ঠিক ৪০ মিনিট পরে। তোমার মন আবারও তোমাকে বলে এটা তুমি কি করলে? তুমি ওটার কোন গুরুত্ব দাও না এবং বলো তাতে কি হয়েছে? এমন তো সচরাচর হয়েই থাকে। এখন মনে করো দৃশ্য ওটাই ঐ বেসিন, তুমি দাঁড়িয়ে আছ, টেলিফোন বেজে উঠল, তুমি দৌড়ে যাচ্ছো কিন্তু সেখানে আমি বসে আছি এবং তোমাকে বলছি, জল বন্ধ করে দাও তারপর যাও। কিন্তু অভ্যাসবশতঃ তুমি আমাকে বলো 'এখনই তো ফিরে আসছি মহারাজ', আর ৪০ মিনিট পরে ফিরে আমার আবার বলাতে তুমি বলো, এটা এমন কি নতুন কথা হয়ে গেছে? তোমার এইরকম ব্যবহারে কি আমি ব্যথা পাবো না? যেমন কোন একটি ছোট বাচ্চা নাচতে নাচতে তোমাকে দেখে খুশী

হয়ে জড়িয়ে ধরে এবং তোমার ঐ সময় মনে পড়ে যায় গতরাতে সে কিছু জিনিষ ভেঙেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তুমি তাকে মারা শুরু করে দাও, তখন সেই বাচ্চাটার চেহারায় যে কষ্ট হবে, সেই রকম কষ্ট আমারও হবে তোমার ব্যবহারে। কিন্তু আসল কথাটি হল তুমি সারাদিন এইরকম ব্যবহার শতবার হাজারবার মনের সঙ্গে করো। স্বামী বিবেকানন্দ এমন করতে বারণ করেছেন।

কথা এতটুকু যখনই তোমার মন তোমাকে বলে এমন করো, সঙ্গে সঙ্গে ওটা করো, যখন মন বারণ করে তো সেই কাজটি করো না এই ভাবে মনের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করো। তারপর ওর চমৎকারিত্ব দেখতে থাকো। স্বামীজী এটাও বলেছেন সংসারে আছো, অনেক সময় হতে পারে তুমি তোমার মনের কথা মত কাজ করে নাও উঠতে পারো। স্বামীজী এটাও বলেছেন সেই সময় কোন নির্জন স্থানে বা বাথরুমে গিয়ে একা তোমার মনকে কেঁদে কেঁদে বলো যে তুমি ওর কথা পালন করতে পারো নি এবং ভবিষ্যতের জন্য শক্তির প্রার্থনা করো যাতে এমন অবস্থায় মনের কথা পালন করতে পারো। তার অতিরিক্ত এটাও করো মানুষ যেমন ডায়রী ইত্যাদি লেখে, তেমনি তুমি তোমার মনে নোট করো যে এটা তোমার দুর্বলতা ছিল যে তুমি তোমার মনের কথা পালন করতে পারো নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, তুমি যদি এক-পা ওনার দিকে বাড়াও তবে তিনি দশ-পা তোমার দিকে এগিয়ে আসবেন। তোমার মনের সঙ্গে এমন ব্যবহার আজ থেকে শুরু করে দাও, তারপর দেখো ভগবান তোমার দিকে দশ-পা এগিয়ে এসেছেন। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো। এই কথাগুলো অন্য কাউকে বলো না, নিজের মধ্যে সীমিত রাখো। বছর খানেক পরে যখন মনের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক দৃঢ় হবে তখন দেখবে সে তোমার পুরো ভার নিজের উপর নিয়ে নিয়েছে এবং সবসময় তোমাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তখন ইচ্ছে হলে কয়েকজনকে বলতে পারো। আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার সদা শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ

| ৩৫৩ |

২৪শে জুন ২০০৪

কল্যাণীয়া মা ছ...,

তোমার ২১শে মে এর চিঠি এখানে ২৫শে মে পৌঁছেছে। তুমি দণ্ডত্ব প্রণাম লিখেছো, ওটাকে দণ্ডবৎ প্রণাম লেখ 'দণ্ড' অর্থাৎ লাঠি এবং দণ্ডবৎ অর্থাৎ লাঠির মত। দাঁড়ানো লাঠিকে ছেড়ে দিলে সেটা যেমন সোজা পড়ে যায়, সেই রকম গুরুজনের পায়ে প্রণাম করার সময় যাঁরা লাঠির মত পড়ে প্রণাম করে তাকে দণ্ডবৎ প্রণাম বলে।

আমি তো তোমাদের দুঃখী হওয়ার কোন কারণ দেখছি না। তোমার দীক্ষা হয়ে গেছে, শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার হৃদয়ের অন্তঃপুরের আসনে বসে তোমাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তুমি প্রতিক্ষণ ওনার নাম নেওয়ার অধিকার পেয়েছো, তবে দুঃখ কিসের? আমাকে চিঠি লিখতে থাকো। জীবন থেকে হেরে যাওয়া আসলে ব্যাপারটা কি? এই কথা তুমি কোথা থেকে শিখেছো? নিজের পড়াশুনা মন দিয়ে করতে থাকো, লী...., জি...., চে...., জ..... এবং তোমার মাকে প্রভুর নাম নিতে বলো। দীক্ষা যদি উনাদের নাও হয়ে থাকে তবুও শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম মনে মনে নিতে বলো। সুতরাং নাম যদি ভুলও হয়, তবেও নিতে বলো। কাউকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই যখন দীক্ষা হবে তখন দীক্ষাগুরুকে জিজ্ঞেস করে ঠিক করে নিলে হবে। ওনাদের যখন ইচ্ছে হয় আমাকে চিঠি লিখতে বলো এবং সম্পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে পড়াশুনা করো। আমি তোমার পরিবারের জন্য এবং সবার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



। ৩৫৪ ।

২৬শে জুন ২০০৪

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া অ.....,

তোমার ১০ই মে-র চিঠি এখানে ১৭ই মে পৌঁছেছে।

কোন কথার জন্য আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রয়োজন নেই। তুমি নিজের রোগ নির্ণয় করে ফেলেছো, তবে আর কি চিন্তা তোমার? এই রকম সংসারও একটি রোগ, যার নিরাময় শুধু রোগের নির্ণয় দ্বারা হয় এবং এই সংসারও তোমার সৃষ্টি। তুমি যে দৃষ্টিকোণ দিয়ে সংসারকে দেখবে, সেইভাবে সংসার তোমার কাছে উপস্থাপিত হবে, এই কথা যতই বুঝতে পারবে ততোই সংসারে নিজের অস্তিত্ব, নিজের স্বরূপের খোঁজ করতে পারবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী মহারাজের বই মন দিয়ে পড়ো। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার শুভ চিন্তক
স্বামী গহনানন্দ

। ৩৫৫ ।

২রা জুন ২০০০

কল্যাণীয়া মা...,

১৪ই ফেব্রুয়ারীর তোমার লেখা চিঠি এখানে পৌঁছেছে। আমি মায়াবতী যাওয়ার উদ্দেশ্যে ১৪ই মে দিল্লী গেছিলাম এবং ২৯শে মে দিল্লী থেকে রওয়ানা হয়ে কলকাতা পৌঁছেছি, কিন্তু তুমি আসতে পারলে না।

মনে যে তোমার নানান ধরনের ভাবনা-চিন্তা আসে তা নিয়ে বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। নিজের ঘরটিতে যখন ভালভাবে পরিষ্কার করো তখন তুমি নিজেও জানো না কোথা থেকে এত নোংরা বের হয়। তেমনিই তুমি যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করতে বসো তখন তোমার মন যেমন যেমন একাগ্র হতে থাকে তেমন তেমন তোমার মনের সমস্ত সংস্কারগুলোও বেরিয়ে আসে এবং সেই সংস্কারগুলোর বিলুপ্তি ঘটে। এই প্রক্রিয়াই হচ্ছে মনের শোধন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা তোমার মন ক্রমে শুদ্ধ হতে থাকবে। সুতরাং পূজা করবে না এই কথাটি আর বলো না। এটাকে তোমার সৌভাগ্য মনে করো যে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর পূজার জন্য তোমাকে চয়ন করেছেন। এমন কথা নয় যে তুমি ভালো নও—তুমি ভালোই আছো এবং ক্রমে ক্রমে পবিত্রতার দিকে অগ্রসর হচ্ছো। নিশ্চিন্ত থাকো এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করতে থাকো, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাঁর পূজার অনুমতি পাচ্ছো। আমি তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা তথা স্বামীজী মহারাজের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।৩৫৬।

১০ই নভেম্বর ২০০৪

স্নেহের কন্যা...,

তোমার ১লা নভেম্বরের চিঠি এখানে পৌঁছে গেছে।

তোমার মন্ত্রের অর্থ জানার আগে মন্ত্র শব্দের অর্থ জানা বেশী জরুরী। মন্ত্র হল যার মনন করলে, বারবার মনে মনে যার আবৃত্তি করলে মন থেকে সাংসারিক বৃত্তিগুলো চলে যায়, মন শুদ্ধ হয়, শান্ত হয়, কাম-ক্রোধাদি অবস্থা থেকে মুক্ত হয়। তুমি তো শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে পড়েছো এবং ওনার জীবনকে তুমি নিজের জীবনের আদর্শ মনে করো এবং মনে করো ওনার নাম জপ করতে থাকলে তোমার মন ক্রমশঃ নির্মল হয়ে যাবে, তাই তিনি তোমার ইষ্টদেবতা এবং সেইজন্য তুমি ওনার নাম জপ করো যা তোমার শ্রীগুরু তোমাকে বিধি অনুযায়ী প্রদান করেছেন। মন্ত্র, দেবতারই নাম।

যে বিষয়গুলো উত্তীর্ণ হওয়া বাকী আছে সেটা তৈরী করো। ধ্যান-জপ বিধিপূর্বক করতে পারো না তো কোন ব্যাপার নয়। পড়াশুনা সম্পূর্ণ করো। এম.টেক করলে আমি খুশী হব।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে সবসময় প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ

। ৩৫৭ ।

২রা মে ১৯৯৭

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া সো...,

তোমার ২৭শে মার্চের চিঠি এখানে ৯ই এপ্রিল পৌঁছেছে।

চার্টার্ড একাউন্টেন্সী তুমি পড়া শুরু করেছো, কয়েক বছর এটাতে মন বসাও। শুধু 'উপাসনা পদ্ধতি' যে ছোট বই তোমাকে দীক্ষার সময় দেওয়া হয়েছে ওটাতে বলা বিধিগুলো নিয়মপূর্বক পালন করো এবং সকাল, সন্ধ্যা এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের আগে, স্নান করার পর, এই তিনবার ধ্যান-জপের ক্রমগুলো করতে থাকো।

এখন কয়েক বছর যখন তুমি ধ্যান করতে বসবে তখন তোমার মনে সাংসারিক কথাগুলো আসতে থাকবে যেমন ধরো তুমি ত্রিশ বছর পর্যন্ত বন্ধ রাখা কোন ঘর খুলে ওটাকে পরিষ্কার করতে লেগে পড়ো তো প্রথমে কিছুদিন পর্যন্ত তোমাকে নোংরা আর নোংরার সম্মুখীন হতে হবে এবং ওটা সত্ত্বেও যদি তুমি পরিষ্কার করতে থাকো তবে কিছুদিনের মধ্যে সেই ঘরটি সম্ভবতঃ তোমার বাস উপযোগী হয়ে উঠবে। নিজের মনকেও এইভাবেই মনে করো। তুমি জানো না, এখন তোমার দীক্ষা হয়েছে, এর অর্থ হল তুমি নিজের মনকে পরিষ্কার করা শুরু করে দিয়েছো, কিন্তু এই কাজটি খুব ধৈর্য্যের সঙ্গে করো, তাড়াতাড়ি করো না, না হলে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

আমি তোমার আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমারই সতত শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



।৩৫৮।

২৩শে জুন ২০০৪

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া বী...,

তোমার ২৪শে মে-র চিঠি এখানে ৩০শে মে পৌঁছেছে।

আনন্দের কথা এই যে তুমি একটি আশ্রম তৈরী করছ। তোমার তপস্যার ফলস্বরূপ তুমি আশ্রম নির্মাণ তৈরীর জন্য জায়গা পেয়ে গেছ, তবে নলকূপের জন্য কেন চিন্তা করছ। ওটাও তোমার তপস্যার ফলস্বরূপ হয়ে যাবে। আমার তোমার উপর সম্পূর্ণ ভরসা আছে, আর আমি জানি কোন জায়গা থেকে তোমাকে সাহায্য নিতে হবে না এবং আমারও এটা সম্ভব নয় যে আমি কাউকে তোমাকে সাহায্য করতে বলি।

আমি সর্বদা তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদা শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ

| ৩৫৯ |

২৬শে জুন ২০০৪

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া র...,

তোমার ২৪ এপ্রিলের চিঠি এখানে ১২ মে পৌঁছেছে।

আমার তো মনে হয় না তোমার কোন প্রকার মার্গদর্শনের প্রয়োজন আছে। কোন ফিল্ম প্রোজেক্টারে ফিল্ম দিয়ে ওটাকে চালালে পর্দাতে যেমন ঐ ফিল্মের চিত্র, দৃশ্য দেখা যায়, তেমনি নিজেকে নিজের পরিবেশকে, জগৎকে তুমি ঐ রকমই দেখো যেমন দেখার জন্য তুমি নিজের মন, বুদ্ধি, ইচ্ছে, সংস্কারকে পূর্ব-পূর্ব জন্মে তৈরী করে নিয়েছো। কোন একটি গ্রন্থাগারে তুমি যদি যেখানে একদিকে হিন্দী এবং ইংরেজী বই রাখা আছে, ঐ বইগুলোকে পড়ার জন্য তোমার মন বুদ্ধি, সংস্কার ইত্যাদি তৈরী, অন্যদিকে মারাঠী বা তামিল বই রাখা আছে, ঐ দিকে তুমি যাও না কারণ তুমি হিন্দী বা ইংরেজী পড়ার জন্য নিজের মন, বুদ্ধি, সংস্কার ইত্যাদিকে তৈরী করে নিয়েছো, তামিল ইত্যাদি বইগুলোর জন্য নয়। বস্তুতঃ তামিল ইত্যাদি ভাষায় লেখা বইগুলোর কোন মূল্যই নেই তোমার কাছে। তেমনি যে হত্যার কাহিনী পড়তে ভালোবাসে, যার কৌতূহল শুধু এই ধরনের বই পড়ার তার কাছে দর্শন শাস্ত্রের বই নিরর্থক মনে হবে। তুমি যে নিজের সম্পর্কে লিখেছো ওটা তোমার রচনা, তোমার সৃষ্টি বুঝলে আর যখন তুমি এই কথাটি ভালো করে বুঝবে তখন নিজেই এই পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে চাইবে, আর এইটি শুধু পরিবর্তন হবে তোমার কর্মের দ্বারা, তোমার বুদ্ধির দ্বারা। পূর্বদিকে যেতে থাকা ব্যক্তি যখন বুঝতে পারে সে পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছে, তখন তার দিক্ পরিবর্তন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে আর সে তা করতে পারে শুধু তার ইচ্ছে শক্তি এবং বুদ্ধির দ্বারা, সে তার মোড় পরিবর্তন করে পশ্চিম থেকে পূর্বে চলে আসতে পারে। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে তোমার জন্য প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদা শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



। ৩৬০ ।

২৫শে জুন ২০০৪

স্নেহের কন্যা অ...,

তোমার ১০ই মে এর চিঠি ২০শে মে এখানে পৌঁছেছে। এদিকে আমি গত মাসে বেঙ্গালুরু হয়ে কালড়ী (কেরল) গিয়েছিলাম। এই ১০ই জুনে ফিরেছি। আমার স্বাস্থ্য ভালো আছে।

কথাগুলো এত জটিল নয় তুমি যে ভাবে মনে করছ, হয়তো অনেকেই এইভাবে মনে করে। লোকেরা এই কথাগুলো বুঝতে চায় না, কারণ এই সব লোকেরা নিজেদের সক্রিয় বলে মনে করে। ধরো তুমি চীনা বন্ধন কলা, চীনা খাদ্যের ব্যাপারে কোন সময় একটু জ্ঞান অর্জন করেছো, এই ধরনের খাবারের উপর বই পড়েছো, কিন্তু কখনো এই ধরনের খাবার খাও নি। তারপর হয়তো তুমি কোন একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে গেছ, ওয়েটার তোমাকে মেনু এনে দিয়ে যায় একদিকে চীনা ভাষায় এবং অন্যদিকে রোমান অক্ষরে আইটেমের নাম থাকে। তুমি ঠিক বুঝতে পারো না এবং কোনোরকম ওখান থেকে খাবার খেয়ে বের হয়ে যাও। তারপর কোন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়, আর তাকে

যা ঘটেছে তা বিশদভাবে বলো। তোমার বন্ধু এই বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাই সে কষ্ট পায় আর তোমার বোকামির জন্য দুঃখিত হয়। সে তোমাকে তখন থেকে ২-৩ বছর পর্যন্ত দিল্লী ইত্যাদি শহরে চীনা রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায় এবং চীনাখাবারের সঙ্গে পরিচয় করায় তারপর তুমি সিঙ্গাপুর, হংকং, তাইপি এবং কখনো বেইজিং যাও এবং সবজায়গায় তোমার রুচি বা স্বাদের প্রশংসা হয়। কিন্তু এখন দেখো কন্যা, তোমার তো চীনা খাবারের জ্ঞান হয়ে গেছে, দুনিয়াও তোমাকে মানছে কিন্তু তোমার কোথাও একটা বিরোধ বাধছে। বিরোধ এটাই যে তুমি স্বয়ং চীনদেশের লোক নও এবং চীনা খাবার তো চীনদেশের মায়ের গর্ভে জন্ম নেওয়া লোকদের, এখানে তোমার ভারতীয়তাই বাধক হচ্ছে।

সুতরাং লোকেরা মনে করে যে এটা আধ্যাত্মিক জগৎ এবং এই জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা এবং তাদের জগৎ আলাদা। জগৎ থেকে আমরা গতিশীলতা বুঝতে পারি, সংসার সবসময় চলমান, যা নদীর ধারার মত বহে যাচ্ছে। এখানে স্থিরতা কোথাও নেই এবং যার এই অস্থিরতার জ্ঞান হয়ে যায়, যখন সে এই অস্থিরতা থেকে আলাদা হয়ে এই অস্থিরতার অবলোকন করতে পারে তখন তার নিজের স্থিরতার বোধও হতে থাকে। কঠোপনিষদে বলেছে—

"নিত্য নিত্যানং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধতি কামান্।

তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।"

"যে ব্যক্তি বিনাশশীল বস্তুতে এক অবিনাশী আত্মা দেখে, যে জানে গরম জলে হাত জ্বলে যাওয়ার নিমিত্ত জল নয়, অগ্নির সান্নিধ্যে জল আসলে গরম হয় তেমনি ব্রহ্মাদি জগৎ স্রষ্টার চৈতন্যকর্তৃত্বই আত্মচৈতন্যের চৈতন্যকর্তৃত্ব, যে সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর এবং এই প্রকার এক হয়েও অনেকের সাংসারিক পূর্ব জন্মার্জিত সংস্কারের অনুরূপ ফল প্রদান করেন। ওনাকে আত্মস্থ হয়ে যে ধীর স্থির লোক দর্শন করেন সে ব্যক্তি শাশ্বত শান্তি লাভ করেন, অন্যরা তা থেকে বঞ্চিত হন।

এটা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা যা তুমি চাইছ। আধ্যাত্মিক অর্থ 'অধি' যার অর্থ অধিকরণ অর্থাৎ অধিকার হওয়া এবং আত্মা তো তুমি। এই তোমার শরীরকেই অধ্যাত্ম বলে আর তার অবলম্বন হওয়ার অভিজ্ঞতাকে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বলে। 'অনু' এর অর্থ 'পিছনে', 'ভব' এর অর্থ হওয়া থাকা ইত্যাদি।

কোন ফিল্ম, ফটোগ্রাফ, চিত্রকে দেখার জন্য, কোন দৃশ্যকে দেখার জন্য তুমি পিছনে সরে গিয়ে দেখো, এইরকম তোমার শরীরে, তোমার ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে তুমি তোমার বুদ্ধিকে শরীর থেকে সরিয়ে, শরীর মন ইত্যাদি (Objectify) মূর্ত রূপের ব্যক্ত করাকেই অভিজ্ঞতা বলে। নায়ক-নায়িকার সুখ, দুঃখ, কান্না, হাসিকে দেখার জন্য তুমি টাকা খরচ করে টিকিট কেটে আড়াই তিন ঘন্টা সিনেমা হলে বসো, কিন্তু তোমার জীবনের ঘটনাগুলোর জন্য যদি কাঁদতে হয় তবে তো দুঃখে ভেঙে পড়ো। তোমার জীবনটা এটা থেকে আলাদা করে দেখো। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন 'এই শরীর এবং এই জগৎ বাস্তবিক রূপে মিথ্যা, বস্তুতঃ অলীক, স্বপ্নবৎ, তুচ্ছ, যেমন অভিজ্ঞতা বাস্তবিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হচ্ছে বস্তুতঃ তেমন নয়, বাস্তবিক চৈতন্যই আছে, এমন জ্ঞান আর বোধ যখন হয় তখন আত্মা সমাধিস্থ হয়।

কিন্তু এটার জন্য তোমার কিছুই করতে হবে না, শুধু যা কিছু ঘটছে তা দেখতে থাকো। দেখতে দেখতে বুঝতে পারবে তোমাকে ছাড়া, তোমার আত্মচৈতন্য ছাড়া সব কিছুই নিরর্থক, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই জ্ঞানের উদয় না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে ওনার অর্থাৎ ঐ পরমাত্মার, তোমার হৃদয়স্থ পরমেশ্বর, অন্তর্যামী যাকে আমরা আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর বলি, শ্রীশ্রীমা বলি ওনাদের কথাগুলো বুঝতে হবে, ওনাদের কথা অনুযায়ী কাজ করতে হবে, যেমন যেমন এই বোধ দৃঢ় হয় তেমন তেমন তুমি ওনাদের উপর অধিক থেকে অধিক নির্ভর হয়ে যাবে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবকেই ব্রহ্মকুন্ডলিনীর জাগরণ বলা হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের আগে এই জ্ঞান, আত্মজ্ঞান খুব অল্প সংখ্যক লোক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ওনাদের আসার পর এই জ্ঞানের উপলব্ধির জন্য কমপক্ষে প্রয়াস তো করছ। আমাকে চিঠি লিখতে থাকো। আমি তোমার কল্যাণের জন্য ওনাকে প্রার্থনা করি। ফটোগ্রাফের জন্য এখানকার সাধুদের বলছি।

তোমার কল্যাণের জন্য আমি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভ চিন্তক

স্বামী গহনানন্দ

। ৩৬১ ।

২৪শে জুন ২০০৪

স্নেহের কন্যা ব...,

তোমার ২২শে এপ্রিলের চিঠিতে তুমি লিখেছ যে এটা তোমার প্রথম চিঠি। তুমি নিত্য জপ করো কিন্তু জপ করার সময় মনে অন্য ভাবনা আসে। ২০০৩ এ এম.এস.সি. (জুলোজী) করেছো। পড়াশুনা করতে মন বসছে না। বিয়ের জন্যও কথাবার্তা চলছে। তুমি মোটা তাই অসুবিধা হচ্ছে। তোমার বয়স ২৩ বছর। তুমি নিত্য ভগবানের সঙ্গে কথা বলো। জানি না উনি শোনেন কি না। অশান্তি অনুভব করো। কি করবে বুঝতে পারো না। তুমি মনে করো ভগবান সুখীকে দুঃখী এবং দুঃখীকে সুখী করেন। ১৩-১৪ বছর বয়স থেকে কষ্ট তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলছে, মার্গদর্শন করার কথা লিখেছ।

তো এটা হল তোমার চিঠি। তুমি এটাকে ডাকে ফেলার আগে নিশ্চয় পড়ো নি। জপ করার সময় অন্য ভাবনা কেন আসবে যদি তুমি জপ করতে থাকো? শান্ত হয়ে যদি এক-একটি শব্দ উচ্চারণ করো তবে মন ওটাতে বসবে, মন বসবে তো অন্য ভাবনা আসবে না। এটা তো তোমার প্রথম চিঠি, শেষ চিঠি তো নয়। সুতরাং পরবর্তীকালেও এই কথাগুলো নিয়ে চর্চা হতে পারে। বিয়ে, স্থূলতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নিয়ে চিন্তা করো না। তোমার এবংভগবানের সম্বন্ধ সম্পর্কে আমাকে জানাও, ওনার সঙ্গে কি ধরনের কথা বলো ইত্যাদি। অশান্তি হওয়ার কি কারণ? ১৩-১৪ বছর বয়স থেকে কি ধরনের কষ্ট সহ্য করছ, আমাকে সব জানাও।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার শুভচিন্তক

স্বামী গহনানন্দ



।৩৬২।

২৮শে জুন ২০০৪

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া প্রে...,

তোমার ১০ই জুনের চিঠি ১৬ই জুনে এখানে পৌঁছেছে। এই চিঠির সঙ্গে আলাদা কাগজে মন্ত্র লিখিয়ে পাঠাচ্ছি, এই মন্ত্রকে একা, যেখানে কেউ নেই এমন জায়গায় পড়ো এবং যেভাবে লেখা হয়েছে ঠিক সেভাবে উচ্চারণ করো। যখন দেখবে যে মন্ত্রটি সঠিকভাবে উচ্চারিত হচ্ছে তখন জপ করা শুরু করো। ১০-১২ দিন পর্যন্ত নিয়মানুসারে জপ করো এবং দেখো যে মন্ত্রটি কণ্ঠস্থ হয়েছে কি না। যদি নিজের মঙ্গল চাও তবে মন্ত্রটিকে অবহেলা করো না। তোমার চিঠি পড়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তুমি কোনো কাজই মন দিয়ে বেশী দিন করো না। এটা তোমার অস্থিরমতির পরিচয়। এমন মন্ত্রের সঙ্গে কখনো করো না। মন্ত্রের উচ্চারণ একবারই করো কিন্তু মন দিয়ে করো যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিকভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারছো না, ততক্ষণ এগিয়ে যেও না। আমার মনে হচ্ছে না তোমার কোনো রাগ আছে বলে। আর যদি কোনো রাগ থাকে সেটা হল তুমি নিজেকে অতিরিক্ত বুদ্ধিমান বলে মনে করো। তোমার পরবর্তী চিঠিতে ক্ষমা চাইবার কোনো প্রয়োজন নেই। নিয়ম অনুযায়ী জপ করার পর সেপ্টেম্বর মাসে আমাকে আবার চিঠি লিখে জানাও।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করি।

তোমার সদা শুভার্থী—
স্বামী গহনানন্দ



। ৩৬৩ ।

২৩শে জুন ২০০৪

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া অ...,

তোমার ৩রা মে এর পোস্টকার্ড ১৩ই মে এখানে পৌঁছেছে।

আমি এই ১৭ই জুন ব্যাঙ্গালুরু, কালডী (কেরল) ইত্যাদি জায়গাগুলোর যাত্রা করে ফিরেছি। আমি খুব খুশী যে ৯ই মে তোমার উপনয়ন সংস্কার হয়ে গেছে। দীক্ষার নিয়মগুলো পালন করে। 'উপাসনা পদ্ধতি' অনুযায়ী জপ-ধ্যান প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার পর শ্রীশ্রীগায়ত্রী মন্ত্রের যথাশক্তি জপ করো।

আমি তোমার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদা শুভার্থী—

স্বামী গহনানন্দ



।৩৬৪।

১৪ই আগস্ট ২০০৩

স্নেহের কন্যা স...,

তোমার ৭ই জুলাইয়ের চিঠি এখানে ১৭ই জুলাইয়ে পৌঁছেছে।

আমি দীক্ষার কাজের জন্য পুরো বছর অধিকাংশতঃ দেশের বিভিন্ন আশ্রমে যাওয়া আসা করতে থাকি। সুতরাং চিঠি লেখানোর কাজ নিয়মপূর্বক করতে পারি না, তাই জবাব পাঠাতে দেরী হয়ে যায়।

ডঃ.............সম্পর্কে আমাকে তোমার পরবর্তী চিঠিতে জানাও, উনি তোমাকে কোথাও যাওয়ার জন্য বলেননি তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে অভেদই মনে করো, তাঁরা ভিন্ন নন। তাঁদের জীবনী যত পড়বে, আধ্যাত্মিক পথে তত এগিয়ে যাবে, তখন তোমারও এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা হতে থাকবে। সত্যি কথাটি হল তাঁদের আর তোমার মধ্যে কোন ভেদ নেই, কিন্তু এই কথাকে তুমি এখন বুঝতে পারবে না। কিন্তু সেই দিনটিও খুব দূর নয় যখন তুমি নিজের মনের গভীরে এই কথাটি উপলব্ধি করতে পারবে। তুমি এই মন্ত্রটিকে এইভাবে পড়ো—

যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।

গীতা প্রেসের দোকান থেকে 'শ্রীশ্রীদুর্গাসপ্তশতী' আনিয়ে নাও এবং ওটাকে পড়ো, শ্রীশ্রীমায়ের ছবি সামনে রেখে একটি আসনে বসে পড়ো এবং মনে মনে মাকে পাঠ শুনতে বলো। মনই তোমাকে বলবে যে মা শুনছেন, আর কোন ধরনের নিয়ম করার প্রয়োজন নেই। শুধু বইটি প্রথম থেকে শুরু করো যতটুকু পড়তে পারো পড়ো, অথবা যেখানে কোন অধ্যায় শেষ হচ্ছে সেখান পর্যন্ত পড়ে বন্ধ করতে পারো কিন্তু শ্রীশ্রীমাকে বলার পরই বন্ধ করো।

শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিজের প্রার্থনাগুলো শুনাও এবং খুব কেঁদে কেঁদে ব্যাকুলতার সঙ্গে বলো উনি অবশ্যই তোমার প্রার্থনা শুনবেন, নিশ্চিন্ত থাকো।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য ওনাকে নিত্য প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত
স্বামী গহনানন্দ



। ৩৬৫ ।

২০শে জুলাই ২০০৩

কল্যাণীয়া মা খু...,

তোমার ৭ই মে এর চিঠি এখানে ১৯শে মে পৌঁছেছে। তোমার পাঠানো টাকার প্রাপ্তি রসিদ সম্ভবতঃ তুমি পেয়ে গেছ, এখানকার সাধুদের থেকে জিজ্ঞেস করে জানাবো। যখনই টাকা পাঠাবে পরিষ্কার লেখ যে তোমার পাঠানো টাকাটা কোন খাতে জমা করা হবে, শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা, সাধু সেবা অথবা গুরুপ্রণামী ইত্যাদি।

নিশ্চিন্ত থাকো যে তোমার জীবন যেভাবে ব্যতীত হচ্ছে ওটার ওপর শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের পুরো নজরদারি আছে। এটা তোমার সৌভাগ্য এবং পূর্ব জন্মের সংস্কারের ফল তাই তুমি এমন মা-বাবা, এমন ইষ্টদেবতা, এমন সারদা মা পেয়েছো। নিশ্চিন্ত থাকো, ওনার যা কিছু তোমার থেকে আবশ্যক মনে করবেন, করিয়ে নেবেন।

আমি তোমার জন্য ওনাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি। বাংলা দুই এক বছরের মধ্যে ভালোভাবে শিখে নেবে। এখন বয়সই তোমার কত?

ইতি—

তোমার শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ৩৬৬ ।

২২শে আগস্ট ২০০৩

কল্যাণীয়া মা নী...,

তোমার ১১ই জুলাইয়ের চিঠি এখানে ১৭ই জুলাই পৌঁছেছে।

তুমি ঘাবড়ে যাচ্ছো কেন? তোমার প্রবচন শোনার জন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা তোমাকে দিয়ে যথেষ্ট কাজ ছোটবেলাই করিয়ে নিয়েছেন, তোমার স্বামী তোমার উপর পুত্র, কন্যা এবং সমস্ত সংসারের দায়িত্ব দিয়ে তোমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা তোমার সঙ্গে বরাবর থেকে তোমাকে সাহায্য করে যাচ্ছেন, কেন তুমি বুঝতে পারছ না। জপ-ধ্যান তোমার কাছে বাঁধা-ধরা কাজ বলে মনে হয়, এরকম তো লাগারই কথা। অনিয়মিত হলে কিভাবে চলবে। সংসার কি নিয়মিত কার্যক্রম নয়? সূর্য্যের প্রতিদিন উদয় হওয়া এবং অস্ত যাওয়া কি নিয়মিত কার্যকলাপ নয়?

আমাকে চিঠি লিখতে থাকো, আমি প্রত্যেকটা চিঠির উত্তর পাঠাই, কিন্তু একটু দেরী হয়, সেটা অন্য ব্যাপার, সেটা তো তুমি জানো। আমাকে লিখতে থাকো। আমি তোমার এবং তোমার সন্তানদের কল্যাণের জন্য প্রভুকে, মাকে সদাই প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



। ৩৬৭।

১৯শে মার্চ ১৯৯৮

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া সো...,

তোমার ১৪ই জানুয়ারীর লেখা চিঠি আমি পেয়েছি।

এখন তোমাকে দুবছর একদম শান্ত হয়ে পড়াশুনা, জপ-ধ্যান ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলো নিরন্তর চালিয়ে যেতে হবে। যে সময় তুমি 'কি হবে আমার কি হবে, আমি পাগল হয়ে যাবো নাকি ?', এই রকম নিরর্থক চিন্তা করে সময় নষ্ট করছ, ওটাকে তুমি জপ-ধ্যান, প্রার্থনা ইত্যাদিতে ব্যয় করো। এটা তোমার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই প্রয়োজন।

আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবানকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী

স্বামী গহনানন্দ

। ৩৬৮ ।

২৬শে এপ্রিল ১৯৯৮

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া সো...,

তোমার ৭ই এপ্রিলের লেখা চিঠি আমি পেয়েছিলাম।

তোমার মনে যখনই খারাপ চিন্তা আসে তখনই মনে মনে ইষ্টমন্ত্রের জপ অতি ভক্তিভরে করতে শুরু করো। নিজের মনকে দুই-আড়াই বছরের ছোট বাচ্চা মনে করো এবং দিন রাত প্রতিক্ষণ ওর সঙ্গে থাকার অভ্যাস করো। যেখানে যাও তুমি ওকে সঙ্গে রাখো এবং যেখানে সে যেতে চায় তাকে যেতে দাও, কিন্তু তুমি সর্বদা ওর সঙ্গে যাও। কখনো ওকে একা ছেড়ো না, তুমিও ওকে ছেড়ে কোথাও যেও না। ওকে কিছু করার জন্য কাজ দিও। শোয়ার সময় ওকে বলো সকালে কয়টার সময় তোমাকে ডাকতে হবে, ও তোমাকে ডাকবে কিন্তু মনে রেখো, ওর ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তুমি তৎক্ষণাৎ উঠে বসবে, ওর কথার পালন করো। এইভাবে তোমার মনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠবে। যে কথা কাউকে বলতে পারো না তা ওকে বলো এবং ও যেভাবে বলে ঠিক সেইভাবে করো। দুই-তিন মাস পর্যন্ত এই ধরনের অভ্যাস করো, তারপর আমাকে জানাও। যখন জপ করতে বসো, এক একটি জপ ওকে শোনাও এবং খেয়াল রাখো কি ও শুনছে না অন্য কোথাও চলে গেছে। যদি চলে যায় তো ওর সঙ্গে যাও। যখন পড়তে বসো ওকেও পাঠ্য বিষয়গুলো শোনাও। যখন তোমার মন বুঝবে যে তুমি ওর সঙ্গ কখনো ছাড়বে না, তখন সেও তোমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না। মনের এই অবস্থা হলে মন একদম স্বচ্ছ, নির্মল হয়ে যাবে।

আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী
স্বামী গহনানন্দ



। ৩৬৯ ।

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

প্রিয় সো...,

তোমার ৯ই জুলাইয়ের লেখা চিঠি এখানে ১৭ই জুলাই পৌঁছেছে।

রামকৃষ্ণ আশ্রম, বীকানের ভবন নির্মাণ ইত্যাদির জন্য ৩০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে লেগে পড়েছো, কিন্তু আমার ধারণা এই যে একটু ধৈর্য্য ধরো এবং রামকৃষ্ণ মণ্ডলে কাজ করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাও, তারপর দেখবে কত কত জায়গা থেকে টাকা পয়সা আসতে থাকে।

আমি তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাকে নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ



।৩৭০।

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া সো...,

তোমার ২০শে জুলাইয়ের লেখা চিঠি এখানে সময়মত পৌঁছে গেছে। আমারই চিঠি লেখাতে দেরী হয়ে গেছে।

তুমি একদম নিশ্চিন্ত থাকো। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামের মন্ত্র তুমি পেয়ে গেছো, ওটার উপরেই ভরসা রাখো। কোন কিছু বলার, প্রশ্ন করার অথবা জানার আবশ্যকতা নেই, বুঝলে। আমার বলাতে নিশ্চয় বুঝবে, ক্রমাগত জপ-ধ্যান করতে করতে নিজেও অনুভব করতে পারবে।

পড়াশুনার ক্রম যেভাবে চলছে সেইভাবে চালিয়ে যাও। সব সময় 'মনে রেখো তোমার অন্তর্যামী পরমাত্মাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, ওনাকে প্রার্থনাও করতে থাকো।'

আমি তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শ্রীভগবানকে নিয়মিত রূপে প্রতিদিন প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সতত শুভানুধ্যায়ী

স্বামী গহনানন্দ



।৩৭১।

৫ই মার্চ ২০০৩

কল্যাণীয়া মা পু...,

তোমার ১০ই ফেব্রুয়ারীর লেখা চিঠি এখানে ১৪ই ফেব্রুয়ারী পৌঁছেছে।

এখনও তুমি মনে করছ যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তুমি প্রয়াস করে যাচ্ছো, জপের সময় বাড়ানোর ইচ্ছে আছে, কিন্তু কিছুদিন পরে দেখবে যে শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার পিছনে পড়ে তোমাকে দিয়ে সব কিছু করিয়ে নিচ্ছেন। দেখবে, যা কিছু তুমি ভাবো নি, যে সবের কল্পনাও করো নি, ঐ সব ওনার ইচ্ছেতে তোমার জীবনে ঘটে যাচ্ছে। সুতরাং নিজের জন্য কোন ইচ্ছেই রেখো না। শুধু উনার ইচ্ছেগুলো পূর্ণ হতে দেখো। তুমি জপ করছ না, উনি তোমাকে দিয়ে জপ করিয়ে নিচ্ছেন, এটা তো তুমি নিজেই বুঝতে পারছ। নিশ্চিন্ত হয়ে যেমনি উনি করাচ্ছেন তেমনি তুমি করতে থাকো।

আমি তোমার জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

স্বামী গহনানন্দ



।৩৭২।

২৫শে জুলাই ২০০২

স্নেহের কন্যা পু...,

তোমার ১৭ই জুলাইয়ের লেখা চিঠি ১৮ই জুলাই পৌঁছে গিয়েছিল। তুমি তোমার দৈনন্দিন কার্যক্রম যেভাবে লিখেছো সেইভাবে চলো।

যেমন যেমন প্রভুর নাম জপ করতে ইচ্ছে জাগবে তেমন তেমন তোমার হৃদয়ের সিংহাসনে বিরাজমান প্রভুর কানে তোমার নামোচ্চারণের ধ্বনি ধ্বনিত হবে এবং ওনার দৃষ্টিপাত তোমার উপর পড়বে, তখন তুমি ওনার চোখের ভাষা বুঝতে পারবে, তারপর ওনার সঙ্গে কথাও বলবে, এটাই তোমার জীবনের অবস্থা, তোমার দৈনন্দিন কার্যক্রমের ফল। ক্রমশঃ তোমার মন রাত দিন মনে মনে প্রভুর সেবায় অতিবাহিত হবে, যেমন তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য জীবনে গোপাল মা অর্থাৎ 'কামারহাটীর ব্রাহ্মণীর' কথা শুনেছো তিনি 'গোপাল' নাম জপ করতে সারা দিন, সারা রাত অতিবাহিত করতেন, তুমি কি সেই পবিত্র, অমূল্য জীবনকে পুনরাবৃত্তি করতে চাও না?

আমি প্রভুকে প্রার্থনা করি যেন উনি তোমাকে পবিত্র করে তোলেন এবং ওনার নাম নেওয়ার শক্তি বৃদ্ধি করেন, তোমাকে সুস্থ রাখেন।

ইতি—
তোমার একান্ত হিতৈষী
স্বামী গহনানন্দ



।৩৭৩।

২রা জুন ২০০২

প্রিয় কন্যা পু...,

তোমার ১০ই মে-র লেখা চিঠি এখানে ১৫ই মে তে পৌঁছেছে।

প্রত্যেকটা কাজ করতে করতে সর্বক্ষণ প্রভুর নাম স্মরণ মনে মনে করতে থাকো। মনে আর কোন ধরনের কথাকে স্থান দিও না, এই ভাবে নিজের শুদ্ধ মনের সঙ্গে পরিচিত হও। তোমার মনই শুদ্ধ চৈতন্য, যা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ, সেই শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপকে তুমি বুঝতে পারছ না, তুমি তাকে বুদ্ধিহীন বলছ। বুঝে উঠতে তো পারো না, শুধু লিখেই যাচ্ছো ঠিক আছে, চিঠি নিশ্চয় লিখবে, কিন্তু প্রভুর নামও প্রতিক্ষণ নিশ্চয় নেবে। আসনে বসে 'উপাসনা পদ্ধতির'-র নিয়ম পালন করে, সকাল সন্ধ্যে জপ করবে, অন্য সময় বিভিন্ন কাজকর্ম করতে করতে জপ করো, কিন্তু তখন সংখ্যা রাখার প্রয়োজন নেই। যখনই প্রভুকে মনে পড়ে ওনার নাম জপ করো। আমি তোমার জন্য ওনাকে প্রার্থনা করি।

ইতি—

তোমার সদা শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বামী গহনানন্দ



।৩৭৪।

২রা জুন ২০০২

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া ক...,

তোমার ১০ই মে-র লেখা চিঠি এখানে ১৫ই মে পৌঁছেছে। আমার শুভকামনা তোমার সঙ্গে আছে।

মানুষের ভবিষ্যৎ কবে থেকে অন্ধকারময় হতে লাগলো? মানুষই দেবতা, ক্রমে ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হয়, এটা কি তার ভবিষ্যৎ নয়? এই জীবনে না-ই বা হল? জন্ম আসলে কি? এটা তো জীবনের একটি পর্যায় মাত্র। জীবন তো ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে ছুটে যাচ্ছে এবং সেটাই অমৃত। জীবনের একটি পর্যায় মৃত্যু, যখন আমরা পুরানো বাড়ী ছেড়ে নতুন বাড়ীতে প্রবেশ করি, পুরানো কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরি, তেমনি জীবনের একটি পর্যায়কে ছেড়ে পরবর্তী পর্যায়ে প্রবেশ করি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বুদ্ধি সংসারের অসার স্বরূপকে বুঝে নিতে না পারে, ততোক্ষণ পর্যন্ত সে অমৃতের স্বরূপকে বুঝতে পারে না, সুতরাং অমৃত স্বরূপে পরিণত হতে পারে না। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী মহারাজ তথা ওনার গুরুভাইদের জীবন এবং ওনাদের উপদেশ থেকে আমরা এইসব কথাগুলো বুঝতে পারি। এই পৃথিবীতে ওনাদের আগমন, ওনাদের জীবনে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শুধু আমাদেরকে এইসব কথাগুলো একমাত্র বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। যদি বুঝতে পারো তবে বুঝে নাও যে এখনও এবং ভবিষ্যতেও আমাদের চিত্তস্বরূপে যে চিত্তস্বরূপতা আছে সেটা শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ওনার গুরুভাইরাই আছেন। প্রভুর নাম নিতে থাকো। নিজের সন্তানের চিন্তা করার জায়গায় প্রভুর নাম চিন্তা করো। এটাতে যে কল্যাণ হবে সম্পূর্ণ জগতের কল্যাণ হবে, তোমার সন্তানের কথা তো বলাবাহুল্য!

আমাকে চিঠি লিখতে থাকো, তোমার স্ত্রীকেও চিঠি লিখতে বলো, সু...যা কিছু করছে করতে দাও এবং তাঁকে বলো যে Yellow light তথা কুণ্ডলিনী জাগরণ ইত্যাদি অনাবশ্যক বিষয়। ঐ সবে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

আমি তোমাদের সবার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজ এবং ওনার গুরুভাইদের প্রার্থনা করি। তুমি রামকৃষ্ণ মঠের বিভিন্ন শাখা থেকে প্রকাশিত বই ইত্যাদি পড়ার অভ্যাস করো।

ইতি—
তোমার একান্ত শুভার্থী
স্বামী গহনানন্দ

।৩৭৫।

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যো লোকানাং বরদা ভব।।

কল্যাণীয়া ...,

ঁবিজয়া, দীপাবলী উপলক্ষে তোমরা আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছাদি জেনো; পরিবারস্থ সকলকে তথা পরিচিত ভক্ত ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী পরিজনকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছাদি জানিও।

সকল সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীবৃন্দের জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্য বিবর্ধনার্থ তথা নিখিল ভক্তবৃন্দের ভক্তি-বিশ্বাস স্ফুরণার্থ বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীজগন্মাতা দেবী দুর্গার পূজা, আরাধনা শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে যথাবিহিতভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে। কাঁকুড়াগাছিতেও নবমীর দিন সর্বদেবদেবীস্বরূপ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, হোমাদি সম্পন্ন হয়েছে।

শ্রীশ্রীজগন্মাতৃকার চরণে প্রার্থনা—যথার্থ ভক্তি-বিশ্বাস, বিবেক-বৈরাগ্য, প্রেম-পবিত্রতা, সেবাপরায়ণতা লাভার্থ সকলকে নিত্য নিয়মিত যথাসাধ্য সাধন-ভজনে অনুরাগ, শক্তি-সামর্থ্য প্রদানপূর্বক সকলের জীবন মধুময় এবং সার্থক করেন, সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ বিধান করেন।

পুনঃ প্রীতি-শুভেচ্ছান্তে, ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী,

স্বামী গহনানন্দ

পুনঃ—ঁবিজয়ার পত্র পেয়ে সুখী হয়েছি।



।৩৭৬।

কল্যাণীয়...,

তোমার ১.১২.৯৮ তে লেখা পত্র পেয়েছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় যে পদটি পেয়েছ সদ্ ভাব বজায় রেখে সেবার মনোভাব নিয়ে সততার সঙ্গে কাজটি করে যাও। সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরে মন রেখে তাঁর কৃপায় নির্ভর করে আন্তরিক জপ-ধ্যান ও স্মরণ মননে নিযুক্ত থাক।

শ্রীশ্রীঠাকুর তোমায় কৃপা করে সুমতি দেবেন। আমার শুভেচ্ছাদি জেনো।

ইতি—
শুভানুধ্যায়ী
স্বামী গহনানন্দ



। ৩৭৭ ।

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।।'

সখার প্রতি—স্বামী বিবেকানন্দ

কল্যাণীয়া...,

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে তোমরা সকলে আমার প্রীতি শুভেচ্ছাদি জেনো। নববর্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজীর চরণে প্রার্থনা,

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রানি ভাশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাক্ ভবেৎ।।

—সকলে সুখী হোক, সকলে নিরোগ হোক, সকলের দৃষ্টি যেন মঙ্গলময় হয়, কেউ যেন দুঃখপ্রাপ্ত না হয়।

দেশে দেশে জাতি, ধর্ম, মত নির্বিশেষে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা পিপাসু মানুষ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজীর জীবন ও বাণীর মাধ্যমে তথা তাঁদের প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক পথ অবলম্বন করে শান্তি, আনন্দ লাভ করছেন—ভক্তি, মুক্তির সন্ধান পাচ্ছেন। যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমার আবির্ভাবের সাথে সাথে যে আধ্যাত্মিক প্লাবন এসেছে তা সমগ্র জগতকে আধ্যাত্মিকতায় তথা সর্ববিষয়ে সঞ্জীবিত করবে অন্ততঃ ১৫০০ বছর ধরে—স্বামীজীর দৈববাণী।

তাই তাঁদের জীবন ও বাণী অবলম্বন করে তোমরাও জীবনে প্রকৃত শান্তি ও আনন্দের সন্ধান পাও, জীবন সার্থক কর, যুগাবতার উদ্বোধিত দেশ-দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত এই নবযুগ উন্মেষকারী আধ্যাত্মিক নবজাগরণে সার্থক রূপে সামিল হও এবং নিত্য নিয়মিত জপ-ধ্যান ও 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'য় প্রবৃত্ত হ'য়ে চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে নিজেদের জীবনে প্রকৃত আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভে সমর্থ হও—এই প্রার্থনা।

ইতি—
সততঃ শুভানুধ্যায়ী,
স্বামী গহনানন্দ

পুনঃ—নববর্ষের পত্রে তোমাদের কুশল সমাচার প্রাপ্ত হ'য়ে সুখী হয়েছি।



।৩৭৮।

শুভ নববর্ষ (১৪১১ বঙ্গাব্দ)

'ভয় কি বাবা, সর্বদাই জানবে যে ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি, আমি মা থাকতে ভয় কি?'

'যদি শান্তি চাও, মা কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।' —শ্রীশ্রীমা

কল্যাণীয়া ...., কল্যাণীয় ....

১৪১১ বঙ্গাব্দের বর্ষারম্ভ (নববর্ষ) উপলক্ষে তোমরা সকলে আমার প্রীতি শুভেচ্ছাদি জেনো। প্রার্থনা করি নিজ নিজ জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা স্বামীজী প্রদর্শিত পথে নিত্য নিয়মিত জপ-ধ্যান প্রার্থনাদি সহায়ে ভজনানন্দ তথা ভগবদ্-আনন্দ আস্বাদনের মাধ্যমে তোমরা সকলে কুশলে, আনন্দে থাক।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী লিখেছেন—"ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের হ'য়ে গেছে।"

স্বামীজী বলেছেন "আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই শক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।" যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমার আবির্ভাবের সাথে সাথে যে আধ্যাত্মিক প্লাবন এসেছে তা সমগ্র জগতকে আধ্যাত্মিকতায় তথা সর্ববিষয়ে সঞ্জীবিত করবে অন্তত ১৫০০ বছর ধরে—স্বামীজীর দৈববাণী। এই নবজাগরণে

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তথা সন্ন্যাসী, ভক্তবৃন্দের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী 'এই (বেলুড়) মঠ থেকে সব...লোক বেরিয়ে সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিকতার বন্যায় প্লাবিত করবে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও উন্নতি হতে হবে'।

বৃক্ষের মূলে জলসিঞ্চন কালে তার শাখাপ্রশাখা আপনিই প্লাবিত হয়। সেরূপ ব্যষ্টি তথা সমষ্টির আধ্যাত্মিক জাগরণে সমাজের সকল বিষয়েই নবজাগরণের, পুনরভ্যুত্থানের প্লাবন পরিলক্ষিত হয়, হচ্ছেও। বড়ই আশার এবং আনন্দের বিষয় যে পরার্থতৎপর ভক্ত-সন্ন্যাসী-সুধীজন সর্বত্র। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 'ত্যাগ ও সেবা'র আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-য় ব্রতী হ'চ্ছেন—স্বামীজী প্রবর্তিত বিশাল বিশ্বব্যাপী 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' যজ্ঞের আদর্শে, অনুপ্রেরণায়, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'-এর উদ্দেশ্যে। তোমাদের প্রত্যেকের জীবনও 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র ভাবে দেশ ও দশের কল্যাণের নিদানস্বরূপ হোক—এই প্রার্থনা।

এই উপলক্ষে স্বামীজীর আমাদের সকলের জন্য প্রার্থনা স্মরণ করি—'তোমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে যিনি সনাতন সাক্ষীস্বরূপ বর্তমান আছেন, আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করিতেছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, আমাদের দেশের উন্নতির জন্য সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য তোমাদের হৃদয় খুলিয়া দিন; আমরা কিছু করি বা না করি—তথাপি যে মহাযুগান্তর অবশ্যম্ভাবী, তাহার সহায়তার জন্য তিনি তোমাদিগকে অকপট ও দৃঢ়ব্রত করুন।'

নববর্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা, স্বামীজীর শ্রীচরণে প্রার্থনা—

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বেসন্তু নিরাময়াঃ।

সর্বেভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাক ভবেৎ।।

—সকলে সুখী হোক, সকলে নিরোগ হোক, সকলের দৃষ্টি যেন মঙ্গলময় হয়, কেউ যেন দুঃখপ্রাপ্ত না হয়।

ইতি,

সততঃ শুভানুধ্যায়ী,

স্বামী গহনানন্দ

পুনঃ—নববর্ষের পত্রে তোমাদের কুশল সমাচার প্রাপ্ত হ'য়ে সুখী হয়েছি।



।৩৭৯।

শ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

তাং-১লা বৈশাখ ১৪১৩

কল্যাণীয়েষু/কল্যাণীয়াসু,

তোমার/তোমাদের নববর্ষের পত্র পেলাম।

কালের অমোঘ নিয়মে একটা বছর শেষ হয়ে নতুন বঙ্গাব্দ আরম্ভ হল। নববর্ষের প্রথম দিনটিতে আমরা উৎসবের আনন্দে মেতে উঠি। তবে উৎসবের আড়ালে দিনটির প্রকৃত তাৎপর্য আমরা প্রায়ই বিস্মৃত হই। তোমরা নিশ্চয়ই জান, এদিন দোকানীরা হালখাতা উৎসব পালন করে, পুরানো বছরের হিসেব মিটিয়ে নতুন বছরের ব্যবসা শুরু করে। মনুষ্যজীবনেরও এটি হালখাতার দিন।

এই দিন হিসেব-নিকেশের দিন। বিগত বছরে আমরা কোন্ ধরণের কাজে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছিলাম, ভগবানে ভক্তি বিশ্বাস লাভের কতটুকু চেষ্টা করেছি, অধ্যাত্মপথে কতটুকুই বা অগ্রসর হয়েছি আজ আমাদের এইসব হিসেব করার, ফিরে দেখার দিন। যে যেখানে আছে সেখান থেকে জোর কদমে এগিয়ে চলার সংকল্প আজই করতে হয়। শুধু সংকল্পই নয়, এদিন থেকে সংকল্পানুরূপ কাজ শুরু করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে মনুষ্যজীবনেই ভগবানলাভ সম্ভব। তাই একবার যখন এই শরীর লাভ হয়েছে এবং ভগবানলাভের পথ ও ইষ্টমন্ত্র সদ্গুরুর মাধ্যমে ভগবান জানিয়ে দিয়েছেন তখন আর কালক্ষেপ নয়, যো সো করে তাঁকে পেতে হবে। কখন যে মৃত্যু এসে জীবনকে গ্রাস করবে তা জানা নেই। সুতরাং 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ'—এটা মনে রেখে সময় নষ্ট না করে সাধনপথে এগিয়ে পড়া চাই।

জীবনের এক একটি দিন অমূল্য। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে সাধনকালে আক্ষেপ করে বলছেন—'মা, আরও এক দিন বৃথা চলে গেল, তবুও তোমার দেখা পেলাম না।' পূজনীয় নিরঞ্জন মহারাজকেও শ্রীশ্রীঠাকুর বৃথা দিন যাপন সম্বন্ধে সতর্ক করে বলেছেন—'ওরে নিরঞ্জন, দিন যায় যে যায় রে—তুই ভগবানলাভ করবি কবে? দিন যে চলে যায়, ভগবানকে লাভ না করলে সবই যে বৃথা হবে।'

আজ নববর্ষের দিনে অবহিত হলে আমরা শুনতে পাব শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের প্রত্যেককেই এই একই উপদেশ দিচ্ছেন। সুতরাং, নতুন উদ্যমে লেগে পড়, যেন নতুন বছরের একটি দিনও বৃথা না যায় এবং আগামী বছর এই দিনটিতে হিসেব-নিকেশের সময় আমরা যেন আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁর দিকে আমরা অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছি।

নতুন বছরের দিনগুলি শুভ ও সার্থক হোক্। শ্রীভগবানের কৃপা-ধারা তোমার/তোমাদের ওপর সতত বর্ষিত হোক্—শ্রীপ্রভুর চরণে এই প্রার্থনা জানাই। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
স্বামী গহনানন্দ
অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন



।৩৮০।

শ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

তাং-১৭.০২.০৬

কল্যাণীয়...,

তোমার ০৬.০২.০৬ তারিখের পত্রে তোমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ'র সন্তান লাভের সংবাদ অবগত হলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে তার দীর্ঘায়ু ও মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি।

একটা কথা মনে রাখবে, এই সন্তান শ্রীপ্রভুর করুণার দান। একে স্নেহ-যত্নে লালন পালন করে শ্রীভগবানের অমূল্য দানের মর্যাদা দেবে। কর্তব্য বুদ্ধিতে অনাসক্তভাবে সন্তানকে মানুষ করবে। মা-বাবাই সন্তানের প্রথম শিক্ষাগুরু। তোমরা যেমন গড়বে তেমনই হবে। আধুনিক যুগের তথাকথিত উন্নতির প্রতিযোগিতায় সন্তানকে সমর্থ করলেই কেবল চলবে না। আমাদের সনাতন সংস্কৃতির প্রভাব যেন তার ওপর পড়ে। সে যেন ভক্তিমান, সুচরিত্র, সেবাপরায়ণ হয় এবং দেশের ও দশের জন্য স্বার্থত্যাগ করতে পারে। স্বামীজীর কথায়, ঐরূপ কাজ করে যেন 'দাগ রেখে' যেতে পারে। তবেই তোমরা ধন্য হবে। সন্তানটিও ধন্য হবে। 'কুলম্ পবিত্রং জননী কৃতার্থা'।

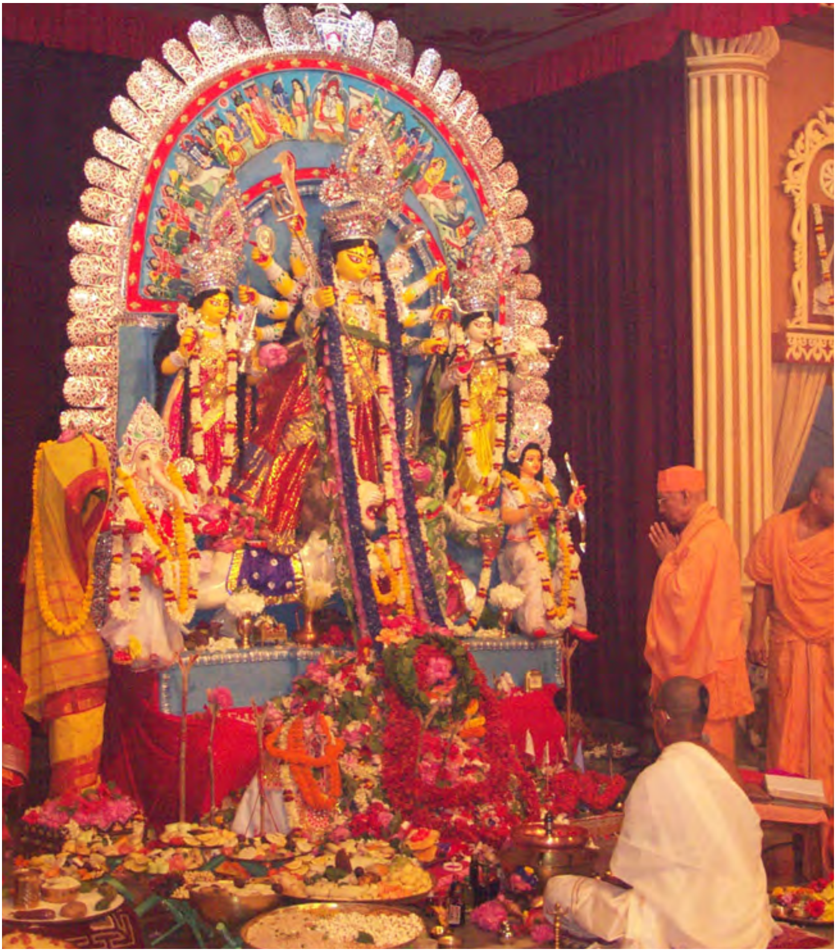
শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তোমাদের সর্ব কামনা করি। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

স্বামী গহনানন্দ

অধ্যক্ষ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন



।৩৮১।

শ্রীদুর্গা শরণম্

বিজয়া
(১৪১২ বঙ্গাব্দ)

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া,

তোমার/তোমাদের বিজয়ার চিঠি পেলাম। জগজ্জননীর কৃপায় তোমার/তোমাদের জীবন শান্তি সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক। শ্রীভগবানে তোমার/তোমাদের ভক্তি-বিশ্বাস দৃঢ় হোক।

ঁবিজয়া হল আনন্দময় একটি পবিত্র তিথি যেদিন আদ্যাশক্তি মহামায়ার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে আমরা কাম, ক্রোধ, লোভ, ইত্যাদি আন্তঃশত্রু-সমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয় লাভ করি। বিজয়াদশমীতে শ্রীরামচন্দ্রের রাবণ বিজয় এই আন্তঃশত্রু জয়ের প্রতীক। তাই এই তিথিতে বিসর্জনের সময় মায়ের কাছে এই বিজয়াশীর্বাদই প্রার্থনা করা হয়—

হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভম্।
হর রোগং হর ক্ষোভং হর দেবি হরপ্রিয়ে।।

মহামায়ীর কৃপা থাকলে কী না হয়!

নির্বীর্যোঽহগুণবান্ বাপি সত্যাচারবিনর্জিতঃ।
নরঃ পৌরুষমাপ্নোতি যস্য ত্বং মস্তকোপরি।।
জয়ং দেহি মহামায়ে জগতশ্চাপরাজিতে।
ত্রৈলোক্যস্বামিনী ত্বং হি ক্ষুৎপিপাসার্তিনাশিনী।।

মায়ের কৃপায় আচার নিষ্ঠাহীন অধম ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে। সেখানে তোমাদের আর চিন্তা কী? তোমরা তো অধম নও। ঠাকুর-মায়ের সন্তানরা কেউ অধম হতে পারে না—এই আত্মবিশ্বাস রাখবে। নচিকেতার কথাটি ভুললে চলবে না—

বহুনামেমি প্রথমো বহুনামেমি মধ্যমঃ।

শঙ্করাচার্য-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন—'ন অধময়া কদাচিদপি'—আমি কখনই অধম নই।

মা দুর্গার চরণে প্রার্থনা করি—তিনি তোমাদের জ্ঞান-ভক্তি প্রদান করুন। তোমরা আমার ঁবিজয়ার শুভেচ্ছা জানবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

স্বামী গহনানন্দ
অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন



।৩৮২।

শুভ নববর্ষ, ১৪০৮

কল্যাণীয়া মা...,

নববর্ষ উপলক্ষে তোমরা সকলে আমার প্রীতি শুভেচ্ছাদি জেনো।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "বেদ-বেদান্ত আর অবতার যা কিছু করে গেছেন, তিনি একলা নিজের জীবনে তা করে দেখিয়ে গেছেন। তাঁর জীবন না বুঝলে বেদবেদান্ত অবতার প্রভৃতি বোঝা যায় না—কেন না, He was the explanation (তিনি ব্যাখ্যাস্বরূপ ছিলেন)। তিনি যেদিন থেকে জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধনী-নির্ধনের-ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান-ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ভেদ সব তিনি দূর ক'রে দিয়ে গেলেন। আর তিনি, বিবাদজ্ঞান—হিন্দু-মুসলমান-ক্রিশ্চান-হিন্দু-ভেদ ইত্যাদি সব চলে গেল। ঐ যে ভেদাভেদে গড়াই ছিল, তা অন্য যুগের; এ সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার।"

স্বামী বিবেকানন্দ উদঘোষিত বাণী—“বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।” সঠিক ভাবরক্ষা করে সেবার যে বিশালতা এবং ব্যাপ্তির প্রতি স্বামীজী দিক নির্দেশ করেছেন তাতে আমাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রই উৎপত্তিস্থল হতে পারে; নিজ নিজ কর্মই উপাসনায় পরিণত হতে পারে; নিজ নিজ কর্তব্য কর্মের পূজাজ্ঞানে অনুষ্ঠান, সর্বাবস্থায় নিজেকে আনার সামান্যতম সেবার, সেবা নয় পূজার জন্য—‘শিবজ্ঞানে জীব সেবা’র ভাবে—প্রস্তুত রাখা দেশ, জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষেরই আধ্যাত্মিকতার পথে এগিয়ে যাওয়ার সহায়ক হতে পারে। শুধু তাই নয়, এইরূপ নিঃস্বার্থপরতা এবং সেবামুখীনতাই আধ্যাত্মিকতার অন্যতম মাপকাঠি—‘Unselfishness is more paying, only people have not the patience to practice it.’ “Unselfishness is the test of religion.”

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রার্থনা করি তিনি আমাদের সকলকে নিত্যনিয়মিত জপ-ধ্যানের সঙ্গে ‘বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়’, ‘শিবজ্ঞানে জীবসেবা’র যথাসাধ্য অনুষ্ঠানে অধিকতর উদ্বোধিত করে আমাদের যথার্থ আধ্যাত্মিক জীবনদানপূর্বক জীবন সার্থক, মধুময়, আনন্দময় করুন।

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাক্‌ভবেৎ।।

—সকলে সুখী হোক, সকলে নীরোগ হোক; সকলের দৃষ্টি যেন মঙ্গলময় হয়; কেউ যেন দুঃখপ্রাপ্ত না হয়। ইতি—

সততঃ শুভানুধ্যায়ী,

স্বামী গহনানন্দ
অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

পুনঃ—নববর্ষের পত্র পেয়ে সুখী হয়েছি।



সেবকদের দৃষ্টিতে

‘গহন আনন্দের কিঞ্চিৎ’

স্বামী জ্ঞানদীপানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামহরিপুর

ভগবান শংকরাচার্য তাঁর বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে বলেছেন—“মনুষ্যত্বম্ মুমুক্ষুত্বম্ মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ।” বহু পুণ্যের ফলে আমরা এই মানব জন্ম পেয়েছি। ‘জন্ম’ অর্থাৎ জীবন। জীবন হল জন্ম ও মৃত্যুর মাঝের একটি অধ্যায়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ, যা কেবল এই দুর্লভ মনুষ্য জীবনেই হতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হল একের দয়া বিনে জীব ছারে খারে গেল। শাস্ত্রে আছে অধ্যাত্ম জীবনে প্রবেশের জন্য গুরুকরণ একান্ত আবশ্যক। অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং বেশ কয়েকজন গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন—তাঁর বিভিন্ন পর্যায়ের সাধনকালে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অধ্যাত্মশক্তির বীজমন্ত্র আমরা পেয়ে থাকি দীক্ষার মাধ্যমে। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘেও সেই চিরাচরিত গুরুকরণ বা দীক্ষা দেওয়ার প্রথা চালু আছে। এই মহতী মন্ত্রদীক্ষা কার্যটি সম্পন্ন করেন—সংঘাধ্যক্ষ ও সহ সংঘাধ্যক্ষ মহারাজগণ।

স্বামী গহনানন্দজী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের চতুর্দশ সংঘাধ্যক্ষ। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ মাত্র চার বৎসর পূজনীয় মহারাজজীর সান্নিধ্যে থেকে তাঁর সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। পূজনীয় মহারাজজীর সঙ্গে আমার প্রথম সংলাপ হয় সম্ভবত ১৯৮৯ বেলুড় মঠের শ্রীশ্রীঠাকুর মন্দিরের পশ্চিম দিকের রাস্তায়। পূঃ মহারাজজী তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সাধারণ সম্পাদক, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে খেতে যাচ্ছেন। আমি কোন কাজে কাঁকুড়গাছি থেকে মঠে গিয়েছি— প্রথম পঙ্‌ক্তিতে খেয়ে ফিরছি। সামনা সামনি হতেই মহারাজজীকে প্রণাম নিবেদন করলাম। আমার পাঞ্জাবীর গলার কাছে ওপরের বোতাম খোলা দেখে পূঃ মহারাজজী আঙুল দিয়ে ইশারা করে বোতাম লাগাতে বললেন। সেদিন প্রথম বুঝেছিলাম—যাঁরা বড় হন তাঁরা ছোটখাট কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

গুরুদেবের দেওয়া নাম—গহনানন্দ-সার্থক নাম। পূজনীয় মহারাজ মোটেই আবেগপ্রবণ ছিলেন না। প্রতিকূল পরিবেশে তাঁকে মোটেই বিচলিত হতে

দেখিনি, বরং বেশি স্থিতধী মনে হতো। দীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে কানপুর যাওয়ার কথা। রাস্তায় ট্রাফিকের জন্য হাওড়া স্টেশনে সময়মতো পৌঁছাতে না পারায় রাজধানী এক্সপ্রেস ধরতে পারা গেল না। পরের ট্রেন কালকা মেল ধরার জন্য পূজনীয় মহারাজকে প্রায় ৩ ঘন্টা হাওড়া স্টেশনে বসে থাকতে হয়। আমরা সেবকরা বিচলিত হয়ে পড়ি, কিন্তু পূজনীয় মহারাজজীর মধ্যে কোন ক্লান্তির ছাপ নেই, তিনি নির্বিকার যেন কিছুই হয়নি। পূজনীয় মহারাজজী ছিলেন "Ever Green"। তাঁর মুখমন্ডলে কোন দিন কোন ক্লান্তির ছাপ লক্ষ্য করিনি।

দীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে পূজনীয় মহারাজ অনেক প্রত্যন্ত গ্রামে প্রাইভেট আশ্রমে গিয়েছেন, যেখানে যাতায়াতের ভালো ব্যবস্থা থাকত না এবং থাকার ও খাবারের ভালো ব্যবস্থা থাকত না। আমরা সেবকরা বিচলিত হতাম। পূজনীয় মহারাজ কিন্তু নির্বিকার স্থিতধী। মৃদু হেসে বলতেন—আমাদের বাবু এই ব্যবস্থা আছে—এতে পারতো দেখ।

আমরা বিশ্বাস করি সংঘাধ্যক্ষ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন্ত প্রতিনিধি। শ্রীশ্রীঠাকুর পূঃ মহারাজজীর মহাজীবন অধ্যায়ের মাধ্যমে দেড় লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে তাঁর পরমব্রহ্ম নামরূপ মহামন্ত্র দান করেছেন। দীক্ষাদানের ব্যাপারে পূজনীয় মহারাজ ছিলেন উদার। কেউ দীক্ষা নিতে এলে মহারাজজী সাধারণত তাকে ফেরাতেন না। পূঃ মহারাজজী জানতেন সংসারের ঝামেলা বা গ্রাম্য নিরক্ষরতার জন্য সকলের সবসময় ঠাকুর-মা-স্বামীজীর জীবনী পড়া সম্ভব হয় না। পূঃ মহারাজজী বলতেন—যাঁকে (অর্থাৎ ঠাকুরকে) জীবনের পথপ্রদর্শক আরাধ্য দেবতা হিসাবে গ্রহণ করবে—তাঁর সম্বন্ধে কিছু না জানলে তাঁর প্রতি ভালোবাসা কেমন করে হবে? তাই দীক্ষা দেওয়ার আগে মহারাজজী স্বয়ং দীক্ষার্থীদের ঠাকুর-মা-স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁদের উপদেশ সম্বন্ধে ধারণা দিতেন। দীক্ষা দেওয়ার সময় মহারাজজী একটু বেশি সময় নিতেন। বলতেন—আবার এদের (দীক্ষার্থী ভক্তদের) সঙ্গে কবে দেখা হবে তার তো কিছু ঠিক নেই—না হয় একটু বেশি সময় এদের সঙ্গে থাকলাম। তাঁর এই উক্তিতে বোঝা যেত—শিষ্যের প্রতি গুরুর কি ভালোবাসা! দীক্ষাকালে গুরু প্রণামের সময় পূজনীয় মহারাজজী দীক্ষিত ভক্তদের মাথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের

আশীর্বাদী কিছু স্পর্শ করাতেন। সেই সময় মহারাজজীর স্নিগ্ধ মুখশ্রী দেখে মনে হতো স্বয়ং ঠাকুর মহারাজজীর মধ্য দিয়ে ভক্তদের আশীর্বাদ করছেন।

পূজনীয় মহারাজজী ছিলেন ভালো শ্রোতা। তাঁর দীক্ষিত সন্তানদের আধ্যাত্মিক জীবন ও সংসার জীবনের সমস্যাগুলি মন দিয়ে শুনতেন এবং উপযোগী পরামর্শ দিতেন। দৈনন্দিন ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির জন্য মহারাজজী নিজের প্রতি বিশ্বাস অর্থাৎ আত্মশ্রদ্ধার উপর গুরুত্ব দিতেন। এই প্রসঙ্গে ভক্তদের প্রায় কঠোপনিষদের নচিকেতার উপাখ্যান ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা..." শ্লোকটি উল্লেখ করতেন।

মহৎ ব্যক্তির সান্নিধ্য মনকে সর্বদা এক উচ্চ আধ্যাত্মিক চেতনায় জাগিয়ে রাখে। পূঃ মহারাজজীর কাছে যখন ছিলাম—তখন সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো, অথচ তার মধ্যে জপধ্যান-স্মরণ-মননে খুব আনন্দ পেতাম। বেলুড়মঠে মিটিং থাকলে আগেরদিন সন্ধ্যারতির পর ভক্তদের প্রণাম নিয়ে তিনি যোগোদ্যান থেকে মঠে আসতেন সাধারণত আমাকে নিয়ে। সন্ধ্যারতির পর জপধ্যানের সময়—পূজনীয় মহারাজজী গাড়ীর পিছনের সিটে বসে ধ্যান করছেন আর আমি ড্রাইভারের পাশে বসে জপ করছি—তখন গাড়ীটাকেই যেন মনে হতো মন্দির। ট্রেনে যাওয়ার সময়ও তিনি ভোর চারটার সময় উঠে ধ্যানে বসতেন, হয়তো আমরা সেবকরা তখনও ঘুমাচ্ছি। রাত্রিতে ঘুমাতে দেরি হলে আমাকে ভোরের সময় ডেকে দিতে বলতেন। ডাকতে গিয়ে দেখি ঘরে ছোট আলো জ্বলছে—তিনি ধ্যানে মগ্ন। পূজনীয় মহারাজজী ছিলেন বাকসংযমী আর আমি ছিলাম ঠিক তার উল্টো, হলহল করে বেশি কথা বলতাম। মহারাজজী আমাকে বাকসংযমের উপযোগিতা সম্বন্ধে বোঝালেন এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার প্রতি সংযম আনতে বললেন।

আমি একজন সামান্য ব্রহ্মচারী, দয়া করে তিনি তাঁর সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি একদিন মহারাজজীকে বললাম—মহারাজজী আমার একটি প্রার্থনা আছে। তিনি বললেন—ঠিক আছে বল। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্র, তবুও কিছু কিছু ব্যাপারে তার নিজস্বতা। যেহেতু ঠাকুরের পার্ষদ মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত কিছু নিয়ম চালু করে গেছেন। অন্যান্য শাখা কেন্দ্রে মন্দিরে প্রতিদিন মঙ্গলারতি হয়। কিন্তু যোগোদ্যানে বৎসরে ২ মাস মঙ্গলারতি

হয়। যোগোদ্যান মঠে তখন আমরা প্রায় ১০-১২ জন ব্রহ্মচারী। ভোরের সময় কেউ কেউ মন্দিরে আসত—কেউ কেউ আসত না। মহারাজজীকে বললাম—যদি প্রতিদিন মন্দিরে মঙ্গলারতি হয় এবং নিয়ম করা হয়—সকল ব্রহ্মচারীকে মঙ্গলারতিতে যোগ দিতে হবে। আমার এই প্রার্থনা পূজনীয় মহারাজজীর মন স্পর্শ করল। তিনি পূজারী ঠাকুরদাস মহারাজ ও ভান্ডারী অরুণ মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতিদিন মঙ্গলারতির ব্যবস্থা করলেন। আমার প্রার্থনা পূর্ণ হওয়াতে আমার খুব আনন্দ।

ভোর চারটের সময় উঠে জপধ্যানের পর নিত্য কিছু সময় ব্যায়াম করতেন। দীর্ঘদিন নিত্য ব্যায়ামাদির ফলে মহারাজজীর শরীর স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল। বাথরুমে দুটি বালতিতে ঠাণ্ডা গরম জল মিশিয়ে স্নানের জল ঠিক করে দিতাম। স্নান সেরে মহারাজজী মন্দিরে যেতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজীর পাদপদ্মে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে প্রণাম করতেন। আমি এই সময় টিফিন তৈরি করতাম এবং মন্দির থেকে ফিরে এলে মহারাজজীকে খেতে দিতাম। মহারাজজী ছিলেন খুবই মিতাহারী। খাওয়ার ব্যাপারে তাঁহার সংযম ছিল দেখার মতো। তিনি একটু একটু করে সব রকম ফল (আপেল, পেঁপে, মুশাম্বি, বেদানা, কলা ইত্যাদি) ও এক কাপ দুধ আর ছোট্ট ছোট্ট ২পিস মাখন দেওয়া পাউরুটি ও চা খেতেন।

যোগোদ্যানে তাঁর বিছানার পার্শ্বে ছোট কুলুঙ্গীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি ছবি তিনি রেখেছিলেন এবং পার্শ্বে থাকত ছোট্ট একটি কমণ্ডুলুতে গঙ্গাজল, মাঝে মাঝে গঙ্গা জল দিয়ে তিনি ঠাকুরের ছবিটি পরিষ্কার করতেন।

স্বামীজীর শিবজ্ঞানে জীবসেবা রূপ কর্মযজ্ঞের তিনি ছিলেন এক সুদক্ষ পুরোহিত। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী দয়ানন্দজী ছিলেন শিশুমঙ্গলের প্রতিষ্ঠাতা আর পূজনীয় মহারাজজী ছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের সফল রূপকার, যা বর্তমানে—রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান।

দশম সংঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী ছিলেন ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাবপ্রচার পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা। রামকৃষ্ণ সংঘের সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন পূজনীয় মহারাজ এই পরিষদের মধ্যে সুশৃঙ্খলরূপ দান করেন—যার মাধ্যমে ভারতবর্ষের সর্বত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাব ছড়িয়ে পড়ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সেবাকার্যে সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যেসব কর্মচারীগণ

যুক্ত তাদের আর্থিক ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পূঃ মহারাজ প্রভিডান্ট ফান্ড নিয়ম চালু করেন। স্বামীজীর সেবামূলক কর্মসূচীর বৃদ্ধির সাথে সাথে আশ্রমগুলির পারিপার্শ্বিক জমি সংক্রান্ত পরিধির বিস্তারে পূজনীয় মহারাজজী খুব উৎসাহী ছিলেন। নিজেই যোগোদ্যান মঠের পাশে টাটার জায়গাটি ক্রয় করে তার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

আমার দীক্ষাগুরু হলেন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। ১৯৯৮ সালে আমার সন্ন্যাসের আগে বেলুড় মঠে গুরু সান্নিধ্যে থেকে তাঁর সেবা করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন স্বয়ং পূজনীয় মহারাজ—তাঁর নিজের সেবা থেকে ছুটি দিয়ে। এই প্রসঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দজীর একটি উক্তি মনে পড়ে। তিনি তাঁর সেবককে বলছেন—"তুমি আমার দেহের সেবা করছ আর আমি তোমার মনের সেবা করছি।" অর্থাৎ সেবকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দজী ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছেন। পূজনীয় মহারাজজীও ঠিক সেইরকম আমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য গুরুসান্নিধ্য ও গুরুসেবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

ঠাকুরের পার্ষদ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ নিজের শরীর দেখিয়ে বলছেন—"এই দেহ কি সামান্য, এই দেহ স্বয়ং সাক্ষাৎ ভগবানকে (শ্রীরামকৃষ্ণ) স্পর্শ করেছে, তাঁর সেবা করেছে।" আমিও ধন্য পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সেবা করে, যেই দেহ-মন অবলম্বনে শ্রীশ্রীঠাকুর অগণিত ভক্তদের মধ্যে তাঁর কৃপাবারি বিতরণ করেছেন।

গহন আনন্দের মাঝে সরসতার ঝিলিক

- ডাক্তার বাবু পেটের ব্যামো, আর পারছি না।

ডাক্তারবাবু—সকালে কি খাও? রোগী—পাঁচ-ছয় রকম ফল ইত্যাদি ইত্যাদি।

ডাক্তারবাবু—না, এত ফল খাওয়া চলবে না। একটি ফল খেও সকালের জল খাবারের সঙ্গে। আর এই ঔষধ দিলাম। খালি পেটে পাঁচটা করে বড়ি খেও এবং এক সপ্তাহ পর এসে দেখা করো। (এক সপ্তাহ পর) রোগী—ডাক্তারবাবু আপনার ঔষধ কাজ করছে না। ডাক্তারবাবু—সকালে কি খাও? রোগী—জল খাবার মুড়ির সঙ্গে একটা ফল খাই। ডাক্তারবাবু (চিন্তান্বিত হয়ে)

—একটা কি ফল খাও? রোগী—কেন? আপনি তো একটা করে ফল খেতে বলেছেন। আমি একটা পাকা কাঁঠাল খাই। (ডাক্তারবাবুর চোখ কপালে উঠল) ডাক্তারবাবু—একটা আস্ত কাঁঠাল খেলে পেটের ব্যামো কি করে ভালো হবে?

● একজন সাউথ ইন্ডিয়ান মহারাজ ছিলেন কট্টর নিরামিষাশী। নিত্য নিরামিষ সবজি ঝোল খেতেন। একদিন ঝোলের জল শুকনো হয়ে যায়। ভান্ডারী মহারাজ তাড়াতাড়ি করে মাছের ঝোল থেকে ঝোল নিয়ে সবজির ঝোলে দিয়ে মহারাজকে খেতে দেয় ভয়ে ভয়ে। মহারাজ খুব খুশি হয়ে ভান্ডারি মহারাজকে বললেন—বাঃ আজকের ঝোল খুব সুস্বাদু হয়েছে। পরে যখন শুনলেন মাছের ঝোল মেশানো হয়েছে—তখন কৃত্রিম রাগ করলেও ধীরে ধীরে মাছ খাওয়া শুরু করলেন। মাছের কাঁটা বাছতে এত পটু ছিলেন যে, একটা আস্ত গোটা মাছ একেবারে মুখে ঢুকিয়ে দিতেন।

● একজন সাধুর ছিল বিশাল ভুঁড়ি। পূজনীয় মহারাজ বললেন—কে আসছে, -ভুঁড়ি আসছে। কার ভুঁড়ি?—মহারাজের ভুঁড়ি। তিনি কোথায়? তিনি পিছনে আসছেন।

● ২ বছরের ছেলেকে নিয়ে মা পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম করতে এসেছে। বাড়িতে মাকে ঠাকুর প্রণাম করতে দেখে বাচ্চাটিও প্রণাম করতে শিখেছে। মায়ের প্রণামের পর বাচ্চাটিকে মা প্রণাম করতে বলছে। বাচ্চাটি দাঁড়িয়ে আছে পূজনীয় মহারাজের সামনে কিন্তু প্রণাম করছে না। বাচ্চাটিকে মা আবার প্রণাম করতে বলছে। তখন বাচ্চাটি চকলেটের ঝুড়ির দিকে তাকিয়ে মুখ শুকনো করে বলছে—প্রণাম নেই। অর্থাৎ ঝুড়িতে চকলেট নেই। পূজনীয় মহারাজ প্রণামের সময় ভক্তদের চকলেট দিতেন। সেই মুহূর্তে ঝুড়ির চকলেট শেষ। আবার চকলেট আনা হল এবং বাচ্চাটি প্রণাম করল।

● প্রতিদিন সকালে যোগোদ্যান মঠে সাধু ও ব্রহ্মচারীরা পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম করত। প্রণামের পর মহারাজজী কিছু বলতেন। একদিন সকলের প্রণাম হয়ে গেছে। মহারাজজী কিছু বলছেন না। একজন মহারাজ বললেন—মহারাজজী কিছু বলুন। তখন মহারাজজী বললেন—বিষ্ণু ছাড়া কি যজ্ঞ হয়। অর্থাৎ মহারাজজী লক্ষ্য করেছেন ব্রহ্মচারী বিষ্ণু তখনও প্রণাম করতে আসেনি।

সংঘগুরু সান্নিধ্যে

স্বামী নিষ্ঠানন্দ
বেলুড় মঠ

উপক্রমণিকা :

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের চতুর্দশ সংঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের নিবিড় সান্নিধ্যে আসবার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই সুবাদে পূজনীয় মহারাজজিকে খুবই কাছ থেকে দেখা ও তাঁর নিজ মুখে বলা কিছু তথ্য ও তত্ত্ব আজ সুবর্ণস্মৃতি হিসাবে তুলে ধরে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

শৈশব থেকে কৈশোর :

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর বুধবার ঁদুর্গামহাষ্টমী তিথিতে বাংলাদেশের শ্রীহট্টের পাহাড়পুর গ্রামে মহারাজের জন্ম। পূর্বাশ্রমের নাম নরেশরঞ্জন রায়চৌধুরী। পিতার নাম শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, মাতা শ্রদ্ধেয়া সুখময়ী দেবী, চার ভাই—রাকেশরঞ্জন, সুরেশরঞ্জন, বীরেশরঞ্জন এবং নরেশরঞ্জন। উল্লেখ্য শ্রীহট্ট রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। শ্রীশ্রীমার বহু ভক্ত ও শিষ্য শ্রীহট্টের বিভিন্ন অংশে বাস করতেন।

ছোটবেলায় পাঠশালার কয়েকটি মজার কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। “পাঠশালায় থাকাকালীন একদিন বিদ্যালয় পরিদর্শক পর্যবেক্ষণে এসেছেন। তিনি আমাদের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। পরীক্ষাও হল। তবে সে পরীক্ষায় একজনই পাশ করল।” জিজ্ঞাসা করলাম, সে কে মহারাজ? “(নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) একমাত্র ইনিই—ফার্স্ট।”

“তখন অবিভক্ত ভারতবর্ষ। আমি কুমিল্লাতে থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করি। তারপর নারায়ণগঞ্জে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। দশম শ্রেণি তখন প্রাক্‌বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং আমরাই ফার্স্ট ব্যাচ্ ছিলাম। তারপরই দশম শ্রেণির পরীক্ষা পদ্ধতি আলাদা হয়ে যায়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব কড়া লোক, তার আত্মসম্মানবোধও প্রবল।

একবার ট্রেন থেকে তিনি সাহেবের কোট ফেলে দিয়েছিলেন। যাক সে কথা, বলছিলাম, যিনি আমার পড়াশুনার খরচ যোগাতেন উনি বললেন দশম শ্রেণির পরীক্ষায় প্রথম ডিভিসন্ হলে তবে আমাকে আরও পড়াবেন। নচেৎ এখানেই ইতি। তা হলও তাই। প্রথম ডিভিসনে পাশ। বড়দাদা আমার পড়াশুনার খরচ দিতেন, তিনি তখন ত্রিপুরার কুমিল্লাতে ইন্সপেক্টর পদে রয়েছেন। এটা তার বদলির চাকরি ছিল। তিনি বদলি হয়ে গেলে কুমিল্লাতে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে আমার থাকবার ব্যবস্থা করলেন যাতে আমি পড়াশুনা চালিয়েযেতে পারি।”

“কুমিল্লাতে থাকাকালীন এক ভদ্রলোক তার ছেলেকে পড়ানোর জন্য আমায় বললেন। ছেলেটি ছিল বেশ দুষ্টু । ছেলেটির মতিগতি হাবভাব দেখে তার মা-বাবাকে বললাম, তাকে চাবুক লাগাতে হবে; নতুবা উপায় নেই। তাতে ওর মা-বাবা বললেন যা করার তা অবশ্যই করুন। তাদের সম্মতি পেয়ে আমি একদিন এমন মার দিলাম যে ওতেই ওর শিক্ষা হয়ে গেল। জীবনে আর দুষ্টুমি করেছিল কিনা জানি না। তবে তার মা-বাবা খুব খুশি ছিলেন, পড়াশুনাও চলতে লাগল। আমাকেও আর কোনো দিন বেগ পেতে হয়নি। পড়াশুনার পাট শেষ করে আমি কলকাতায় চলে আসি। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির ঠিক উল্টোদিকের পাঁচতলার এক বাড়ি, নাম সারদা সৌধ তার তিনতলার সবগুলো ফ্ল্যাট নিয়ে এক দাদা থাকতেন। তার বহুধরনের কারবার ছিল। তার মধ্যে Salesmanship Training College নামে একটি প্রতিষ্ঠানও ছিল। ওটি আমায় দেখতে বললেন, কিন্তু মন থিতু হতে দিল কই? অনবরত নিশির ডাকের মতো বিশ্বজগতের আহ্বান, এদিকে স্বামীজির কিছু বই পত্রও ওলটাতে শুরু করেছি। এর মধ্যে বেলুড় মঠের একজন সাধুর (স্বামী বামদেবানন্দ) সঙ্গেও পরিচয় হলো, যা আমার কাছে মনি-কাঞ্চন যোগ।”

গোরুর গাড়ির মাধ্যমে মঠে যোগদান, যাঁর শুরু :

১৯৩৯ সালে ২৩ বছর বয়সে বউদির অনুমতি নিয়ে সংসার ত্যাগ করে সোজা ভুবনেশ্বর আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হন। মহারাজ বলতেন :

“মাদ্রাজ মেল শেষ রাত্রে আড়াইটে নাগাদ ভুবনেশ্বরে আসত। স্টেশনে নেমে দেখলাম, কাছেই চারিদিকে জঙ্গল। স্টেশনে টিম্ টিম্ করে একটা

কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছে। তাতে অন্ধকার যেন আরও বেশি মনে হচ্ছে। শুনেছিলাম স্টেশনে গরুর গাড়ি পাওয়া যেতে পারে। গরুর গাড়িতে ‘বেলুড় মঠ’ যাব বললে ভুবনেশ্বর মঠে পৌঁছে দেবে। তখন ভুবনেশ্বর মঠকে স্থানীয় লোক ‘বেলুড় মঠ’ বলত। একটা গরুর গাড়ি পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—বেলুড় মঠ চেন? বলল—“হঁ, মুঁ জানে সুয্যিবাবা আছন্তি, বলাইবাবা অছন্তি।” তখনকার দিনে ভাড়া ছিল তিন আনা। মঠে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া দিচ্ছি, সেই সময় দেখা গেল, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা টর্চের আলো আমার দিকে এগিয়ে আসছে। “কে কে”—জিজ্ঞাসা করাতে পরিচয় দিলাম। যিনি টর্চ নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন তিনি হলেন পূজনীয় সুয্যি মহারাজ (স্বামী নির্বাণানন্দজী) - ভুবনেশ্বর মঠের অধ্যক্ষ। স্বামী নির্বাণানন্দজীর চরণে নিজেকে নিবেদিত করে বললাম, আমি মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চাই।”

“ভুবনেশ্বরে যেদিন এলাম ঐদিনই সকালে নাপিত এসেছে দেখে শিখা রেখে মাথা মুন্ডন করে ফেললাম। সেদিন ছিল সোমবার। শিবের বার। ম্যানেজার মহারাজ এ কান্ড দেখে বলছেন, ‘করছ কি, করছ কি, এতো সুন্দর চুলগুলো এসে না এসেই কেটে ফেলবে? আমি তখন নাপিতের কাঁচি নিয়ে নিজেই চুল কাটতে লাগলাম। একজন ব্রহ্মচারী একটা কাপড় নিয়ে এলো সেটা দুভাগ করলাম। দুটো কাপড় হয়ে গেল। কাছা ছেড়ে কাপড় পরা শুরু করলাম। ব্যস ঐদিন থেকে মুণ্ডিত মস্তক ও কচ্ছ মুক্ত। তা এ সকল একজন লক্ষ্য করছিলেন। তিনি হলেন শম্ভু মহারাজ। সেইদিন থেকে আমার সাথে ওঁর ভাব জমে যায়। একেবারে শেষ দিন পর্যন্ত।”

“শম্ভু মহারাজ ছিলেন বলরামবাবুর নাতি, উনি যখন সংঘে যোগদানের ইচ্ছায় বেলুড় মঠে আসেন তখন আমারই মতো প্রথমদিন ওইভাবে মুন্ডন ও কচ্ছমুক্ত করতে চাইলে নির্মল মহারাজ (স্বামী মাধবানন্দ) বাধা দেন। বলেন —মঠের নিয়ম, কেউ মঠে যোগদান করতে চাইলে তাকে প্রথম বছরই কচ্ছমুক্ত ও মুণ্ডিতমস্তক করা যাবে না। শম্ভু মহারাজ কিছুটা অভিমানের সুরে বললেন, ও তাই নাকি? আমি যে দেখলাম, ভুবনেশ্বরে দুজন ট্রাস্টীর (সুয্যি মহারাজ ও স্বামী শঙ্করানন্দজী) সামনে একজন যোগদান করল; আর এসে না এসেই

কচ্ছমুক্ত হয়ে গেল। নির্মল মহারাজ সব শুনে বললেন, ও ঠিক হয়নি।" (মৃদু হাসি)

রাশভারী স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের সেবাধিকার লাভ :

পূজনীয় মহারাজ ভুবনেশ্বর মঠে যখন যোগদান করেন, সেই সময় স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ সেখানে অবস্থান করছেন। পূজনীয় মহারাজের মনে খুব ইচ্ছা হয় তাঁর কোন সেবার কাজে লাগি। একদিন সকালে পরম পূজনীয় শঙ্করানন্দজী মহারাজ ঘর খোলার পর পূজনীয় মহারাজ বিছানার চাদরটি ভাঁজ করতে শুরু করলেন, ভাঁজ করা শেষ হবার আগেই শঙ্করানন্দজী মহারাজ তাঁর স্বভাব সিদ্ধ ভরাট গলায় হুঙ্কার দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, "রেখে দাও, কাজ বাড়িও না।" অর্থাৎ যেহেতু উনি যেভাবে চাদরটি ভাঁজ করছেন তা যার সেবা করছেন তাঁর মনোমত হয়নি, তাই ঐ ভাঁজটি শঙ্করানন্দজী মহারাজকেই খুলে আবার ভাঁজ করতে হবে। তাই তাঁর কাজ বেড়ে যাবে। ঐ হুঙ্কার শোনার পর মহারাজের হাত থেকে চাদরটি বিছানার উপর পড়ে গেল। ঘরে আর থাকবার উপায় ছিল না, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু মহারাজও নিরাশ হবার পাত্র নন। শঙ্করানন্দজী মহারাজ ঘরের বাইরে গেলে তিনি ঘরে ঢুকে ভালো করে দেখে নিলেন কিভাবে শঙ্করানন্দজী মহারাজ চাদরটি ভাঁজ করেছেন। পরদিন প্রাতে ঐ সময়ে আবার মহারাজ, শঙ্করানন্দজী মহারাজের ঘরে ঢুকলেন এবং চাদরটি যেমনটি দেখে রেখেছিলেন সেইভাবে ভাঁজ করে রাখলেন। আজকে আর শঙ্করানন্দজী মহারাজ কোনো কথা বললেন না। মহারাজ এইভাবে পরমপূজনীয় শঙ্করানন্দজী মহারাজের সেবাধিকার লাভ করলেন।

প্রসঙ্গক্রমে মহারাজের মুখে বলা শঙ্করানন্দজী মহারাজের বিষয়ে একটি গল্প বলি—

পূজনীয় শঙ্করানন্দজী মহারাজের বয়স তখন অনেক বেশিই হয়ে গেছে। আর শম্ভু মহারাজ তাঁর সেবা করছেন। একদিন পূজনীয় মহারাজ একটি ছবি হাতে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে, উপর নিচ করে দেখে শম্ভু মহারাজকে কাছে ডেকে নিয়ে বলছেন ঃ—

শম্ভু...উ...উ

শম্ভু মহারাজ সাড়া দিয়ে বললেন ঃ মহারাজ...

পূজনীয় মহারাজ ঃ এই ছবিটির এই দিকটা, এটা লেজ, কি বল?
শম্ভু মহারাজ ঃ হ্যাঁ...মহারাজ
পূজনীয় মহারাজ ঃ আর এই দিকটা, একটা মুখ, কি বল?
শম্ভু মহারাজ ঃ হ্যাঁ....মহারাজ
পূজনীয় মহারাজ ঃ আর নীচের দিকে এগুলো পা, কি বল?
শম্ভু মহারাজ ঃ হ্যাঁ....মহারাজ
পূজনীয় মহারাজ ঃ তাহলে এটি একটি বাঘের ছবি, কি বল?
শম্ভু মহারাজ ঃ হ্যাঁ....মহারাজ এটিতো বাঘেরই ছবি।

এরপরও পূজনীয় মহারাজ বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওই ছবিটিকেই নিরীক্ষণ করছিলেন, শম্ভু মহারাজও ঘরের মধ্যে অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। পূজনীয় মহারাজ আবার শম্ভু মহারাজকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন ঃ

শম্ভু....উ...উ

শম্ভু মহারাজ সাড়া দিয়ে বললেন....মহারাজ....
পূজনীয় মহারাজ ঃ এই ছবিটির এইগুলো ডালপালা, কি বল?
শম্ভু মহারাজ ঃ হ্যাঁ মহারাজ।
পূজনীয় মহারাজ ঃ আর এই গুলো মূল, কি বল?
শম্ভু মহারাজ ঃ হ্যাঁ....মহারাজ।
পূজনীয় মহারাজ ঃ তাহলে সিদ্ধান্ত হল ছবিটি বাঘের নয়, ছবিটি গাছের।
শম্ভু মহারাজ ঃ হ্যাঁ...মহারাজ, এটা বাঘের কেন হতে যাবে, এটা তো গাছেরই ছবি।

পূজনীয় মহারাজ খুব খুশি হলেন। এই বয়সে মহারাজকে হাসি খুশি রাখাই সেবকের কর্তব্য। এঁরা জাগতিক স্তরের ঊর্ধ্বে অতি জাগতিক স্তরে বিরাজ করতে থাকেন, এঁদের সেবা করা খুব কঠিন।

এরপর শম্ভু মহারাজ ধীর পদবিক্ষেপে ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে মহারাজের দিকেই আবার মুখ ফিরে তাকিয়ে করজোড়ে মৃদুস্বরে বলছেন "ছবিটি বাঘের হোক বা গাছের হোক! আমার কিছু যায় আসে না। হে, শঙ্করানন্দ, আপনিই প্রসন্ন থাকুন।"

কেদারবাবা ও কেতকী মহারাজের সঙ্গলাভ :

মহারাজ বলতেন : "ভুবনেশ্বরে অবস্থানের শেষের দিকে কিছুদিন স্বামীজীর চেলা কেদার বাবার (স্বামী অচলানন্দ) সঙ্গ লাভের সৌভাগ্যও হয়েছিল। এছাড়াও স্বামী বামদেবানন্দজি মহারাজের, যিনি আমার আসার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, তিনি তখন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ৪ ওয়েলিংটন স্কোয়ার-এ স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দজি মহারাজের সহকারী ছিলেন।"

"তখন স্বদেশী আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। কেতকী মহারাজ (স্বামী প্রভানন্দ) আসাম, মেঘালয় অঞ্চলে কাজ করবার জন্য খাসিয়া ভাষা শিক্ষা করলেন। ব্রিটিশ সময়, শিলং তখন ওদিককার রাজধানী। আসাম তখন একটি বড় রাজ্য, এখনকার মত সাত ভাগে ভাগ হয়নি। পাহাড়ের পাদতলে শেলা আর চূড়ায় চেরাপুঞ্জী। রাজধানী শিলংকে কেন্দ্র করে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাবপ্রচার প্রথম উনিই শুরু করলেন। শরীরের কথা ভুলে দিনরাত খেটেছেন। ওই পাহাড়ী অঞ্চলে দিনের পর দিন চড়াই উৎরাই করে, অথচ পুষ্টিকর খাবার না পেয়ে কম বয়সেই শরীরের মাংসপেশীগুলো সব শুকিয়ে গিয়েছিল। তখন মঠ-মিশনের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না, তাই কঠোর পরিশ্রমে অসুস্থ হয়ে পড়লে, শারীরিক অসুস্থতায় ওঁকে বাড়ীতে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হয়। অনেক চিকিৎসকই তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন, এমনকি ডাঃ বি. সি. রায় দেখে বলেছিলেন, এই রোগের ওষুধ এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। শেষে কেতকী মহারাজকে বদ্যির বাজার নামক একস্থানে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হল আর আমিও সেবা করার সুযোগে বদ্যির বাজারে এলাম। শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁর সেবা করার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। শেষের দিকে দেখতাম মহারাজের সমস্ত শরীর শুকিয়ে গেলেও তাঁর মুখমন্ডলটি ছিল খুবই উজ্জ্বল।"

চতুর্দশ সংঘগুরু বলতেন :

"যিনি যুগধর্মের সংস্থাপক, যিনি সর্বধর্মস্বরূপ, যিনি অতীত অবতার পুরুষ সকলের ভাবরাশির সমষ্টিস্বরূপ, অর্থাৎ যাঁর মধ্যে সকল ধর্মের পথিক নিজ নিজ আদর্শকে পূর্ণ বিকশিত দেখেছেন, (তাই তাঁকে অবতারবরিষ্ঠ বলা হয়েছে), সেই যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁকে নমস্কার।"

গুরু :

"যিনি সাধককে কোন বিশেষ পথে আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য পরিচালিত করেন, তাকেই বলা হয় "গুরু"। এই গুরুর প্রতি অচলা শ্রদ্ধা সাধকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। শাস্ত্র বলেন, গুরু-ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পরব্রহ্মস্বরূপ। মানব গুরু সেই পরব্রহ্ম গুরুর প্রতীক মাত্র। এই শ্রদ্ধা দৃঢ় থাকলে সাধক তার নির্দিষ্ট পথে সহজে অগ্রসর হতে পারে। তাই শাস্ত্র বলেন, গুরুতে মানুষ-বুদ্ধি করতে নেই, তাঁকে ঈশ্বর দৃষ্টিতে দেখতে হয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, সচ্চিদানন্দই গুরু।"

দীক্ষা :

"ভগবান লাভের নানা পন্থা অধ্যাত্ম-পথিকেরা নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। এই বিভিন্ন বর্ণনা প্রত্যেকেই নিজের নিজের রুচি বা গুরু নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে তাঁদের অনুগামীদের জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

প্রবর্তক সাধকের—যাদের গুরুকরণ হয়নি-এজন্য বিভ্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক, কারণ কোন পথ তাদের জন্য প্রশস্ত তারা নিজে স্থির করতে পারে না এবং অনিশ্চয়তার জন্য দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তারা সাধন পথে অগ্রসর হতে পারে না। সুতরাং শাস্ত্র বলছেন—প্রত্যেকের গুরু-নির্দিষ্ট প্রণালীতে নিষ্ঠা রেখে অগ্রসর হওয়া উচিত, প্রবর্তকের মনে এ নিষ্ঠা দৃঢ় করার জন্য গুরু তাহার জন্য একটি পথ নির্দিষ্ট করে দেন। এই পথ নির্দেশের নামই "দীক্ষা"।

সাধক এই গুরু নির্দিষ্ট পথে অবিচল থেকে সাধনায় নিবিষ্ট থাকার জন্য যে সংকল্প নেয় তার পক্ষে এটিই "দীক্ষা" গ্রহণ।"

দীক্ষার উদ্দেশ্য :

"দীক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা ভ্রান্ত ধারণা আছে। কেউ বলে দীক্ষা নিলে হাতের জল শুদ্ধ হয়, দেহ শুদ্ধ হয়, কেউ বলে দীক্ষার ফলে সাধকের শরীরে কোন দুরারোগ্য রোগ থাকলে সেরে যায়। কারো মতে দীক্ষার ফলে জাগতিক উন্নতি হয় এবং ধন-সম্পদ-মান-যশ হয়। কেউ বলে এর দ্বারা গ্রহের দোষ কেটে যায়। মনে রাখতে হবে এ সব দীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। দীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য—গুরুনির্দিষ্ট পথে সাধন করে পরমেশ্বরের কৃপা অনুভব করা, তাঁর সাক্ষাৎকার করা।"

ইষ্টদেবতা :

"সাধারণত মানব কোন নির্বিশেষ স্বরূপকে ধারণা করতে পারে না। এজন্য তাকে কোনও একটি মানবীয় রূপের ভিতর দিয়ে তার আদর্শকে কল্পনা করতে হয়। এই আদর্শ ব্যক্তিকেই ইষ্টদেবতা বলা হয়। (অবতারই একমাত্র আদর্শ ব্যক্তি বা ইষ্টদেবতা হতে পারেন।)"

"এই জগৎ যা থেকে উৎপন্ন হচ্ছে এবং যাতে স্থিত আছে, আর অন্তে যাতে লয় হয়ে যাচ্ছে—তিনিই ব্রহ্ম (যতো বা ইমানী ভূতানী জায়ন্তে...), তিনিই ভগবান নিজ মায়া দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন, আবার সব ফিরিয়ে নিচ্ছেন। যেমন মাকড়সা ও তার জাল। তিনিই আবার অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়ে ধর্ম সংস্থাপন করছেন।"

"ঠাকুর, মা, স্বামীজি এই ত্রিমূর্তিকে একই সত্ত্বার তিনটি অভিব্যক্তি বলে মনে করা হয় আর তাঁরা বস্তুত পৃথক নন। বিভূরূপে ভগবান সর্বত্র আমাদের সকলের মধ্যে রয়েছেন, প্রকাশ কোথাও কম, কোথাও বেশী। এই যুগে (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিতে) পৃথিবী যেন একটি পরিবারের মত হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন একটি সার্বজনীন যুক্তি বিচার সিদ্ধ আদর্শ যা সকলের কাছে গ্রাহ্য হবে। সে কারণেই এবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়ে নিজ জীবনে সনাতনধর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা (পথের) সাধন করে একই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, আবার ইসলাম মতে, খ্রীষ্টান মতেও সাধন করে একই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। সর্ব সাধনার শেষে তিনি "যত মত তত পথ"—এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন।"

জপধ্যান বিষয়ে প্রাথমিক পরামর্শ :

"জপ করার সময় আসনে সোজা হয়ে সহজভাবে বসবে। মেরুদণ্ড ঘাড় ও মাথা সমান থাকবে। পূর্ব কিংবা উত্তর মুখে বসবে। প্রতিদিন এইভাবে বসে জপ ধ্যান করবে। (উপাসনা পদ্ধতিতে বিশদভাবে বলা হয়েছে। সেখানে সব দেখে নেবে।)

এমন একটি আদর্শ তোমরা মহাসৌভাগ্যে লাভ করেছ, যার ফলে তোমাদের কাছে সব দেশের, সব জাতির লোক আপনার হয়ে গেল, কাজেই অস্পৃশ্যতা,

জাতিভেদ, ধর্মে ধর্মে ভেদ, যাবতীয়-দ্বন্দ্ব সব ঘুচে গেল। তোমাদের নিকট "বসুধৈব কুটুম্বকম্"।

জপধ্যান প্রতিদিন করবে, কোন দিন বাদ দেবে না, নির্দিষ্ট সময় সকাল, দুপুর (সম্ভব হলে) ও সন্ধ্যা-প্রশস্ত। কোনও কারণে ঠিক সময় যদি না করতে পার তাহলে পরে করবে, কিন্তু বাদ দেবে না।

জপধ্যানের জন্য একটি নির্দিষ্ট আসন রাখবে, তা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করবে না। ঠিক সময় একই আসনে বসে জপ ধ্যান করলে আসনের একটা প্রভাব হয়, ওখানে ঐ সময় বসলেই মন সহজে একাগ্র হয়। এইভাবে জপের আসন জাগিয়ে রাখতে হয়। আর যোগসূত্রে (১।২৮) আছে—"তজ্জপঃ তদর্থভাবনম্।" মানে মন্ত্র জপের সময় মন্ত্রের অর্থও ভাবতে হবে।

মানস জপ-ই শ্রেষ্ঠ। মনে মনে জপ করবে, আর সাথে সাথে ইষ্টদেবতার ধ্যান করবে। মানস জপে শব্দ হবে না—মনে মনে জিহ্বা বা ঠোঁটও নড়বে না। মন্ত্রস্থ বর্ণের চিন্তাকে মানস জপ বলে।

জপ ধ্যানের সময় ভাববে তুমি (বা তোমরা) শুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্পাপ, সব বাসনা রহিত।"

আরও কিছু উপদেশ :

- মন চঞ্চল, তাকে বশ করা খুবই কঠিন।
- জপ-ধ্যান কতদিন করতে হবে? যতদিন না বস্তুলাভ হয়, ততদিন চালিয়ে যেতে হবে। হতাশ হবে না।
- একটি ধারণা লোকের আছে যে, দীক্ষা হলে গুরু সব ভার নেন। নিজেকে আর কিছু করতে হয় না। এটি সর্বৈব মিথ্যা।
- গুরু পথ দেখিয়ে দিলেন। তোমাদের এখন পথনির্দেশ অনুযায়ী চলতে হবে। তাঁর উপদেশ নির্দেশ পালন করবে। গুরুর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে। গুরুতে মানুষ বুদ্ধি করবে না। তিনি ইষ্টের প্রতীক। তাঁর ইষ্ট রয়েছেন—এই জেনে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করবে।
- এছাড়াও আরও পাঁচটি নিয়ম আন্তরিকতার সাথে পালন করতে হবে।

  ১) অহিংসা—কারো অনিষ্ট করবে না—কায়মনোবাক্যে।

  ২) সত্য—সত্যনিষ্ঠা—কায়মনোবাক্যে।

৩) অস্তেয়—কোন ব্যক্তিকে ঠকাবে না।

৪) ব্রহ্মচর্য—সংযম-সব ইন্দ্রিয়গুলোকে বশে রাখা শুধু বিদ্যার্থীদের জন্য নয়, সব আশ্রমেই (গৃহস্থাদি) পালনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, দু-একটি সন্তান হবার পর ভাই-বোনের মত থাকা।

৫) অপরিগ্রহ—অপরের নিকট কিছু চাইবে না—হাত পাতবে না। জীবনকে সাদাসিধে ভাবে চালাবে—বিলাসিতা বর্জন করবে। ভোগ বিলাসের দিকে যাবে না।

- সকলের সাথে সদ্ ব্যবহার করবে এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালন করবে।
- একটি কথা মনে রেখো—জপ-ধ্যান যতই কর না কেন এর দ্বারা তাঁকে কেনা যায় না। তাঁর কৃপা ভিক্ষা কর। তিনি কৃপা করলে তবেই হবে।
- রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য খুব পড়বে এবং অপরকেও পড়তে উৎসাহিত করবে। উদ্বোধন পত্রিকার গ্রাহক হতে চেষ্টা করো।
- মঠের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে এবং মঠ ও মিশনের সেবাদি কার্যের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখবে। সাধ্যমত দানাদি করবে।
- ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করবে ঃ হে রামকৃষ্ণ, তুমি অউম্, তুমিই পরম পুরুষ, তুমিই পরমাপ্রকৃতি, তোমা হতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে, তুমি আমার সকল দুঃখ হরণ করে শুদ্ধ জ্ঞান, শ্রদ্ধা, ভক্তি ইত্যাদি প্রদান কর।

১০৮ বার জপ করার মাহাত্ম্য :

- ১০৮ সংখ্যা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্বের সূচক, শরীরের আয়তন ৯৬ আঙ্গুল পরিমাণ, "শরীরং সর্বজন্তুনাং ষন্নাবত্যঙ্গুল্যাত্মকম্" (বরাহোপনিষদ্ ৫/১৯), শরীরের অন্তর্গত নাভির ১২ আঙ্গুল উপরে পরমাত্মার স্থান—'অধো নিষ্ঠ্যা বিতস্ত্যান্তে নাভ্যানুপরিতিষ্ঠতি"—(মহানারায়ণ উপনিষদ্ ১৩।৭), সুতরাং ৯৬+১২=১০৮ সংখ্যা জীব ও ব্রহ্মের একত্ব নির্দেশ করে।
- জীব ও শরীর ৯৬ আঙ্গুল পরিমিত, আদিত্য মণ্ডল স্থিত পুরুষ ১২ কলাযুক্ত। পুরুষ শরীরস্থ আত্মা ও আদিত্যমণ্ডলীবর্তী পুরুষ অভিন্ন—"স যশ্চায়ং পুরুষে সশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ" (তৈ উপনিষদ, ৩/১০/৪), সুতরাং ৯৬+১২=১০৮ সংখ্যা জীব ও ব্রহ্মের একত্বের নির্দেশক।

- ১০৮ সংখ্যা জগদ্ব্যাপী ঈশ্বরের প্রতীক। বর্ণমালার সংখ্যা ৮০, অনুলোম-বিলোম ক্রমে ১০০ মাতৃকাবর্ণে শব্দের সৃষ্টি বোঝায়, অনুলোম সৃষ্টি ও বিলোম সংহারের মাধ্যমে সমস্ত জগতকেই গ্রহণ করা হয়। তার সাথে জগতের মূল পঞ্চতত্ত্ব ও তিনগুণকে যোগ করলে ফল দাঁড়ায় ১০৮, সুতরাং ১০৮ সংখ্যা জগদ্ব্যাপী ব্রহ্মের প্রতীক।

- পূজনীয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মতে—মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হবার আগে মানুষ সংকল্প করে যে, সে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ভগবানের নাম নেবে। একজন সুস্থ মানুষের সারাদিনে ২১৬০০ বার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চলে। কিন্তু মায়ার সংস্পর্শে এসে মানুষ সংকল্প ভুলে যায় এবং ঐ সংখ্যার দুটো শূন্য বিলীন হয়ে যায়, বাকি থাকে ২১৬। তাই সকালে ও সন্ধ্যায় সে ১০৮ বার করে জপ করে।

গুরুভাব :

পরম পূজনীয় মহারাজ দীক্ষা দান শুরু করেন ১৯৯২ সালের ১৫ই জুন, স্নানযাত্রার দিন, কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান মঠে। প্রথম দিন দীক্ষা দেন ২৫ জনকে। ঐ সময় বেশ কিছু বৎসর তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মহারাজ ও বরিষ্ঠ ভাইস্ প্রেসিডেন্ট মহারাজের অসুস্থতার কারণে বিভিন্ন প্রান্তে দীক্ষা দেওয়ার জন্য যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই পূজনীয় মহারাজ ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দীক্ষা দানের জন্য তাগিদ আসতে শুরু করেছিল। পূজনীয় মহারাজও সেই ডাকে সাড়া দিতে দেরি করেননি। কাঁকুড়গাছির বাইরে প্রথম দীক্ষা দেন মালদায় এবং তারপর জলপাইগুড়িতে।

ঐ বৎসর পরবর্তী ৬মাসে আঁটপুর, কামারপুকুর, জয়রামবাটী, তমলুক, আসাম ও অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গা ছাড়া বিদেশে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ফিজি এবং অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে দীক্ষাদানের জন্য গিয়েছিলেন। অনেক জায়গায় এক একদিনের দীক্ষার্থীর সংখ্যা ২০০ থেকে ২৫০ পর্যন্ত হয়ে যেতো। পূজনীয় মহারাজ নিজের কষ্ট অগ্রাহ্য করে কাউকে কখনো ফেরাতেন না। ধৈর্য্য ধরে প্রতি দীক্ষার্থীকে দীক্ষার সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে দিতেন। সংখ্যা বেশী থাকলে কোন কোন সময় দীক্ষা সম্পূর্ণ হতে বিকেল বা সন্ধ্যা পর্যন্ত হয়ে যেত। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কোন ক্লান্তি ছিল না। যখন যেখানে যেতেন

সেখানকার সাধু ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে খুব মিশতেন। তাদের ঠাকুর স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চেষ্টা করতেন। পূজনীয় মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্বীকৃত কেন্দ্রগুলি ছাড়াও ভক্তদের পরিচালিত বহু ছোট ছোট আশ্রমে গিয়ে দীক্ষা দিয়েছেন। সব জায়গায় পূজনীয় মহারাজের অবস্থানের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও হয়তো থাকতো না। কিন্তু তাতেও কখনো তিনি বিরক্ত হতেন না। সেবক আশ্রম কর্তৃপক্ষের কাছে পূজনীয় মহারাজের ব্যবস্থাদির বিষয়ে কোন অভিযোগ করলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হতেন। আহার্য বস্তু সুপাচ্য না হলেও বলতেন—আমরা যদি এখন ঋষীকেশে থাকতাম ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতে হতো। এ খাবার তো রসনার পক্ষে তার থেকে অনেক উৎকৃষ্ট।

দ্বিতীয় বৎসর পূজনীয় মহারাজ পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জায়গা ছাড়াও আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মেঘালয় গিয়েছিলেন। এছাড়াও ঐ বৎসর সিঙ্গাপুর ও জাপান হয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে, ঐ সময় তিনি আমেরিকা ও কানাডায় অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সবকটি কেন্দ্রে গিয়ে ঠাকুর স্বামীজীর বাণী বিতরণ করেছিলেন।

● ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশের বরিশালে ও তামিলনাড়ুর মাদুরাইতে নতুন মন্দির উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। ঐ বৎসরই মে মাসে ভক্তদের পরিচালিত রেঙ্গুন আশ্রমের আমন্ত্রণে সেখানে দীক্ষাদানের জন্য যান। রেঙ্গুনে ফৌজী সরকারের আদেশে দীক্ষা অনুষ্ঠান প্রায় ৩০ বৎসর বন্ধ ছিল। তাই ঐ বৎসর সেখানকার বহু ভক্ত দীক্ষালাভে কৃতার্থ হন। ঐ বৎসর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান ছাড়া আসাম, ত্রিপুরা, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু, গুজরাট, কর্ণাটক কেরালা, বিহার, আন্দামান, অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে দীক্ষা দেন। এই বৎসর বাংলাদেশেরও সমস্ত প্রান্তে গিয়ে অগণিত মানুষকে দীক্ষা দানে কৃতার্থ করেন। পূজনীয় মহারাজ কোন কোন আশ্রমে প্রথম দীক্ষাদান শুরু করে পরপর প্রায় প্রতিবছর সেখানে দীক্ষাদান করে আশ্রমগুলির ভক্ত অনুরাগীর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর করে দিয়েছিলেন। যেমন বরানগর সংরক্ষণ সমিতি (পুরানো বরানগর মঠ), বোলপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম, দুর্গাপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম, খারুপেটিয়া (আসাম) রামকৃষ্ণ আশ্রম, বসিরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রম ইত্যাদি।

• ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়া ত্রিপুরা, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, দিল্লী, চন্ডীগড়, আসাম, অরুণাচল, গুজরাট, মেঘালয়ে দীক্ষাদান করেছিলেন। এছাড়া বিদেশে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও রেঙ্গুন গিয়েছিলেন।

• ১৯৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে দীক্ষা দান করেছিলেন। বিদেশের মধ্যে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া গিয়েছিলেন।

• ১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল ত্রিপুরা, দিল্লী, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, মেঘালয়, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা, আসাম এবং বাংলাদেশের ১২টি জায়গায় দীক্ষা দিয়েছিলেন। এ সময় বাংলাদেশ থেকে ফেরার পথে প্রথম হৃদরোগের সূত্রপাত ধরা পড়ে।

• কিছুদিন বিশ্রামের পর পরের বৎসর ১৯৯৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা ছাড়া উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, বিহারে দীক্ষাদান করেন।

• ১৯৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আসাম, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাডু, চণ্ডীগড়, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং বিদেশে সিঙ্গাপুরে দীক্ষাদান করেন।

• ২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আসাম, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, বিহার, গুজরাটে ও বিদেশে মরিশাসে দীক্ষাদান করেন।

• ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কেরালা, ত্রিপুরা, রাজস্থান, হিমাচলপ্রদেশ, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ-এ দীক্ষাদান করেন। এই বৎসর বিদেশের মধ্যে বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াতে দীক্ষা দেন। এই বৎসরই বাংলাদেশের বাগেরহাট কেন্দ্রের নতুন মন্দির উদ্‌ঘাটন করেন।

• ২০০২ সালে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বিহার, ত্রিপুরা, কর্ণাটক, আসাম, মেঘালয়, তামিলনাডু, চন্ডীগড়, উত্তরপ্রদেশ-এ দীক্ষাদান করেন। এই বছরই পূজনীয় মহারাজ গয়াতে দীক্ষাদান করেন। পূজনীয় মহারাজের গয়াতে বিষ্ণুপাদ-পদ্ম দর্শন ও সেখানে রামকৃষ্ণ নাম বিতরণের বিশেষ আগ্রহ ঐ সময় পরিলক্ষিত হয়েছিল। পূজনীয় মহারাজ বলতেন, গয়ার গদাধর থেকে রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। কাজেই গয়াতে একটি রামকৃষ্ণ কেন্দ্র হওয়া দরকার। সেখানে ভক্তবাড়ীতে

অবস্থান করে সেখানকার স্বল্প সংখ্যক ভক্তকে দীক্ষাদান করে পূজনীয় মহারাজ মনে হয় ভবিষ্যতের রামকৃষ্ণ কেন্দ্রের বীজ বপন করে দিয়ে গেছেন। ত্রিপুরার কৈলা শহর ও মেঘালয়ের কুড়লভাঙ্গা আশ্রমের নতুন মন্দির এই বছরই উদ্বোধন করেছিলেন।

● ২০০৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অরুণাচল, আসাম, কেরালা, বিহার, মহারাষ্ট্র, ত্রিপুরা, রাজস্থান, উড়িষ্যায় দীক্ষা দান করেন।

● ২০০৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বিহার, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, আসাম, উড়িষ্যা, এবং উত্তরপ্রদেশ, চণ্ডীগড়, দিল্লীতে দীক্ষাদান করেন। এই বৎসর তিনি ইংল্যান্ড ও ইউরোপে গিয়েছিলেন এবং কতিপয় ভক্তকে দীক্ষা দান করে তাদের জীবনে প্রকৃত সুখ ও শান্তির পথ প্রদর্শন করে জীবনের রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন।

● ২০০৫-এর প্রথমার্ধে পূজনীয় মহারাজ আসাম, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জায়গায় দীক্ষাদান করেন। ঐ সময় বাংলাদেশের ঢাকা কেন্দ্রের নতুন মন্দির উদ্‌ঘাটন করেন।

২৫শে মে অধ্যক্ষের কার্যভার গ্রহণ করার পর প্রথম দীক্ষা দেন ২৭শে মে বেলুড় মঠ, এছাড়া কালাডী, ব্যাঙ্গালোর, গৌহাটী, শিলং, চেরাপুঞ্জী, দিল্লী, শ্যামলাতালে দীক্ষা দিয়েছেন। এই বৎসর বিদেশে মালয়েশিয়ার কোয়ালামপুর ও পেনাং, সিঙ্গাপুর ও মরিশাসে দীক্ষা দিয়েছেন।

● ২০০৬ সালে বেলুড়মঠ ছাড়া ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মস্থান শিকড়া-কুলীনগ্রামে দীক্ষা দান করেন পরে নাগপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নতুন মন্দির উদ্‌ঘাটন করেন। এছাড়া বোম্বে, পুণে, টাকী, আগরতলা, উদয়পুর (ত্রিপুরা), দেওঘর, স্বামীজীর জন্মস্থান, রহড়া, রামহরিপুর, বোলপুর, ভুবনেশ্বর, পুরী প্রভৃতি স্থানে দীক্ষা দান করেন।

● ২০০৭ সালে কামারপুকুর, জয়রামবাটী, পুণে, মুম্বাই, জামতাড়ায় দীক্ষা দিয়েছেন। বেলুড়মঠে শেষ দীক্ষা দেন ১৭ই জুলাই ২০০৭। এই সকল তথ্য শ্রদ্ধেয় সচিবসেবক মহারাজের কাছ থেকে নভেম্বর, ২০০৭ সালে প্রাপ্ত।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী কাঁকুড়গাছিতে চার বার শুভ পদার্পণ করেছেন। সেখানে গিয়ে শ্রীমা ঠাকুর ভাণ্ডারের উপর তলার ঘরে অবস্থান করতেন।

মহারাজ কোন কোন ভাগ্যবানকে মায়ের পদার্পণের কথা স্মরণ করিয়ে ঐ ঘরেই কৃপা করতেন বিশেষত বিদেশি এক-দুই জন এলে তো ওখানেই মন্ত্রদীক্ষা দান করতেন।

প্রসঙ্গ যখন কথামৃত :

পূজনীয় মহারাজ কথামৃতের যে অংশটি ভক্তদের প্রায় পড়ে শোনাতেন ও নিত্যপাঠ করতে বলতেন এমনকি দীক্ষাদান কালেও প্রায়ই পাঠ করতেন সেটি হল : কথামৃত—১৮৮২ মার্চ।

মাস্টারমহাশয়ের ঠাকুরকে দ্বিতীয় দর্শন—পঞ্চম পরিচ্ছেদ :

● মাস্টার (বিনীতভাবে)—ঈশ্বরে কি করে মন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ - ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ-ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এঁদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয়কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।

"যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে।"

"ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্বদা সদসৎ বিচার করবে। ঈশ্বরই সৎ—কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ কিনা অনিত্য। এই বিচার করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে।"

●● মাস্টার (বিনীত ভাবে) - সংসারে কি রকম করে থাকতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ - সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে।...."...ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ—এসবে অধৈর্য্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়-চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে।

"তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।

কিন্তু এই ভক্তিলাভ করতে হলে নির্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে বসে, সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়।

" সংসার জল, আর মনটি যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তাহলে দুধে-জলে মিশে এক হয়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহলে ভাসে। তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞান, ভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসার-জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না, ভেসে থাকবে।....

●●● মাস্টার - ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ - হ্যাঁ, অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জন বাস; তাঁর নামগুণ-গান বস্তুবিচার-এইসব উপায় অবলম্বন করতে হয়।

●●●● মাস্টার - কী অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ - খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগ ছেলের জন্য লোকে একঘটি কাঁদে, টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়; কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? ডাকার মতো ডাকতে হয়।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন :

"ডাক দেখি মন ডাকার মতো কেমন শ্যামা থাকতে পারে..."

"ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হল। তারপর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন।"

"তিন টান একত্র হলে তবেই তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতির উপর টান। এই তিন টান যদি কারও একসঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।

"কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয়কে ভালবাসে। এই তিনজনের ভালবাসা, এই তিন টান একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়।....

দীক্ষার অনুষ্ঠান গ্রাম্যমেলার রূপ নিত :

প্রাইভেট আশ্রমগুলো যেমন কুড়োলভাঙ্গা (তুরা, মেঘালয়), সেন্ডেলেরবিল (সুন্দরবন) প্রভৃতি জায়গায় দীক্ষাদান অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেলা বসে যেত। মেলায় হরেকরকম জিনিস, যেমন - বেলুন, পাঁপড়ভাজা, বাঁশি, ভেঁপু, বাচ্চাদের খেলনা, মুড়ি, চপ, বাড়ীর নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ইত্যাদি কেনাবেচা হত। নাগরদোলাও থাকত। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রাত্রে যাত্রানুষ্ঠান হত।

অবিচলশরণাগতি :

চট্টগ্রামে একটি পুরানো দোতালার লম্বা ঘরে দীক্ষা দান করছেন—বাড়ী জীর্ণ, একটু জোরে হাঁটলেই বাড়ীটি দুলতে থাকে, এমন সময় এক বড় বিপদ এসে উপস্থিত হল। মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হতে শুরু করল। পূর্ব ভীতিপূর্ণ আতঙ্কের স্মৃতি মানুষকে বিচলিত করে তুলল। অস্থির হয়ে উঠল। দীক্ষিতেরা ঘর ছেড়ে সবাই বাইরে চলে যেতে চাইলে মহারাজ ধমক দিয়ে বললেন—“থামো ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস হচ্ছে না বসো, ভূমিকম্প থেমে যাবে।” নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দীক্ষাদান চলতে লাগলো—ভূমিকম্পও থেমে গেল।

বেশ কিছুকাল আগে, তখন ২য় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে। মহারাজজী হাওড়া ব্রীজ পার হচ্ছেন। এমন সময় বিপদ সংকেতের সাইরেন বেজে উঠল। হাওড়া ব্রীজের উপরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই চোখে পড়ল এক ঝাঁক বোমারু বিমান এক্ষুনি বোম্বিং করে হাওড়া ব্রীজটি ধ্বংস করে দেবে। সবাই দিশাহারা হয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। সেই সময়ও মহারাজ অবিচল, তিনি ভাবলেন মৃত্যুই যখন নিশ্চিত তখন মৃত্যুর ভয়াবহ আতঙ্কের কথা চিন্তা না করে ভগবানের চিন্তা করাই শ্রেয়। গীতায় রয়েছে—“যদ্ যদ্ স্মরণ ভাবন ত্যজতন্তে কলেবরম্....।” মৃত্যু যখন তার করাল রূপে সম্মুখ শিয়রে, মহারাজ তখন শান্ত প্রশান্ত হয়ে ভগবানের নাম নিচ্ছেন।

যাইহোক, যে কারণেই হোক, সেই দিন বোমারু বিমানগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল, মহারাজও নিশ্চিন্ত মনে হাওড়া ব্রীজ পেরিয়ে গেলেন।

ঠাকুরের ভাবে ভাবিত দেবমানব :

তাঁর ভালবাসার পরিধি খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধু মহাত্মা থেকে কেবল দুরাত্মা পর্যন্ত নয়, কোর্টের ব্যারিষ্টার থেকে জেলের কয়েদী, উড়োজাহাজের পাইলট থেকে সর্বস্তরের মানুষ, যেমন খ্রীষ্টান, মুসলমান পর্যন্ত অকাতরে সবাইকে কৃপা করেছেন, মহামন্ত্র দান করেছেন পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে। জন্মজন্মান্তরের কর্মফল ভালমন্দ সমস্ত কিছু স্বয়ং তাদেরকেও ঠাকুরের পাদপদ্মে সমর্পণ করেছেন। দীক্ষার দিন দীর্ঘক্ষণ ধরে তাদের সঙ্গে কথা বলতেন—অন্যান্য আশ্রমবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে বলতেন—ওদের সঙ্গে আর কবে আমার দেখা হবে—তার কোন ঠিক নেই তাই ওদের জন্য একটু বেশি সময় দিই। কখনো কখনো মন্ত্র সরল করেও দীক্ষা দান করেছেন দীক্ষার্থীর ব্যাকুলতা দেখে। অথর্ব মানুষকে ও মুমুর্ষ মানুষকেও দীক্ষা দিলেন—দেখা গেল তার কয়েকদিন পরেই তার শরীর গেল—এতে বোঝা যায় ঐ মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্তিটুকুই বাধা ছিল—তার পর স্বধামে চলে গেল। ত্রিসন্ধ্যা বসার কথা বলতেন, অন্ততঃ দুবেলা অবশ্যই বসবে। কারণ যে যত করবে সে তত ফল পাবে, এবং এত আনন্দ হবে যে মনে হবে আরো আগে কেন শুরু করিনি। দীক্ষার দিন দীক্ষাগুরুগণ আর সাধারণ মানুষ থাকেন না, তারা ঠাকুরের ভাবে এত ভাবিত হন যে ঠাকুরময় হয়ে যান। দীক্ষার্থীর সম্মুখে ঠাকুরের সচল বিগ্রহ হয়ে এসে দাঁড়ান।

অভেদানন্দজীর প্রতি শ্রদ্ধা :

খুব সম্ভব তখন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। নরেশরঞ্জন (মহারাজের পূর্বনাম) ধর্মলাভের জন্য চিরতরে গৃহত্যাগ করবার পূর্বে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাসহচর অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দজি মহারাজের পুণ্য দর্শন লাভ করেন। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করেন। তিনি তখন মেছুয়াবাজারের এক বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। পুণ্য দর্শন ও প্রণাম মহারাজজির জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল। পরবর্তীকালে এই ঘটনাটি বেশ গাম্ভীর্যের সাথে আমাদের বলতেন। এমনকি দেখা গেছে যে উপাসনাকালে নিত্য ব্যবহৃত হত একটি ফোটোফ্রেম যাতে ঠাকুর, মা, স্বামীজির নিচে স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ এবং স্বামী অচলানন্দজি মহারাজবৃন্দের ছবি থাকত। উপাসনার অঙ্গ হিসাবে

ব্যবহৃত এই ফোটোফ্রেমটি মহারাজজীর জপবাক্সে অতি সন্তর্পণে রাখা থাকত। উপাসনাকালে ঘরের সব আলো নিভিয়ে ফেলে কেবল ঐ ফোটোফ্রেমটির উপর আলোর বিকল্প ব্যবস্থা করা হত। মহারাজজী তাতে অপলক দৃষ্টি ফেলে বেশ কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করতেন, দর্শন প্রণাম করতেন। এটি অন্যান্যদের সাথে স্বামী অভেদানন্দজীর প্রতি মহারাজজী অকৃত্রিম গভীর শ্রদ্ধার সাক্ষ্য বহন করে। সময় সুযোগ পেলে বেদান্ত মঠে যেতেন। ওনার জন্মতিথি পুজোর দিন অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীদেরও সেখানে যাওয়ার অনুমতি দিতেন।

স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের স্মৃতিধন্য সকল স্থানই ছিল তাঁর নিকট তীর্থস্বরূপ। তাই তিনি সেই সকল স্থানেও যেতেন। এই সকলের দ্বারা মহারাজজীর প্রতি তাঁর যে অপরিসীম শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল তা সহজেই অনুমিত হয়।

সম্ভবত ১৯৩৮ সাল পূজনীয় মহারাজ বলছেন—সেই সময় ঠাকুরের পার্ষদদের মধ্যে কেবল স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ স্থূল শরীরে ছিলেন। তিনি তখন কলকাতায় থাকতেন। তাঁকে কলকাতার মেছুয়াবাজারে একটি বাড়িতে (তৎকালীন বেদান্ত মঠ) দর্শন করি। (তাঁর) বলিষ্ঠ দেহ ও গম্ভীর গলা (কণ্ঠস্বর), সৌম্য মূর্তি—বসে আছেন। সেই একবারই আমার তাঁর দর্শন ও প্রণাম করার সৌভাগ্য হয়েছিল।....মা ঠাকুরণের উপর তাঁর কী ভক্তি ও শ্রদ্ধা, তা না হলে এমন লেখা (প্রকৃতিং পরমাম্) স্তোত্র তাঁর হাত থেকে বেরোয়! ঠাকুরের সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা বোঝা যায়, "হৃদয়কমল মধ্যে" ইত্যাদি সুন্দর রচনা থেকে। পরবর্তীকালে এইটি ঠাকুরের ধ্যান-মন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আধ্যাত্মিক শক্তি ও সামগ্রী :

স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ছিলেন স্বামীজির শিষ্য ও শ্রীশ্রীমায়ের অনুগ্রহে মহাআধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান। তিনি গুরুশক্তিলাভের উপযুক্ত আধার তথা যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পরম পূজনীয় ব্রহ্মজ্ঞানী স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ অনেকবার বলেছেন যে, তিনি স্পষ্ট দেখতে পেতেন গহনানন্দজীর ভেতর গুরুশক্তি জ্বলজ্বল

করছে। কারণ গহনানন্দজী তাঁর কাছে সঙ্গে নবাগত ব্রহ্মচারীরূপে যোগদান করলেও তিনি ঘরে ঢুকলে পর মহারাজজী উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে আপ্যায়ন করতেন।

মহারাজজীর কাছে থাকা গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক সামগ্রী যেগুলি তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করতেন তার তালিকা :

- পূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ সর্বদা তাঁর বুক পকেটে শ্রীশ্রীমায়ের পদরজঃ সম্বলিত কালো রঙের তামার তাবিচ সযত্নে রাখতেন। জীবনের অন্তিম সময়ে একদিন স্বামী গহনানন্দজীকে ডেকে বললেন ঃ "যখন দেখবে আমি আর শুচি অশুচি রক্ষা করতে পারছি না তখন আমার বুক পকেট থেকে ওটি তুমি বার করে নেবে এবং তোমার কাছে রাখবে।" জীবনের অন্তিম সময় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী সচেতন ছিলেন। দেহত্যাগের মাত্র কিছুক্ষণ আগে তাঁর ঘরে উপস্থিত বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীগণের মধ্যে গহনানন্দজী আছেন কিনা খোঁজ করলেন, ঐ সময় তিনি ঘরে উপস্থিত নেই জেনে তাঁকে ডাকতে বললেন। উনি এলে পরে ঐ জিনিসটি নিজহাতে করে তার হাতে দিলেন। তার আগে মহারাজজীর হাত গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে নিতে বললেন। একটু পরেই সুনিশ্চিত হবার জন্য মহারাজকে পুনরায় কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁকেই দেওয়া হয়েছে কিনা। তার কিছুক্ষণ পরেই তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করে বাঞ্ছিত লোকে গমন করেন। বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে এই ঘটনা পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের দেবশরীর অবলম্বনে যে গুরুশক্তি কাজ করবে এ যেন তারই পূর্বাভাস। পরবর্তীকালে পূজনীয় মহারাজ দীক্ষার সময় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই আধ্যাত্মিক সম্পদ প্রত্যেক দীক্ষার্থীর মাথায় স্পর্শ করিয়ে তাদের ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করতেন। এছাড়াও বহু আধ্যাত্মিক সামগ্রী মহারাজের কাছে পরবর্তীকালে এসেছিল।

- শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে প্রাপ্ত মাদুলীতে শ্রীশ্রীমায়ের পদরজঃ।

- সিঙ্গাপুর নিবাসী শ্রীমতী হেনা সিন্‌হার কাছ থেকে প্রাপ্ত ঠাকুরের নখ ও কেশ ভর্তি সোনার তাবিজ। সেদিন ছিল ২৭-৮-১৯৯২ তারিখ।

● স্বামী শ্রীধরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে প্রাপ্ত দুটি মাদুলী, যার ছোটটিতে ছিল শ্রীশ্রীমায়ের কেশ ও বড়টিতে স্বামীজীর কেশ।

● বলরামবাবুর বংশধর পুতুলদির নিকট হতে প্রাপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের কেশভর্তি একটি তাবিজ যা আবার একটি অতিক্ষুদ্র বাক্সে রাখা থাকত। পুতুলদিরা সেই অতিক্ষুদ্র বাক্সটি "আত্মারামের কৌটা" জ্ঞানে নিত্যপুজো করতেন।

● নিজ গুরুদেব স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের ব্যবহৃত একটি ছোট কমণ্ডুলু।

এছাড়াও সাধন ভজন উপাসনার উপযোগী সামগ্রী, ঠাকুর, মা, স্বামীজির ফোটো, দুইটি জপমালা, ১০৮ দানা একটি, ৫৪ দানার আর একটি, পুরীর আটকে প্রসাদ, গঙ্গাবারি, তার সঙ্গে থাকত একটি দিক্ নির্ণয় কম্পাস, একটি হাতঘড়ি, একটি ছোট টেবিল ঘড়ি, কলম, সামান্য কিছু প্রণামী ও রবারের দুটি ছোট বল, ওঁর কাছে থাকত। উত্তর বা পূর্ব মুখ করে জপের আসন পাতা হয়েছে কিনা, উত্তর বা পূর্বে মুখ করে জপে বসা হল কিনা তা নির্ণয় করবার জন্যই চুম্বক ব্যবহার করতেন। ভাবতে অবাক লাগে জপে বসার জন্যও চুম্বক ব্যবহার করতেন।

গুরুতত্ত্ব :

মহারাজজীর নিকট পূজনীয় যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের কিছু স্মৃতি স্মারক বস্তু ছিল যা তিনি একদিন ট্রাস্টি মিটিং শেষে আত্মরামানন্দজী মহারাজকে দেন। আর গুরু বিষয়ে লিখিত যা তত্ত্বকথা ছিল তা হল :

"অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে ও অন্যান্য সকল দেশে দীক্ষাদাতা গুরুকে বা অধ্যাত্মজীবনের শিক্ষককে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে। হিন্দু শাস্ত্রে গুরুকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এমনকি পরমব্রহ্ম—পরমচৈতন্যস্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনা যে উচ্চ আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থেকেই করা হয়েছে, লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মোটেই নয়, একথা কিন্তু অনেকেই ভুলে যান।

অধিকাংশ ধর্মজিজ্ঞাসুই নিজের শরীর ও মানসিক ভাবের সঙ্গে স্ব-স্বরূপকে মিশিয়ে ফেলে এবং কোন বিশেষ দেব বা দেবীর উপাসনা করতে

করতে তাতেই বদ্ধ হয়ে থাকে। এবং তাদের মন্ত্রদাতা গুরু কেউ থাকলে, তাঁরও বাহ্যরূপ—মানুষ-ভাবটিকে তারা আঁকড়ে ধরে থাকে। এটা আধ্যত্মিকতার ছোপ লাগানো একরকম জড়োপাসনা ছাড়া কিছুই নয়। প্রথম অবস্থায় তা যতই সহায়ক হোক, আধ্যাত্মিক এই জড়ত্বকে আমাদের অতিক্রম করতেই হবে। কীভাবে তা করা যায় সেটাই এখন প্রশ্ন।

আধ্যাত্মিক পথে একটু অগ্রসর হলে সাধক ক্রমে নিজেকে জীবাত্মা এবং উপাস্য দেবতাকে পরমাত্মারূপেই অনুভব করেন। জীবাত্মা বাস্তবিকই পরমাত্মা বা অনন্ত চৈতন্যের অংশ এবং গুরুও প্রকৃতপক্ষে তাঁরই এক দিব্য প্রকাশ, যাঁর মাধ্যমে ভক্তের কাছে ভগবৎ করুণা—জ্ঞান, প্রেম ও শান্তি প্রবাহিত হয়ে থাকে। সাধক, ইষ্টদেবতা এবং গুরু যে সেই একই পরমচৈতন্যের প্রকাশ—এই সত্যটিকে উপলব্ধি করাই হচ্ছে আমাদের সাধনা।

ধ্যান আরম্ভ করবার প্রাক্‌কালে আমরা নিজেদের দেহকে যেন মন্দিররূপে কল্পনা করি। হৃদয়পথ বেয়ে এই মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেখতে পাব, অনন্ত জ্যোতি ও চৈতন্যময় পরমাত্মারই অংশস্বরূপ জীবাত্মার চেতনালোকে মন্দিরটি পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আমাদের শরীর মন ও সমস্ত জগতকে এইবার সেই পরমসত্ত্বার মধ্যে নিমজ্জিত করে দিয়ে কল্পনা করতে হবে—আমরাও অনন্ত জ্যোতি ও চৈতন্য দ্বারা অনুস্যূত ও আবিষ্ট এক-এক কণা জ্যোতি ও চৈতন্যই। কিন্তু এরকম ধ্যান তো সাধারণের আয়ত্তের বাইরে। তাই ভাবতে হবে, আমাদের আত্মা যেন একটি শুদ্ধ দেহ ও শুদ্ধ মন পরিগ্রহ করেছেন—পরমাত্মাই একদিকে গুরু ও অপরদিকে ইষ্টমূর্তি ধারণ করেছেন। এখন আমরা গুরুকে প্রণাম করে তাঁর রূপ ইষ্টে লয় করে, ইষ্ট দেব বা দেবীর ধ্যান করবো এবং ইষ্ট মন্ত্র জপ করতে থাকবো।

ধ্যানের প্রথম সোপান রূপধ্যান—অর্থাৎ ইষ্টের জ্যোর্তিময় আনন্দঘন সাকার মূর্তি ধ্যান। পরবর্তী সোপান গুণধ্যান—অর্থাৎ ইষ্টের অনন্ত গুণাবলী—অনন্ত পবিত্রতা, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও আনন্দের ধ্যান। তৃতীয় ও সর্বশেষ সোপান স্বরূপ-ধ্যান—অর্থাৎ ইষ্ট, গুরু ও শিষ্য যে সর্বব্যাপী চৈতন্যের এক-একটি অভিব্যক্তি তারই ধ্যান। ধ্যানের পূর্ববর্তী স্তরগুলিতেও অনন্ত এই ধারণাটি কখনও ভুললে চলবে না। অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসু-মাত্রেরই এই কথাটি স্মরণ রাখা

উচিত যে, কোন মনুষ্য মূর্তিকে আদর্শরূপে ধরা বা কোন ব্যক্তিকে অন্ধ উপাসনা করা, আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রবল প্রতিবন্ধক এবং তা শিষ্য ও গুরু উভয়ের পক্ষে অনিষ্টজনক। "সদ্‌গুরু হচ্ছেন মুক্ত আত্মা এবং তিনি তখনই আনন্দিত হন যখন তাঁর প্রতিটি শিষ্য নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে উপলব্ধি করতে পারে এবং উদার উন্মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে নিজেরাই নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করে নিতে পারে। সবাই নিজের উপর নির্ভর করে শিষ্য যদি গুরুর মানবীয় সত্তাটিকেই মাত্র আঁকড়ে ধরে থাকে এবং প্রতি পদক্ষেপে তাঁর সাহায্য ও নির্দেশের অপেক্ষা করে, তবে গুরুও বন্ধন বোধ করেন এবং তিনি স্বানুভূত আনন্দ ও মুক্তি শিষ্যদেরও অনুভব করাতে পারছেন না এই অক্ষমতায় দুঃখ পেয়ে থাকেন। হাজার হাজার অন্ধ চেলার চেয়ে তিনি বরং একজন স্বাধীন-সক্ষম শিষ্যকেই বেশি স্নেহ করেন।" এই কারণেই জ্ঞানী আচার্যরা ভারতবর্ষে বহুপ্রচলিত তথাকথিত গুরুসেবাকে আদৌ আমল দেন না। অধিকাংশ শিষ্যই গুরুর ব্যক্তিগত সেবা অপেক্ষা তাঁর আদর্শ অনুসরণ ও তদনুযায়ী জীবন গঠন করা যে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ এ কথাটি ভুলে যান। আমাদের নিজেদের জীবনকে এমনভাবে ক্রমশ প্রস্তুত করা উচিত যাতে বাইরের গুরুর উপর অত্যধিক নির্ভর না করে, অন্তর্যামী গুরুর উপরই উত্তরোত্তর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারি। এবং গুরু ইহলোকেই থাকুন, বা পরলোকেই থাকুন,—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় তিনি 'এ ঘর থেকে ও ঘরে' গিয়ে থাকলেও—অর্থাৎ স্থূল সত্তা ত্যাগ করে সূক্ষ্ম সত্তায় থাকলেও আমরা যেন আমাদের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে নিশ্চিতই পৌঁছাতে পারি। গুরুবাদের দুশ্ছেদ্য বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে গেলে, অসীম অনন্ত চৈতন্যের—যিনি অফুরন্ত জ্ঞান, প্রেম ও শান্তিস্বরূপ তাঁরই সম্বন্ধে উল্লিখিত উপায়ে ধ্যান ধারণা করতে হবে। যখনই আমরা মানবীয় স্তরে নেমে আসবো তখনই আমাদের বাহ্যরূপ অপেক্ষা আত্মিক শক্তির উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা সাধনা করতে হবে। আধ্যাত্মিক প্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা পেতে, সমস্ত জড়ভাবকে সীমাহীন আত্মাতেই বিলয় করে দিয়ে নিয়ত অভ্যাসের সাহায্যে সেই অনন্ত চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করাই শ্রেয়। এই সাধনা শুধুমাত্র শিষ্যকেই নয়, গুরুকেও পূর্ণ মুক্তি এবং শান্তির অনুভূতিলাভে সাহায্য করে।"

অবতারতত্ত্ব :

জামতাড়াতে অবস্থান কালে অনতিদূরে অতিদ্রুতগামী ট্রেন কু-ঝিক ঝিক শব্দে ছুটে চলেছে গন্তব্যস্থলের দিকে, লক্ষ্যের দিকে, তাই দেখে মহারাজ বলছেন—"অবতার কী রকম জান? ঐ ইঞ্জিনের মত—সে নিজে তো যায়ই আবার বহু বগিকেও টেনে নিয়ে যায়।"

জিতনিদ্র :

পূজনীয় মহারাজ অতি ভোর ভোর উঠে পড়তেন। নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ এই তিনটি তমোগুণ। এগুলি জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, শান্তি, সুখ, প্রেম, সমাধিলাভের পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ। নিদ্রা হলো সবিশেষ তমোগুণ। আর তা তিনি জয় করেছিলেন। রাতে ঘুমোতে যেতে যেতে তার অধিক রাত্রি হয়ে যেত। যখন তাকে শয়ন দিতাম তখন হয়ত ১২ টা, ১২-৩০, কিন্তু যথারীতি ভোর ৪ টায় উঠতেন, তিনি বলতেন—"কৈ হে! ওঠো, জাগো।" প্রাতঃকৃত্যাদি, হাতমুখ ধুয়েই তিনি জপে বসতেন। কখনো কখনো স্নান সেরেই জপে বসতেন।

আসন-সিদ্ধ ধ্যানযোগী :

আহা ভগবান ভগবানের জপ করছেন—ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মের চিন্তায় নিমগ্ন, সে এক দুর্লভ অবর্ণনীয় দৃশ্য, কী করে বর্ণনা করব সেটি! আলো নিভিয়ে চারিদিক অন্ধকার করে দেবেন—সম্মুখে স্থাপন করবেন ঠাকুর, মা, স্বামীজির ছবি। একটি বিপিএল ইমার্জেন্সি ল্যাটার্ন দিয়ে আলো ফেলবেন কেবল ঠাকুর, মা, স্বামীজির উপর। হাতে গঙ্গা জল নিয়ে, নেবেন জপমালা, চলবে জপধ্যান দীর্ঘক্ষণ। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো যে, নিত্য দুবেলা জপে বসবার অভ্যাস তিনি গড়েছিলেন উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর মঠে। ভুবনেশ্বরের ভূমিতলেই তিনি পেতেছিলেন তাঁর প্রথম জপের আসন। সূয্যি মহারাজের সঙ্গলাভে, সান্নিধ্য লাভে তিনি পেয়েছিলেন জপ-ধ্যানের স্বাদ, যা তিনি ধরে রেখেছিলেন আজীবন। শেষ পর্যন্ত তিনি আসন-সিদ্ধ ধ্যানযোগী হয়ে উঠেছিলেন যার প্রমাণ মেলে বেলুড়মঠে কালীপূজা, দুর্গাপূজার সময়, তিনি একাসনে দীর্ঘক্ষণ বসে জপ ধ্যান করতে পারতেন। নিত্য অভ্যাস না থাকলে এ সম্ভব নয়।

অর্ঘ্যপ্রদান :

এরপর তিনি মন্দিরে যেতেন, মন্দিরে প্রবেশ করতেন অতি ধীর পদবিক্ষেপে, ঠাকুর সাক্ষাৎ বসে আছেন—এই ছিল তাঁর অনুভূতি। শরীর দরজাতে লেগে গিয়ে যাতে না শব্দ হয় সে জন্য মনস্থির করে সচেতনভাবে করজোড়ে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হতেন। আমরা হাতে সচন্দন পত্রপুষ্প, যাকে বলে অর্ঘ্য, তুলে দিতাম আর তিনি তা অতি সন্তর্পণে ঠাকুরের কোলে রাখতেন, দেখতেন রাখবার সময় ঠাকুরের কাপড় নড়ে গেল কিনা, যথাযথভাবে রাখা হল কিনা—ফুলটি পোকায় কাটা কিনা ইত্যাদি। উনি চাইতেন ঠাকুরকে যেন হালকা রঙের কাপড় পরানো হয় আর মূর্তির পেছনের পর্দাটি গাঢ় রঙের হয় যাতে ভক্তেরা ঠাকুরকে আরও স্পষ্টরূপে দেখতে পান। তিনি আমাদের বারবার বলতেন, "দেখো, "কনট্রাস্ট" ঠিক আছে কিনা?"

দীক্ষার দিন থাকলে দীক্ষার্থীদের সংখ্যা জেনে নিয়ে তাদের ঠাকুরের চরণে ঐ সময়ই নিবেদন করতেন। পূজারীর নিকট ঠাকুরের পূজা সেবা প্রভৃতির খোঁজ আকারে ইঙ্গিতে নিয়ে ঘরে ফিরতেন।

এরপর মহারাজ সকালের জলখাবার সারতেন, সেই সময় ওট্স, কর্নফ্লেক্স ছিল তাঁর প্রিয় খাবার, প্রণামের ঘরে পার্ষদদের প্রণাম নিবেদন করে মঠের সাধু ব্রহ্মচারীদের প্রণাম গ্রহণ করতেন।

এরপর ফল খেতেন, আমরা বিভিন্ন ধরনের ফল সুন্দরভাবে কেটে বেশ কয়েকটি বাটিতে দিলে উনি প্রয়োজনের বেশি খেতেন না। বার বার কমিয়ে দিতে বলতেন, অপচয় একদম পছন্দ করতেন না। পাকা পেঁপে, পাকা পেয়ারা, সফেদা, আতা, খেজুর, কমলালেবু, কাজুবাদাম, বেদানার জুস্, মোসাম্বির, জুস্ ইত্যাদি ছিল তাঁর প্রিয়।

আবালবৃদ্ধবনিতার প্রতি উপদেশ :

এরপর ভক্তদের দর্শন দিতেন, উপদেশ দিতেন, বিশিষ্টদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। মাতৃকোলে কোন শিশু এসেছে, তো দেখেই মহারাজ তাকে কাছে ডাকতেন। তার দুহাতে চকোলেট দিতেন। কোন ছাত্র এসেছে তো, তাহলে তাকে বলতেন—"ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ...." আবার বলতেন—পঞ্চ 'স' কার পালন করতে—স্বাধ্যায়, সেবা, সংযম, সাধন ও সত্য। ঘুম কমিয়ে

৫ ঘন্টার মধ্যে রাখতে বলতেন। নিয়মিত শরীরচর্চা সহ সারাদিনের একটি রুটিন তৈরী করতে বলতেন, বলতেন যে দিনটি চলে গেল তা আর ফিরে আসবে না। শরীর খারাপ হলে যেমন ভাল ডাক্তার দেখাতে বলতেন তেমনি আইনি জটিলতা দেখা দিলে ভালো উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে বলতেন।

নিয়ম মেনে জলপান :

নিয়ম করে মহারাজ সারাদিনে পরিমাণমত জলপান করতেন। এর অন্যথা হতো না। ১১ টার সময় তো ১১ টায়ই পান করবেন, সামান্য দেরিও তিনি বরদাস্ত করতেন না।

শরণাগতকে আশ্রয় দান :

কোন ভক্ত এসে বলছে—মহারাজ পরিবারে শান্তি নেই। মহারাজের সংক্ষিপ্ত উত্তর, "তা অশান্তির কর্ম না করলেই হলো," উত্তরটি ভক্তের মনোমত না হওয়ায় যখন তাঁর শরণাগত হত তখন তিনি তাঁর কল্যাণকারী হস্তটি অশান্ত ভক্তের মস্তকে স্থাপন পূর্বক তাকে আশীর্বাদ করতেন—পরিবারে শান্তির বাতাবরণের জন্য ঠাকুর-মা-স্বামীজির নিকট প্রার্থনা করতেন।

ভক্তদের পরম আত্মীয়জ্ঞান :

প্রণাম চলাকালীন কোন ভক্তকে হয়তো প্রসাদ পেয়ে যেতে বলেছেন। অনেক সময় মুখের নিকট হাত নিয়ে গিয়ে খাবার খাওয়ার ভঙ্গিমায় দেখাতেন "প্রসাদ পেয়ে যেও,"..এবার তারা প্রসাদ পেলেন কিনা, প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা, নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে খেতে বসেও উঠে আসতেন। দেখতে চাইতেন, জানতে চাইতেন, ওরা প্রসাদ পেয়েছে তো? ভক্তদের যে পরম আত্মীয় জ্ঞান করতেন; এসকল দৃশ্য প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট তার প্রামাণ্য দলিল হয়ে রয়েছে। মহারাজ বলতেন, "মিষ্টি কথায় জগৎ জয় করা যায়।"

ভক্ত কল্যাণকারী মন :

যাইহোক দুপুরের প্রসাদ ধারণের জন্য মহারাজজীকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো, সাবান দিয়ে তিনি হাত ভালোভাবে পরিষ্কার করতেন, কখনো কখনো

দেখা গেছে তিনি বেসিনের সামনে বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কথা বলে বুঝতে পারতাম তখনো ভক্তদের কল্যাণের চিন্তা তাঁর মনকে অধিকার করে রেখেছে। খেতে বসেও তিনি ভক্তদের বিষয়ে নানা খোঁজখবর নিতেন। এইরূপ ছিল তাঁর ভক্তকল্যাণকারী মন।

জিতরস :

দুপুরের প্রসাদে বিশেষ বন্দোবস্ত ছাড়াও নানা ধরনের সুস্বাদু খাবার মহারাজজীর জন্য আসতো। ঠাকুরের প্রসাদের সব রকম পদ আসতো। কিন্তু মহারাজজীর একটি নির্দিষ্ট বাটি ছিল। তাতে তিনি কয়েকটি মাত্র জিনিসই অল্প অল্প করে নিতেন, নির্দিষ্ট বাটিতে নির্দিষ্ট পরিমাণই নিতেন। তার বেশি তিনি একদমই খেতেন না। যারা যোগী পুরুষ তাদের আহার বিহার সব পরিমিত থাকে। নানা সুস্বাদু খাবার চোখের সামনে থাকলেও লোভ সংবরণ করে থাকেন। মহারাজজীও ছিলেন সেইরূপ একজন জিতরস যোগী পুরুষপ্রবর, তিনি বলতেন, “জিত রসে, জিতং সর্বে”।

দৈবদেহের যত্ন :

খাবার সুন্দরভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতেন। নিত্যপাতা টকহীন দই খেতে ভালবাসতেন। সবজির মধ্যে সজনে ডাঁটা চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়া পছন্দ করতেন। শেষ দিন পর্যন্ত সব কটি দাঁতই ছিল। দাঁতের তিনি ভীষণ যত্ন নিতেন। আমাদেরও দাঁতের যত্ন নিতে বলতেন। প্রসঙ্গক্রমে বলি যে, শরীর যাবার পূর্বেও মহারাজজীর দেবশরীরে বার্ধক্যের লক্ষণ যেমন—চর্ম লোল হয়ে যাওয়া, দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে যাওয়া, শ্রবণ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া প্রভৃতির কোন লক্ষণই লক্ষিত হয়নি। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিল, শ্রবণ শক্তি ছিল। শরীর মুখমন্ডলের উজ্জ্বলতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। তিনি বলতেন সচল থাকতে থাকতেই যাবো।

বৈকালিক ভ্রমণ :

যাইহোক বেলুড়মঠে থাকাকালীন দুপুরবেলা প্রসাদ গ্রহণের পর বিশ্রামে যেতেন, বিশ্রাম সেরে হালকা টিফিন, তারপর বিকেল বেলার পড়ন্ত রোদে

পরিষ্কার আকাশ তলে নিকানো পথে গঙ্গাদর্শনে বেরোতেন ও বৈকালিক ভ্রমণ সারতেন। ভ্রমণের সময় সরল সুবোধ শিশু থেকে আরম্ভ করে যারাই মহারাজের দৃষ্টিপথে পড়ত তাদের সকলেই তাঁর কৃপালাভে সমর্থ হত ও নিজেদেরকে ধন্য মনে করত। অনেক সময় অযাচিতভাবে তাদের কুশল সংবাদ নিতেন। শুধু কি তাই! সন্ধ্যাবেলা সমাগমে বেলুড় মঠে পাখিরা যখন গাছের ডালে কিচির মিচির কলরব শুরু করত তখন মহারাজ তা মন দিয়ে শুনতেন—আমাদের জিজ্ঞাসা করতেন, "ওরা কী বলছে বল দেখি?" সেবকরা বলতেন—কী আর বলবে, কে কোন ডালে বসবে, এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি কিচিরমিচির করছে, আর কী? মহারাজ—"আরে না-না, ওরা নিজেদের মধ্যে খোঁজ নিচ্ছে—কে এলো, কে এলো না, কে এলো, কে এলো না? ওরা অফিস বাবুর মত প্রতিদিন সকালবেলা গঙ্গার ওপারে খাবারের সন্ধানে কলকাতায় উড়ে যায়, আবার সন্ধ্যায় অফিস বাবুদের মতই বাড়ি ফেরে। তাই নিজেদের বাড়িতে ফিরে খোঁজ নিচ্ছে কে এলো, কে এলো না।" আমরা আশ্চর্য হতাম, মহারাজের এই দৃষ্টিভঙ্গি দেখে, তিনি তাদের কথা বুঝতেন, তাদের কথাও ভাবতেন।

একতাই বল ও সংঘবদ্ধ জীবন :

হাঁটবার পথে হয়তো চোখে পড়ল যে পিঁপড়ের সারি বড় আকারে খাবার বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, মহারাজজী সেক্ষেত্রে তাদের পা দিয়ে না মাড়িয়ে ডিঙিয়ে যেতেন। বলতেন, দেখেছো তাদের সংঘবদ্ধজীবন আর নিজের দেহ থেকে বহুগুণ বড় ও ভারী বস্তুকে কিভাবে একতার শক্তিতে অনায়াসে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

খাদ্যখাদক শৃঙ্খল :

দূরে সাপ হয়তো ব্যাঙ ধরেছে, টিকটিকি হয়তো পতঙ্গ ধরতে যাচ্ছে, আমরা তখন তাদের বিপদের কথা ভেবে তাড়িয়ে দিতে যেতাম। মহারাজ নিষেধ করতেন, বলতেন—না, না, খেতে বসা কোন মানুষকে যদি খেতে না দিয়ে তুলে দাও, তাহলে তার কেমন লাগবে? এই জগৎটি চলছে—"অন্ন অন্নাদঃ ভবতি", (তৈঃ উঃ) খাদ্যখাদক শৃঙ্খলে (Ecosystem)।

গঙ্গাভক্তি :

মহারাজজী নিয়মিত গঙ্গাদর্শন করতে ভালোবাসতেন। যখন বেলুড় মঠে থাকতেন তখন সকালবিকাল দুবেলাই স্বচ্ছ সলিলা মা গঙ্গাকে দুচোখ ভরে দর্শন করতেন আর করজোড়ে দক্ষিণেশ্বরের দিকে দৃষ্টি মেলে মা ভবতারিণীর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করতেন। মহারাজের দৃষ্টিশক্তি খুবই ভালো ছিল। বেলুড় মঠ থেকেই দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরের চূড়ো সুন্দর ভাবে দর্শন করতে পারতেন, শুধু তাই নয়—সন্ধ্যা হলে মন্দিরের চূড়োতে কী রঙের আলো ফেলা হয়েছে তাও তিনি দেখে বলতে পারতেন। সেখান থেকে মহারাজজীর দৃষ্টি পড়ত গঙ্গার পূর্বকূল বরাবর গিয়ে কাশীপুর শ্মশানঘাটে—যেখানে ঠাকুরের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এটি ভাবতে ভাবতে বাগবাজারের উদ্দেশ্যে দৃষ্টি নিরীক্ষণ করে ক্ষান্ত হতেন। পবিত্র গঙ্গাতীরবর্তী তীর্থসকল দর্শন করতে করতে মন আনন্দে ভরে উঠত। একদিন হঠাৎ করে লোডশেডিং হলে তিনি বলে ওঠেন—

ঋকবেদের (১০.১২৯.১-৩) নারদীয় সূক্তে বলা হয়েছে, তখন অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না। পৃথিবীও না, তার পারে অন্তরীক্ষও না।

তখন অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছাদিত অন্ধকার অভিন্ন এক সত্তা ছিল।

যখন সৃষ্টি ছিল না এই সৃষ্ট জগৎ ছিল না তখন কী ছিল?—এই ছিল।

মন্দিরে ঠাকুর প্রণামের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পূর্বে মহারাজজী, তাঁর গুরুদেবের ব্যবহৃত ছোট একটি সুন্দর কমণ্ডুলু থেকে এক ফোঁটা গঙ্গা জল, বাম হাতে নিয়ে ডান হাতের একটি আঙ্গুল দিয়ে ঐ গঙ্গাজল স্পর্শ করে ভ্রুমধ্যে, চোখের পাতায়, কানের পাতায়, মুখে, বক্ষে, পরিহিত বস্ত্রে স্পর্শ করতেন। অন্তশুচিতা বহিশুচিতায় তিনি ছিলেন ভীষণভাবে আন্তরিক। শুচিশুদ্ধ জীবন ছিল তাঁর।

বেলুড়মঠ বাস :

মহারাজজী ভুবনেশ্বর মঠে সুয্যি মহারাজের সান্নিধ্যে হাজার কাজ করেও নিয়মিত জপধ্যান, প্রার্থনা এবং স্মরণ মননের যে অভ্যাস গড়ে নিয়েছিলেন জগন্নাথদেবের রথচক্রের মতো বুদ্ধের ধর্মচক্রের মতো, বেলুড়মঠে তাঁর সেই জপচক্রকে অনবরত চালিয়ে নিয়ে গেছেন—জীবনযাত্রার শেষ বেলা পর্যন্ত।

বিশ্বব্যাপী এই বিশাল রামকৃষ্ণ সংঘের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার দক্ষতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করতেন। এই সময় পাড়ার মস্তান ছেলেরা তার নামে নানা রকম দেওয়াল-লিখন করলেও তিনি সন্ধ্যায় বেলুড় মঠের আরতিতে স্থির হয়ে অবিচলিতভাবে বসতে পারতেন। ঘরে এসে ধোয়া জামাকাপড় পরে খড়ম পায়ে মন্দিরে মন্দিরে প্রণাম করতে যেতেন—তখন মনে হত সুঠামদেহধারী পট্টবস্ত্র পরিহিত এ কোন দেবতার আবির্ভাব—যাঁর স্মিতহাসি-প্রশান্ত-মুখমণ্ডল, অশান্ত প্রাণে শান্তি সঞ্চার করছে?

স্বামীজির শয়নকক্ষ থেকে রাজামহারাজের মন্দির পর্যন্ত যে রাস্তা তার মাঝখানে কয়েক জন সন্ধ্যারতির পর কথা বলছিলেন—মহারাজজী তাঁদের সম্মুখে আসতেই তারা যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। মহারাজ বললেন সবে সন্ধ্যারতি হয়েছে। ঠাকুর এখন প্রসন্ন মনে মন্দিরে বসে রয়েছেন। আর এখনই এইভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলা শোভা পায় না। ঠাকুরের উপস্থিতি ও সান্নিধ্য মহারাজ এইভাবে শুধু যে নিজে অনুভব করতেন তা নয় অন্যদেরও সচেতন করতেন।

পূজনীয় মহারাজ সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসতেন। এলোমেলো অগোছালো ভাব সহ্য করতে পারতেন না। নিজের জামার সবগুলি বোতাম লাগাতেন ও অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীবৃন্দ ও ভক্তেরাও তাই করুক এই ছিল তাঁর অভিপ্রেত।

যেদিন মঠের বাইরে যেতে হতো সেদিন মঠে ফিরেই সোজা নিজের ঘরে না গিয়ে মায়ের মন্দিরে যেতেন—সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে থাকতেন তারপর নিজের ঘরে ফিরতেন।

সত্যস্বরূপ ভগবানকে জেনেছি :

১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস, পূজনীয় মহারাজ ভুবনেশ্বর মঠে অবস্থান করছেন। জনৈক যুবক ভক্ত (শ্রীকুমার) জিজ্ঞাসু হয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই মঠে যাতায়াত করছে। শেষ পর্যন্ত পূজনীয় মহারাজজীর সঙ্গে একদিন সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করে। নানা কথাবার্তার পর মহারাজজী তার সঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গ শুরু করলে পর ঐ যুবক জিজ্ঞাসা করে—আপনি যে ভগবানের বিষয়ে বলছেন—তা আপনি কি ভগবানকে দর্শন করেছেন? পূজনীয় মহারাজ

দৃঢ় ও গম্ভীরভাবে জোর দিয়ে বললেন—"দেখো, আমি সত্যস্বরূপ ভগবানকে জেনেছি—আমি না জেনে তোমায় কিছু বলছি না।"

নিত্য উপাসনা :

উপাসনা ও জপধ্যান রোজই কমপক্ষে দুবেলা বসা চাইই। বলতেন স্নান, আহার, বিহার, ঘুম, বিশ্রাম, এগুলো ঠিক থাকবে—আর ওটির বেলা অর্থাৎ মন-শুদ্ধি-জপ-ধ্যানটি হবে না? ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়তে হবে। এমনও দেখা গেছে কোনদিন ট্রেন বা প্লেন ধরবার জন্য তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে—সেদিনও তিনি জপে বসে মালাটি কয়েকবার ঘুরিয়ে নেবেনই নেবেন। আমাদের খাবার নিয়ে আসতে বলে উনি জপে বসে পড়তেন। অবশ্য ওই সময় স্বল্পই করে উঠে পড়তেন। কিন্তু নিয়মিত বসার অভ্যাসটি কিছুতেই ছাড়তেন না। তিনি বলতেন, "দেরী হলেও স্নানাহার যেমন বাদ পড়ে না, তেমনি এই চিন্তাটি (ইষ্টচিন্তা)ও বাদ দেওয়া চলে না।" সর্বদা নামজপ করতেন।

সব শব্দই ঈশ্বরের শ্রীমুখ থেকে আসে :

মহারাজজীর বৈরাগ্য এতই নিশ্ছিদ্র ছিল যে তার ফলে তিনি অন্তর্জীবনে প্রভূত মুক্তির স্বাদ লাভ করেন ও সর্বদা আনন্দে ভরপুর থাকতেন। অধ্যাত্ম দৃষ্টির ফলে তিনি পাখি, জীবজন্তু, গাছপালা, এমনকি নিষ্প্রাণ বস্তুর সঙ্গেও আত্মীয়তা গড়ে তুলতে পারতেন, লিখিত শব্দের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। তিনি যদি পথে কোন কিছু লেখা কাগজ পড়ে থাকতে দেখতেন তবে সেটিকে সযত্নে পাশে সরিয়ে দিতেন পাছে অন্যে সেটিকে পা দিয়ে মাড়িয়ে না ফেলে, বলতেন,—"সব শব্দই ঈশ্বরের শ্রীমুখ থেকে আসে।"

অধ্যাত্মজীবন হল যেন একটা স্রোতপ্রবাহ—অধ্যাত্ম সাধকের পক্ষে দৈহিক-বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক স্রোত প্রবাহের গতিরুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। মহারাজ বলতেন—"এক্সপানশন্ ইজ লাইফ, কনট্রাক্শন্ ইজ ডেথ্।" (সম্প্রসারণই জীবন ও সংকীর্ণতাই মৃত্যু।) প্রকৃত আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ভঙ্গি হলো, আমাদের নিজেকে, আমাদের অন্তরের ঈশ্বরকে, সকলের অন্তরের ঈশ্বরকে জানা—আধ্যাত্মিক শক্তি (সিদ্ধাই) লাভ করা নয়। অধ্যাত্ম মনস্ক যারা তাদের হারাবার কিছু নেই। বিষয় বাসনায় আসক্ত লোকেরা মৃত্যুভয়ে ভীত হয়।"

সীমাহীন সহানুভূতি :

দেশভাগের পর যখন কলকাতায় সাম্প্রদায়িক হিংসা চলছে ঐ সময় একদিন অদ্বৈত আশ্রমের ছাদ থেকে দেখলেন নিকটবর্তী একটি বাড়িতে উপরতলায় কয়েকজন মুসলমান বিপন্ন হয়ে রয়েছেন। তাঁরা দূর থেকে আকারে ইঙ্গিতে পূজনীয় মহারাজকে জানালেন—তাঁদের ভাঁড়ার শূন্য। পূজনীয় মহারাজ তৎক্ষণাৎ অদ্বৈত আশ্রম থেকে "টিফিন ক্যারিয়ারে" নিয়মিত কয়েকদিন তাদের খাদ্য সরবরাহ করেছিলেন। পরে তাদের পুলিশ উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যায়।

দরিদ্র অবহেলিত মানুষের প্রতি পূজনীয় মহারাজের টান ছিল অপরিসীম। কোথাও 'ট্রাইবাল' বা দরিদ্র পিছিয়ে পড়া মানুষ দীক্ষা নিতে আগ্রহী জানলে তিনি শত অসুবিধা সহ্য করেও তাদের নিকট পৌঁছবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এইভাবে তিনি বহু প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেমন খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, পার্বত্য প্রদেশে ছোট ছোট জনপদ শেলা, কুড়োলভাঙা, ডালু ইত্যাদি মেঘালয়ের প্রভৃতি অঞ্চলে গেছেন তেমনি আবার সুন্দরবনের সেন্ডেলেরবিল, হিমাচল প্রদেশের বাগ্গা, ছত্তিশগড়ের পাখানঝোর, নবরংপুর বা অন্ধ্রপ্রদেশের প্রতিপাদু ইত্যাদি প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে গিয়ে দীক্ষা দিয়েছেন, আবার কোথাও কোথাও রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমোদিত কেন্দ্রগুলিতে—যেমন শিলচর প্রভৃতি শাখাকেন্দ্রের অধ্যক্ষদের উৎসাহিত করতেন।

কোলাহলপূর্ণ শহরে বস্তিবাসীর প্রতি সহানুভূতি :

পূজনীয় মহারাজ যোগোদ্যানে যাবার পর দেখলেন সেখানে বড় বড় খাবার ঘরগুলি অধিকাংশ শুধু উৎসবের দিন ব্যবহার হয়। উনি তখন আশেপাশের দরিদ্র বস্তির ছেলেদের যারা পড়াশোনার জন্য শান্তিপূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশ পায় না, তাদের সকাল বিকেল ঐ ঘরগুলোতে বসে পড়াশুনা করার সুযোগ করে দিলেন। পরে ধীরে ধীরে তাদের ফ্রী-কোচিং এর জন্য আলাদা ভবনের ও সকাল বিকাল জলযোগের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন।—এইভাবে কোলকাতার কাঁকুড়গাছিতে যোগোদ্যানে যেমন বালক সংঘের সূচনা হয়েছিল তেমনি ভারত ভূখন্ডের অপরভাগে মহারাষ্ট্রের

পুণাতেও পার্বতীহিলের বস্তির ছেলেদের উন্নয়নের সুব্যবস্থা হয়েছিল পূজনীয় মহারাজের অনুপ্রেরণায়।

স্বামীজীর বাড়ীর প্রতি মহারাজজীর দৃষ্টিভঙ্গি :

মহারাজজী বাইরের 'ট্যুর' সেরে সবে কাঁকুড়গাছিতে ফিরেছেন—বিকেলবেলা ইচ্ছা হয়েছে শিমলাতে স্বামীজির বাড়ীর কাজকর্ম কীভাবে এগোচ্ছে দেখতে যাবেন। একজন মহারাজ পূজনীয় মহারাজের বিশ্রামের কথা ভেবে সেইদিনই না যাওয়ার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু পূজনীয় মহারাজ ড্রাইভার ডাকিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, সাথে অপর সেবকবৃন্দ গেলেন। ফিরে এসে দেখি ওই মহারাজ উৎকণ্ঠা নিয়ে পূজনীয় মহারাজজীর জন্য অপেক্ষা করছেন। অনুযোগের সুরে তিনি কিছু বলবার আগেই মহারাজজীর উত্তর ঃ "কালে মহাতীর্থস্থান হবে কিনা তাই দর্শন করে এলাম। ওটা কি কেবল বাড়ি? ওটি তীর্থস্থান।"

দৈনন্দিন কাজকর্ম :

পূজনীয় মহারাজকে সহসংঘাধ্যক্ষ হবার পরেই দীক্ষা দেবার জন্য বহু জায়গায় যেতে হতো। যাত্রার ক্লান্তি এবং স্থানীয় ভক্তদের দর্শন প্রণাম দীক্ষা ইত্যাদির অনুষ্ঠানে সেবকরা যেখানে বয়স অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তেন, সেখানে পূজনীয় মহারাজকে কখনো ক্লান্ত হতে দেখা যেতো না। শত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিদিন ভোরে নিজের উপাসনা ঘরে কিছুক্ষণ হাঁটতেন—তারপর স্নানাদি সম্পূর্ণ করে ঘর খুলতেন। রাত্রেও সমস্ত অনুষ্ঠানের শেষে মহারাজ স্নান করে জপে বসতেন। তারপর খাওয়া দাওয়া, এই সবের জন্য তাঁর বেশিরভাগ সময় রাত্রি ১০টা ১০-৩০টা বেজে যেত। অনেক সময় এই নিয়ম রাখতে গিয়ে পূজনীয় মহারাজের রাত্রের আহার ১২টা বা তার পরেও করতে হয়েছে। আবার রাত্রে, আহারের পরে নিয়মিত হাঁটতে বেরোতেন। অনুযোগ করলে বলতেন, "সহসংঘাধ্যক্ষ করেছ কেন?...ঠাকুরের কাজ।" আবার দীর্ঘ ২৭ বছর সেবাপ্রতিষ্ঠানের কর্মময় জীবনে একবারের জন্যও তিনি ছুটি নিয়ে তীর্থদর্শনে যাননি। হিমালয়ের হাতছানি বা মায়াবতীর মায়াবী পরিবেশ, কোনটাই তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে পারেনি। নিত্য কর্মস্থলই ছিল তাঁর কাছে নিত্য তীর্থ।

সূক্ষ্ম শরীর :

ব্রহ্মচারী সুশান্ত জানান "মাত্র কয়েকদিন হল, বেলুড় মঠ থেকে পূজনীয় মহারাজজীর নিকট আমার (ব্রঃ সুশান্ত) মন্ত্রদীক্ষা হয়েছে। বেশ কয়েক জায়গা ঘুরে ঘুরে বিধাতা নির্দিষ্ট কেন্দ্র ভুবনেশ্বরেই সংঘে যোগদান করেছি। সংঘে এসে জানতে পারলাম যে—এই ভুবনেশ্বর কেন্দ্রেই পূজনীয় গুরুদেবের সাধুজীবনের সূচনা হয়। এতে আমার আনন্দের সীমা রইল না। কিন্তু কয়েকদিন পরেই খবর এল গুরুদেব স্থূল শরীর ত্যাগ করেছেন। তাতে আমার মন ভীষণ ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। কেননা কয়েকদিন মাত্র হল আমার দীক্ষা হয়েছে এর মধ্যে সাধনজীবনের কিছুই গুরুদেবের নিকট হতে জেনে নেওয়া হল না। সাধুদের প্রতি গুরুদেবের আদেশ উপদেশ কী ছিল, তার কিছুই জানা হল না। আবার মন্ত্রটি এরকম না ওরকম এ বিষয়েও সংশয় শুরু হয়েছে। তাহলে আমার কী হবে? আমার জীবনটি কি বৃথায় গেল? আমি কি কারও কাছে আবার দীক্ষা নেব? মহা অশান্তি মনে। এইভাবে বেশ কয়েকদিন কাটবার পর দেখি কি গুরুদেব মন্ত্রটি আমায় পুনরায় জানিয়ে দিলেন। মনে আশার সঞ্চার হল—আরও কয়েকদিন পরে শুনলাম যে গুরুদেবের একজন সেবক ভুবনেশ্বরেই তপস্যা করবার জন্য আসছেন। তখন নিশ্চিন্ত হলাম—গুরুদেব আমার তীব্র ব্যাকুলতায় সাড়া দিয়েছেন। সেবকের নিকট হতেই জেনে নেব সাধনজীবনে মহারাজের নির্দেশ, উপদেশ কি কি ছিল। তিনি কি কি পছন্দ করতেন, কী কী করতেন না। আধ্যাত্মিক জীবনের টুকিটাকি জেনে নেওয়ার ব্যবস্থা দান করে গুরুদেব নিজেই সূক্ষ্ম শরীরে তাঁর উপস্থিতির বিষয়ে আমায় নিশ্চিতভাবে অবগত করলেন। শিষ্যের আর্তিতে গুরুদেব সর্বদা সর্বক্ষণ সর্বত্র সক্রিয় হন—এটি উপলব্ধি করে আমার মন পুনঃ আনন্দে ভরে উঠল।"

After supper rest a while, After dinner walk a mile :

রাতে রুটি, ডাল ৫ রকমের সিদ্ধ, স্ট্যু, সব্জি ও সোয়াবিনের তরকারি খেতেন। যখন কাঁকুড়গাছিতে থাকতেন তখন রামকৃষ্ণকুণ্ডের চারপাশে ঐ পুণ্য পুকুর পরিক্রমা করে হাঁটতেন ৭/৮ বার। অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীরাও

এই দিব্য সঙ্গলাভে নিজেদের ধন্য মনে করতো। বেলুড় মঠে অবস্থানকালে গিরিশ ভবন থেকে আরম্ভ করে ঠাকুর মন্দিরের সম্মুখ পর্যন্ত কখনো কখনো বা প্রধান ফটক পর্যন্ত হাঁটতেন। তখন ঐ পরিবেশে স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব হতো। গঙ্গার জলে উচ্ছ্বলতা নেই—নেই পাখিদের কলরব, বৃক্ষগুলিও যেন ধ্যান মগ্ন। আকাশের নক্ষত্ররাজিও যেন ভগবানের লীলা সন্দর্শনে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

অপূর্ব শয়ন :

শয়ন ছিল অদ্ভুত। ঘুমিয়ে পড়বার আগে তিনি দেখতেন বাইরের দরজাগুলো বন্ধ হয়েছে কিনা। বিছানায় রাখা বেড সুইচ্ অফ্ অন করে দেখবেন ঠিক আছে কিনা। বালিশের পাশে ইমার্জেন্সি ল্যাটার্ন, জপের বাক্স রাখা হয়েছে কিনা। বালিশে মাথা রেখে ডানদিকে রাখা মায়ের ছবি দর্শন করতে করতে 'মা', 'মা' বলতে বলতে ছেলে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়তেন, এই ভাব।

শুচিশুদ্ধ জীবন :

শুচিতা গুণটির তিনি ছিলেন পরকাষ্ঠা। প্রতিদিনই ধোয়াকাপড় পরে তবে মন্দিরে প্রবেশ করতেন। অর্ঘ্য প্রদান করতেন। দোমড়ানো, মোচড়ানো বস্ত্র পরে মন্দিরে যেতে পারতেন না। অপর কেউ ওই রকম কাপড় পরে গেলেও তিনি তা মেনে নিতে পারতেন না। তাঁর বেশ কয়েক জোড়া পাদুকা ছিল, ছিল কয়েক জোড়া খড়মও। তাই দেখে অনেকে তীর্যক মন্তব্য করেছে। কিন্তু নির্বোধ তারা জানে না যে—যে জুতো জোড়াটি পরে মহারাজ ঘরের কাজ করতেন, তা পরে মন্দিরে যেতেন না।

ভক্তদের দেওয়া পরিশ্রম করা জিনিসের সদ্ব্যবহার :

এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যাওয়ার সময়, যে ঘর ছেড়ে যাচ্ছেন, সেই ঘরের আলো-পাখার স্যুইচ অফ করা হলো কিনা, দরজা জানালা বন্ধ হলো কিনা, বসার জায়গায় ভক্তদের দেওয়া কোন জিনিস ছড়িয়ে পড়ে রয়ে গেল কিনা, ভক্তের কোন সামগ্রী নির্দিষ্ট স্থানে গেল কিনা—ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রণামী তুলে রাখল কিনা, গণনা করে হিসেব দিল কিনা, এইরূপ দৈনন্দিন জীবনের

প্রতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যেও মহারাজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকতো। ভক্তদের পরিশ্রম করে দেওয়া জিনিসের সদ্‌ব্যবহার করতেন।

"পৃষ্ঠতো সেবয়েৎ অর্কম্" ...:

শীতকালে সূর্যোদয়ের পর মহারাজাজী হাঁটতে বেরোতেন। হাঁটবার সময় পিঠ দিয়ে রোদ পোয়াতেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মৃদু উষ্ণতা বেশ উপভোগ করতেন, বলতেন—

"পৃষ্ঠতো সেবয়েৎ অর্কম্
জঠরেণ হুতাশনম্
স্বামিনং সর্বভাবেন
পরলোকম্ অমায়য়া।"

অর্থাৎ রোদ পোয়ানো পিঠ দিয়ে
আগুন পোয়ানো সামনে দিয়ে।...

অন্তরে বাহিরে "Perfection" (মার্জিত রুচিবোধ) :

এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যাওয়া আসার পথে যদি দেখেন যে পাপোশটি যথাযথভাবে নেই—তো ব্যস্ আগে ওটি পা দিয়ে যথাযথভাবে রাখবেন তারপর অগ্রসর হবেন। কথা বলবার সময় শব্দ চয়ন করে কথা বলতে বলতেন। কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলতে নিষেধ করতেন। এই ছিল তাঁর চলায় বলায় আচার ব্যবহার বিষয়ে পরামর্শ। এইরূপ ছিল তাঁর পারফেক্‌শন। (অন্তরের পারফেক্‌শনেরই বহিঃপ্রকাশ ছিল তাঁর এইরকম।)

অতি ছোট ছোট কার্যেও মনঃসংযোগ :

জুতো খুলে ঠিকভাবে রাখবার জন্য যতটুকু সময় দেওয়া প্রয়োজন তাও তিনি দিতেন। নির্দিষ্ট জায়গাতেই জুতো খুলে রাখতেন ফলে জুতো খুঁজে বেড়াতে হতো না। ঘরেও নির্দিষ্ট জিনিস নির্দিষ্ট জায়গাতেই রাখতেন ফলে খুঁজে পেতে হয়রান হতে হতো না। কাপড় বা চাদরের ভাঁজ যথাযথভাবে রাখলে ঘরের সৌন্দর্য পরিপাটি থাকে, রুচিবোধ প্রভৃতি নষ্ট হয় না। সেই বোধ তার ছিল। আলনার কাপড় থেকে দেওয়ালের কেলেন্ডার, ঠাকুরের ফটো সব

ঠিকঠাক সোজাসুজিভাবে থাকতে হবে। সামান্যতম বেঁকে থাকলে তা মহারাজের কাছে যন্ত্রণাদায়ক হতো। উনি কিছুতেই সামান্যতমও এলোমেলো কাজ সহ্য করতে পারতেন না। দৈনন্দিন জীবন ছিল তাঁর এতো নিখুঁত, এতো সুন্দর। তা না হলে কি সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্‌কে পাওয়া যায়! বিছানার চাদর টান টান থাকবে—টেবিলের জিনিস গুছানো থাকবে। ঘড়ি কলম থেকে আরম্ভ করে টেবিলে জলের গ্লাস, গ্লাসের ঢাকনা, ঢাকনা খুলে টেবিলে রাখবার সময় উপুড় করে রাখা, যাতে পুনরায় ঢাকবার সময় নোংরা দিকটি জলের গ্লাসে না থাকে ইত্যাদি সব ঠিকঠাক হতে হবে। এর অন্যথা তাঁর নিকট অমার্জনীয় অপরাধ বলে পরিগণিত হত।

ঘরে খড়ম/চটি ব্যবহার করতেন বাইরে গেলে জুতো। নির্দিষ্ট বাটি, নির্দিষ্ট চামচ, বাইরে গেলে বিছানার চাদর, বালিশ, মশারি প্রভৃতি নিজের ব্যবহৃত জিনিসই ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। মোট কথা মার্জিত রুচিবোধ সম্পন্ন ছিলেন তিনি।

ব্রহ্মচারীদের প্রতি :

ব্রহ্মচারীদের মধ্যে কাউকে শিখা/টিকি খোলা অবস্থায় বা টিকিটি ভালোভাবে বাঁধা না থাকলে তাকে তৎক্ষণাৎ যথাযথভাবে বেঁধে দেখিয়ে যেতে বলতেন না পারলে প্রথম প্রথম অপরের সাহায্য নিতে বলতেন।

রুটিন তৈরি করে দেখিয়ে যেতে বলতেন। সময়ের অপচয় না করে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন। কোন কোন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের উপর লক্ষ্য রাখতে বলতেন, গাইড করতে বলতেন আর বলতেন 'সাধুদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিও না।' ব্রহ্মচর্য মন্ত্রগুলো নিত্য স্মরণ-মনন করতে ও ব্রতগুলো পালনে সদা সজাগ থাকতে বলতেন। আবারও উনি বলতেন "কর্মই শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর মানুষের সেবাই ঈশ্বরের পূজা—এই দুই সাধনই আমি সারাজীবন করে এসেছি।"

উত্তম শ্রোতা :

তিনি উত্তম শ্রোতা ছিলেন। তিনি সুবক্তা ছিলেন বলে শোনা যায় না। অপরের দুঃখ কষ্টের কথা ধৈর্য সহকারে দীর্ঘক্ষণধরে শুনতে পারতেন। দুঃখী

তাপিত জনগণের ব্যথা তিনি অনুভব করতে পারতেন। তাই অপরেরা তা বুঝতে পেরে অনেকটা লাঘব হতেন।

প্রস্তুতি ছাড়া বক্তৃতায়, বক্তার দৈন্যতাই প্রকাশ পায় :

মহারাজ দীর্ঘ বক্তৃতা করেছেন বলে শুনিনি—ধর্ম মুখে বলে যাননি, আচরণে দেখিয়ে গেছেন। বক্তৃতা দিতে যাবার আগে কোন মহারাজ পূজনীয় মহারাজের অনুমতি নিতে গেলে বলতেন, পেপার রেডি হয়েছে অর্থাৎ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে? প্রস্তুতি না নিয়ে বাইরে বক্তৃতা দিতে যেতে নিষেধ করতেন, কারণ প্রস্তুতি ছাড়া বক্তৃতা, বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই উপকারে আসে না। প্রস্তুতি ছাড়া বক্তৃতা দানে বক্তার দৈন্যতাই প্রকাশ পায়। এতে উভয়েরই সময় নষ্ট, উভয়েরই ক্ষতি, আসলে মহারাজের অভিমত ছিল বক্তৃতা কেবল কথার ফুলঝুরি পরিবেশন নয়, এটা সাধুর সাধনার অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হোক। তিনি অতি অল্প কথা বলতেন—যা বলতেন তা করতেন, অনেক সময় তিনি ভ্রূসংকেতেও কথা বলতেন।

সর্বসমক্ষে কিছু না খাওয়া :

কানপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০০২, একজন মহারাজ জানাচ্ছেন বিঠুর দর্শন করে পরের দিন লক্ষ্ণৌ হয়ে রাজকোট যাওয়ার জন্য জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। তাই বিকেলের কোন টিফিন খাওয়া হলো না। সন্ধ্যারতির পর পূজনীয় মহারাজের প্রণামের সময় তার খুব খিদে পেয়েছিল। তাই দুই-তিনটি সন্দেশ পাশের ঘরে খাচ্ছিলেন। এমন সময় পূজনীয় মহারাজের প্রণামের বারান্দার অপর প্রান্তের টিউবলাইটটি "বার্স্ট" হয়ে যায়। তাই ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে খাওয়ার থালা হাতেই তিনি ছুটে যান এবং পাশে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার করানোর ব্যবস্থা করতে থাকেন। খুব কম সময়, কিন্তু এরই মধ্যে মহারাজের চোখে ঐ সময়টুকু ধরা পড়ে। পরে তাঁর কল্যাণের জন্য খুব বকলেন, বললেন, যে রসনাকে জয় করেছে, সে সব জয় করে বসে আছে। বয়স তো হচ্ছে, কবে শিখবে! তিনি তার খিদে পাওয়া ও নিরূপায় অবস্থার কথা বললেও মহারাজ তাতে সন্তুষ্ট হননি। কিন্তু একটা বিরাট শিক্ষা তিনি পেলেন যে সর্বসমক্ষে কিছু খাওয়া চলবে না। মহারাজ বলতেন, যে ব্রত গ্রহণ করেছ তা সংযমের পথ।

সমব্যথী :

পূজনীয় মহারাজ যখন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ছিলেন তখন কেউ যদি জিজ্ঞাসা করতেন, "মহারাজ ভালো আছেন?" তখন তিনি বলতেন—"না ভালো নেই"। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন "যেখানে বাড়িতে একজন অসুস্থ থাকলে বাড়ীর সকলেই দুঃখিত হন সেখানে এই বাড়িতে (হাসপাতালে) যেখানে এতজন অসুস্থ সেখানে আমি কেমন করে ভালো থাকবো?" এই জন্য তিনি হাসপাতাল ছেড়ে প্রয়োজন না থাকলে কোথাও যেতেন না। রোগীনারায়ণদের সাথে এমনি ছিল তাঁর একাত্মতা।

উদারতা; বিদ্বেষহীনতা :

বোরোলিন ক্রিমটি ছিল তাঁর অতি প্রিয় ক্রিম। যদিও একটি অনিবার্য কারণে ঐ কোম্পানির সম্পর্কে কোর্টে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাহলেও তাদের প্রোডাক্ট তিনি ব্যবহার করতেন একেবারে শেষসময় পর্যন্ত। এইরূপ ছিল মহারাজের উদারতা; বিদ্বেষহীনতা।

দক্ষ প্রশাসক :

পূজনীয় মহারাজ সমস্যা সমাধানে সিদ্ধহস্ত ছিলেন—হাসপাতাল চালানোয় কত হাজারো সমস্যা, সে সকল সমাধান করতে করতে একসময় এমন অবস্থা এসেছিল যে নিত্যনতুন সমস্যা তাঁর কাছে কিছুই নয়। শুধু হাসপাতাল নয় অরুণাচল প্রদেশ, পুরুলিয়াসহ, সমগ্র সংঘের নানা সমস্যা সমাধানে তিনি সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছিলেন। হয়েছিলেন সঙ্ঘের "Trouble Shooter"।

আমরা বেশ অবগত আছি মহারাজ একটি শিশু মঙ্গল কেন্দ্র নামে সেবা কেন্দ্রকে "জেনারেল হসপিটাল"-এ পরিণত করেছিলেন। শুধু তাই নয় নার্সিং স্কুল, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স অফ মেডিকেল সায়েন্স-এর ব্যবস্থাও করেছেন। পূর্ব, উত্তর-পূর্ব ভারতের চিকিৎসা জগতে এতখানি সেবা ব্যবস্থা কোন Non-Govt. Organisation-এ এর আগে ছিল বলে আমার জানা নেই।

পূজনীয় মহারাজ কেবল সেবা প্রতিষ্ঠানের রূপকার নয়, ভাবপ্রচার পরিষদেরও রূপকার ছিলেন। তিনি সারাজীবন সঙ্ঘের কাজ হাসিমুখে করে

গেছেন। মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তাই তিনি স্বামীজী প্রবর্তিত নরনারায়ণ সেবার সার্থক উদ্‌গাতা।

মৃদুভাষী দুঃসাহসী :

দয়ার শরীর হলেও ভয়ের কাছে অন্যায়ের কাছে মাথা নত করার মনোবৃত্তি ছিল না পূজনীয় মহারাজের। কিছু কর্মীর দুর্বিনীত আচরণের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেননি। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সাফাই কাজের জন্য তিনি তরুণ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের নিয়ে এলেন। শোনা যায়, এই সময় এক আঘাতে তিনি সামান্য আহত হয়েছিলেন। রক্ত মুছতে মুছতে সন্ন্যাসীদের বলেছিলেন, ঠাকুরের ইচ্ছে বলেই রক্তপাত হয়েছে। পরে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ এসেছিল, মহারাজ রাজি হননি। বলেছিলেন, সমস্যা তো মিটে গিয়েছে। যারা হাঙ্গামা করেছিল তারা তো আমার সংসারের ছেলে। তাঁকে কখনো রাগতে দেখা যায়নি। কোনদিন একটি কটু কথাও উচ্চারণ করতে শুনিনি। আবার শোনা যায়, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু একবার রাইটার্সে বলেছিলেন; মহারাজ, যে আটজনকে বিদায় দেওয়া হয়েছে তাদের নিয়ে নিন। পূজনীয় মহারাজ বলেছিলেন; আপনি যেমন ওদের মুখ্যমন্ত্রী তেমন আমাদেরও মুখ্যমন্ত্রী। সারা রাজ্য জুড়ে আপনার তো অনেক জায়গা রয়েছে। আপনিই ওদের কোথাও নিয়ে নিন না, আমাদের রোগীর সেবা করতে দিন। এমনই ছিলেন তিনি আপাতকঠিন, শৃঙ্খলাপরায়ণ, মৃদুভাষী, দুঃসাহসী, সহানুভূতি সম্পন্ন মানুষ।

রসবোধ :

পূজনীয় মহারাজ গুরু-গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ হলেও তাঁর মধ্যে ছিল সূক্ষ্ম রসবোধ। ছোট ছোট রসিকতা করার সুযোগ ছাড়তেন না।

- একবার একজন ব্যক্তি তার মেয়েকে পাত্রস্থ করার জন্য সেবাপ্রতিষ্ঠানের এক ডাক্তারের সন্ধান পান। ব্যক্তিটি পূজনীয় মহারাজের কাছে সরাসরি বলেন—মহারাজ আমার মেয়েকে ওই ডাক্তারের সঙ্গে সম্বন্ধ করবার মনস্থির করেছি, ছেলেটি কী রকম? মহারাজ সকৌতুকে বললেন, "ছেলেটি তো আমাদের....আপনার মেয়েটি কী রকম বলুন?" এই ছিল মহারাজের রসবোধ।

● জনৈক ঃ মহারাজ ইনি আমাদের আশ্রমের President, আপনাকে প্রণাম করবেন।

মহারাজ ঃ সেকি আমি তো Vice-President. President কি Vice-President কে প্রণাম করে? (হো হো হাসি)

জনৈক ঃ না মহারাজ আপনি হলেন বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের Vice President আর ইনি হলেন আমাদের এই গ্রামের ছোট আশ্রমের President, আপনার সাথে তুলনা হয়?

● তিনি মাঝে মাঝে হাসি ঠাট্টাও করতেন—একবার এক ভক্ত ফোন করে সেবাপ্রতিষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে দুপুরে দেখা করতে এসেছেন। কাজের ব্যাপারে কথাবার্তার পর তিনি বলে বসলেন—"মহারাজ আজ এখানে প্রসাদ পেতে পারবো?" মহারাজ উত্তর দিলেন—"এখানে বসে প্রসাদ পাওয়া যায় না—শুয়ে পড়তে হয়।" হাসপাতাল তো তাই একথা বললেন।

Consultation Charge for :

সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় ধাপগুলো Uneven থাকলে তা তিনি ধরে ফেলতেন। Steps অনেকগুলো এক সঙ্গে না করে মাঝখানে Landing রাখতে বলতেন। অনেক জায়গাতে অকারণে অনেক ছোট বড় Step থাকতো, সেগুলি সমান করে একটি বা দুইটি Step এর মধ্যে রাখতে বলতেন, যাতে স্বচ্ছন্দে হাঁটা যায়। পরিশেষে তাঁর সকৌতুক উক্তি ছিল—"Consultation Charges for'।

নিত্য শরীরচর্চা :

পূজনীয় মহারাজ নিত্য শরীরচর্চা করতেন। মহারাজজীর শরীরের কাঠামো খুব সুন্দর ছিল, আর তা সুস্থ সবল সক্ষম রাখবার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করতেন ও সাঁতার কাটতেন। বেলুড়মঠে দুপুরবেলা ভক্তেরা চলে যাবার পর—তিনি গটগট করে মায়ের ঘাটে এসে দাঁড়াতেন—এক তরুণ সন্ন্যাসী, মহারাজজীর কাপড়গুলো সুন্দরভাবে হাতের বাহুতে ধরতেন—মহারাজজীও নিশ্চিন্তে গঙ্গায় ঝাঁপ মেরে—পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে—জলের তলার দিকে, জলতলের

উপরের দিকে, কখনো সাধারণভাবে, কখনো বিশেষভাবে, নানা ভাবে সাঁতার কাটতেন—এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ ধরে গঙ্গাস্নান— গঙ্গাসন্তরণ—হলে পরে, তবে তৃপ্ত হয়ে জল ছেড়ে উপরে উঠে আসতেন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম :

১) লাঠি হাতে ধরে মাথার উপর তোলা, সামনে clockwise, anti-clockwise ঘোরানো। কোনাকুনি উপরে তোলা ও নীচে নামানো।

২) এক পায়ে ভর দিয়ে অপর পা হাঁটুতে ভাজ করে উপরে তোলা, পা পরিবর্তন করে অপর পায়ে অনুরূপ করা।

৩) দেওয়ালের কিছুটা সামনে দাঁড়িয়ে উপর দেওয়ালে ছাতি স্পর্শ করে, পূর্বের অবস্থায় ফিরে এসে পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করা।

বসে বসে ব্যায়াম :

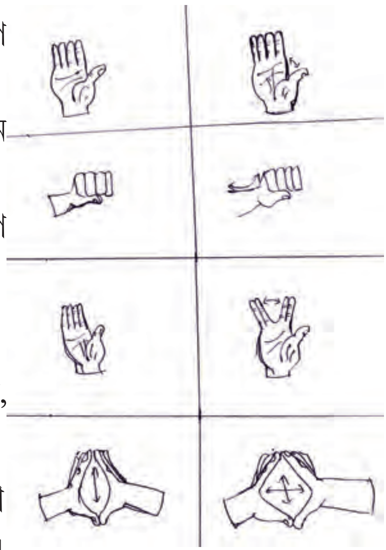
৪) বসা অবস্থায় হাঁটুতে দুই হাত রেখে পা দুটো উপরে তোলা, নামানো।

৫) পায়ের পাতা সামনে সোজা করা।

৬) পায়ের পাতার তলায় ফাইবার পাইপ দিয়ে গড়ানো।

৭) পায়ের আঙ্গুলগুলো সামনে পিছনে করা।

৮) হাতে রাবারের বল নিয়ে বারবার চাপ দেওয়ার ফিঙ্গারিং এক্সারসাইজ।



শুয়ে শুয়ে ব্যায়াম :

৯) কতকগুলি শুয়ে, কতকগুলি চিৎ হয়ে, কতকগুলি উপুড় হয়ে।

১০) Eye ball-এর ব্যায়াম, চোখের মণি উপরে নীচে ডাইনে বাঁয়ে ঘোরানো।

১১) মুখে যন্ত্র লাগিয়ে Breathing exercise করা।

১২) জিহ্বার ব্যায়াম।

মহারাজজী বলতেন কেবল যে আলাদা সময় বের করে ব্যায়াম করতে হবে তা নয় বসে আছ তখনও হাতের, পায়ের, ঘাড়ের ব্যায়াম করা যেতে পারে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ীজীর Physiotherapist Dr. Belsare Delhi, 25/8/2002 তারিখে পূজনীয় মহারাজজীকে যে exercise গুলি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন তা এইরকম ঃ



Shoulder :

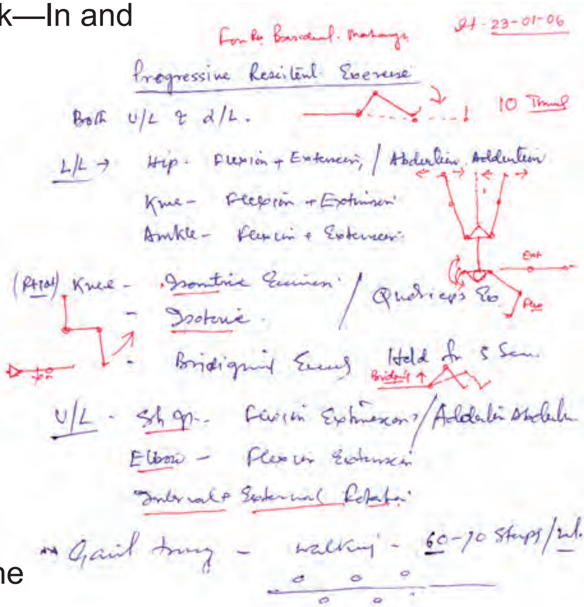
1) Forward & Backward
2) Side way-up and down
3) Rotation to Left/Right
4) Cycling
5) Breathing
6) Foot movements
7) Hands on neck—In and Out
8) Relaxation

In lying :

1) SLR-up and down alternate
2) Alternate Folding of Legs

Sitting :

1) Foot up and down alternate
2) To Straithen the leg (Alternate)



সংক্ষেপে সকালবেলার "Routine" :

ঘুমোতে যখনই যান না কেন

— অতি ভোরে ঘুম থেকে উঠে পড়তেন।

— শয্যা ত্যাগ।

— ভালো ভাবে হাত মুখ ধোওয়া।

— জলপান করা।

— ধোয়া কাপড় পরে জপ ধ্যানে বসা।

— নাটমন্দির থেকে ঠাকুরকে প্রণাম।

— প্রাতঃ ভ্রমণ।

— স্নান।

— জগন্নাথের আটকে প্রসাদ গ্রহণ।

— ধোয়া কাপড় পরে গর্ভমন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম।

—স্বাধ্যায়, কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ, শ্রীমা সারদাদেবী, শিকাগো বক্তৃতা, ইত্যাদি পাঠ।

— প্রাতঃরাশ গ্রহণ।

দিতে এসেছি নিতে নয় :

পূজনীয় মহারাজ মঠ ও মিশনের President। সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর President এর নামে ক্রয় করা হয় অর্থাৎ তিনিই স্বত্বাধিকারী, অথচ তাঁর যখন কোন বই কেনবার প্রয়োজন হয় তখন তিনি নিজের প্রণামী টাকা দিয়েই মিশনের Book Stall থেকে বই কেনেন—আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব।

পূজনীয় মহারাজ হলেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের রূপকার—পূর্ব, উত্তর পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় Non-Govt. Hospital। তিনি যখন Vice President, President হলেন—যতবার ঐ সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছেন ততবারই Treatment-এর খরচ দিয়ে দিয়েছেন-অন্তত যেটুকু জানা যায়।

ঠাকুরের কাজ :

রামকৃষ্ণ মিশনের বাৎসরিক সাধারণ সভায় মহারাজ বলছেন, "কার্যাবলীর রিপোর্ট এবং সেই সঙ্গে মঠ কেন্দ্রগুলির কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদের

বর্তমান সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতি সত্ত্বেও মিশন কী পরিমাণ কাজ করছে। সঙ্ঘের বর্তমান অবস্থায় এই কাজের বোঝা অত্যন্ত বেশি। কিন্তু আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতার ফলে, সাধু কর্মী ও গৃহী ভক্তদের আত্মত্যাগের ফলে, কাজ মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে চলছে—যদিও আমরা প্রতিপদেই অনুভব করছি যে অসুবিধা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি সেগুলো বিবেচনা করলে আমাদের কাজ সন্তোষজনক বলতে হবে। এই কাজের পিছনে রয়েছে এক বিরাট শক্তি। সেই শক্তির উৎস হল ঠাকুর ও স্বামীজীর অনুপ্রেরণা।

আমাদের কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যাতে আমাদের কাজের প্রেরণাস্বরূপ যে আদর্শটি আছে সেটিকে ভুলে না যাই। আদর্শটির প্রতি আমাদের বিশ্বস্ত থাকতেই হবে। তাহলেই মাত্র আমাদের কাজের একটা আধ্যাত্মিক মূল্য থাকবে। আমাদের সংঘ আধ্যাত্মিক সংঘ। আমাদের সামাজিক সেবাকার্যগুলি, আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কারণ আমরা মনে করি ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকিউলার বলে কিছু নেই—সবই আধ্যাত্মিক। মিশন যখনই জনসেবামূলক কোন কাজ করে তখনই চেষ্টা করে প্রত্যেক মানুষকে ভগবানেরই এক একটি রূপ হিসাবে দেখতে। এই আদর্শটি আমাদের সামনে স্থাপন করেছেন ঠাকুর-স্বামীজি। আমরা যাতে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে আদর্শটি থেকে এতটুকুও সরে না গিয়ে কাজ করে যাই সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চিরকাল এই আদর্শটিই আমাদের পথ নির্দেশ করবে।

কি পরিমাণ কাজ করা হল সেটা তত বড় কথা নয়, কি ভাব নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সেটাই আসল। আমাদের বারংবার নিজেদের মনে বিচার করে দেখতে হবে আমাদের ভাব ঠিক থাকছে কিনা। ভাব ঠিক রেখে নরনারায়ণের সেবা করলে তা-ই ভগবানের পূজা হয়ে দাঁড়ায়। মিশনের কাজের মূল্যায়ন করতে হবে এই মাপকাঠিতে। আমরা একটা সমাজসেবী সংস্থামাত্র নই। এই সংঘের আদর্শ হল সেবাকার্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—এই যুগ্ম আদর্শই আমাদের অনুসরণ করতে হবে; অন্যথায় আমাদের কাজের কোন মূল্য থাকবে না। এই নীতি অনুসরণ করলে তবেই আমরা দাবি করতে পারব যে আমরা মিশনের কর্মী এবং স্বামীজির অনুগামী। অন্যেরা হয়ত আমাদের কাজের পরিমাণ দেখে বিচার করবে; কিন্তু আমরা নিজেদের বিচার করব আমাদের আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে

—আমরা আদর্শের প্রতি কতটা বিশ্বস্ত থাকছি, আধ্যাত্মিক সাধনা হিসাবে সেবাকার্য করছি কিনা, আমাদের কাজ নিছক সমাজসেবা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিনা? আমাদের ক্ষেত্রে সমাজসেবা হচ্ছে বাই-প্রোডাক্ট, আসল লক্ষ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক সাধনা। এই সব সেবাকার্যের মাধ্যমে আমরা মুক্তির চেষ্টা করছি।

ঠাকুর-স্বামীজির আদর্শ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমি করব না। প্রতিবছর আমরা সে আলোচনা করে থাকি। আমরা এখানে প্রধানত গতবছরের কাজের রিপোর্ট আপনাদের সামনে পেশ করছি। কিন্তু পিছনের আদর্শটিও স্মরণ রাখতে হবে। আমাদের কাজের দাম যাচাই করতে হবে কাজের মধ্যে কতটুকু আধ্যাত্মিক ভাব আছে তা দিয়ে। এই ভাবটুকু না থাকলে কাজকর্ম অর্থহীন হয়ে যাবে যেহেতু আমাদের সংঘ হল আগাগোড়া আধ্যাত্মিক। আমি আশা করি আদর্শটিকে সামনে রেখে আমরা কাজ চালিয়ে যেতে পারব কেবলমাত্র সেক্ষেত্রেই আমরা ঠাকুর, মা, স্বামীজির আশীর্বাদ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছি ভেবে তৃপ্তি লাভ করব।

সবশেষে আমি ঠাকুর, মা, স্বামীজির চরণে প্রার্থনা জানাই যেন তাঁদের আশীর্বাদ সর্বদা আমাদের উপর বর্ষিত হয়। আমরা যেন স্মরণ রাখতে পারি যে তাঁদের শিক্ষা সর্বদা আমাদের সামনে রাখতে হবে। তাঁদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকলে তবেই আমরা আমাদের সংঘের কাছে জনসাধারণের এবং দুঃস্থ মানুষের যে দাবি তা পূরণ করতে পারব। আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়ে আমরা যেন এগিয়ে যেতে পারি।”

ব্রহ্মলীন :

যে ধরনের অসুখ মহারাজের হয়েছিল তাতে সাধারণত অচেতন অবস্থায়ই মানুষের শরীর ত্যাগ হয়ে থাকে। কিন্তু এই দেব শরীর যাঁর তিনি শান্তিপূর্ণ ও সচেতন ভাবেই মহাসমাধিলীন হলেন। আমরা প্রত্যক্ষদর্শীরা তার সাক্ষী। যে শারীরিক অসুস্থতাজনিত সংকট ঝাঁকুনী, শ্বাসকষ্ট এইগুলো দুই মাস ধরে চলছিল—শরীর ত্যাগ কালে তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্বাসকষ্ট হলে তবেই অক্সিজেন দেওয়া হত নতুবা মহারাজজী স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসই নিতেন। শরীর ত্যাগের আগের দুই দিন ভালো ছিলেন। ৪-৩০ টার পর ধীরে ধীরে দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস নিলেন। মনিটারে স্যাচুরেশন দেখা হয়—তখন ধরা পড়ে রক্তে অক্সিজেন

কমে যাচ্ছে, অক্সিজেন দেওয়া শুরু হলে পূজনীয় মহারাজের শরীর নিচ্ছিল না। যে ওষুধগুলো ঐ সময় দিলে ২০ সেকেন্ড এর মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যায় সেগুলোও কোন কাজ করছে না। এইরকম সময় পূজনীয় মহারাজ বেশ কয়েকবার সুন্দরভাবে চোখ মেলে তাকালেন। মুখে চরণামৃত দেওয়া হল। মাথায় ও বুকে নির্মাল্য স্পর্শ করানো হল। হরি ওঁ ধ্বনি সমবেতভাবে উচ্চারিত হতে লাগলো। চিকিৎসকরা বলেন "Hearing" (শ্রবণশক্তি) সবশেষে যায়—শেষ পর্যন্ত থাকে, তাই আমাদের মনে পরমশান্তি যে পূজনীয় মহারাজ শেষ সময়ে ঠাকুর, মা, স্বামীজীকে দর্শন, তাঁর পবিত্র নাম শ্রবণ করতে করতে গেলেন। মা বলেছেন—ঠাকুর শেষ সময়ে আসবেন, তাঁর সন্তানদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাঁর প্রত্যক্ষদর্শী, সাক্ষী হয়ে রইলাম, কেননা এইরকম অসুখেও যখন শেষ পর্যন্ত ঠাকুর স্মৃতি ফিরিয়ে এনে দেন তখন শরণাগতোহম্,শরণাগতোহম্ আর শরীর যাওয়ার জন্য তো কোন না কোন একটি বা দুইটি উপলক্ষ্য চাইই, নতুবা শরীর ত্যাগ হবে কী করে?

উপসংহার : গুরু শাশ্বত নিত্য বিদ্যমান

মহারাজজীকে দর্শন মাত্রই তাঁর প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধার ভাব উদয় হতো। তাঁকে দেখলেই বোধ হত তিনি কোন এক অলৌকিক আনন্দের আস্বাদ পেয়ে তাতে নিমগ্ন রয়েছেন। তাঁর নিকট যাওয়া মাত্রই যেন জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে যেত—যেন মনে আর সংসারের লেশমাত্র থাকতো না। তাঁর পবিত্র স্পর্শে বা অহেতুক কৃপাকটাক্ষে নিদ্রিত ব্রহ্মশক্তি জাগরিত হয়ে উঠলে শিষ্য ও অনুরাগীবৃন্দ চারিদিকে আনন্দের সাগর দেখতে পান। সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরই গুরুরূপে আসেন। গুরু শিষ্য নিত্য।

তিনি স্থূলদেহেই আবদ্ধ নন, স্থূল শরীর নষ্ট হলে আমরা 'গুরুহারা' হলাম—একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা; গুরু শাশ্বত নিত্য বিদ্যমান।

স্থূল দেহের অবসান হলেও গুরু সূক্ষ্মদেহে বর্তমান থেকে শিষ্য কল্যাণ জীবোদ্ধাররূপ কর্ম করতে থাকেন, যতদিন না সকল জীবের মুক্তি হয়। ততদিন এই শক্তি অমর-অব্যয়-অক্ষয়।

ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণার ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে যে সর্বোচ্চ উপলব্ধি আমরা করতে পেরেছি তা হল, তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তিনি নির্গুণ, নিরাকার।

যুগ প্রয়োজনে সেই নির্গুণ সগুণ হলেন, নিরাকার হলেন সাকার। নররূপ ধারণ করলেন—গ্রহণ করলেন "শ্রীরামকৃষ্ণ"রূপ। যুগধর্ম সংস্থাপনকালে পূর্বের অবতারপুরুষগণের ভাবরাশির সমষ্টিরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হলেন। তিনি আজও সংঘগুরুদের দেবশরীর অবলম্বনে সমানভাবে সক্রিয়। রাজা মহারাজ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সংঘগুরুগণ শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিরূপে কাজ করছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণই আমাদের গুরু, আমাদের ইষ্ট। চতুর্দশ সংঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ কেমন ছিলেন, কেমন ছিল তাঁর জাগতিক ও পারমার্থিক জীবন, তারই অবতারণায় এই শ্রদ্ধাঞ্জলি। সংঘগুরুগণ স্বয়ং ঠাকুরের নির্বাচিত ও নির্দিষ্ট—এই হল আমাদের সংঘের ভাবধারা। তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলতে ও লিখতে গেলে বেশ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। তাঁরা ঠাকুরের প্রতিনিধি, তাঁদের সম্পর্কে লিখে শেষ করা যায় না।

১৯৯২ সালের ১৫ জুন স্নানযাত্রার দিন যোগোদ্যানে ২৫ জন ভক্তকে দিয়ে তাঁর যে দীক্ষাদান পর্ব শুরু হয়েছিল তা ১৭ জুলাই ২০০৭-এ ২ জন ভক্তকে দীক্ষা দিয়ে সমাপ্ত হয়। মহারাজের এই শেষদিন পর্যন্ত দীক্ষিত ভক্তসংখ্যা হয়েছিল ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৯৫৫ জন। এই পর্যন্ত তিনিই সবচেয়ে বেশি মানুষকে দীক্ষা দিয়ে ঠাকুরের চরণতলে নিয়ে এসেছেন। সাধু, ব্রহ্মচারীবৃন্দ যেমন ছিল তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ, তেমনি ভক্তেরাও ছিল তাঁর নিকট আত্মীয়। এছাড়াও রামকৃষ্ণ ভাবানুরাগী ও বহু সাধারণ মানুষও তাঁর অকৃত্রিম প্রেম ভালবাসার অধিকারী ছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন স্থিতধী, জাপক, প্রেমিক, মিষ্টভাষী, মিতবাক, প্রধানত কর্মযোগী। "Spiritual Journey"-তে আধ্যাত্মিকতার দুঃসাহসিক অভিযানে তাঁর বিশ্রাম নেওয়ার সময় ও সুযোগ কোনটাই হয়ে ওঠেনি, তাই তো জীবনসায়াহ্নে তিনি টানা দুই মাস বিশ্রাম নিয়ে চলে গেলেন জগজ্জননীর মাতৃক্রোড়ে, আর রেখে গেলেন 'গুরুশক্তি'। এই সঞ্জীবনী গুরুশক্তি আমাদের জীবনে সঞ্চারিত হয়ে জাগ্রত জীবাত্মার অধিকারী হতে সহায় হোক এই প্রার্থনা।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ "স্বামী গহনানন্দ" পুস্তিকা, রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া।

“ওকে তো আমি ধরে রেখেছি”

স্বামী কৃষ্ণামৃতানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন, নারায়ণপুর

মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর জেলার বরোরাতে বাবা আমটের আনন্দ বনের আনন্দনিকেতন কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে M.Sc. পড়বার জন্য নাগপুরে যাই। সেখানে থাকার জন্য কলেজ হোস্টেলে মাসে এক হাজার টাকা দিতে হবে। রামকৃষ্ণ মঠ, ধন্তোলিতে হোস্টেলে থাকলে দুশ টাকা মাসে। তাই রামকৃষ্ণ মঠের হোস্টেলে ভর্তি হই। ১লা জুলাই ১৯৯৮ প্রথম রামকৃষ্ণ মঠে আসা। নাগপুর মঠে থাকতে থাকতে ঠাকুর, মা ও স্বামীজী সম্পর্কে জানতে ও পড়তে আরম্ভ করি। ২২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ বুধবার পরম পূজ্যপাদ মহারাজ আমায় মহামন্ত্রে দীক্ষা দান করেন।

দীক্ষা গ্রহণের পর থেকে মন সাধন ভজনের দিকে ঝুঁকতে থাকে। তাই সাধু জীবনকে একমাত্র লক্ষ্য করে ২৬ আগস্ট ২০০২ বাড়িতে না বলে সাধু হবার উদ্দেশ্যে নাগপুর থেকে রাজকোট-রামকৃষ্ণ মঠে যাই। ওখানে থাকাকালীন ২০০২ ডিসেম্বর মাসে পূজ্যপাদ মহারাজ দীক্ষা দান করতে আসেন। সেই দীক্ষা দান অনুষ্ঠানের সময় মহারাজের কিছু সেবা করার সুযোগ পাই। মহারাজের রাঁধুনি তারক আমায় মহারাজের খাবার রান্না করা শিখিয়ে দেয়। আমি তারকের সঙ্গে মহারাজের খাবার রান্না করে দিই। ওখানেই মহারাজ আমাকে জপের মালা দেন ২২ ডিসেম্বর ২০০২ এবং কিভাবে জপ করতে হবে শিখিয়ে দেন।

সেবা করার সুযোগে একদিন মহারাজের কাছে নিবেদন করলাম, যে আমি সাধু হবার জন্য এসেছি কিন্তু আমার এখানে ভাল লাগছে না, আপনি বলুন আমি কি করব? আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। মহারাজ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন তুমি যাবে আমার ওখানে—কাঁকুড়গাছিতে? আমি তো আনন্দে বলে ফেললাম, হ্যাঁ মহারাজ যাব, তখন মহারাজ সপ্তর্ষি মহারাজকে ডেকে বললেন, ও যাবে কাঁকুড়গাছিতে, তুমি শ্যামল (জিতাত্মানন্দ) কে বলে দাও। সপ্তর্ষি মহারাজ শ্যামল মহারাজকে বলে দিলেন। শ্যামল মহারাজ পরে আমাকে

বুঝিয়ে ওখানে রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আমার মন তখন কাঁকুড়গাছিতে চলে গেছে। মহারাজ রাজকোট থেকে চলে আসার পর আমি ১লা জানুয়ারিতে রাজকোট থেকে কাঁকুড়গাছির জন্য রওনা দিই।

৩রা জানুয়ারি ২০০৩ আমি কাঁকুড়গাছি পৌঁছাই। পৌঁছে মহারাজকে প্রণাম করতে মহারাজ অজিত মহারাজ (স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী)-কে ডেকে বললেন আমার থাকার ব্যবস্থা করতে। তারপর তিন-চার দিন পর একদিন প্রণামের সময় বাদল মহারাজ (স্বামী পূর্ণানন্দজী) পূজনীয় মহারাজকে বলে ওনার অফিসে কাজের জন্য আমায় চেয়ে নিলেন। প্রায় তিন মাস আমি অফিসে কাজ করলাম তারপর পূজনীয় অজিত মহারাজ আমাকে মহারাজকে বলে ভান্ডারী মহারাজের সঙ্গে ভান্ডারে কাজ করতে বললেন। সেখানেও প্রায় সাড়ে তিন মাস কাজ করার পর আমাকে Book Stall-এ কাজ করতে বললেন। ওই বছরের শেষে অর্থাৎ ঠাকুরের তিথিপূজার পর মহারাজের একজন সেবক ব্র. অমর ট্রেনিং সেন্টারে চলে যাবে, তাই মহারাজের সেক্রেটারি মহারাজ (সপ্তর্ষি মহারাজ) আমায় ডেকে বললেন, অমর Training Centre চলে যাবে, তোমাকে ওর কাজ দেখতে হবে, তুমি এখন থেকে কাজ দেখতে আরম্ভ কর।

২০০৩ এর অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে আমি মহারাজের সেবকরূপে কাজ করতে আরম্ভ করি।

ব্র. অমর মহারাজ আমাকে সবরকম কাজ শেখাচ্ছেন কিন্তু মহারাজের ঘরের ভেতরের কোন কাজ অর্থাৎ মহারাজ ঘরে থাকাকালীন যে কাজকর্ম থাকে সেগুলি কিছুই বলছেন না। এই ভাবে প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেল। আমার মন তখন মহারাজের কিছু সেবা করার জন্য খুব ব্যাকুল হয়েছে। তাই আমি একদিন বিকালে মহারাজের ঘরের সামনে বারান্দায় ব্র. অমর মহারাজের সঙ্গে বসে আছি, তখন হল ঘরে ভক্তরা মহারাজজীকে প্রণাম করছেন। আমি অমর মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি আমাকে মহারাজের ঘরে কি করতে হয় সেগুলি বলছেন না?" অমর মহারাজ বললেন, "ধৈর্য্য ধর, অন্তত এক মাস এই সব বাইরের কাজ করার পর মহারাজ যদি খুশি হন তাহলে ঘরের কাজ করতে অনুমতি দেবেন।" শুনে মনটা একটু খারাপ হল। মনে মনে ভাবছি, "এখনও একমাস অপেক্ষা করতে হবে! ঠিক আছে তাই হোক।" সেই সময়

আমাদের কর্মী একজন এসে খবর দিল যে প্রণাম শেষ হয়েছে। অমর মহারাজকে সে বলল যে মহারাজকে ঘরে নিয়ে আসুন। অমর মহারাজ দৌড়ে গিয়ে প্রণাম ঘর থেকে মহারাজকে নিয়ে এলেন তাঁর ঘরে। মহারাজের সঙ্গে সেক্রেটারি সপ্তর্ষি মহারাজও এলেন। আমি বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছি। মহারাজ এমনিতে কথা খুব কম বলতেন। বেশীর ভাগ ইশারায় কথা বলতেন। মহারাজ ঘরে ঢোকার আগে আমার দিকে তাকিয়ে কিছু ইশারায় জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সপ্তর্ষি মহারাজ বললেন, 'মহারাজ ব্র. অসীম আপনার সেবক, অমরতো ট্রেনিং সেন্টার চলে যাবে, তাই ওকে এখানে নেওয়া হয়েছে।" মহারাজ কিছু বললেন না শুধু আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ঘরে চলে গেলেন, কিছুক্ষণ পর অমর মহারাজ বেরিয়ে এসে আমায় ডেকে বললেন, মহারাজ তোমায় ডেকেছেন ভেতরে এসো। আমি ভেতরে যেতেই বললেন, "বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে ভেতরে কি কাজ তা শেখা হয়ে যাবে? ভেতরে এসে দেখতে হবে তো কি করতে হয়।" আমি সেই মুহূর্তে নির্বাক, ভাবছি, তিনি আমার মনের কথা সব জেনেছেন। পরে অমর মহারাজ আমায় বললেন তোমার ভাগ্য ভাল, মহারাজ তোমায় এত তাড়াতাড়ি ডেকে নিলেন।

মহারাজের কাছে থাকাকালীন একদিন ভক্তদের প্রণাম শেষ হলে মহারাজজীকে ঘরে নিয়ে এসেছি এমন সময় মহারাজের সেবক অরবিন্দ মহারাজ আমায় বললেন, তুমি যাও, মহারাজের খাবারটা রেডি করে নিয়ে এসো। এদিকে মহারাজ আমার হাতে ধরে পায়ের জুতো জোড়া খুলে অন্য জুতো পায়ে দিচ্ছেন।

অরবিন্দ মহারাজ একটু পরে আবার ঘরে ঢুকে বললেন, "সে কি, তুমি এখনও যাও নি, তোমায় বললাম যে খাবার নিয়ে এসো। শুনে মহারাজ বললেন, "ও যাবে কি করে, ওকে তো আমি ধরে রেখেছি।" সেই কথা আজও মনে পড়লে ভাবি 'আমার কোন ভয় নেই, কোথাও যাবার নেই। মহারাজ আমায় ধরে রেখেছেন।'

এরকম অনেকবার হয়েছে, যে আমি যা ভাবছি মহারাজ যেন তা জানতে পেরেছেন। উদাহরণস্বরূপ, একদিন মহারাজকে খেতে দিয়েছি তিন রকম সব্জি, ৪/৫ রকম সেদ্ধ ইত্যাদি। তার মধ্যে সজনের ডাঁটা ছিল প্রায় এক বড়

বাটি। সাধারণত মহারাজ সবরকম সব্জি, দই ও ভাত একটি বাটিতে নিয়ে মিশিয়ে খেতেন। সেদিন বসেই প্রথমে ওই সজনের ডাঁটা একটার পর একটা খেয়ে চলেছেন। অন্য কিছুতে হাত দিচ্ছেন না। আমি মনে মনে ভাবছি আজ মহারাজ শুধু ডাঁটাই খাচ্ছেন, এতেই তো পেট ভরে যাবে। এমনিতেই খুব কম খেতেন। এরকম ভাবছি তখন মহারাজ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'আর একটা ডাঁটা খাবো'। আমি তো অবাক। উনি আমার মনের সব কথা যেন জেনেছেন।

২০০৫ এর এপ্রিল মাসের ২৫ তারিখে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের মহাসমাধির পর স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ প্রেসিডেন্ট হয়ে বেলুড়মঠে আসেন। যেহেতু আমার তখনও Training শেষ হয়নি তাই সপ্তর্ষি মহারাজ আমায় নিয়ে মহারাজের কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ অসীম কি আমাদের সঙ্গে বেলুড়মঠে যাবে আপনার সেবক রূপে?' মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবে। ও আমাদের সঙ্গেই ওখানে থাকবে।" মহারাজের অনুমতি পাওয়ায় সপ্তর্ষি মহারাজ আমাকে মহারাজের জিনিসপত্র দিয়ে ৭ জুন ২০০৫-এ বেলুড়মঠে পাঠিয়ে দিলেন। সপ্তর্ষি মহারাজের নির্দেশে মঠে প্রেসিডেন্ট মহারাজের কোয়ার্টারে গিয়ে মহারাজের থাকার ঘর এবং সেবকদের থাকার ঘর সব রং করে পার্টিশন দিয়ে রেডি করা হল। ২৪শে মে মহারাজ প্রেসিডেন্ট হয়ে মঠে এলেন। সমস্ত ট্রাস্টি মহারাজ এবং অন্যান্য সাধুরা মহারাজজীকে মালা পরিয়ে এবং বরণ করে ঘরে নিয়ে এলেন। সাধুবৃন্দরা সকালে প্রণাম করে মহারাজকে সংঘগুরুরূপে বরণ করলেন।

আমাদের 15th প্রেসিডেন্ট মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ প্রথম মালা পরালেন ও প্রণাম করে বললেন, "আপনি এখন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, এবার হাসতে হবে। চেপে রাখলে হবে না।" মহারাজ হাসছেন। সকলের চোখে মুখে আনন্দ।

মহারাজের ও পূজনীয় আত্মস্থানন্দজীর মধ্যে এক অদ্ভুত ভালবাসা ছিল। মঠে থাকাকালীন রোজ ভোরে ৫টার সময় মহারাজ হাঁটতে বেরোতেন। আমি ও বিকাশ মহারাজ সঙ্গে যেতাম। দূর থেকে ঠাকুর, মা, স্বামীজীকে প্রণাম করে এবং সমাধিপীঠেও প্রণাম করে ঘরে ফিরে আসতেন। এই সময় প্রতিদিন এক

মজা হতো। ঠিক ওই সময় আত্মস্থানন্দজীও প্রণাম করতে আসতেন এবং দুজনের সঙ্গে মায়ের মন্দিরের সামনে দেখা হতো। প্রথম দিন আত্মস্থানন্দজী হাত জোড় করে প্রণাম করে সেবকের কাছ থেকে একটি চকলেট নিয়ে সেটার cover খুলে মহারাজকে নিজে হাতে খাইয়ে দিলেন। মহারাজও চকলেট নিয়ে আত্মস্থানন্দজীর হাতে দিলেন।

এরকম প্রতিদিনই হতো। প্রত্যেকবার আত্মস্থানন্দজী নিজে হাতে মহারাজকে খাইয়ে দিতেন। মহারাজের ডাইবেটিস আছে বলে, সুগার ফ্রী-চকলেট এনে আমরা আত্মস্থানন্দজী মহারাজের সেবককে দিয়ে রাখতাম। মহারাজ চাইলে সেবক তখন ওই চকোলেট ওনার হাতে দিতেন। ওই সময় যারাই মায়ের মন্দিরে আসে পাশে থাকত সেই দৃশ্য দেখার জন্য ছুটে আসত।

মহারাজ যখন ভোরে হাঁটতে বেরোতেন তখন কাকের ডাক শুনে আমাদের জিজ্ঞাসা করতেন, কাকেরা কি বলছে জানো? আমরা বলতাম, না মহারাজ। ওরা কি বলছে মহারাজ? তখন মহারাজ একটা শ্লোক শোনাতেন—

তিমিরারি তমোহন্তি ভয়ে চকিত মানসঃ।
বয়ং কাকা বয়ং কাকা জল্পন্তি ইতি বায়সঃ।।

অর্থাৎ অন্ধকারকে দূর করে যখন সূর্য উঠছে আর সূর্যের আলোতে অন্ধকারের কালো আবরণ চলে যাচ্ছে অর্থাৎ নাশ হচ্ছে তখন কাক যে সারারাত ওই কালো অন্ধকারের সঙ্গে মিশে ছিল, ভাবছে আমাদেরও এবার নাশ হতে হবে তাই সূর্যের কাছে বলছে 'বয়ংকাকা' অর্থাৎ আমরা কাক আমরা অন্ধকার নই। আমাদের নাশ করো না।

সকালে হাঁটার সময় আর একটা শ্লোক বলতেন,

পৃষ্ঠতঃ সেবয়েৎ অর্কম্, জঠরেণ হুতাশনম্।
স্বামীনা সর্বভাবেন, পরলোকং অমায়য়া।

অর্থাৎ পিঠে সূর্যের তাপ গ্রহণ করতে হয়, এবং আগুন পোহাতে হয় সামনের দিক দিয়ে অর্থাৎ পেটের দিক দিয়ে। 'স্বামীনা সর্বভাবেন' অর্থাৎ এই শরীরে যিনি আছেন তাঁকে সর্ব প্রকারে সেবা করতে হবে এবং যারা চলে গেছে তার জন্য মায়া করে লাভ নেই তাই 'অমায়য়া'।

কাঁকুড়গাছিতে থাকাকালীন আমায় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা দিয়েছিলেন,

সেটি আমার সারাজীবন কাজে লাগবে। ঘটনাটি এইরকম—আমি মহারাজের ঘরের বাইরে বারান্দায় বসে আছি। মহারাজ বেল বাজালেন। আমি ছুটে গেছি ঘরে গিয়ে দেখি মহারাজ পূর্ণ মহারাজের সঙ্গে (বাদল মহারাজ) কথা বলছেন। আমি দাঁড়িয়ে আছি, মহারাজ আমায় কিছু বলছেন না। আমি তখন বেলের সুইচটা দেখছি। দেখি সুইচটা রাখা আছে টেবিলের উপর একটা বইয়ের ভেতর। আমি তখন ভাবলাম ওই বইয়ের চাপে বেল বেজেছে। আমি আবার বাইরে চলে এলাম। কিছুক্ষণ পর আবার বেলটা বাজলো। আমি আবার ভেতরে গেলাম গিয়ে দেখি মহারাজ বাদল মহারাজের সঙ্গে কথা বলছেন। আমি বাইরে চলে এলাম। তৃতীয়বার যখন বেল বেজেছে তখন অরবিন্দ মহারাজ ঘরে ঢুকছেন, তখন আমি অরবিন্দ মহারাজকে বললাম, 'মহারাজ ওই বেলের সুইচটা বইয়ের মধ্যে থেকে বের করে রাখুন না। বারবার মহারাজের হাত লেগে ওটা বাজছে। অরবিন্দ মহারাজ ভেতরে গিয়েই বেরিয়ে এসে বললেন, তোমাকে মহারাজ ভেতরে ডাকছেন। আমি ভেতরে গেলাম, মহারাজ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমায় যে আমি বেল বাজিয়ে ডাকলাম তুমি এলে না কেন? আমি বললাম, মহারাজ আমি ভেবেছি ওটা বইয়ের চাপে বাজছে। মহারাজ বললেন, "তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করলে না কেন আমি ডেকেছি কিনা। তুমি কেন ওরকম ভেবে নিলে। জান তুমি যদি এরকম না জেনে অন্যকিছু ভেবে নাও তাহলে অনেক ক্ষতি হতে পারে। এইরকম নিজের মন থেকে কখনও ভেবে নেবে না, আসল সত্যটা জেনে নেবে"। আমি তখন মহারাজের কাছে ক্ষমা চাইলাম, 'মহারাজ আমার ভুল হয়েছে আর কখনও ওরকম হবে না। পরে ভেবে দেখলাম মহারাজ আমায় এই শিক্ষা দেবার জন্যই হয়ত ওইরকম করে ডেকেছিলেন।

মহারাজের কাছে থাকাকালীন অনেক সময় মহারাজ আমাদের জীবনে ঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে শাসনও করতেন। একবার আমি স্নান ক'রে মহারাজের ঘরে গিয়েছি, আমার শিখা খোলা ছিলো। মহারাজকে প্রণাম করে উঠতেই মহারাজ একটু বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, শিখা খোলা কেন? শিখা কি লোক দেখানোর জন্য খোলা রেখেছ? আমি বললাম, এই সবে স্নান করে এলাম তাই বাঁধা হয়নি। মহারাজ একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "না যাও আগে শিখা বেঁধে এসো। ব্রহ্মচারী কখনো কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না।

ব্রহ্মচারী জীবনে খুব সাবধানে এগিয়ে যেতে হয়। আর কখনো যেন এরকম না হয়।”

মহারাজ যখন দীক্ষা বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানের জন্য বাইরে যেতেন, মন্দিরে প্রণাম করতে গিয়ে ঠাকুরের সামনে অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যেন ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছেন। শেষের দিকে যখন মাঝে মধ্যে ভুলে যেতেন তখন আমাদের মধ্যে যে কেউ তখন সেখানে উপস্থিত থাকতো তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, আমি কোথায় যাচ্ছি, কবে ফিরবো, ইত্যাদি। বলে দিলে আবার কিছুক্ষণ চুপ করে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আমরা এটা অনুভব করতাম যে মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরকে সব কিছু বলে অনুমতি নিয়ে যাচ্ছেন।

পূজনীয় গুরুদেবের স্মৃতি এত মনে ভাসছে যে তাঁর কথা আমি লিখে শেষ করতে পারছি না। উনি নিজের মুখে আমায় বলেছেন ‘ওকে তো আমি ধরে রেখেছি’, সেটাই আমার জীবনের সম্বল।

পূজনীয় মহারাজের শ্রীচরণ কমলে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

বড় বড় বাহাদুরী কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন কত লোক তার উপর চড়ে ভেসে যায়। তাতে সে ডোবে না। হাবাতে কাঠে সামান্য একটা কাক বসলেও ডুবে যায়, তেমনি যখন মহাপুরুষ আসেন, কত লোক তাঁরে আশ্রয় করে তরে যায়। সিদ্ধ লোক নিজে কষ্টে সৃষ্টে যায় মাত্র।

—**শ্রীরামকৃষ্ণ**

মহাপ্রস্থানের সঙ্কেত

শ্রীঅমর

বঙ্গাইগাঁও

পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ বার্ধক্যের জন্য শেষের দিকে হাঁটতে পারছিলেন না, বেশ কষ্ট করে ধীরে ধীরে চলতেন। কিন্তু একদিনের ঘটনা সকলকে আশ্চর্যান্বিত করে। ঘটনাটি ঘটে বেলুড় মঠে। দিনটি ছিল ২০০৬ সালের শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন। সেইদিন পূজনীয় মহারাজকে কোনরকমে ঘর থেকে বের করে আনা হয় যাতে তিনি একটু হাঁটেন। যদিও কোন মতেই তাঁকে রাজী করানো যাচ্ছিল না, তবুও সেবকদের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তিনি একটু বের হলেন। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে গঙ্গা-দর্শন করেই মহারাজ আবার ঘরে ফিরে যেতে চাইছেন। সেবকরা পূজনীয় মহারাজকে বলেন, "মহারাজ, আমরা স্বামীজিকে দর্শন করে ঘরে ফিরব।" সেবকদের উদ্দেশ্য ছিল স্বামীজির মন্দিরে গেলে মহারাজের আরেকটু হাঁটা হবে। পূজনীয় মহারাজ স্বামীজির মন্দির যেতে রাজী হলেন ও স্বামীজি মহারাজকে প্রণাম করে মন্দির প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর সেবকরা পূজনীয় মহারাজকে প্রেসিডেন্ট মহারাজের বাসস্থানে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে যাবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে তাঁকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেই কারণে সেবকদের আপত্তি। পূজনীয় মহারাজ সেবকদের কথা অগ্রাহ্য করেই শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের দিকে হাঁটা শুরু করলেন। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে তিনি প্রদক্ষিণ করলেন। মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে তিনি বললেন যে তিনি ব্রহ্মানন্দ-মন্দিরে যাবেন। পূর্বের ন্যায় সেবকদের কোন কথাতেই কাজ হল না। পূজনীয় মহারাজকে তাঁর ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মানন্দ-মন্দিরের কাছে নিয়ে যাওয়া হল ও মন্দিরের বাইরে থেকে শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম নিবেদন করার কথা বলা হল। কিন্তু পূর্ববৎ তিনি সিঁড়ি দিয়ে উঠে শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করে প্রদক্ষিণ করলেন। আশ্চর্যের বিষয়, পূজনীয় মহারাজ এবার স্বামীজির শয়নকক্ষের দিকে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করলেন।

সেবকদের আপত্তির উত্তরে তাঁর স্বগতোক্তিঃ "পরের বার আর এই সুযোগ হবে না।" অর্থাৎ তিনি যেন বুঝতে পেরেছিলেন যে এই তাঁর স্থূলদেহে শেষ শ্রীশ্রীকালীপূজা। সেবকরা তখন কী করবেন ভেবে আকুল। সেই সময় মঠের গাড়ি ডাকাও সম্ভব হয়নি। এদিকে পূজনীয় মহারাজ স্বামীজির শয়নকক্ষে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে তাঁকে স্বামীজির শয়নকক্ষের দিকে নিয়ে যাওয়া হল হেঁটে হেঁটেই। সেবকরা ভেবেছিলেন যে এই অবস্থায় মহারাজকে এতগুলি সিঁড়ি বেয়ে উপরে নিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু পূজনীয় মহারাজ সকলকে স্তম্ভিত করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন দুইজন সেবকের সাহায্যে। তিনি স্বামীজির শয়নকক্ষে প্রবেশ করে স্বামীজিকে প্রণামাদি সারলেন। ইতিমধ্যে একজন সেবক মহারাজের কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য স্বামীজির শয়নকক্ষের পাশের ঘরটি খুলবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। কিন্তু মহারাজ স্বামীজির ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন শ্রীশ্রীভবতারিণীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায়। সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বর মা ভবতারিণীর মন্দিরটি বেশ দেখা যায়। দীপাবলীর রাত। দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরটি আলোকসজ্জায় সজ্জিত। দূর থেকে পূজনীয় মহারাজ শ্রীশ্রীভবতারিণীর উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে প্রণাম জানালেন। এরপর ধীরে ধীরে তাঁকে নীচে নামানো হল। ইতিমধ্যে একটি গাড়িও ডেকে নেওয়া হয়েছে আম গাছের নীচে। পূজনীয় মহারাজকে এবার গাড়ি করে তাঁর ঘরে নিয়ে আসা হল। সেই দিন মহারাজ বলেছিলেন, "এবার মায়া কাটাতে হবে, আর নয়।" এ ছিল মহাপ্রস্থানের ইঙ্গিত! কিন্তু কেউ বুঝতে পারেননি তখন। এর ঠিক এক বছর পরে তিনি মহাসমাধি লাভ করেন ৪ঠা নভেম্বর—২০০৭ সালের শ্রীশ্রীকালীপূজার মাত্র কয়েকদিন আগে।

তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট

তারকনাথ মাল

কামারপুকুর

পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দ মহারাজ এর সেবায় নিযুক্ত থাকার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। ২০০০ বা ২০০১ সাল থেকে আমি মহারাজের সেবাতে যুক্ত ছিলাম। এটি ব্যাঙ্গালোরের ঘটনা। ওইখানে ১৮ দিন স্বামী গহনানন্দ মহারাজের কাজে যুক্ত ছিলাম। তারপর মহারাজের সেক্রেটারী সপ্তর্ষি মহারাজ আমাকে বললেন, "এইসব কাজ করলে তাহলে তুমি থাকতে পার" তারপর থেকে আমি থাকতে শুরু করি। প্রথম আমাকে কাজে শেখান অরবিন্দ মহারাজ ও হরিনারায়ণ মহারাজ (বাংলাদেশ)। মহারাজের জামা-কাপড় খুব সুন্দর করে দিতে হত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হত। আমার জামা-কাপড়ও পরিষ্কার রাখতে হত। আর মহারাজের কাছে যাবার সময় জামার সব বোতামগুলি এঁটে যেতে হত।

মহারাজ খুব কমই টিফিন করতেন।

মহারাজের সকালের টিফিন ছিল চার টুকরো শশা, রিং করা চার টুকরো টমেটো আর এর সাথে থাকত চা-এর চামচে চার-পাঁচ চামচ কর্ণফ্লেক্স, ডবল টোন দুধ দিয়ে গুলে দিতাম। পরিমাণমত একদিন কর্ণফ্লেক্স, একদিন ওটস প্রতিদিন নিয়মিত এই দুটি টিফিন মহারাজের ব্রেকফাস্ট-এ দেওয়া হত।

৮.৩০ থেকে ৯ টার মধ্যে মহারাজকে একটু ফল দেওয়া হত। ফলের মধ্যে থাকত (১) পাকা পেঁপে পাঁচ-ছয় টুকরো, (২) আপেল পাঁচ-ছয় টুকরো (৩) পাকা সবেদা দুই-তিন টুকরো (৪) আঙুর চার-পাঁচটা। আর এক কাপ বেদানার রস, এক কাপ মোসাম্বির রস দেওয়া হত। মহারাজ দুই-তিন চামচ খেতেন। ফলগুলো ছোটো ছোটো টুকরো করে প্লেটে মহারাজকে দেওয়া হত। কোনো সময় অন্য ফল যেমন—পাকা পেয়ারা, পাকা আম, কমলালেবু এবং অন্যান্য ফল এক-দু-টুকরো দেওয়া হত।

এর মধ্যে মহারাজ খেতে ভালোবাসতেন পাকা পেঁপে, পাকা পেয়ারার বীজ বাদ দেওয়া হত।

দুপুরবেলাতে মহারাজকে দেওয়া হত দু-তিন চামচ ভাত। মহারাজের একটা ছোট বাটি ছিল, তাতে দু-তিন চামচ দই ভাতের সাথে মাখিয়ে দেওয়া হত। আর একটি থালার মধ্যে এক আঙুলের মাপের দু-তিনটে পেঁপে সিদ্ধ, দু-তিন টুকরো গাজর, দু-তিনটে বিন, পটল, এইগুলো মহারাজকে দেওয়া হত। তাছাড়াও আরো কিছু থাকত যেমন-একটু মুগ ডাল থাকত পরিমাণমত, ঝিঙে পোস্ত, বা লাউ পোস্ত বা সজনা ডাটা, পালং শাক ভাজা বা মেথিশাক ভাজা এইগুলি। বাটিতে রাজমার তরকারি প্রতিদিন থাকত। মহারাজ বিশেষ করে চালতার চাটনি খেতে পছন্দ করতেন। এর মধ্যে মহারাজ খেতে ভালোবাসতেন—দই, শাকভাজা, পোস্ত। চার-পাঁচ টুকরো ছানা দিয়েও তরকারি রান্না হত।

বিকেলের টিফিন ছিল—এক কাপ নিউট্যাকাল জি.এম. আর অল্প পরিমাণ মুড়ি, পাঁচ-ছয় টা কাজু দেওয়া হত। মাঝে মধ্যে ক্রিম কেকার বিস্কুটও দেওয়া হত।

রাতে খাবার ছিল ছোট সাইজের চার-পাঁচটা রুটি। কিন্তু মহারাজ একটি বা দুটি খেতেন। আর সওয়াবিনের তরকারি।

কোনো সময় যখন রান্না ভুল হত যেমন-সব্জিতে নুন, কম বা বেশী হয়ে গেলেও মহারাজ আমাকে কোনোদিন কিছু বলতেন না। একদিন ব্যাঙ্গালোরে পালংশাক ভেজেছিলাম একটু বেশী নুন হয়ে গেছে তো মহারাজ আমাকে কিছু বলেননি। মহারাজ, সেই খাবার খাননি। আবার তার পরের দিন পালং শাক ভেজেছি—আবার নুন বেশী হয়ে গেছে, পরিমাণ অল্প বলে আমি বুঝতে পারি নি। সেইদিন মহারাজ আমাকে ডেকেছেন। আমি খুব ভয় পেয়ে গেছি। মহারাজের সেবক বিকাশ মহারাজ আমাকে ডেকে বললেন, প্রথমে আমি ভয়ে যেতে চাইনি। তারপর আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করে গেলাম, গিয়ে দেখি মহারাজ খাবার খেতে যাচ্ছেন, খাবার খেতে খেতে আমায় বললেন—"যে শাকটা কেটেছ, ধুয়ে রান্না করেছ কিন্তু কোনো কাজে লাগল না, এরপরের বারে যখন রান্না করবে তখন একটু খেয়ে দেখবে এতে কোনো দোষ নেই।" এ বলে মহারাজ আমাকে বললেন "যাও চলে যাও।" দিল্লী থাকতে একবার শ্যামলাতাল গিয়েছিলাম। যেতে রাত হয়ে গিয়েছিল কোনো জিনিষ রান্নার সময় ছিল না

বলে সব্জি দিয়ে একটা খিচুড়ি করে দিয়েছিলাম, মহারাজ তাই খেয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু রুটি করা হয়নি বলে কিছুই বলেননি। আমি যা দেখেছি মহারাজ যে কষ্ট করতেন তেমন কেউ করতে পারবে কি না আমার জানা নেই, বাইকে করে বেশীর ভাগই যেতেন। যেমন ইটানগর থেকে ধেমাজী, ধর্মনগর, শিলং, গৌহাটি, আসানসোল, দুর্গাপুর, বোলপুর, বর্ধমান, বাংলাদেশে সেন্টারগুলি, মাইশোর থেকে ব্যাঙ্গালোর, উত্তরাখন্ড, নারায়ণপুর, রাঁচি সেনেটারিয়াম, রাঁচি, বিভিন্ন জায়গায় মহারাজ এইভাবেই যেতেন। আমাদের কষ্ট হত কিন্তু মহারাজের কোনো কষ্ট হয়নি। যদি দেখতাম কোনো জায়গায় যেতে দেরী হবে তাহলে আমি রান্না করে হটপট করে নিয়ে যেতাম মহারাজ তাই খেতেন। আমি প্রথম গৌহাটি যখন যাই তখন একাই আমি ট্রেনেতে। সেই সময় মহারাজ আমাকে একটি বই দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন "এটি সুন্দরভাবে পড়বে এবং আমাকে আবার পড়া দেবে।" তার আগের দিন মহারাজ হাসতে হাসতে আমায় বললেন, "গোঁফ চুল বড় বড়, তোমাকে পুলিশ জঙ্গি ভেবে না ধরে।" গৌহাটি পৌঁছে গেলাম। মহারাজ এর সেবকরা দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। পরের দিন দীক্ষা দিলেন মহারাজ। গৌহাটি মঠ থেকে একদিন কামাখ্যা মন্দিরে পূজো দিতে গেলেন, আমাকেও নিয়ে গেলেন এবং মাকে প্রণাম করিয়ে দিলেন। আরেকটি স্মরণীয় ঘটনা আছে। মহারাজ আমায় একদিন ডেকে বললেন, "তোমার পয়সার প্রয়োজন আছে তাই পয়সা নিচ্ছ, কিন্তু জানবে তুমি যে সেবা করছ এই সেবার একটা আলাদা ফল আছে।" এইকথা শুনে আমার খুব কষ্ট হল এবং চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল। মহারাজ যেখানেই যেতেন সেখানে কোনো মন্দির থাকলে দর্শনে যেতেন। যেমন পুরীতে গিয়ে জগন্নাথদেবের মন্দির, ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দির, উজ্জয়িনিতে শিবমন্দির এবং জয়পুরে রাধাগোবিন্দ মন্দিরে গিয়েছিলেন। মহারাজ শেষের দিকে জামতাড়াতে অ্যাকুপাংচারে গিয়েছিলেন। বিকেলের দিকে মহারাজকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হত। সেবক বিকাশ মহারাজকে এবং ড্রাইভারকে বলতেন গাড়ী করে বেলুড়মঠ নিয়ে চলো। আমি পরে জানতে পারলাম মহারাজ শরীর ছেড়ে দেওয়ার আগেই জানতে পেরে গিয়েছিলেন। তারপর একমাস পর বেলুড়মঠে চলে এলেন এবং কিছুদিন পর সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলেন, তারপর মহারাজ নশ্বর দেহ ছেড়ে বিদায় নিলেন।

“শ্রীরামের পাদুকা”

গোবিন্দ মন্ডল

উলুবেড়িয়া

পরমপূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজকে প্রথম দেখি কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান মঠে ১৯৯২ সালে। সেই বছরের দুর্গাপূজার কিছুদিন আগে, মূলতঃ আমার বাবা নিশিকান্ত মন্ডলের বন্ধু, শ্রীদীননাথ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে আমি পূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে মনস্থির করি। আমার বাবা ও পরমপূজ্যপাদ সহ-সংঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। সেই কারণেই বাড়িতে ঠাকুর-মা-স্বামীজীকে পূজা করার রীতি ছিল। আমার দাদু ও বাবার প্রচেষ্টায় ৫ দশক ধরে বউবাজার অঞ্চলে আমাদের জুতোর ব্যবসা, যা আজও বর্তমান এবং এই পাদুকা মঠ মিশনের বিভিন্ন সন্ন্যাসী ও গুরুদেবের চরণে শোভিত হয়েছে এবং তাঁদের পদসেবা করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি।

যেদিন যোগোদ্যান মঠে প্রথম গিয়েছিলাম, সেদিন আমি মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়েই গিয়েছিলাম যে গহনানন্দজী মহারাজের কাছে দীক্ষা নেব। সেদিন দীক্ষার ফর্ম নিয়ে, মহারাজকে সেই কথা জানাতে এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, মহারাজের প্রণামের ঘরে প্রবেশ করলাম। সেই সময় মহারাজ ভক্তদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের বলা, রোজ ঘটি মাজার গল্পটির তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করছিলেন। মহারাজকে দীক্ষার ফর্ম দেখাতেই তিনি সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, “দীক্ষা নিয়ে নিয়মিত জপধ্যান করতে পারবে তো?” মহারাজের প্রশ্ন শুনে বলেছিলাম, “চেষ্টা করব।” তিনি আমার উত্তর শুনে আবার বললেন, “যেভাবেই হোক, তোমাকে পারতেই হবে। এখানে কোন ছাড় নেই” তিনি যেন সেই উত্তম বৈদ্য, শিষ্যকে দিয়ে করিয়েই ছাড়বেন, তবেই তাঁর শান্তি।

যোগোদ্যান মঠে পরমপূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ আমায় কৃপা করে দীক্ষা দিলেন, ৬ই নভেম্বর ১৯৯২ সালে। দীক্ষার সময় তিনি মন্ত্র উচ্চারণের শুদ্ধিকরণের জন্য বারবার মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে বলেছিলেন,

যাতে উচ্চারণে কোন প্রকার জড়তা না থাকে। এবং অন্য দীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও তিনি একইভাবে খেয়াল রাখছিলেন যাতে তাদের কোন অসুবিধা না হয়।

এরপর, বেলুড় মঠে ১৯৯২ সালে, বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের তিথিপূজার দিন প্রথমে ট্রাস্টি বিল্ডিং এবং পরে স্বামীজীর শয়নকক্ষের পাশের বারান্দায় এবং তার ঘরে মহারাজকে প্রণাম করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এরপর থেকে বিশেষ তিথিপূজায়, গুরুপূর্ণিমায়, জন্মাষ্টমী এবং শিবরাত্রিতে যোগোদ্যান মঠে মহারাজের পূত সান্নিধ্যে থাকার পরম সৌভাগ্য আমার হয়েছে। যোগোদ্যান মঠে প্রশ্নোত্তর পর্বে, সাধক রামপ্রসাদের গান, "মন রে কৃষি কাজ জানো না" গানটির ব্যাখ্যা আমাদের সকলকে লিখে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। যেদিন সেই ব্যাখ্যাটি লিখে মহারাজের কাছে আমরা জমা দিয়েছিলাম, মহারাজ খুব খুশি হয়েছিলেন এবং প্রত্যেককে প্রসাদ পেয়ে যেতে বলেছিলেন। এরপর যখন প্রসাদের ঘন্টা বেজে গেল, মহারাজ যেদিকে যোগোদ্যান মঠে প্রসাদ দেওয়া হয়, সেদিকে হাতের ইশারার মাধ্যমে মহারাজ আমাদের প্রসাদ পাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মহারাজের সঙ্গে দুর্গাপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমে, বেলাড়ী রামকৃষ্ণ আশ্রমে এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মস্থান শিকড়াকুলীন গ্রামের রামকৃষ্ণ মঠে আমার যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। এইভাবেই গুরুদেবের কাছে আমার যাতায়াত বাড়তে লাগল এবং আমাদের বাড়ীর কাছেই উলুবেড়িয়ার কাছে বেলাড়ী আশ্রমে পরমপূজ্যপাদ গুরুদেব স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের শুভাগমন হয়েছিল ওই আশ্রমের মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষ্যে এবং সেই সময়, আমার মনে একটি কৌতূহল জন্মেছিল যে গুরুদেব মহারাজ, ঠিক কি ধরনের জুতো ব্যবহার করেন এবং সেদিন বেলাড়ী আশ্রমে মহারাজের জুতোজোড়া দেখে, মনের যাবতীয় কৌতূহল মিটে গেল এবং মনে মনে স্থির করলাম যে ঠিক এই ধরনের জুতো তৈরী করে আমিও তো গুরুদেবের পদসেবা করতে পারি। গুরুদেব পরমপূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজকে জুতো তৈরী করে তাঁর পদসেবা করার আগে, আমার বাবা নিশিকান্তবাবু, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী (রামময় মহারাজ), শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী সন্তান স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী মহারাজ ও পঞ্চদশ

সংঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজকে জুতো তৈরী করে তাদের পদসেবা করেছেন। বাবার মুখ থেকে শোনা একটি ঘটনা যা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, পরমপূজ্যপাদ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ তখন সহকারী সাধারণ সম্পাদক, বেলুড় মঠে ঠাকুরের মন্দিরে সকালে প্রণাম করতে এসেছিলেন, এবং মহারাজের জুতো জোড়া মন্দিরের সামনে থেকে চুরি হয়ে যায়। মহারাজ মনে হয় দেখেছিলেন এটা কাদের কীর্তি, কিন্তু তিনি তাদের কিছু বলেননি। এরপর মহারাজের জুতোর প্রয়োজন হয় এবং অদ্ভুতভাবে বাবা সেদিনই, মহারাজের জন্য চপ্পল নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ওই মুহূর্তেই, মন্দিরের সামনেই মহারাজকে সেটা দিয়ে দেন। এই সংযোগের ব্যাপারটা মহারাজকে খুব আনন্দ দিয়েছিল এবং পূজ্যপাদ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ সেদিন আমার বাবাকে খুব আশীর্বাদ করেছিলেন।

বেলাড়ী আশ্রমে গুরুদেবের শুভাগমনের সময় দেখেছিলাম তিনি কি ধরনের জুতো ব্যবহার করে থাকেন। তারপর ওই ধরনের জুতো কয়েকটি তৈরী করে, মহারাজের জন্য যোগোদ্যান মঠে নিয়ে গিয়ে “মহারাজের আপ্তসহায়ক সপ্তর্ষি মহারাজকে দিলাম এবং তিনি আমাকে সুযোগ করে দিলেন সরাসরি মহারাজের কাছে গিয়ে, কোন জুতোগুলি তাঁর ঠিকমতো ফিট করছে, সেগুলি তাঁকে একবার পরিয়ে দেখে নিতে। মহারাজ, আমার অনুরোধ রাখতে প্রত্যেকটি জুতোই পরে দেখেন এবং আমার মনের ইচ্ছা আংশিকভাবে পূরণ করেন সেদিন। বছরে দুবার, মহারাজকে দুটি সেট জুতো একটি বাইরে পরার জন্য এবং আরেক জোড়া ঘরের ভিতরে ব্যবহার করার জন্য নিবেদন করা হত। গোল্ডেন ব্রাউন রং-এর জুতো মহারাজ পছন্দ করতেন। এই জুতো জোড়াই মহারাজ বহুদিন অবধি, এমনকি শেষ অবধি ব্যবহার করেছেন। জুতো যাতে ঠিক মতো ফিট করে, সেই কারণে মহারাজের চরণস্পর্শ করে তাঁর পায়ের মাপ নেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে বহুবার। গুরুদেবের চরণযুগল, এই সুবাদে বারবার স্পর্শ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি। একবার মহারাজের ব্যবহৃত পাদুকা, ওঁর সেবক আমাকে দিয়ে দেন এবং “শ্রীরামের পাদুকা”র ন্যায় আমি সেটি সযত্নে রেখেছি এবং মহারাজের মহাসমাধির পর তাঁর সেই পাদুকা জোড়া আমার বাড়ীতে নিত্য পূজিত হয়। সেই পাদুকা

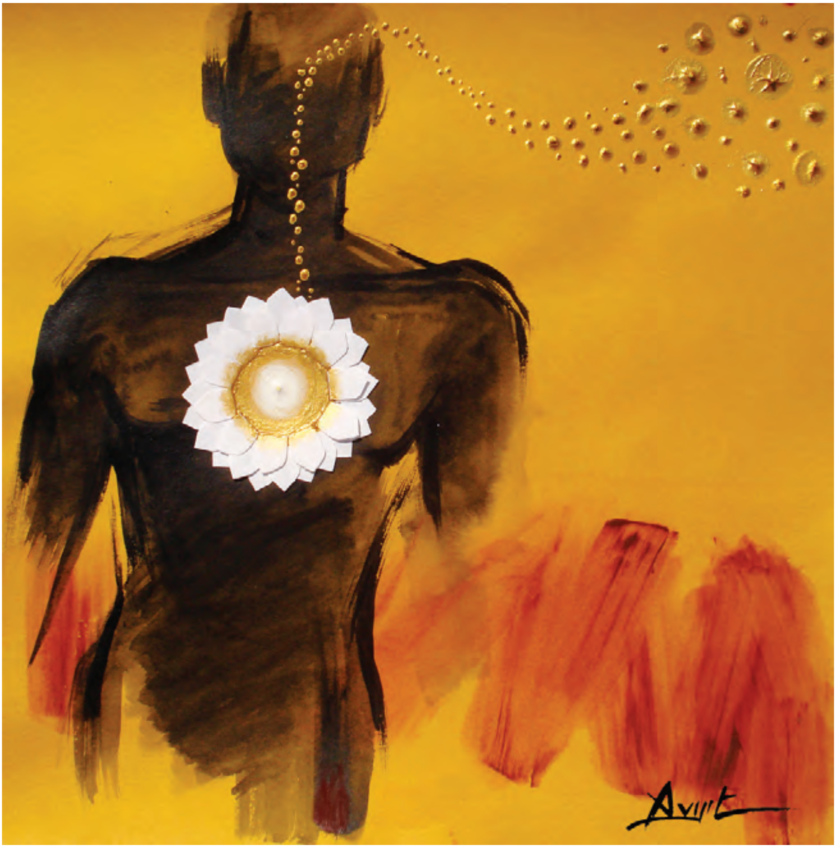
জোড়া স্পর্শ করলে আজও আমি গুরুদেব মহারাজের স্পর্শ অনুভব করতে পারি। মহারাজকে নতুন জুতো জোড়া নিবেদন করা হলে উনি সেটি পরে হেঁটে দেখে নিতেন, পায়ে ঠিকমতো ফিট হচ্ছে কিনা, চলতে গিয়ে পায়ে ব্যথা লাগছে কিনা। তারপর আমি যখন বলতাম, "মহারাজ জুতোটি পরে হাঁটতে আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?" মহারাজ হেসে বলতেন, "সেটা তুমি দেখো।" "আমি তো তোমারে চাইনি জীবনে, তুমিই অভাগারে চেয়েছো"—অতুলপ্রসাদের এই গানটি আমার জীবনে গহনানন্দজী মহারাজের আগমনের সঙ্গে তুলনীয়। জীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েও তাকে অতিক্রম করতে তিনিই শক্তি জুগিয়েছেন প্রতিনিয়ত।

অনুলিখন ঃ **শ্রী দেবরাজ মিত্র**

অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা ফাঁকা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা কখনও সংসারে বদ্ধ হয় না,—বন্দী হয় না। তাদের 'আমি' মোটা 'আমি' নয়—সংসারী লোকদের মতো। সংসারী লোকদের অহংকার, সংসারী লোকদের 'আমি'—যেন চতুর্দিকে পাঁচিল, মাথার উপর ছাদ;—বাহিরে কোন জিনিস দেখা যায় না। অবতারাদির 'আমি' পাতলা 'আমি'। এ 'আমি'র ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে সর্বদা দেখা যায়। যেমন একজন লোক পাঁচিলের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে,—পাঁচিলের দুদিকেই অনন্ত মাঠ। সেই পাঁচিলের গায়ে যদি ফোকর থাকে পাঁচিলের ওধারে সব দেখা যায়। বড় ফোকর হলে আনাগোনাও হয়। অবতারাদির 'আমি' ওই ফোকরওয়ালা পাঁচিল। পাঁচিলের এধারে থাকলেও অনন্ত মাঠ দেখা যায়;—এর মানে, দেহধারণ করলেও তারা সর্বদা যোগেতেই থাকে! আবার ইচ্ছে হলে বড় ফোকরের ওধারে গিয়ে সমাধিস্থ হয়। আবার বড় ফোকর হলে আনাগোনা করতে পারে; সমাধিস্থ হলেও আবার নেমে আসতে পারে।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে

আধ্যাত্মিক উপলব্ধি



কবিতাগুচ্ছ

ছবিটিতে আমি ব্যক্তিগত আত্মিক অনুভবকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি মাত্র। দেহমনের অতীত সেই আত্মবস্তুকে কিরূপে ভাষায় প্রকাশ করা যায়! তাই সেই জ্যোতিস্বরূপকে চিত্রে আলোকিত অংশ রূপে দেখানো হয়েছে। যিনি নাম-রূপ-এর পারে অবস্থিত, তার রূপ কল্পনা দুঃসাধ্য। তাই তাকে রূপ-অরূপ এর মাঝামাঝি (Abstract Forms) দেখানো হয়েছে। এখানে মানবদেহের বাইরের অংশে ক্ষিপ্র তুলি চালনা-আমাদের চারপাশ থেকে আসা ঘাত-প্রতিঘাতময় তরঙ্গরাজির প্রতীক; আবার যোগী-হৃদয়ের নিস্তরঙ্গ শান্তি প্রবাহটি প্রকাশিত হয়েছে চিত্রস্থিত মানব মূর্তিতে শান্ত তুলি চালনার দ্বারা। ছবির স্বর্ণ বিন্দুগুলি আমাদের বহুকষ্টার্জিত অমূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদ সমূহের রূপক এবং শুভ্র বিন্দুগুলি আমাদের অন্তঃস্থিত পবিত্রতার। ছবিতে মানব মূর্তি ব্যবহারের অতি আবশ্যকতা এই জন্যই যে, বহু বহু জন্মের পর প্রাপ্ত এই দুর্লভ মানব জন্মেই চরম আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভ একমাত্র সম্ভব।

পূর্ব পুটিয়ারী, নতুনপল্লী,
কোলকাতা-৭০০ ০৯৩

অভিজিৎ দে

গুরু শুধু একজন

স্বামী ভাবঘনানন্দ

গুরু শুধু একজন
আর কেউ নন।
আপাতত মনে হয়
হন বহু-জন।।
ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু
যাঁহা হতে শুরু।
তিনিই তো গুরু-শক্তি
যিনি জগদগুরু।।
আর সব গুরু-গণ
তাঁরি প্রকাশন।
যাঁদের মাধ্যমে হয়
শক্তি প্রকটন।।
মাধ্যমটি হওয়া তো
কম কথা নয়।
প্রভুর বিশেষ কৃপা
আবশ্যক হয়।।
গুরু-মধ্যে ছোট বড়
ভেদ নাহি তাই।
একই গুরু-শক্তির
প্রকাশ সবাই।।

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দ প্রণতি

স্বামী নাগেশ্বরানন্দ

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বারাণসী

নরানাং ঈশ-নরেশ-খ্যাতা ভুবনে
শান্ত, ধীর, সুস্থির আচরণ কৌশলম্।
ত্যক্তা সকল বিষয় তৃষ্ণা প্রতিষ্ঠানামযশ
সন্ন্যাস গ্রহণে গহনানন্দ নাম গ্রহণম্।।
গহন, গভীর গোপন স্বভাব আচরণং
ভগবৎ ভাবভক্তি প্রেমদানে সদা তৎপরম্ তৎপরম্।।
শ্রীগুরুরূপে সমাখ্যাত সজ্জনায়ক সদ্‌গুরুম্
নমামি স্বামী গহনানন্দং মোহভ্রান্তিনাশ কারকম্।

কারুকে নিন্দা কোরো না, পোকাটিরও না। নারায়ণই এইসব রূপ ধরে রয়েছেন। দুষ্ট খারাপ লোককেও পূজা করা যায়। যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি এটাও বলবে—'যেন কারও নিন্দা না করি।'

—শ্রীরামকৃষ্ণ

মন স্থির কোরে একবার ডাকলে লক্ষ জপের কাজ হয়। নতুবা সারাদিন জপ করছে কিন্তু মন নেই, তাতে ফল কি ? মন চাই, তবে তাঁর কৃপা।

—শ্রীশ্রীমা

গুরু কৃপা

স্বামী বরেশ্বরানন্দ
রামকৃষ্ণ মঠ, লক্ষ্ণৌ

আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে ও সময় হলে, পাওয়া যায় সদগুরুর সন্ধান।
আবার অযাচিত ভাবে গুরুকৃপা লাভে, ধন্য হয় সাধক জীবন।।
গুরু এবং ইষ্ট এক জেনে করতে হয়, একাগ্র ভাবে সাধন ভজন।
গুরুকৃপা লাভ হতে পারে তখনই, আন্তরিক যদি হয় মন।।
হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে, যদি কখনও আসে আলো।
দপ্ করে আলোকিত হয় ঘর, একসাথে দূর হয় সব কালো।।
অনেক সময় ঈশ্বর কৃপা আপনা থেকে আসতে পারে জীবনে।
যদি সাধকের সুকৃতি ও সংস্কার ঢাকা থাকে অজ্ঞানের আবরণে।।
মনে পড়ে শিষ্য একলব্যের একনিষ্ঠা ও গুরুভক্তির কথা।
আচার্য্য দ্রোণাচার্যের মূর্তি গড়ে গোপনে শেখেন অস্ত্রের নিপুণতা।।
ঈশ্বরের কৃপা গুরুর মাধ্যমে, নেমে আসে শিষ্যের জীবনে।
জীবন হয় সার্থক তখন, গুরুর নির্দেশে মন্ত্র জপে সে একমনে।।
সংসারে মানুষের অনেক দুঃখ-কষ্ট, আসে অনেক বাধা-বিঘ্ন।
একমাত্র গুরুর কৃপায় শিষ্য হতে পারে এ সকল থেকে উত্তীর্ণ।।
অনেক সময় সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি হয় না আধ্যাত্মিকতার ফল।
নিষ্ঠা সহকারে গুরুর আদেশ পালন করলেই জীবন হয় সফল।।
গুরুকেও খাটতে হয় অনেক, করতে হয় জপ-ধ্যান, সাধন ভজন।
গুরু ইচ্ছা করলেই করতে পারেন, শিষ্যের সংসার বন্ধন মোচন।।
গুরুদেব যখন স্থূলদেহ রাখেন, তখন ইষ্টের সাথে যান মিশে।
গুরু ইষ্টে এক হয়ে তখন, শিষ্যের অন্তরে লীলা করেন এসে।
এইভাবে ইষ্টমন্ত্র জপতে জপতে যখন শিষ্যের আসে শেষ দিন।
তখন গুরু এসে শিষ্যকে নিয়ে যান, ইষ্ট দেবতা যেথায় আসীন।।
এমনি ভাবে চলতে থাকে, এই গুরু শিষ্যের মধুর মিলন খেলা।
জগৎপ্রভু শ্রীভগবান মর্ত্যধামে এই ভাবেই করেন তাঁর লীলা।।

তব শ্রীচরণে

শ্রীমতি অনমিতা ভট্টাচার্য্য
মুম্বাই

মহাসমাধির শোকবার্তা যেদিন ছড়ালো আকাশে
তোমার আনন্দধামের যাত্রাপথে
মসৃণতা বিছিয়ে দিতে
উদ্গাত আমাদের বিনম্র অশ্রুপ্রবাহ
পবিত্র হল তোমার চরণস্পর্শে।

প্রশান্তিময় হাতখানি তোমার
রাখলে সবার মাথায়, আশিসভরা সান্ত্বনায়;
যেমন করে রাখতে তোমার উদ্বেল হৃদয়
আর্ত আতুরের সেবায়।
অনাদৃত নিপীড়িত
ভালবেসে চাইলো তোমার দিকে
যাদের জন্য উদ্বিগ্ন বিনিদ্রিত তুমি
কখনও বলতে পারনি—
"আমি ভাল আছি।"

ত্যাগ-উজ্জ্বল, তিতিক্ষাময় তপস্যাপূত জীবন তোমার
জ্ঞান-ভক্তি-কর্মে সমন্বিত।
তোমার পিতৃ-অনুশাসন, মাতৃকোমল স্নেহ
আম-জনতার কর্মস্রোতে
ঢাললো তোমার কুশলতা—
শারদ-ইন্দু হাসির ছটায়, ঠাস বুনটের নিপুণতায়।

মর্মে মর্মে শ্বনিত হল
তোমার জীবন-দেবতার বাণী।
উদ্ধত মানুষের নির্মম আস্ফালন
সদাচারী হল
তোমার নিঃশর্ত প্রশ্রয় ও ক্ষমায়।
উজাড় করে করলে নিজেকে রিক্ত
অসীম প্রেমে, একাত্মমগ্নতায়।

আমাদের ছেড়ে যেতে চায়নি তোমার সমব্যথী হৃদয়;
দৃপ্তদেহের স্থাপত্যে তাই
প্রলয় নাচের ধূম মাচিয়ে
দেবদূতেরা নিভিয়ে দিল তোমার স্মরণ কক্ষের আলো,
যা তুমি জ্বালিয়েছিলে
কায়ামুগ্ধ মানুষের মায়াঘরকে
উজ্জ্বলিত করবে বলে।
তবু অপরাহত অম্লান—
নবতিপর মুখে ব্যাপ্ত শৈশব সমাশ্রিত হাসি।

আজও সেই দীপ্র আলো উদ্ভাসিত—
আমাদের গতিপথে;
উদ্দীপ্ত—আমাদের চেতনার গহনে,
নিদ্রায় ও জাগরণে।
উজাড়িত সমগ্র সত্তার নিবেদিত প্রণাম আজি
হে বীর, তব শ্রীচরণে।।

দীক্ষাগুরু

শ্রী সুশীল মণ্ডল
শিক্ষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর

জীবনের পথ বন্ধুর বড়ো
বাঁকে বাঁকে নানা বাধা
এ জীবন এক বিষাদ সিন্ধু
দুঃখে জীবন বাঁধা।

জীবন দেবতা দীক্ষাগুরু
আঙুল তুলিয়া বলে
যা কিছু তোমার, দাঁও সঁপে দাও
তাঁরই চরণতলে।

মনের গভীরে আঁধার যত
আলো হয়ে দেবে দেখা
চরণ না পাও, খুঁজে ফেরো শুধু
তাঁরই চরণরেখা।

মাথার ওপরে চন্দ্র সূর্য
আছে যার গুরুবল
সেই সে মানুষ নিশ্চিত পাবে
জীবনের মহাফল।

দীক্ষাগুরুর দীক্ষা অন্তে
খুঁজে পাই মোরা দিশা
তিনি আমাদের সূর্য-সখা
ঘুচায় সকল নিশা।

গুরু কল্পতরু

শ্রীমতি ঈপ্সিতা চক্রবর্তী
কলকাতা

ওহে নাথ, সাধ্য কার ধ্যানেতে ধরে তোমায়
তুমি যে বাক্যমনাতীত;
তুমি শাস্ত্রবিধি, সর্বকলানিধি
সমস্ত সুখ-দুঃখের অতীত।
বলবো বিনা ভাষায়, বলবো বিনা আশায়
শিশু যেমন করে ডাকে মাকে,
কে চিনিতে পারে তোমায়, ধরা নাহি দিলে নিজে
তোমার স্বরূপ অধরা-ই থাকে।
যে ভক্ত সে-ই জানে, তুমি জানাও যারে
আশীর্বাদ যে পায় সে ধন্য,
তব পদে করি প্রণতি, জাগাও মোর গুরুভক্তি
হে গুরু কল্পতরু।

আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

—স্বামীজী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীমতি নন্দিতা চক্রবর্তী
শিলচর

কোথা পাব নাথ, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে—
কি করিলে তোমারে রাখিব আঁখিতে আঁখিতে?
শান্তি-সদন, সাধন-ধন, দেব-দেব হে,
বিকশিত দল চিত্তকমল হৃদয় দেব হে।
দুঃখ-সঙ্কটে পরশ পাই তব মঙ্গল হাত,
হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ।
তুমি আত্মীয় বন্ধু পরিবার,
নাথ তুমি সর্বস্ব আমার প্রাণাধার সারাৎসার।।

গিরিশ ঘোষ—গুরুই ইষ্ট—দ্বিবিধ ভক্ত

গিরিশ—হ্যাঁ গা, গুরু আর ইষ্ট;—গুরু রূপটি বেশ লাগে—ভয় হয় না—কেন গা? ভাব দেখলে দশহাত তফাতে যাই। ভয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি ইষ্ট, তিনিই গুরুরূপ হয়ে আসেন। শবসাধনের পর যখন ইষ্টদর্শন হয়, গুরুই এসে শিষ্যকে বলেন—এ (শিষ্য) ওই (তোর ইষ্ট)। এই কথা বলেই ইষ্টরূপেতে লীন হয়ে যান। শিষ্য আর গুরুকে দেখতে পায় না। যখন পূর্ণজ্ঞান হয়, তখন কে বা গুরু, কে বা শিষ্য। 'সে বড় কঠিন ঠাঁই। গুরুশিষ্যে দেখা নাই।'

একজন ভক্ত—গুরুর মাথা শিষ্যের পা।

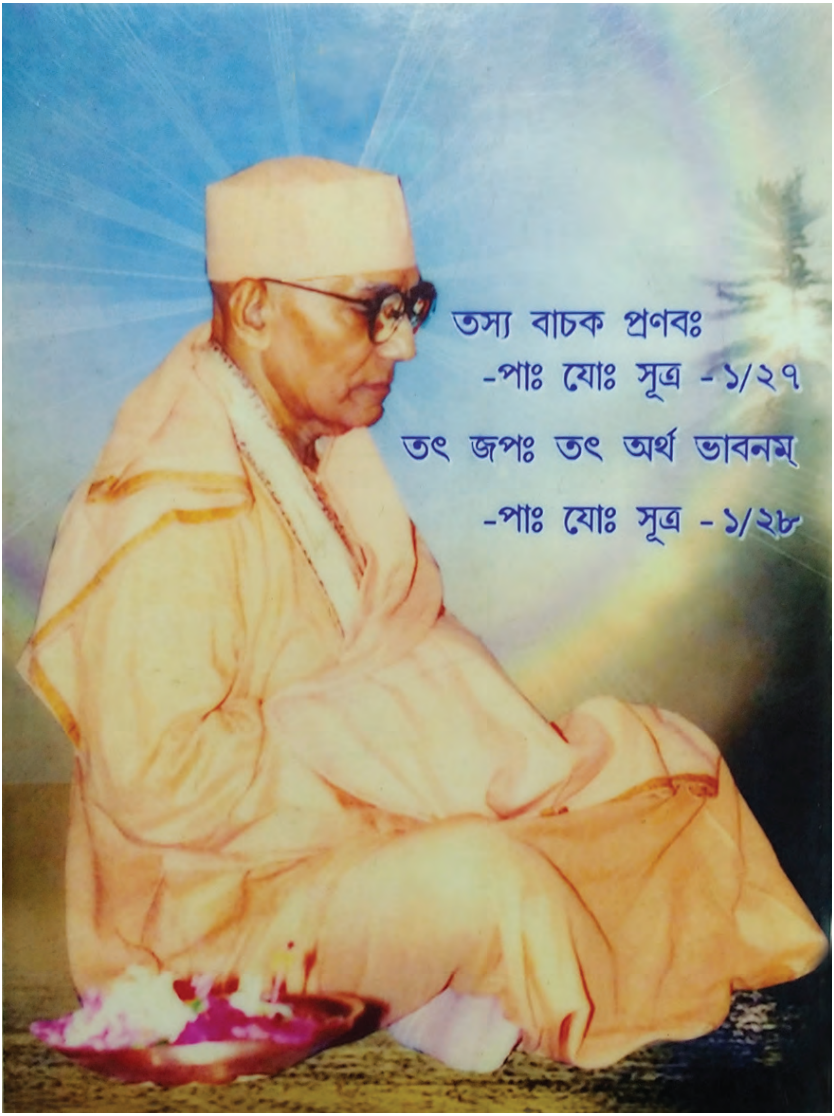
গিরিশ—(আনন্দে) হাঁ।

নবগোপাল—শোনো মানে! শিষ্যের মাথাটা গুরুর জিনিস, আর গুরুর পা শিষ্যের জিনিস। শুনলে?

গিরিশ—না, ও মানে নয়। বাপের ঘাড়ে ছেলে কি চড়ে না? তাই শিষ্যের পা।

নবগোপাল—সে তেমনি কচি ছেলে থাকলে তো হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে



মহারাজের ব্যবহৃত বস্তু নিচয়

১) জগন্নাথ মহাপ্রভুর আটকে প্রসাদ। পূজনীয় মহারাজ স্নানের পর নিত্য একদানা করে গ্রহণ করতেন। ঠাকুর বলতেন, ...



২) ৬ জনের (ঠাকুর, মা, স্বামীজী, অভেদানন্দজী, বিরজানন্দজী ও অচলানন্দজী) ছবি সম্বলিত এই ফটো ফ্রেমটি মহারাজ সর্বদা নিজের কাছে রাখতেন ও জপ ধ্যানের সময় ব্যবহার করতেন।



৩) গেরুয়া কাপড়ে মোড়া এই ছোট বাক্সে ঠাকুর, মা, স্বামীজীর ও অন্যান্যদের 'রেলিক্স' রাখতেন।

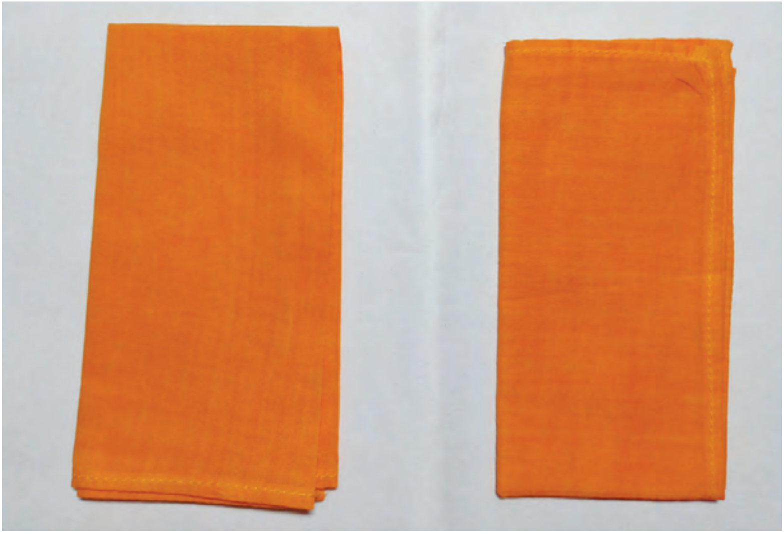


৪) পূজনীয় সারদানন্দজী মহারাজকে পূজিত পুষ্প সংরক্ষিত কৌটো।





৫) পূজনীয় বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে প্রাপ্ত ‘রেলিক্স’ টি এই গেরুয়া রুমাল দিয়ে মুড়ে দীক্ষার্থীদের মাথায় স্পর্শ করে দীক্ষা প্রদান করতেন।



৬) পূজনীয় বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে প্রাপ্ত ‘রেলিক্স’টি গেরুয়া রুমাল দিয়ে মুড়ে এই গোলাকার ব্যাগে রাখতেন।



৭) এই ব্যাগটিতে বিভিন্ন ভাষায় বহু সিদ্ধমন্ত্র প্রভৃতি থাকত।



৮) কমলা রঙের কাপড়ের ব্যাগের ভিতর একটি ব্রীফকেস, এই ব্রীফকেসটিতে সাধন ভজন উপাসনার উপযোগী সামগ্রী, ঠাকুর, মা, স্বামীজীর ফোটো, দুইটি জপমালা (১০৮ দানা একটি, ৫৪ দানার আরেকটি), পুরীর আটকে প্রসাদ, গঙ্গাবারি, কম্পাস, হাত ঘড়ি, ছোট টেবিল ঘড়ি, কলম, সামান্য প্রণামী ও রবারের দুটো ছোট বল প্রভৃতি রাখতেন।



৯) সুমধুর ধ্বনী সম্বলিত এই পূজা ঘন্টাটি মহারাজের বাস গৃহে থাকত।



১০)কমণ্ডুলু :

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, মহাশক্তিসম্পন্ন গুরুদেব পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের ব্যবহৃত কমণ্ডুলু যা তিনি শ্রদ্ধার সাথে ব্যবহার করতেন।



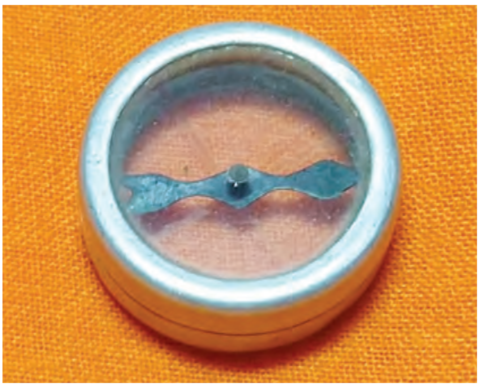
১১) মহারাজের ব্যবহৃত জপের আসন :

মহারাজ আসন সিদ্ধ ছিলেন।



১২) কম্পাস :

উত্তর বা পূর্ব মুখ করে জপের আসন পাতা হয়েছে কিনা, উত্তর বা পূর্বে মুখ করে জপে বসা হল কিনা তা নির্ণয় করবার জন্য মহারাজ এই কম্পাসটি ব্যবহার করতেন। ভাবতে অবাক লাগে জপে বসার জন্যও কম্পাস ব্যবহার করতেন।



১৩)শরীর চর্চায় ব্যবহৃত লাঠি :

মহারাজ এই লাঠি দুই হাতে ধরে মাথার উপর তোলা ও নামানো, সামনে Clockwise ও anti-clockwise ঘোরানো, কোনাকুনি ওঠানো ও নামানো সহ বিভিন্ন ভাবে শরীরচর্চা করতেন।



১৪)দুটি ছোট কালো রঙের বল :

হাতের আঙুলের ব্যায়ামের জন্য এই দুটি বল ব্যবহার করতেন।



১৫) মহারাজের ব্যবহৃত কম্বল



১৬) মহারাজের ব্যবহৃত ধুতি, পাঞ্জাবি ও উত্তরীয়।



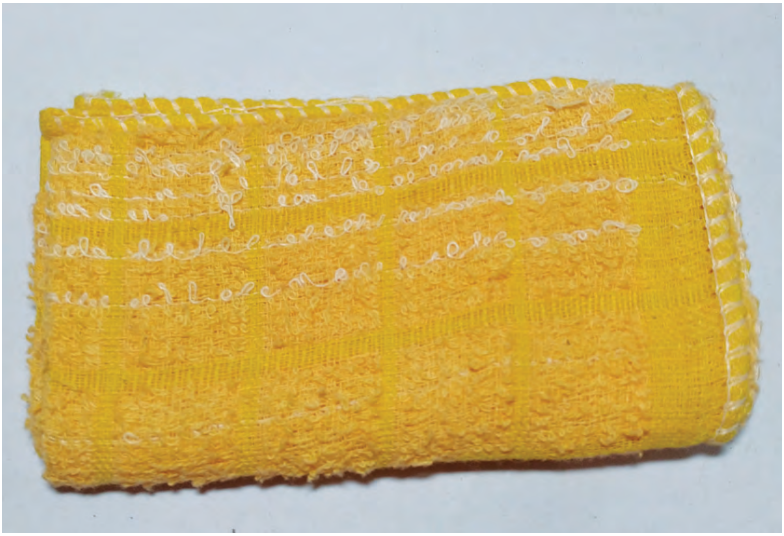
১৭) মহারাজের ব্যবহৃত সুতির টুপি



১৮) মহারাজের ব্যবহৃত উলের টুপি

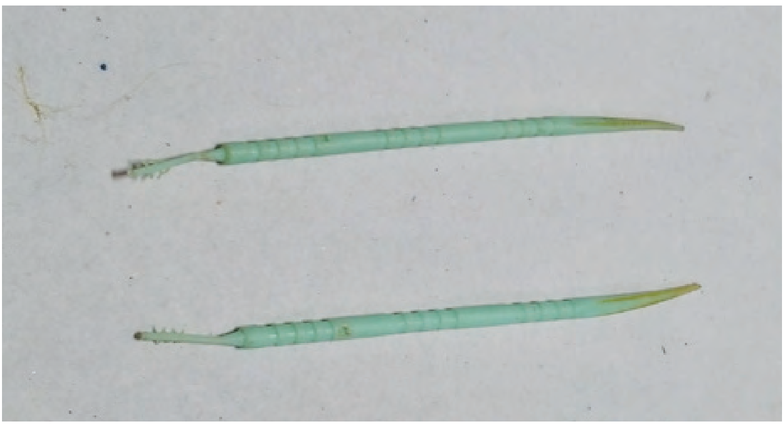


১৯) মহারাজের ব্যবহৃত রুমাল



২০) মহারাজের ব্যবহৃত দাঁত কাঠি :

মহারাজ দাঁত ও দাঁতের মাড়ির খুব যত্ন নিতেন। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সবকটি দাঁতই ছিল।



২১) কাঁটা চামচ :

এই সুন্দর কাঁটা চামচ ফল খাওয়ার সময় ব্যবহার করতেন।



২২) ঘরে ব্যবহৃত চপ্পল :

এই চপ্পল জোড়াটি ঘরেই ব্যবহার করতেন। বাইরে বেরোলে জুতো ব্যবহার করতেন।



২৩) খড়ম :

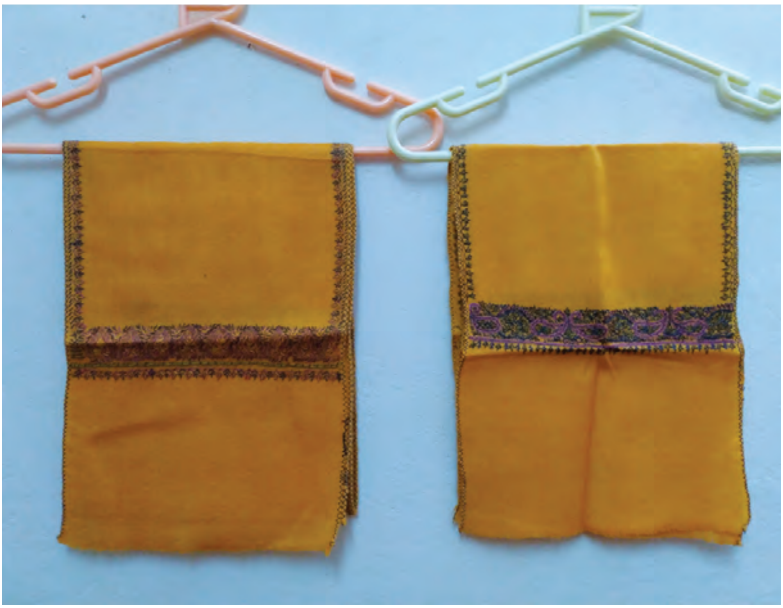
ঘরেতে এই খড়ম ব্যবহার করতেন।



২৪)মহারাজের ব্যবহৃত মোজা



২৫)মহারাজের ব্যবহৃত গলবন্ধনী (মাফ্‌লার)



২৬) মহারাজের ব্যবহৃত পাদুকা





সৌজন্যে ঃ স্বামী নিষ্ঠানন্দ

কালানুক্রমিক একনজরে ঃ

৪ঠা অক্টোবর, বুধবার ১৯১৬ দুর্গামহাষ্টমী তিথিতে শুভ আবির্ভাব (জন্ম)।

পিতা—শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী

মাতা—শ্রদ্ধেয়া সুখময়ী দেবী

চার ভাই—রাকেশরঞ্জন, সুরেশরঞ্জন, বীরেশরঞ্জন, নরেশরঞ্জন।

১৯৩৮ সালে ঁবিজয়া দশমীর দিন বেলুড় মঠ ও দক্ষিণেশ্বর প্রথম দর্শন।

১৯৩৯ সালে জানুয়ারী মাসে ২৩ বৎসর বয়সে ভুবনেশ্বর মঠে যোগদান।

ভুবনেশ্বরেই মন্ত্রদীক্ষা হয়—গুরুদেব স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ।

১৯৪২ সালে আগস্ট মাসে কলকাতার অদ্বৈত আশ্রমে বদলি হয়ে আসেন। (অদ্বৈত আশ্রম তখন কোলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অবস্থিত ছিল।)

১৯৪৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামীজির জন্মতিথিতে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা—নাম—অমৃতচৈতন্য—গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ।

১৯৪৫ সালে নভেম্বর মাসে একমাসের ছুটিতে—দেওঘর, কাশী, কনখল হৃষীকেশ।

১৯৪৭ সালে ছুটিতে মায়াবতীতে তপস্যা।

১৯৪৮ সালে মার্চে ঠাকুরের জন্মতিথিতে নিজ মন্ত্রদীক্ষা গুরু, ব্রহ্মচর্য গুরুর নিকটই সন্ন্যাসদীক্ষা—নাম হয়—স্বামী গহনানন্দ। গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ।

১৯৫২ সালে জুন মাস—বাগের হাট (অবিভক্ত বঙ্গদেশ)—৬ মাস।

১৯৫৩ সালে ফেব্রুয়ারি—শিলং।

১৯৫৪ সালে স্বামীজি জন্মদিবস মহাসমারোহে উদ্‌যাপন ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মশতবর্ষ মহা ধুমধামের সাথে কয়েকদিন ধরে উৎসবাকারে উদ্‌যাপন।

১৯৫৮ সালে শিশুমঙ্গল—কোলকাতা (যা পরবর্তীকালে সেবা প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়)।

১৯৬৫ সালে রামকৃষ্ণ মঠের অছি পরিষদের সদস্য ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালক সমিতির সদস্য হিসাবে নিযুক্ত।

১৯৭৯ সালে মঠ ও মিশনের সহকারী সম্পাদকরূপে নিযুক্ত ও ১৯৮৯ পর্যন্ত এই পদের দায়িত্ব বহন করেন। এরপরই সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন।

১৯৮০ সালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ২য় মহাসম্মেলনের সাফল্যের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেন।

১৯৮১ সালে উত্তরাঞ্চল ভাবপ্রচার পরিষদ গঠন।

১৯৮৪ সালে উত্তর পূর্বাঞ্চল ভাবপ্রচার পরিষদ গঠন।

১৯৯০ সালে হুগলী জেলা, উত্তর ২৪ পরগণা ভাবপ্রচার পরিষদ গঠন।

১৯৯১ সালে ইংলন্ডে যান—ইউরোপের সকল বেদান্ত কেন্দ্রগুলির অধ্যক্ষদের একটি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ঐ সময় লন্ডন শাখা প্রভৃতি কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন।

১৯৯২ সালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সহাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হলেন এবং কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ। দ্বৈত দায়িত্বে সুদীর্ঘ ১৩ বছরে অগণিত ভক্ত নরনারীর আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মিটিয়েছেন।

১৯৯৩ সালে ইতিহাস সৃষ্টিকারী শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসভার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে শিকাগো শহরেই ১৯৯৩ সালে আরেকটি বিশ্বধর্ম

মহাসভা আয়োজিত হয়েছিল—এই ধর্মমহাসভায় রামকৃষ্ণ মিশনকে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়—মহারাজজী রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে উক্ত মহাসভায় অংশগ্রহণ করেন ও শিকাগো হলের বিভিন্ন অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন।

১৯৯৭ সালে স্বামীজির স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ আয়োজিত বিশেষ ট্রেনে বজবজ থেকে স্বামীজির প্রতিকৃতি মহারাজ স্বয়ং নিয়ে আসেন শিয়ালদহ স্টেশনে।

১৯৯৭ সালে ৺গঙ্গোত্রী ও ৺বদ্রীনাথ দর্শন।

২০০২ সালে শিবতীর্থ ৺অমরনাথ দর্শন—DVD তে পাওয়া যায়।

২০০৪ সালে শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধশতবর্ষ জন্মপূর্তি উৎসব। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যোগদান ও তাঁর সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে যোগোদ্যানেও বিশেষ অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয়েছিল। এই উপলক্ষে মহারাজজীর আশীর্বাণী cassettes-এ ধরে রাখা হয়। যা ভক্তদের নিকট অমূল্য সম্পদ—কারণ সেখানে মহারাজজীর কণ্ঠস্বর বর্তমান।

২০০৫, ২৫শে মে, মঠ ও মিশন কর্তৃপক্ষ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজকে চতুর্দশ অধ্যক্ষের পদে নির্বাচিত করেন।

২০০৫, ২৫, ২৬, ২৭শে অক্টোবর বেলুড়মঠে ত্রৈবার্ষিক সাধু সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। বাংলাদেশের ঢাকা কেন্দ্রে সর্বজনীন রামকৃষ্ণ মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন।

২০০৫ সালে বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

২০০৬ সালে নাগপুরে নতুন সর্বজনীন রামকৃষ্ণ মন্দিরের দ্বারোদঘাটন। মুক্তিকামী সেবাব্রতীদের ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসদীক্ষা প্রদান করেন।

২০০৭ সালে 'নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়' তুল্য ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দ্বারোদ্‌ঘাটন।

২০০৭ সালে মুক্তিকামী সেবাব্রতীদের ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসদীক্ষা প্রদান। ১৯৯২ সালে মন্ত্র দীক্ষাদান শুরু—২০০৭ এর ১৭ই জুলাই শেষ দীক্ষাদান করেন। মোট দীক্ষিতের সংখ্যা—১ লক্ষ ৪২ হাজার ৯৫৫ জন।

২০০৭ সালে ৪ঠা নভেম্বর ৫.৩৫ মিনিটে মহাসমাধিলীন।



কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ "স্বামী গহনানন্দ" রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া।

উক্তি সংকলন ঃ

ব্রহ্মলীন পরম পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

১। গুরুমহারাজের সহিত ঘনিষ্ঠতা : প্রাচীন সাধুরা বলতেন, সর্বদা স্মরণে রেখো কেন এখানে এসেছো। গুরুমহারাজ এখানে আছেন, তিনি মন্দিরে বসে আছেন। প্রাত্যহিক প্রার্থনা ও জপের মতো যেখানেই যাবে, যা করবে, সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত তাঁকে জানাবে। যদি বাইরে যাও তাঁর অনুমতি নেবে এবং ফিরে এলেও জানাবে। জগন্নাথ মন্দিরে রাতের সেবার পর পুরোহিতদের দৈনন্দিন কার্যক্রম জানাবার প্রথা আছে—যেন তিনিই রাজা, একমাত্র প্রভু। তাই শুতে যাবার পূর্বে তাঁকে সব জানানো হয়। সেইরকম তোমরাও তাঁকে জানাবে—আমি এই করেছি, সেই করেছি ইত্যাদি। ভালো-মন্দ এমনকি ভুলভ্রান্তিগুলিও জানাবে। কথামৃতে পড়েছ আমাদের তাঁর সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতাতে হবে, এটা জানার জন্য যে, তিনি কে, আর আমরা কারা? এটা হলে সবই হল। এসব আমরা প্রাচীনদের কাছে শুনেছি।



২। ধ্যান ও কর্ম : আমি (স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ) স্বামী অচলানন্দজী মহারাজকে বলেছিলাম, “মহারাজ, স্থানীয় মোহন্ত মহারাজ এমন যে, আমরা সন্ধ্যায় জপধ্যান করতে বসলেও তিনি কাজের জন্য ডাকেন।” আমি ভেবেছিলাম তিনি মোহন্ত মহারাজকে ডেকে বলবেন “ওকে এভাবে বিরক্ত করো না।” কিন্তু মহারাজ আমায় বললেন, ‘যদি উনি কোন কাজের জন্য যেকোন সময় ডাকেন এমনকি তা তোমার জপের সময় হলেও, তুমি গুরুমহারাজের কাছে প্রার্থনা করবে এই বলে যে, আমায় যে কাজ করতে বলা হয়েছে তার জন্য আমি এখানে বসে তোমার পূজো করতে পারছি না। আমায় আশীর্বাদ কর যেন আমি কাজটি সঠিক ভাবে করতে পারি।’ আমাদের এইরকম মনোভাব হওয়া উচিৎ। যদি তোমরা এটি অভ্যাস করতে পারো এবং যদি একটু স্বাদ পাও, তাহলে আর কোন সংঘর্ষ থাকবে না। তিনি যখনই ডাক দেবেন যা আমাদের সেবা করতে আদেশ করবেন, আমরা প্রস্তুত, যেমন স্বামীজী আমাদের থেকে আশা করেছিলেন।

৩। মঙ্গলারতিতে অংশগ্রহণ : তুমি অসুস্থ হলেও মঙ্গলারতিতে অংশগ্রহণ করো। শ্রীশ্রীমার জীবনের ঘটনাটি তোমার জানা আছে। তাঁর স্বাস্থ্য ভালো বোধ হচ্ছিল না। তাই একদিন তিনি ভাবলেন, “ঠিক আছে, আগামীকাল প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করবো না।” কিন্তু তিনি নিজেই অনুভব করেছিলেন যে, পরবর্তী সময়ে সেই পূর্বের সময় সূচীতে ফিরে আসতে তাঁর দীর্ঘ সময় লেগেছিল। দেহের এরূপ প্রকৃতি।

৪। ধৈর্য্যের গোপনতার কথা : প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ সর্বদাই অবিচলিত, প্রশান্ত, ধৈর্য্যশীল ও প্রফুল্ল থাকতেন। যখন তাঁকে তাঁর মানসিক ধৈর্য্যের গোপনতার কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যুত্তর ছিল ঃ গীতায় পড়নি?

“যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।” (ভগবদ্গীতা ৬-১২)

“(যে পরমানন্দ) লাভ করে অন্য কিছুকে যোগী তা অপেক্ষা অধিক লাভজনক মনে করেন না এবং পরমাত্মাপ্রাপ্তিরূপ সেই অবস্থায় স্থিত হয়ে

মহাদুঃখেও বিচলিত হন না।” প্রসঙ্গক্রমে, এটা ছিল তাঁর প্রিয় গীতা শ্লোকগুলির অন্যতম।

৫। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের কেন্দ্রস্থল : শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের কেন্দ্রস্থল (central figure)। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এটি ভুললে চলবে না। তিনি আমাদের পরিবারের কর্তা, তিনি আমাদের আশ্রমের অধিপতি। যখনই বিপদে পড়বে, সমস্যার সম্মুখীন হবে, তাঁকে জানাবে, তাঁকে বলবে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে।

৬। ঠাকুরের প্রতিনিধি : সবসময় মনে করবে আমি তাঁর, ঠাকুরের প্রতিনিধি। প্রতিনিধির নিজস্ব বলতে কিছু থাকে না। এই ভাব সর্বদা মনে জাগরূক থাকলে কখনও বেচালে পা পড়বে না।

৭। চরিত্র গঠনই আসল কথা : চরিত্র গঠনই আসল কথা। ঠাকুর-স্বামীজীর আদর্শে চরিত্র গঠন করতে হবে। চরিত্র গঠনের জন্য আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার খুব প্রয়োজন।

৮। যদি আমরা পরিপূর্ণ তৃপ্তি, প্রকৃত আনন্দ বা স্থায়ী শান্তি পেতে চাই, তাহলে আমাদের এই নিকৃষ্ট বা ক্ষুদ্র সত্তার ঊর্ধ্বে যেতে হবে এবং সেই উৎকৃষ্ট সত্তা যা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, আমাদের চেতনার মূল উৎস—তাঁকে আবিষ্কার করতে হবে।

৯। সব কাজই হবে ঠাকুর সেবা বা পূজা : মঠের প্রতিটি কাজ ঠাকুরকে মনে রেখে, ঠাকুরকে কেন্দ্র করে। তাই প্রতিটি কাজেই ষোল আনা মন দেওয়া প্রয়োজন। আমরা যা কাজ করছি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, ঘর মোছা, ঘর ঝাড়া বা পূজার আয়োজন করা, ফুল-বেলপাতা বা দূর্বা তোলা—যে কাজই হোক না কেন পুরোপুরি মন যদি দেওয়া হয়, তাহলে সব কাজই হবে ঠাকুর সেবা বা পূজা।

১০। ঠাকুরের উপর নির্ভরতা : আমাদের উচিত ঠাকুরের উপর নিজেদের ভার অর্পণ করা। নিজে কি চাইতে কি চেয়ে বসব, কে জানে। ঠাকুরের উপর নির্ভরতা চাই।

১১। সত্যকার মানুষ হয়ে ওঠা : যেসব যুবক সামনে কোন আদর্শ পাচ্ছে না, ঠাকুর, স্বামীজীর আদর্শ তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজ নিজ বাড়িতেও একটা আদর্শ মেনে চলে, তবে তার প্রভাবে ছেলে-মেয়েরাও সত্যকার মানুষ হয়ে উঠবে।

১২। আমাদের লক্ষ্য হবে সকলের কল্যাণ : আমাদের দরকার ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া। আমরা যারা ঠাকুরের এই আদর্শের সংস্পর্শে এসে পড়েছি, আমাদের লক্ষ্য হবে সকলের কল্যাণ করা।

১৩। নিঃস্বার্থ-ভালবাসা : আজকের এই যুগসন্ধিক্ষণে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভাবধারাকে আশ্রয় করে সকলের তরে এগিয়ে এসে একটি যোগসূত্র রচনা করা আমাদের আশু কর্তব্য; যে যোগসূত্রের মূলমন্ত্রটি হবে 'নিঃস্বার্থ-ভালবাসা'।

১৪। যদি তুমি সবসময় মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করার অভ্যাস করে ফেলো তো তোমার মনকে শান্ত করার জন্য আর কিছু করতে হবে না। নিজের মনের সঙ্গে সম্পর্কও তৈরী করতে পারবে, কথাও বলতে পারবে, তুমি জানো শুদ্ধ মনই শুদ্ধ আত্মা, তোমার শুদ্ধ মন তোমারই শুদ্ধ আত্মা। এই মন শুদ্ধ হলে তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের রূপে, নিজের আদর্শ স্বরূপকে জানতে পারবে।





রামকৃষ্ণ আশ্রম, বীকানের

রিপোর্ট

রামকৃষ্ণ আশ্রম, বীকানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অক্টোবর ১৯৯৩ থেকে মার্চ ২০১৮

রামকৃষ্ণ আশ্রম বীকানেরের স্থাপনার প্রেরণামূর্তি আদরণীয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী মাতা পী. তন্‌কম্মার যোগদান উল্লেখ না করলে আশ্রমের ইতিহাস অপূর্ণ থাকবে। মাতা পী. তন্‌কম্মা ১৫ই অক্টোবর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিরুঅনন্তপুরম কেরলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে এম.এ. পাশ করেন, ঐ সময় তিনি তৎকালীন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, তিরুঅনন্তপুরমের অধ্যক্ষ তথা রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের সহাধ্যক্ষ ব্রহ্মলীন পূজ্যপাদ স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজের সান্নিধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারায় প্রভাবিত হন। দৈবযোগে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আলিগড়ে রাজকীয় সেবায় সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা রূপে প্রথম নিযুক্ত হন, সেখানকার জলবায়ু অনুকূল ছিল না, তাই এক বন্ধুর আগ্রহে তিনি বীকানের আসলেন এবং বীকানেরের লেডী এলগিন বিদ্যালয়ে প্রধান অধ্যাপিকার পদে কাজ শুরু করেন। এক বছর পর ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে "মহারানী সুদর্শনা মহিলা মহাবিদ্যালয়ে" সংস্কৃত বিভাগে প্রধান অধ্যাপিকা এবং কার্যবাহক অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে শিক্ষণ কার্য শুরু করেন। সেই সময় শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য শ্রদ্ধেয় স্বামী জপানন্দজী মহারাজের প্রেরণায় বীকানেরের স্থানীয় ভক্তরা ১লা অক্টোবর ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে "শ্রীরামকৃষ্ণ কুঠীর" স্থাপন করলেন। মাতা তন্‌কম্মা প্রথম থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ কুঠীরে শ্রদ্ধেয় স্বামী জপানন্দজী মহারাজের সম্পর্কে আসায় ওনার সেবা প্রবৃত্তি অধিক মুখরিত হয়। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে স্বৈচ্ছিক সেবা নিবৃত্তি নিয়ে তিনি নিজের অসুস্থা মায়ের সেবার জন্য কেরলে ফিরে যান। শ্রদ্ধেয় স্বামী জপানন্দজী মহারাজ ওনাকে মানস পুত্রীর স্নেহ দিয়েছিলেন এবং তিনি ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রয়াণের আগে ভক্তদের থেকে প্রাপ্ত প্রণামীর ধনরাশি থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ কুঠীরে, নিজের মানস পুত্রীর জন্য পৃথক সাধন-ভজন করার জন্য ঘর তৈরী করার নির্দেশ দেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায়

এমন সংযোগ হল যার ফলস্বরূপ মাতা তন্‌কম্মা নিজের ভাবী কর্মভূমি, 'শ্রীরামকৃষ্ণ কুঠীর' বীকানেরে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে সেবার উদ্দেশ্যে ফিরে আসেন।

রামকৃষ্ণ মিশন, 'বেলুড় মঠ' দ্বারা ৮ই ডিসেম্বর ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ২ রা আগষ্ট ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বীকানের হতে ৫ কিলোমিটার দূরে "শিববাড়ী" গ্রামে সঞ্চালিত এক গো-সেবা শিবিরে স্থানীয় ভক্তরা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের অনুপ্রেরণায় এই ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এই শিবিরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বয়োবৃদ্ধ সন্ন্যাসী এবং শিবিরের মুখ্য মহারাজ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য স্বামী অমোঘানন্দজী মহারাজের সান্নিধ্যে স্থানীয় ভক্তদের কিছু কার্যক্রম করার জন্য উৎসাহিত করা হয়, যার ফলস্বরূপ এক গৃহস্থ ভক্ত শ্রী কৈলাশ সিংহের নিবাসে সাপ্তাহিক সৎসঙ্গ তথা পাক্ষিক শ্রীরামনাম সংকীর্তন আরম্ভ করা হয়।

১২ই এপ্রিল ১৯৯২ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন, খেতড়ী তে আয়োজিত প্রান্তস্তরীয় ভক্ত সম্মেলনে বীকানেরের স্থানীয় ভক্তগণরাও সম্মিলিত হলেন এবং ওনারা রামকৃষ্ণ মিশন, খেতড়ীর মার্গ-দর্শনে কার্য নির্বাহ করতে নিশ্চিত হলেন, যার মধ্যে সুদূর স্থানে প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত গ্রামবাসীদের নিঃশুল্ক ওষুধ এবং চিকিৎসা প্রদান করা, বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয় স্থরীয় স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ প্রতিযোগিতা তথা স্বামী বিবেকানন্দের রাজস্থান পদাপর্ণের শতাব্দী সমারোহ আয়োজিত করা ইত্যাদি মুখ্য কার্যক্রম ছিল। বিবেকানন্দ সমিতির প্রায় সমস্ত কার্যক্রমে রামকৃষ্ণ মিশন, খেতড়ীর শ্রদ্ধেয় স্বামী ব্রহ্মলোকানন্দজী মহারাজ সময়ে-সময়ে পদার্পণ করে সফল করলেন।

৬ই এবং ৭ই ডিসেম্বর ১৯৯২ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন, খেতড়ীর সহযোগে বীকানের নগরে দুদিন ব্যাপী প্রান্তীয় ভক্ত সম্মেলন আয়োজন করা হয়, ওটাতে বাইরের রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের মহাত্মাগণ স্বামী অকামানন্দজী কনখল, স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দজী রাজকোট, স্বামী সোমেশ্বরানন্দজী এবং স্বামী ব্রহ্মলোকানন্দজী খেতড়ী থেকে পদার্পণ করলেন। ওনাদের থাকার ব্যবস্থা পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর মন্ত্রশিষ্যা মাতা তন্‌কম্মার প্রেরণায় পরম মাননীয়া রাজমাতা শ্রীমতী সুশীলাকুমারীজী সাহিবা, বীকানের, লালগড় প্যালেসে সাধু

নিবাসে করেছিলেন এবং তৎকালীন রামকৃষ্ণ মিশন, খেতড়ীর সচিবের আগ্রহে মাতা পী. তন্‌কম্মা পরম মাননীয়া রাজমাতা শ্রীমতী সুশীলাকুমারীজী বীকানের, কে ওনাদের আশে পাশে সেবা কাজের জন্য ভূমি দান করার প্রস্তাব রাখলেন কারণ তাতে রাজপরিবারও সৎ-সঙ্গের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হতে পারবেন। এই প্রস্তাবে পরম মাননীয়া রাজমাতা শ্রীমতী সুশীলাকুমারী, বীকানের অতি উৎসাহের সঙ্গে হোটেল করণীভবন প্যালেসের পাশে ২.২১ একর, (৩.৫৩ বিঘা /১৬২০৬.০৬ বর্গফুট) এর ভূখণ্ড রামকৃষ্ণ আশ্রম, বীকানেরের জন্য দান করলেন। এই ভূমির অধিগ্রহণ ১০ই অক্টোবর ১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী সত্যরূপানন্দজী মহারাজ, তৎকালীন সচিব, রামকৃষ্ণ মিশন, রায়পুর, সচিব, রামকৃষ্ণ মিশন, খেতড়ী তথা সমস্ত রাজপরিবার বীকানের, উপস্থিত ভক্ত এবং সহৃদয় জনের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়।

পরম মাননীয়া রাজমাতা শ্রীমতী সুশীলা কুমারীজী বীকানের, মাতা তন্‌কম্মার জন্য আশ্রমের ভূখণ্ডের সঙ্গে জুড়ে থাকা করণীভবন প্যালেসে অস্থায়ী নির্মিত আবাসকে আবশ্যকতানুসারে সুসজ্জিত করে প্রদান করলেন, যেখানে তিনি ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পদার্পণ করলেন তথা এই স্থানে আদরণীয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী মাতা পী. তন্‌কম্মা শেষ জীবন তপস্যায় অতিবাহিত করে ১লা সেপ্টেম্বর ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

এইভাবে বিবেকানন্দ সমিতি "রামকৃষ্ণ আশ্রম" রূপে কার্য করা শুরু করল এবং এর কার্যালয় সমর্পিত ভূখণ্ডের পাশে আদরণীয় রাজমাতা, বীকানের, দ্বারা অস্থায়ীরূপে প্রদত্ত ভবনে স্থানান্তরিত করা হল, আর সেখান থেকেই বর্তমান ভবন নির্মাণ পর্যন্ত সমস্ত আশ্রমের কার্যক্রমগুলো সঞ্চালিত করা হত।

বর্তমান রামকৃষ্ণ আশ্রম ভবনের শিলান্যাস পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের করকমল দ্বারা ১৭ই মার্চ ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্পন্ন হয়, যিনি তৎকালীন রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশন, বেলুড় মঠের সহাধ্যক্ষ ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সচিব, শ্রীমৎ স্বামী মুক্তিকামানন্দজী মহারাজ, সেবক সপ্তর্ষি মহারাজ (শ্রদ্ধেয় স্বামী আত্মনিষ্ঠানন্দ মহারাজ), উত্তম মহারাজ (স্বামী জ্ঞানদীপানন্দ মহারাজ), দিল্লী

রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সচিব শ্রীমৎ স্বামী গোকুলানন্দজী মহারাজ, খেতড়ী রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সচিব শ্রীমৎ স্বামী বিপাশানন্দজী মহারাজ, মুখ্য অতিথি মেওয়াড় রাজঘরানার মহারানা মেওয়াড় শ্রী অরবিন্দ সিংহ জী মেওয়াড়, প্রবন্ধ নির্দেশক, এচ.আর.এচ. গ্রুপ লিমিটেড, উদয়পুর এবং বিশিষ্ট অতিথি বীকানের Division-এর আয়ুক্ত শ্রী সুধীর ভার্গব উপস্থিত ছিলেন। আশ্রমের নতুন পরিসরের উদঘাটন পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, তৎকালীন মহাসচিব, রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশন, উনার করকমলে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর পবিত্র তিথিতে, ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দে সুসম্পন্ন হয়।

রামকৃষ্ণ আশ্রমের কার্যক্রম

আশ্রমে নিয়মিত রূপে ভোরবেলা মঙ্গলারতি এবং সন্ধ্যারতি, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ এবং ভজন সংকীর্তন করা হয়। আশ্রমে কার্যক্রমের ক্যালেণ্ডার নির্ধারিত আছে, সেই অনুযায়ী প্রত্যেক রবিবার সকালে সাপ্তাহিক সৎসঙ্গ, একাদশীতে শ্রীরামনাম, প্রদোষে শ্রীশিবনাম, পূর্ণিমায় শ্রীশ্যামনাম, শুক্লা দ্বিতীয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণনাম এবং অমাবস্যায় শ্রীসারদানাম সংকীর্তন আয়োজিত হয়।

১) মহাপুরুষদের জন্মজয়ন্তী পালন

আয়োজিত কার্যক্রমানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী খুব ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে পূজার্চনা, ভজন, কীর্তন, প্রবচন, পাঠ এবং দরিদ্রনারায়ণের সেবাও অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য মহাপুরুষদের জন্মজয়ন্তীতেও উৎসব পালিত হয় এবং ওনাদের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

২) "রামচরিতমানস" এবং শ্রীমদ্ ভগবদ্ "গীতা" প্রবচন

প্রত্যেক বছরে ত্রিদিবসীয় প্রবচন একবার রামচরিত মানস এবং একবার গীতাপাঠ ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ২০১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রহ্মলীন শ্রীমৎ স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, অদ্বৈত আশ্রম বারাণসী দ্বারা করা হয়।

৩) “গদাধর প্রকল্প”

২০১১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ২০১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন, জয়পুরের সৌজন্যে গদাধর প্রকল্পকে পূজ্য মহারাজজীর নির্দেশানুসারে সফলতাপূর্বক সঞ্চালিত করা হয়।

৪) অন্যান্য

আশ্রমের শুরু থেকে স্বামী বিবেকানন্দের রাজস্থান পদার্পণ শতাব্দী সমারোহ, স্বামী বিবেকানন্দের ভারত পরিক্রমা তথা শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগদান সম্বন্ধীয় শতবার্ষিকী সমারোহ, রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপনা শতাব্দী সমারোহ, বার্ষিক কার্যক্রম নিয়মিত অন্তরালে পূজ্য স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী মহারাজ, স্বামী সত্যরূপানন্দজী সচিব, রামকৃষ্ণ মিশন, রায়পুর, স্বামী ব্রহ্মেশানন্দজী, তৎকালীন সচিব রামকৃষ্ণ মিশন, চন্ডিগড় এবং স্বামী আত্মনিষ্ঠান্দজী সচিব রামকৃষ্ণ মিশন, খেতড়ীর সান্নিধ্যে আধ্যাত্মিক শিবির, যুব সম্মেলন, স্বামী বিবেকানন্দ রথযাত্রা ২০১৪ ইত্যাদি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

৫) দীক্ষা কার্যক্রম

আশ্রমে ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, সহাধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মাঠ এবং মিশন বেলুড় মঠ দ্বারা ৫৫ জনকে এবং ২০১০ খ্রীষ্টাব্দে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, সহাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশন বেলুড় মঠ দ্বারা ৮৩ জন ইচ্ছুক ভক্তকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন।

৬) হোমিও চিকিৎসালয়

আশ্রমে ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে নিঃশুল্ক সেবা রোগীনারায়ণের জন্য চলছে। শুরুতে ডাঃ শ্রীমতী শুভ্রা ভট্টাচার্য্য ২০১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেবা প্রদান করেন। ২০১০ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ডাঃ গার্গী চাওলা সেবা প্রদান করেন এবং বর্তমানে ডাঃ দীপালী আগরওয়াল সেবা করছেন, যার ভিতর প্রতিদিন ৬০-৭০ রোগী উপকৃত হচ্ছেন।

৭) সারদা ভবন

আশ্রমের উত্তর দিকে বহু উদ্দেশ্যপূর্ণ সারদা-ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, যার আধারশিলা ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দে পূজ্যপাদ স্বামী শিবময়ানন্দজী

মহারাজ স্থাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে তৎকালীন শ্রীমৎ স্বামী পূজ্যানন্দজী মহারাজ, সচিব রামকৃষ্ণ মিশন জয়পুর, ব্রহ্মলীন শ্রীমৎ স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী মহারাজ, তৎকালীন সচিব, রামকৃষ্ণ মিশন, নারায়ণপুর তথা শ্রীমৎ স্বামী মুক্তাত্মানন্দজী মহারাজ, তৎকালীন সচিব, রামকৃষ্ণ মিশন, খেতড়ী উপস্থিত ছিলেন। সারদা ভবনের উদ্ঘাটন পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, সহাধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশন ৬ই অক্টোবর ২০১০ খ্রীষ্টাব্দে করেন।

৮) পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গৌতমানন্দজী মহারাজের পদার্পণ

১লা অক্টোবর ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গৌতমানন্দজী মহারাজ, সহাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, চেন্নাই থেকে বীকানের পদার্পণ করলেন এবং আশ্রমে নতুন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ভবনের আধারশিলা স্থাপন করলেন।

৯) পরিব্রাজক সাধুসেবা

রাজস্থান ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আসা রামকৃষ্ণ আশ্রমে পদার্পণ করা সন্ন্যাসীদের আশ্রমের সাধু নিবাসে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ওনাদের আগামী গন্তব্যস্থল পর্যন্ত যাওয়ার ভাড়াও আশ্রমের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। এখন পর্যন্ত পদার্পণ করা **মহাত্মাদের সূচি পরিশিষ্ট ১**-এ সংলগ্ন আছে।

১০) গ্রন্থাগার উদ্ঘাটন

আশ্রম পরিসরে ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দ লোকসেবার অন্তর্গত গ্রন্থাগার উদ্ঘাটন ব্রহ্মলীন শ্রীমৎ স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী মহারাজ, তৎকালীন অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ, এলাহাবাদ দ্বারা করা হয়। গ্রন্থাগারে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারা এবং ধার্মিক তথা অন্যান্য বিষয়ের উপর পাঁচ হাজারেরও অধিক পুস্তক আছে, যার দ্বারা পাঠক/আধ্যাত্মিক পিপাসু ভক্তরা লাভান্বিত হচ্ছেন।

১১) পানীয় জলের ব্যবস্থা

আশ্রমে এক (পানীয় জলের) জলধার আছে, সেটি জনসাধারণের সেবায় সমর্পিত তথা এই সেবা নিরন্তর চলছে।

১২) প্রকাশন

আশ্রম নির্মাণের স্মারক বিমোচন ৭ই এপ্রিল ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মলীন শ্রীমৎ স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী মহারাজ দ্বারা করা হয়েছে, ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠের স্বামী তৎপরানন্দজী মহারাজের হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক "হমারী সনাতন উপাসনা পদ্ধতি"-র বিমোচনও ব্রহ্মলীন শ্রীমৎ স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী মহারাজ দ্বারা করা হয়। উক্ত পুস্তক শ্রী নিতেশ কুমার খত্রী সুপুত্র শ্রীমতী পদ্মাদেবী এবং ধর্মপত্নী স্বর্গীয় শ্রী হরিকিশন জী খত্রী (খেমানী) পুস্তকটি ছাপানোর সমস্ত খরচ বহন করেন।

১৩) পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজের পদার্পণ

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ সহাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ ২১শে মার্চ ২০১৮ সালে বীকানের আশ্রমে পদার্পণ করেন। ওনার সঙ্গে ওনার সচিব স্বামী চন্দ্রকান্তানন্দজী মহারাজ, নিজস্ব সেবক স্বামী সেবাত্মানন্দজী মহারাজ, স্বামী দেবপ্রভানন্দজী মহারাজ, সচিব, রামকৃষ্ণ মিশন জয়পুর উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে ২৫ জন ভক্তবৃন্দকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করে কৃতার্থ করেন।

এই উপলক্ষ্যে আশ্রম থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় গ্রন্থ 'গহন আনন্দ চিন্তন' প্রথম ভাগ, গ্রন্থটি সংকলন করেন বেলুড় মঠের স্বামী তৎপরানন্দজী মহারাজ (রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের ১৪তম অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ দ্বারা সাধকগণ ও ভক্তগণের জিজ্ঞাসা সমাধান হেতু লেখা পত্র এবং বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীগণের স্মৃতিকথার সংকলন)-এর উন্মোচন পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ, সহাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ দ্বারা ২২শে মার্চ ২০১৮ সালে করা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা শিকাগো আমেরিকায় বিশ্বধর্ম পরিষদের ঐতিহাসিক বক্তৃতার ১২৫তম বর্ষের স্মৃতি উপলক্ষ্যে ১১ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে বীকানের প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সভা আয়োজিত করা হয়।

আমেরিকায় শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের যোগদানের ১২৫তম জয়ন্তী রামকৃষ্ণ আশ্রম বীকানের শনিবার ২২শে সেপ্টেম্বর খুব

ধুমধামের সঙ্গে উদ্‌যাপন করা হয়। এতে সম্বিত শিক্ষণ সংস্থান এবং আকাশদীপ সি.উ.মা. বিদ্যালয়ের যুব ছাত্র-ছাত্রীগণ অংশগ্রহণ করে। ঠিক পরদিন ২৩শে সেপ্টেম্বর স্বামী দেবপ্রভানন্দজী মহারাজ, সচিব রামকৃষ্ণ মিশন, জয়পুর আধ্যাত্মিক শিবিরের নিদর্শন করেন।

১৪) উদ্যান

আশ্রমের সম্পূর্ণ ভূখণ্ডে ডাঃ অতুলচন্দ্র, ডাঃ রমেশ অরোড়া তথা ডাঃ ইন্দ্রমোহন বর্মা, উদ্যানবিদের পরামর্শে এবং ব্রহ্মচারী নির্মলের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম দ্বারা অত্যন্ত সুন্দর, স্নিগ্ধ, ছায়াবহুল, মনোরম, সুসজ্জিত, সুবাসিত উদ্যান আছে, সেই উদ্যানে নানা ধরনের ফুল এবং ফলের গাছ আছে, যেমন রঙ্গন, গোলাপ, জবা, জুঁই, চামেলী, নীমচাঁপা, রাতরানী, শিউলী, চাঁপা, স্বর্ণচাঁপা, কাঠচাঁপা, কেওড়া, মধুকামিনী ইত্যাদি ফুল উদয় অস্ত আশ্রমের পরিবেশকে সুবাসিত করছে এবং নীম, গুলমোহর, সজনে, কলা, সবেদা, ফলসা, জাম, জামরুল, কমলালেবু, লেবু, আমলকী, তুঁত, আম, বেদানা, পেঁয়ারা এবং আঁতা ইত্যাদি গাছগুলো নিজেদের সৌন্দর্যের ছটা এবং ফল দিয়ে আশ্রমকে ভরিয়ে তুলেছে।

'গহন আনন্দ চিন্তন কোষ'

অধুনা 'গহন আনন্দ চিন্তন' গ্রন্থের প্রকাশন, পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের শিষ্যমণ্ডলী ও অনুরাগী ভক্তদের মুক্তহস্তে অর্থদানের মাধ্যমে সম্ভব হল। প্রকাশনের কাজ ভবিষ্যতে ঠিকমত চালিয়ে রাখার জন্য পাঠকমণ্ডলী এবং ভক্তবৃন্দের কাছে আমাদের বিনম্র নিবেদন, যে এই জন্য তৈরি করা এই কোষটিতে নিজের সামর্থ্য অনুসারে অর্থ পাঠালে যা অর্থ সংগ্রহ হবে সেটা কে শুধু এই গ্রন্থের তিনটি ভাষায়ে-বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে প্রকাশনের জন্য কাজে লাগানো হবে। অর্থ পাঠাতে গেলে উল্লেখিত ফর্মটি (পরিশিষ্ট-৪) পূরণ করে পাঠাবেন বা আলাদা করে ও দরকারি তথ্য অর্থ সহ পাঠিয়ে এই পুণ্য কাজে সহভাগী হন।

রামকৃষ্ণ আশ্রম, বীকানের সঞ্চালন সমিতি

• ব্যাঙ্ক •

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পাব্লিক পার্ক, বীকানের
Savings Account No. 51095258825
(IFCS Code No. SBIN0031162)
আশ্রমের প্যান নম্বর—AAATR8192C

• অডিটার •

বী. কে. মোদী এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্টেন্টস, বীকানের

• কার্যকর্তা •

প্রো. নরেন্দ্র কুমার শর্মা, বিমল শর্মা, হনুমানলাল তন্বর, মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য, গজেন্দ্র সিংহ রাজপুরোহিত, ডাঃ শ্রীমতী শুভ্রা ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী রোশানী, শ্রীমতী সঙ্গীতা পাওয়ার, রাম সিংহ পাওয়ার, এ.জী. শর্মা, কিশন সিংহ রাজপুরোহিত, সুমের সিংহ রাঠৌড়, সুবেদার মেজর দিলীপ সিংহ চৌহান, ভাস্কর দেব বর্মন, মনোহর সিংহ ভাটী, পবন কুমার রাজপুরোহিত, মোতী সিংহ, রাজু সিংহ, রাওলসিংহ, সুরেন্দ্র সিংহ গহলোত, অশোক ঝা, ওমপ্রকাশ ইন্দা, সুরেন্দ্র কুমার অরোড়া, নির্মল পুরোহিত, নন্দকিশোর ভৃগু, নরেন্দ্র সিংহ রাঠৌড়, অভিষেক সিংহ চৌহান, অভিমুন্য সিংহ চৌহান, ইজি. জে.পী, অরোড়া, লালপ্রসাদ স্বামী, দিলীপ গৌড়, নরেন্দ্র সিংহ ভাটী, নখত সিংহ রাঠৌড় এবং শ্রবণ সিংহ রাঠৌড়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—সংসারে হবে না কেন? তবে বড় কঠিন। আজ বাগবাজারের পুল হয়ে এলাম। কত বন্ধনেই বেঁধেছে। একটা বন্ধন ছিঁড়লে পুলের কিছু হবে না, আরও অনেক শিকল দিয়ে বাঁধা আছে—তারা টেনে রাখবে। তেমনি সংসারীদের অনেক বন্ধন। ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে সে বন্ধন যাবার উপায় নাই।

"তাঁকে দর্শন করলে আর ভয় নাই; তাঁর মায়ার ভিতর বিদ্যা-অবিদ্যা দুই আছে;—দর্শনের পর নির্লিপ্ত হতে পারে। পরমহংস অবস্থায় ঠিক বোধ হয়। দুধে জলে আছে, হাঁসে যেমন দুধ নিয়ে জল ত্যাগ করে। হাঁস পারে কিন্তু শালিক পারে না।"

একজন ভক্ত—তবে সংসারীর উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তাঁর বাক্য অবলম্বন; তাঁর বাক্যরূপ খুঁটি ধরে ঘোরো, সংসারের কাজ করো।

"গুরুকে মানুষবুদ্ধি করতে নাই। সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন। গুরুর কৃপায় ইষ্টকে দর্শন হয়, তখন গুরু ইষ্টতে লীন হয়ে যান।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে

(পরিশিষ্ট—১)

পরিব্রাজক সাধু সেবা

নাম মহাত্মাগণ	অবধি
পরমশ্রদ্ধেয়	
ব্রহ্মলীন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, তৎকালীন মহাউপাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়মঠ	১৬-১৭/০৩/১৯৯৭
শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, তৎকালীন মহাসচিব, রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়মঠ	(১) ১-৩/০৬/১৯৯৯ (২) ০৬-০৭/১০/২০১০
শ্রীমৎ স্বামী গৌতমানন্দজী মহারাজ, মহাউপাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ চেন্নাই	২-৪/১০/২০১৫
শ্রীমৎ স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজ, বেলুড়মঠ	(১) ৮-৯/০৭/২০০৩ (২) ২৫-২৬/০৩/২০০৫
স্বামী গিরিধরানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়মঠ	৪-৬/০১/১৯৯৮
ব্রহ্মলীন শ্রীমৎ স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী মহারাজ	(১) ১৫-১৯/০৪/১৯৯৫ (২) ১০-১২/০২/১৯৯৬ (৩) ২৩-২৫/০৭/১৯৯৬ (৪) ১৫-১৯/০৯/১৯৯৭ (৫) ০৩-০৫/০১/১৯৯৮ (৬) ২২-২৫/১০/১৯৯৮ (৭) ১৩-১৫/০৪/১৯৯৯ (৮) ৩০-০৮/০৪/০৯/১৯৯৯

ক্রমাগত	(৯) ৫-৯/০৪/২০০১ (১০) ৪-৮/১২/২০০১ (১১) ৩০/০৮-৪/০৯/২০০২, (১২) ২৫-২৭/১২/২০০৩ (১৩) ৮-১২/০৩/২০০৪ (১৪) ০৯-১২/০২/২০০৫ (১৫) ১৪-১৮/০৮/২০০৬ (১৬) ১৯-২১/১১/২০০৭, (১৭) ১৪-১৫/০৯/২০০৮ (১৮) ২০-২৩/০৮/২০০৯ (১৯) ২৫-২৭/১২/২০০৯ (২০) ২৫-২৭/০২/২০১০ (২১) ০৬-০৭/১০/২০১০ (২২) ২০-২২/০৮/২০১১ (২৩) ২৯-৩১/১০/২০১১ (২৪) ২৬-৩০/০৯/২০১৩ (২৫) ১৫-২১/০৯/২০১৪ (২৬) ৩-১১/০৭/২০১৫ (২৭) ১৪-১৮/০৩২০৯৬ (২৮) ২৬/০৯-০১/১০/২০১৬
স্বামী সত্যরূপানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, রায়পুর	(১) ৮-১১/১০/১৯৯৩ (২) ২৫-২৭/০২/২০১০
স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ আশ্রম, রাজকোট	(১) ৬-৭/১২/১৯৯২ (২) ১২-১৪/০৪/১৯৯৩

স্বামী বিপাশানন্দজী মহারাজ, তৎকালীন সচিব, রামকৃষ্ণ মিশন, খেতড়ী	১৬-১৭/০৩/১৯৯৭
স্বামী মুক্তাত্মানন্দজী মহারাজ, তৎকালীন সচিব, রামকৃষ্ণ মিশন, খেতড়ী	২৩-২৫/০৩/২০০৫
স্বামী আত্মনিষ্ঠানন্দজী মহারাজ, সচিব, রামকৃষ্ণ মিশন, খেতড়ী	(১) ১৬-১৭/০৩/১৯৯৭ (২) ০৬-০৭/১০/২০১০ (৩) ৭-৯/০৯/২০১৪ (৪) ৯-১০/১০/২০১৬
স্বামী ব্রহ্মলোকানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, খেতড়ী	(১) ১৪/৬/১৯৯২ (২) ৬-৭/১২/১৯৯২ (৩) ১২-১৪/০৪/১৯৯৩ (৪) ১০-১২/০২/১৯৯৬
ব্রহ্মলীন শ্রীমৎ স্বামী অকামানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, কনখল	৬-৭/১২/১৯৯২
ব্রহ্মলীন শ্রীমৎ স্বামী গোকুলানন্দজী মহারাজ, তৎকালীন সচিব, রামকৃষ্ণ মিশন, দিল্লী	১৬-১৭/৩/১৯৯৭
ব্রহ্মলীন শ্রীমৎ স্বামী পূজ্যানন্দজী মহারাজ, তৎকালীন সচিব, রামকৃষ্ণ মিশন, জয়পুর	(১) ১৬-১৭/০৩/১৯৯৭ (২) ৮-৯/০৩/২০০৩ (৩) ২৫-২৬/০৩/২০০৫
স্বামী দেবরূপানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, রহড়া	জুলাই ১৯৯৮
স্বামী অমর্ত্যানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ	১৯৯৯

স্বামী ধ্রুবেশানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, লিম্বড়ী	১৯৯৭
স্বামী বিমোক্ষানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, রাঁচী	১৯৯৫
স্বামী সত্ত্বানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, বারাণসী	১৯৯৬
স্বামী সুব্রতানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, আসানসোল	১৯৯৭
স্বামী ইন্দ্রাত্মানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্ট হোম, রহড়া	২২/১১/১৯৯৯
স্বামী তন্ময়ানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, দেরাদুন	২০০০
স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, দেরাদুন	১৯৯৯
স্বামী ব্রহ্মেশানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বারাণসী	২৮-৩০/১১/২০১১
স্বামী সুজয়ানন্দজী মহারাজ, বেলুড়মঠ	১০/৭/২০০০
স্বামী বির্নিমুক্তানন্দজী মহারাজ, জয়পুর	২৯/৭/২০০০
স্বামী নিরন্তরানন্দজী মহারাজ, বেলুড় মঠ	(১) ২৯/৭/২০০০ (২) ২৫-২৬/১০/২০১০
স্বামী দিব্যসংগানন্দজী মহারাজ, জয়রামবাটী	৯/৮/২০০০
স্বামী ধীরূপানন্দজী মহারাজ, উত্তরকাশী	৯/৮/২০০০
স্বামী গীতাত্মানন্দজী মহারাজ, কলকাতা	২/১০/২০০০

স্বামী লোকোত্তরানন্দজী মহারাজ, বেলুড়মঠ	৩১/১০-১/১১/২০০০
স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, জয়পুর	(১) ২/১৯৯৭ (২) ৩১/১০-১/১১/২০০০ (৩) ০৮-০৯/০৭/২০০৩ (৪) ২২-২৩/০৭/২০০৫ (৫) ২৫-১০/২০১০
স্বামী বেদজ্ঞানন্দজী মহারাজ, নরেন্দ্রপুর	৩১/১০-১/১১/২০০০
স্বামী অতন্দ্রানন্দজী মহারাজ, বেলুড়মঠ	৬-৮/১১/২০০২
স্বামী কৃতাত্মানন্দজী মহারাজ, বেলুড়মঠ	৭-৯/০৩/২০০১
স্বামী স্নিগ্ধানন্দজী মহারাজ	৭-৯/০৩/২০০১
স্বামী অনুকম্পানন্দজী মহারাজ, আঁটপুর	৩০/০৩-১/০৪/২০০১
স্বামী আত্মধ্যানানন্দজী মহারাজ, চেন্নাই	২৭-২৮/০৭/২০০১
স্বামী চন্দ্রশেখরানন্দজী মহারাজ, লক্ষ্ণৌ	৩০/০৭-১/০৮/২০০১
স্বামী সত্যদেবানন্দজী মহারাজ, তৎকালীন সচিব, সেবা প্রতিষ্ঠান, কলকাতা	১২-১৩/১০/২০০১
স্বামী ত্রিপুরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, দেওঘর	১৮-২১/০২/২০০২
স্বামী লক্ষ্মীকান্তানন্দজী মহারাজ	১৮-২১/০২/২০০২
স্বামী প্রত্যয়গাত্মানন্দজী মহারাজ, বেলুড়মঠ	৫-৬/০৩/২০০২
স্বামী একানন্দজী মহারাজ, খেতড়ী	৮-১০/০৭/২০০২
ব্রঃ শংকর মহারাজ, শিলচর	৮-১০/০৭/২০০২
স্বামী সোমানন্দজী মহারাজ, কোলকাতা	১৭-১৯/১০/২০০২
স্বামী অভিজ্ঞানন্দজী মহারাজ, মায়ের বাড়ী	২৫-২৬/১০/২০০২

স্বামী স্নেহময়ানন্দজী মহারাজ, ধলেশ্বর	৯-১১/১১/২০০২
স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ, জয়পুর	২৫-২৬/০৩/২০০৩
স্বামী চিরন্তনানন্দজী মহারাজ, পোরবন্দর	১০-১২/০৬/২০০৩
স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজ	১০-১২/০৬/২০০৩
স্বামী শ্যামলানন্দজী মহারাজ, শিকড়াকুলীন গ্রাম	২৯-৩০/০৬/২০০৩
ব্রহ্মলীন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী মহারাজ, কনখল	৭-৮/০৯/২০০৩
স্বামী অন্তরানন্দজী মহারাজ, আলং	১-৪/১০/২০০৩
স্বামী দেবপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ, আসানসোল	১২-১৩/১০/২০০৩
স্বামী হরপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ, বলরাম মন্দির, কলকাতা	১৫/১০/২০০৩
ব্রঃ সুভাষ মহারাজ	১৫/১০/২০০৩
ব্রঃ ত্রিদিব মহারাজ	১৫/১০/২০০৩
স্বামী চিদ্‌সুখানন্দজী মহারাজ, বেলুড়মঠ	১৭-১৯/১১/২০০৩
স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ, ইটানগর	২৩-২৪/১১/২০০৩
স্বামী পরাবিদ্যানন্দজী মহারাজ, চিঙ্গলপেট	২৩-২৭/০১/২০০৪
স্বামী বিদেহাত্মানন্দজী মহারাজ, রায়পুর	(১)২৯/০২-৪/০৩/২০০৪ (২)৪-৯/০৩/২০০৬
স্বামী স্বয়ংসংবেদ্যানন্দজী মহারাজ, ত্রিবান্দ্রাম	১৩-১৪/০৩/২০০৪
স্বামী সুমন্ত্রানন্দজী মহারাজ, রাঁচি	১৮-২০/০৭/২০০৪

স্বামী তপোময়ানন্দজী মহারাজ, সারদাপীঠ, বেলুড়মঠ	১১-১২/১১/২০০৪
স্বামী আত্মদীপানন্দজী মহারাজ, সারদাপীঠ, বেলুড়মঠ	১১-১২/১১/২০০৪
স্বামী সর্বপ্রেমানন্দজী মহারাজ, সারদাপীঠ, বেলুড়মঠ	১১-১২/১১/২০০৪
স্বামী অনিকেতানন্দজী মহারাজ, শিলং	২১-২৩/১১/২০০৪
স্বামী গৌরাঙ্গনন্দজী মহারাজ, হায়দ্রাবাদ	২৫-২৬/১২/২০০৪
স্বামী প্রিয়তাত্মানন্দজী মহারাজ, কলকাতা	২৫-২৬/১২/২০০৪
স্বামী পরার্থানন্দজী মহারাজ, শিলং	২০-২৩/০৩/২০০৫
স্বামী শিবনামানন্দজী মহারাজ, গৌহাটী	১৩-১৫/০৬/২০০৫
স্বামী অব্যয়াত্মানন্দজী মহারাজ, নারায়ণপুর	২২-২৩/০৭/২০০৫
স্বামী মথুরেশানন্দজী মহারাজ, কলকাতা	৮-১০/১২/২০০৫
ব্রঃ মুক্তচৈতন্য, নতুন দিল্লী	২৪-২৭/০১/২০০৬
স্বামী দিব্যরসানন্দজী মহারাজ, আলং	০৪/০৩/২০০৬
স্বামী বীরভদ্রানন্দজী মহারাজ, কোইলাণ্ডী	২১-২২/০৩/২০০৬
স্বামী ব্রহ্মতত্ত্বানন্দজী মহারাজ, রহড়া	২২-২৩/০৪/২০০৬
স্বামী জ্ঞানেন্দ্ররানন্দজী মহারাজ, জয়পুর	(১)১৪-১৮/০৮/২০০৬ (২) ১২-১৫/০৯/২০০৬
স্বামী শেখরানন্দজী মহারাজ, মনসাদ্বীপ	১৬-১৮/১০/২০০৬
স্বামী নিত্যকামনানন্দজী মহারাজ, কলকাতা	২৫-২৬/১০/২০০৬
স্বামী অপ্রমেয়ানন্দজী মহারাজ, চেরাপুঞ্জী	০৬-০৭০১/২০০৭
স্বামী আরাধ্যানন্দজী মহারাজ, চেরাপুঞ্জী	০৫-০৭/০১/২০০৭
স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ, বেলুড়মঠ	১৯-২১/০৩/২০০৭
স্বামী অমৃতেশানন্দজী মহারাজ, বেলুড়মঠ	২০-২১/০৩/২০০৭
স্বামী সদাত্মানন্দজী মহারাজ, বেলুড়মঠ	০৪-০৬/০৪/২০০৭

স্বামী আত্মসুধানন্দজী মহারাজ, ইটানগর	০৫-০৬/১৪/২০০৭
স্বামী ভক্তিময়ানন্দজী মহারাজ, বেলুড়মঠ	০৫-০৬/০৪/২০০৭
স্বামী অচলাত্মানন্দজী মহারাজ, দেওঘর	১৫-১৭/০৪/২০০৭
স্বামী হিতরূপানন্দজী মহারাজ	১৬-১৭/০৭/২০০৭
স্বামী বাগনাতানন্দজী মহারাজ	১৮-১৯/০৭/২০০৭
স্বামী নিত্যজ্ঞানানন্দজী মহারাজ, বেলুড়মঠ	২৭-৩০/০৮/২০০৭
ব্রঃ সৌমিত্র মহারাজ, নির্মুক্ত চৈতন্য, বাগবাজার	২৮-৩০/১০/২০০৭
স্বামী অনুক্তানন্দজী মহারাজ, চেরাপুঞ্জী	১৯-২০/০১/২০০৮
স্বামী একবোধানন্দজী মহারাজ, শিলং	১৯-২০/০১/২০০৮
স্বামী যতীশানন্দজী মহারাজ	১৯-২২/০১/২০০৮
স্বামী অনঘানন্দজী মহারাজ, বেলুড়মঠ	২৪-২৬/০১/২০০৮
স্বামী সিদ্ধিপ্রদানন্দজী মহারাজ, নারায়ণপুর	০৪-০৬/০২/২০০৮
ব্রহ্মলীন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী মহারাজ, যোগোদ্যান, কলকাতা	২৫/০৭/২০০৮
ব্রঃ পুণ্যচৈতন্য, রামকৃষ্ণ মিশন, নারায়ণপুর	০৫/৮/২০০৮
স্বামী দেবপ্রভানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, রায়পুর	১৬-১৭/০৯/২০০৮
স্বামী গোপেশ্বরানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান, কলকাতা	২২/১০/২০০৮
স্বামী ব্রহ্মাবিদ্যানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, গড়বেতা	০৭/১১/২০০৮
স্বামী বিনিশ্চয়ানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশন, মেদিনীপুর	০৭/০১/২০০৮
স্বামী সহৃদানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ, এলাহাবাদ	২২-২৪/১১/২০০৮

স্বামী দেবতানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল	(১)০৩/০২/২০০৯ (২) ১৬-১৭/১১/২০০৮
স্বামী সুবীরানন্দজী মহারাজ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ	০৯/০৩/২০০৯
স্বামী ভক্তিরূপানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ	০৯/০৪/২০০৯
স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দজী মহারাজ, অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী	২৩/০৮/২০০৯
স্বামী কমলেশ্বরানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা	১২/১০/২০০৯
স্বামী পদ্মানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা	১২/১০/২০০৯
স্বামী বীতকামানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়মঠ	১২/১০/২০০৯
স্বামী অরূপাত্মানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ	১২/১০/২০০৯
স্বামী সুমিত্রানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর	২৪-২৫/১০/২০০৯
স্বামী সন্নিরুদ্ধানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ	০৯-১১/১১/২০০৯
স্বামী দেববরানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ	০৯-১১/১১/২০০৯
স্বামী হরদেবানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ	০৯-১১/১১/২০০৯
স্বামী জগন্নিবাসানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রায়পুর	১৮-১৯/১১/২০০৯

স্বামী প্রজ্ঞাত্মানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রায়পুর	২৫-২৭/০২/২০১০
স্বামী তৎপরানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, নরোত্তমনগর, অরুণাচল প্রদেশ/বেলুড় মঠ/লক্ষ্ণৌ	(১) ০৭-১১/০৪/২০১০ (২) ২৩/০১/২০১৩ (৩) ২৭/০৯-৪/১০/২০১৬ (৪) ১৫ই মার্চ থেকে ৩রা এপ্রিল ২০১৮ (৫) ২৬শে ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে ২রা জানুয়ারী ২০১৯
স্বামী হৃদয়ানন্দজী মহারাজ, তৎকালীন সচিব, রামকৃষ্ণ মিশন, জয়পুর	(১) ০৩/০৯/২০১০ (২) ০৬-০৭/১০/২০১০ (৩) ২৯-৩০/১০/২০১১ (৪) ০২-০৪/১০/২০১৫
স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, জয়পুর	০৩/০৯/২০১০
স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ	০৬-০৭/১০/২০১০
ব্রঃ বিজ্ঞান মহারাজ	০৬-০৭/১০/২০১০
স্বামী মায়াতীতানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল বরোদা, গুজরাত	০৪/১২/২০১০
দীপক মহারাজ, রামকৃষ্ণ কুঠির, ওঁকারেশ্বর	০৫/১২/২০১০
স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, কাটিহার, বিহার	২৫/১২/২০১০
স্বামী ত্যাগময়ানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, শিলং, মেঘালয়	০৬/০১/২০১১

স্বামী একনিষ্ঠানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, জয়পুর	০৭-১০/১০/২০১১
স্বামী সর্বময়ানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ, বামুনমুড়া, বারাসত, কোলকাতা	২০-২২/০২/২০১১
স্বামী অলিপ্তানন্দজী মহারাজ, শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটী	২৩/০৩/২০১১
ব্রঃ নির্লিপ্তচৈতন্য, রামকৃষ্ণ মিশন, জয়পুর	(১) ০৪/০৩/২০১১ (২) ০৫-০৭/১০/২০১১ (৩) ০৫/১২/২০১১ (৪) ১/১২/২০১২ (৫) ০২-০৩/০৬/২০১৩
স্বামী তদ্‌বোধানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোম, বেলঘরিয়া, কলকাতা	১৪/১০/২০১১
স্বামী অভীষ্টানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ	১৮/১০/২০১১
স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ	১৮/১০/২০১১
স্বামী কৃষ্ণাত্মানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ	১৮/১০/২০১১
স্বামী জয়দানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ, নাগপুর	২৯-৩০/১০/২০১১
স্বামী চিরন্তনানন্দজী মহারাজ, কনখল	২৯-৩০/১০/২০১১
স্বামী যোগমুক্তানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, খেতড়ী	২৯-৩০/১০/২০১১

স্বামী ব্রজমোহনানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়মঠ	২৯/০১/২০১২
স্বামী দিনকরানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়মঠ	২৫-২৬/০৫/২০১২
স্বামী গৌরীশানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, জয়পুর	২৮-০৭ থেকে /৪/০৮/২০১২
স্বামী বরপ্রদানন্দজী মহারাজ, পোরবন্দর	০১-০৫/১০/২০১২
স্বামী প্রভুনামানন্দজী মহারাজ, ময়াল-বন্দীপুর	০৭/১০/২০১২
স্বামী অলোকেশানন্দজী মহারাজ, নরেন্দ্রপুর	৩০/১০/২০১২
স্বামী দিব্যজ্ঞানানন্দজী মহারাজ, নরেন্দ্রপুর	৩০/১০/২০১২
স্বামী বাসবানন্দজী মহারাজ, তমলুক	৩০/১০/২০১২
স্বামী অর্ন্তবোধানন্দজী মহারাজ, তমলুক	৩১/১০/২০১২
স্বামী স্বরূপাত্মানন্দজী মহারাজ, তমলুক	২৯/০২/২০১৩
স্বামী জগদম্বানন্দজী মহারাজ, রহড়া	২৯/১০/২০১৩
স্বামী আর্তিহরানন্দজী মহারাজ, রহড়া	২৯/১০/২০১৩
স্বামী তেজোময়ানন্দজী মহারাজ, কানপুর	০৮/১১/২০১৩
স্বামী গরিমানন্দজী মহারাজ, বিশাখাপত্তনম	৩০/১১/২০১৩
স্বামী শ্রীবৎসানন্দজী মহারাজ, চাঁদীপুর	১০/২/২০১৪
স্বামী ব্রজমোহনানন্দজী মহারাজ, ইটানগর	১০/২/২০১৪
স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজ, কর্ণাটক	২২/৩/২০১৪
স্বামী সুমেধানন্দজী মহারাজ, হাম্পেট, কর্ণাটক	(১)২২/৩/২০১৪ (২)২২/১/২০১৪

স্বামী চৈতন্যানন্দজী মহারাজ, কর্ণাটক	২২/৩/২০১৪
স্বামী বুদ্ধিযোগানন্দজী মহারাজ, কর্ণাটক	২২/৩/২০১৪
স্বামী স্বাত্মানন্দজী মহারাজ, বেঙ্গালুরু	২২/৩/২০১৪
স্বামী পদ্মানন্দজী মহারাজ, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড	২২/৩/২০১৪
স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজ, পোর্টব্লেয়ার	২২/৩/২০১৪
স্বামী তদভবানন্দজী মহারাজ, বরিষা, কলকাতা	২৮/৩/২০১৪
স্বামী অকুণ্ঠাত্মানন্দজী মহারাজ, বরিষা, কলকাতা	২২/৩/২০১৪
ব্রঃ সুরেশচৈতন্য, কর্ণাটক	২২/৩/২০১৪
স্বামী নন্দীশ্বরানন্দজী মহারাজ, বারাণসী	৩১/৩/২০১৪
স্বামী অজীতানন্দজী মহারাজ, বেলুড়মঠ	৩১/৩/২০১৪
স্বামী শান্তিনাথানন্দজী মহারাজ, বারাণসী	৩১/৩/২০১৪
স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী মহারাজ, বারাণসী	৩১/৩/২০১৪
স্বামী বালগোপালানন্দজী মহারাজ, পুণে	৩১/৩/২০১৪
স্বামী জ্ঞানদীপানন্দজী মহারাজ, বেলুড়মঠ	০৪/৪/২০১৪
স্বামী যোগীন্দ্রানন্দজী মহারাজ, বাঁকুড়া	০৪/৪/২০১৪
স্বামী আত্মগতানন্দজী মহারাজ, ইটানগর	১০/৪/২০১৪
স্বামী ব্রহ্মস্থানানন্দজী মহারাজ, নাগপুর	১৫/৪/২০১৪
স্বামী শক্তিসারানন্দজী মহারাজ, রাঁচি	৩১/৭/২০১৪
স্বামী শিবকৃপানন্দজী মহারাজ, বেঙ্গালুরু	২৫/৮/২০১৪
ব্রঃ অরুণ মহারাজ, খেতড়ী	৭-৯/৯/২০১৪

স্বামী দিবাকরানন্দজী মহারাজ, নরোত্তমনগর	১০/১০/২০১৪
স্বামী ইষ্টব্রতানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা	১০/১০/২০১৪
স্বামী মহীধরানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা	১০/১০/২০১৪
স্বামী অমৃতত্বানন্দজী মহারাজ, বেলুড়মঠ	১১/১১/২০১৪
স্বামী রঘুরামানন্দজী মহারাজ, বেঙ্গালুরু	১১/১১/২০১৪
স্বামী দিব্যপ্রেমানন্দজী মহারাজ	২৩/১১/২০১৪
স্বামী কুশলানন্দজী মহারাজ, মুম্বাই	৩০/১১/২০১৪
স্বামী মহাবীরানন্দজী মহারাজ, রায়পুর	১৬/১২/২০১৪
স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজী মহারাজ, কর্ণাটক	২২/০১/২০১৫
স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ, কর্ণাটক	২২/০১/২০১৫
স্বামী সুখাত্মানন্দজী মহারাজ, উটী	৬-৭/০৩/২০১৫
স্বামী বীরেশানন্দজী মহারাজ, বেলুড়মঠ	৬-৭/০৩/২০১৫
স্বামী রঘুবীরানন্দজী মহারাজ, রাজকোট	৬-৭/০৩/২০১৫
স্বামী শান্তিব্রতানন্দজী মহারাজ, মৈশূর	২৩-২৪/০৩/২০১৫
স্বামী রামাশ্রয়ানন্দজী মহারাজ, যোগোদ্যান মঠ, কাঁকুড়গাছী, কলকাতা	৮-১০/০৮/২০১৫
স্বামী আত্মত্যাগানন্দজী মহারাজ, চেন্নাই	২-৪/১০/২০১৫
স্বামী দেবপ্রভানন্দজী মহারাজ, সচিব, জয়পুর	১৬-১৭/৯/২০০৮ ২-৪/১০/২০১৫ ১৯-২০/২/
স্বামী গতমোহনানন্দজী মহারাজ, শিকড়া কুলীনগ্রাম	২৩-১১/১১/২০১৫

স্বামী পরার্থানন্দজী মহারাজ, শিকড়া কুলীনগ্রাম	২৩-১১/১১/২০১৫
স্বামী প্রভুময়ানন্দজী মহারাজ, নরোত্তমনগর	২৩-১১/১১/২০১৫
স্বামী করুণানন্দজী মহারাজ, এলাহাবাদ	২৪/০৯/২০১৬
স্বামী বলদেবানন্দজী মহারাজ, বেলঘরিয়া, কলকাতা	৩/১০/২০১৬
স্বামী ভদ্রাত্মানন্দজী মহারাজ, বেলঘরিয়া, কলকাতা	৩/১০/২০১৬
স্বামী হিতকরানন্দজী মহারাজ, খেতড়ী	৭-৯/১০/২০১৬
স্বামী সর্বগানন্দজী মহারাজ, তৎকালীন সচিব রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা	৭-৯/১০/২০১৬
স্বামী যোগমুক্তানন্দজী মহারাজ, খেতড়ী	৭-৯/১০/২০১৬
স্বামী ত্রিগুণেশানন্দজী মহারাজ, গৌহাটী	১১/০৩/২০১৭
স্বামী চিদম্বরানন্দজী মহারাজ, মেঙ্গালোর	১১/০৩/২০১৭
ব্রঃ হরিচৈতন্য মহারাজ, খেতড়ী	২৭/০৩/২০১৭
স্বামী সদ্‌ব্রতানন্দজী মহারাজ, ভুবনেশ্বর	২৭/০৩/২০১৭
স্বামী শিবেষানন্দজী মহারাজ, কুচবিহার	০৩/০৬/২০১৭
স্বামী অনন্তাত্মানন্দজী মহারাজ, খেতড়ী	০২/০৯/২০১৭
স্বামী দীপ্তেশানন্দজী মহারাজ, সরিষা	১০/১০/২০১৭
স্বামী শ্যামসুন্দরানন্দজী মহারাজ, সরিষা	১০/১০/২০১৭
স্বামী মহাকালানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল	১৬-১৭/১১/২০১৭
শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ, মহাউপাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ	২১-২৩/০৩/২০১৮

স্বামী চন্দ্রকান্তানন্দজী মহারাজ, সচিব	২১-২৩/০৩/২০১৮
স্বামী সেবাত্মানন্দজী মহারাজ, সেবক, মহাউপাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ	২১-২৩/০৩/২০১৮
স্বামী প্রপত্যানন্দজী মহারাজ, সম্পাদক, বিবেকজ্যোতি, রায়পুর	০৬-০৭/০৪/২০১৮
স্বামী আদিপুরুষানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, গোলপার্ক, কোলকাতা-২৯	২০-২১/০৩/২০১৯





শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্র শিষ্য এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সন্ন্যাসী শিষ্য—স্বামী জপানন্দজী



স্বামী অমোঘানন্দজী মহারাজের সঙ্গে বীকানেরে রামকৃষ্ণ মিশনের গো-সেবার শিবিরে, ১৯৮৮



গো-সেবা শিবিরে স্বামী অমোঘানন্দজী মহারাজের সঙ্গে ভক্তগণ



ভক্তদের সঙ্গে স্বামী সত্যরূপানন্দজী মহারাজ ১৯৮৯



বিবেকানন্দ সমিতির গ্রামীণ চিকিৎসা শিবিরে মহিলা চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা প্রদান ১৯৯২



রামকৃষ্ণ আশ্রম বীকানেরের সংস্থাপিকা প্রেরণামূর্তি মাতা তন্‌কম্মা (১৫.১০.১৯১৮-১.৯.২০০৬)



রামকৃষ্ণ আশ্রম বীকানেরের প্রদত্ত ভূমিখন্ডের একটা দৃশ্য, ৩রা জানুয়ারী ১৯৯৩



বিবেকানন্দ সমিতির কার্যক্রমে স্বামী সত্যরূপানন্দজী, অক্টোবর ১৯৯৩



রাজমাতা, বীকানের দ্বারা প্রদত্ত ভূমিখন্ডের কার্যক্রমে মাতা তন্‌কম্মা দ্বারা স্বাগত ভাষণ ১০ অক্টোবর ১৯৯৩



বীকানের মহারাজা শ্রী নরেন্দ্র সিংহ বাহাদুর দ্বারা কর্পূর আরতি, নির্মাল্য গ্রহণ ১০.১০.১৯৯৩



রাজমাতা বীকানের দ্বারা সম্বোধন, ১০ অক্টোবর ১৯৯৩



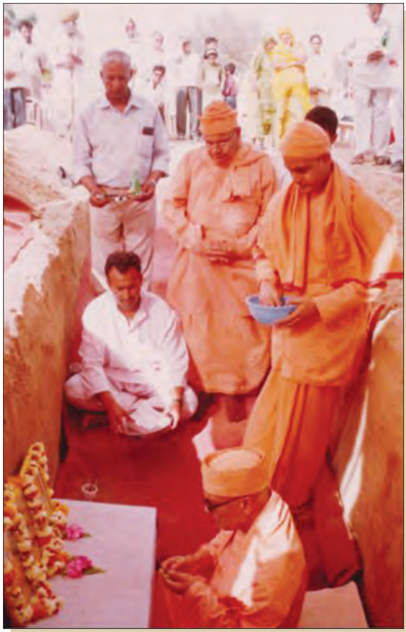
পুরনো ঠাকুর কক্ষের সামনে বীকানের রাজমাতা এবং পূজ্য স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী মহারাজ ১৯৯৭



সমস্ত রাজ পরিবার, মাতা তন্‌কম্মা এবং স্বামীজীগণ (নতুন ভূমিখণ্ডে)



আধার শিলা স্থাপন সমারোহ সভা ১৬.০৩.১৯৯৭।
পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সঙ্গে মেবাড়
শ্রীজী অরবিন্দ সিংহ জী হুজুর





পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ দ্বারা আশ্রমের আধার শিলা স্থাপন ১৭.০৩.১৯৯৭





পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ দ্বারা আশ্রমের ভূমি দর্শন ১৭.৩.১৯৯৭



উপস্থিত ভক্তগণ





পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ দ্বারা
আশ্রমের আধার শিলা স্থাপন ১৭.০৩.১৯৯৭

কলকাতা যাওয়ার পথে ট্রেন থেকে তোলা ছবি



পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এবং বীকানেরের ভক্তমণ্ডলী ১৭.৩.১৯৯৭



আশ্রমের অন্য এক ভবন, অধুনা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়, বহু উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সভাগৃহ





পুস্তক বিক্রয় ১৯৯২





আশ্রমের ডীড-এর অবলোকন করছেন পূজ্যপাদ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বারাণসী, ১৯৯৮

আশ্রমের নির্মাণকার্য্যের যোজনার অবলোকন করছেন পূজ্যপাদ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, নিউদিল্লী, ২০০০



পূজ্যপাদ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ দ্বারা নবনির্মিত আশ্রমের উদ্বোধন সমারোহ ৩.৯.১৯৯৯





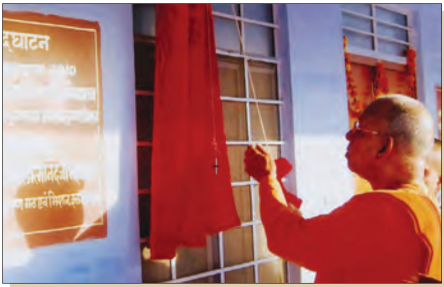
মা সারদা পাবলিক স্কুলের উদ্বোধনের জন্য আগত পূজ্যপাদ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজের রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে স্বাগত





মঞ্চে ঠাকুরকে পূজ্যপাদ স্বামী স্মরণানন্দজী দ্বারা অর্ঘ্য নিবেদন, ৬.১০.২০১০

আশ্রমে পূজ্যপাদ স্বামী স্মরণানন্দজীকে ভক্তদের প্রণাম, ৬.১০.২০১০



পূজ্যপাদ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ দ্বারা মা সারদা পাব্‌লিক স্কুলের উদঘাটন ৬ই অক্টোবর ২০১০



পূজ্যপাদ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ উপমুখ্য ট্রাস্টী বিকানের আশ্রমের মহারাণী শ্রীমতী পদ্মাকুমারীজীর অভিবাদন গ্রহণ করছেন ৬ই অক্টোবর ২০১০



পূজ্যপাদ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ ফিতা কেটে মা সারদা পাবলিক স্কুল ভবনের উদঘাটন করছেন—৬ই অক্টোবর ২০১০



মঞ্চে উপবিষ্ট মহারাজগণ



উপস্থিত ভক্তবৃন্দ





স্বামী বিবেকানন্দ রথযাত্রা উপলক্ষ্যে স্বামী আত্মনিষ্ঠানন্দ দ্বারা ছাত্রদের উৎসাহ প্রদান



স্বামী ব্রহ্মেশানন্দজী দ্বারা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ৩০-১০-২০১১



ধ্যান শিবিরে ভক্তদের দিশা নির্দেশ ৩০-১০-২০১১





সভায় উপস্থিত ভক্তবৃন্দ





মঞ্চে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীবৃন্দ ৩০-১০-২০১১



স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী এবং স্বামী সত্যরূপানন্দজী মহারাজ ২৫-০২-২০১০



স্বামী বিবেকানন্দ প্রদর্শনীতে স্বামী বিবেকানন্দ সজ্জিত এক যুবক ২০১১











পূজ্যপাদ স্বামী গৌতমানন্দজী দ্বারা আশ্রমের হোমিও ডিস্‌পেনসারীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ১-১০-২০১৫





স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী মহারাজ দ্বারা স্বামী তৎপরানন্দজীর পুস্তক
'হমারী সনাতন উপাসনা পদ্ধতি'-এর উদ্বোধন ৩০-৯-২০১৬।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজের বীকানের আগমন ঃ ২১শে মার্চ ২০১৮



স্বামী তৎপরানন্দ মহারাজ দ্বারা পূজ্যপাদ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজকে স্বাগত- অভ্যর্থনা ও মাল্যদান





হোটেল করণী ভবন প্যালেসের সাধু নিবাসে পূজ্যপাদ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ ও অন্যান্য সাধুবৃন্দ









রামকৃষ্ণ আশ্রম, বীকানের পরিসরে পূজ্যপাদ মহারাজ















রামকৃষ্ণ আশ্রম, বীকানের পরিসরে পূজ্যপাদ মহারাজ





ট্রাস্ট্রী কৈলাশ সিংহের দ্বারা মহারাজকে বস্ত্র দিয়ে সম্মান





মহারাজজীকে সম্মান প্রদান





মহারাজজীকে সম্মান প্রদান

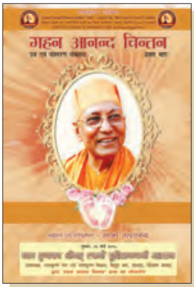




'গহন-আনন্দ-চিন্তন' হিন্দী সংস্করণের উন্মোচন



প্রথম উন্মোচিত গ্রন্থটিতে পূজ্যপাদ
স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজের স্বাক্ষর





গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দকে স্মারক চিহ্ন প্রদান



ভাষণরত পূজ্যপাদ স্বামী
সুহিতানন্দজী মহারাজ



ভাষণরত গ্রন্থটির সংকলক স্বামী
তৎপরানন্দজী মহারাজ



ভাষণরত স্বামী চন্দ্রকান্তানন্দজী
মহারাজ



স্বামী দেবপ্রভানন্দজীকে স্মারক চিহ্ন প্রদান



বীকানের মহারাণী শ্রীমতী পদ্মাকুমারীজী সাহিবাকে
স্মারক প্রদান করছেন ডঃ প্রভা ভার্গব।



উন্মোচিত গ্রন্থটির সঙ্গে মাননীয়া শ্রীমতী পদ্মাদেবীজী



হলে উপস্থিত ভক্তগণ

(পরিশিষ্ট—২)

বিশিষ্ট অতিথিগণের তালিকা

পরম মাননীয়া রাজমাতাজী শ্রীমতি সুশীলা কুমারীজী বীকানের, পরম মাননীয় মহারাজ শ্রী নরেন্দ্র সিংহজী বাহাদুর, বীকানের, পরম মাননীয়া রাজকুমারী দক্ষা কুমারীজী বীকানের, পরম মাননীয়া রাজকুমারী সিদ্ধিকুমারীজী, বিধায়ক পূর্ব বীকানের, পরম মাননীয়া রাজমাতা শ্রীমতি কৃষ্ণা কুমারী জী সুকেত, হিমাচল প্রদেশ, পরম মাননীয় শ্রীজী হুজুর অরবিন্দ সিংহজী মহারানা, উদয়পুর, রাজকুমারী বিজয়রাজ কুমারী জী, শ্রী সুধীর ভার্গব, আয়ুক্ত বীকানের, ডঃ ব্রহ্মারাম চৌধুরী, প্রোঃ মুনেন্দ্রকুমার এরন, ডঃ রবিন্দ্র কুলশ্রেষ্ঠ, ডঃ ধর্মচন্দ্র জৈন, ডাঃ গজেন্দ্র সিংহ মনোহর, ডাঃ দীয়ান বাহাদুর কোচর, শ্রী বিপিন গোয়েল, ডাঃ স্নেহলতা শুক্লা, ডাঃ উমাকান্ত গুপ্ত, ডাঃ প্রকাশবতী শর্মা, শ্রী মনমোহন সিংহ যাদব, ডাঃ প্রভা ভার্গব, শ্রী শিবভগবান রাজপুরোহিত, সহায়ক আয়ুক্ত দেবস্থান বিভাগ, শ্রী দলপত সিংহদিনকর আর. এ. সী কমাণ্ডেন্ট, শ্রী শরৎচন্দ্র শোত্রিয়, অতিরিক্ত সত্র, ন্যায়ধীশ, শ্রী ও. পী. মীনা উপযুক্ত, আয়কর, শ্রী লক্ষ্মী নিবাস ঝুনঝুনওয়ালা, এল.এন.জে, ভীল গড়া গ্রুপ অফ ইন্ড্রাস্ট্রিস, নতুন দিল্লী, ডাঃ (শ্রীমতি) শুভ্রা ভট্টাচার্য, শ্রী দ্বারকানাথ অনেজা এস.বী.বী. জে সহায়ক প্রবন্ধক, ডাঃ (শ্রীমতি) জ্যোৎস্না ওঝা, ডাঃ এস কন্দ্যপ, ডাঃ বিজয় বোথরা, ডাঃ দেবন্দ্র অগ্রয়াল, ডাঃ (শ্রীমতি) পুষ্পলতা ভটনাগর, ডাঃ ঘনশ্যাম পন্ধার, ডাঃ শরৎকল্লা, ডাঃ (শ্রীমতি) প্রেম রাঠোড়, ডাঃ কেদার শর্মা, শ্রী এন.আর.কালরা, আয়কর উপযুক্ত, শ্রী হনুবন্ত সিংহ, শ্রী গোপাল উপাধ্যক্ষ, ডাঃ হরনাম সিংহ, এ্যাডভোকেট, কুমারী বিমলা শর্মা, প্রোঃ এন. কে. শর্মা, শ্রী নন্দলাল বন্সল, শ্রী ভঁবর পুরোহিত, শ্রী সোহনলাল সান্‌খলা, কুমারী শ্বেতা জাঙ্গিড়, বৈদ্য মহেন্দ্র প্রকাশ চাড়া, শ্রী নন্দলালজী তান্তিয়া, কোলকাতা, শ্রী ভরত চুড়িআলা, মুম্বাই, ডাঃ (শ্রীমতি) নীলকমল গহলোত, ডাঃ গার্গী চাওলা, ডঃ হেমন্ত কুমার পাণ্ডে, বিভাগাধ্যক্ষ, রসায়নশাস্ত্র, ডুঙ্গর মহাবিদ্যালয়, বীকানের, ধর্মপাল সিংহ জৈন, ডাঃ সুশীলা কুমারী ওঝা, ডাঃ মধু অগ্রয়াল, ডঃ (শ্রীমতি) অনিলা পুরোহিত, প্রোফেসর

(ইতিহাস), ডঃ দিগ্বিজয় সিংহ নির্দেশক, মহাবিদ্যালয় রাজনীতি, ডুঙ্গর মহাবিদ্যালয়, কুমারী স্নিগ্ধা পাণ্ডে, শ্রীমতি পূজা শর্মা, ডঃ শুচিস্মিতা চ্যাটার্জী, ইজি. ডী. আর. জোশী, মুখ্য অভিযন্তা, কুমারী মোনিকা পুরোহিত, ইডিঃ বৃজ গোপাল ব্যাস, প্রোঃ এল.এন.খত্রী, ডঃ অভয় সিংহ টাঙ্ক, সচিব, সম্বিত শিক্ষণ সংস্থান, শ্রীমতি অপরাজিতা রাও, প্রিন্সিপাল, আকাশ দীপ পাবলিক স্কুল, শ্রী দিলীপ গৌড় ইত্যাদি।

সঙ্গীত ঃ

স্বামী সর্বগানন্দজী, স্বামী অনন্তাত্মানন্দজী, স্বামী যোগযুক্তানন্দজী, শ্রী কেশব শর্মা, লালপ্রসাদ স্বামী, রাজারাম পাণ্ডে, নরেন্দ্র সিংহ রাঠোড়, শ্রীমতি মীনা রামাবত, মাষ্টার তরতনকান, শ্রীমতি পুষ্পা ভার্গব, রামচন্দ্র সিংহ পান্বর, শ্রীমতি অরুণা জাঙ্গিড় ইত্যাদি।

(পরিশিষ্ট—৩)

‘গহন আনন্দ চিন্তন’ গ্রন্থ্ প্রকাশনের উদ্দেশ্যে আর্থিক সহযোগ করা দাতাগণের নামের তালিকা

১) স্বামী সর্বলোকানন্দজী, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর

২) স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দজী, রামকৃষ্ণ মিশন, মুজফ্‌ফরপুর, বিহার

৩) স্বামী দয়াপূর্ণানন্দজী, বিবেকানন্দ আশ্রম, শ্যামলাতল

৪) শ্রীমতি গীতা ধনঞ্জয় বাড়ের এবং শ্রীধনঞ্জয় বালাকৃষ্ণ বাড়ের, পুণে

৫) শ্রী শুভঙ্কর দাশগুপ্ত, বেহালা, কলকাতা

৬) শ্রী দেবতোষ নাগ, শ্রীমতি সোনিয়া নাগ, কুমারী প্রিয়া নাগ,
কুমারী মুনিয়া নাগ, কলকাতা

৭) শ্রীমতি ত্রুপ্তি ব্যাস, গুজরাট

৮) ডাঃ শ্রী অনিন্দ্য সুন্দর মন্ডল, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ

৯) ডাঃ শ্রী শুভেন্দু দেবনাথ, শ্রীমতি মিঠুন দেবনাথ, ঠাকুরগাঁও

১০) শ্রী সরোজ সাহা, শ্রীমতি মীরা সাহা, কলকাতা

১১) স্বর্গীয় পিতা-মাতা যতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং শঙ্করী চক্রবর্ত্তী স্মরণে
শ্রীমতি অলকানন্দা দিদি, খোন্‌সা, অরুণাচল প্রদেশ

১২) শ্রী তমোমণি ঘোষ, বেঙ্গালুরু

১৩) শ্রী সুনীতি কুমার বসু

১৪) শ্রীমতি দীপা বৈদ, শ্রী মধুসূদন বৈদ, কুমারী বিদূষী বৈদ,
কুমারী শুভাঙ্গী বৈদ, লক্ষ্ণৌ

১৫) প্রফেসর ডাঃ সতীশ আর গোয়ালী, পুণে

১৬) শ্রীমতি সোমা চট্টোপাধ্যায়

১৭) শ্রীমতি তারা খেতান, শ্রী ডি.এন.খৈতান, লক্ষ্ণৌ

১৮) শ্রীমতি অর্পনা আর পোখারেল, কাঠমান্ডু, নেপাল

১৯) শ্রী কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

২০) শ্রীমতি ঈশিতা বন্সল নারায়ণ, লক্ষ্ণৌ

২১) স্বর্গীয় মোহনলাল মোদীর স্মরণে শ্রীমতি কমলা খত্রী, শ্রীমতি সীমা খত্রী, কুমারী হন্সা খত্রী, কুমারী ড্রিনি খত্রী, শ্রীমান কর্ণিজাষ খত্রী, কুমারী জ্যোতি খত্রী, শ্রীমান নরেন্দ্র খত্রী, কুমারী চার্বি এবং কুমারী চেষ্টা খত্রী।

২২) শ্রী অনিল কুমার মাহাতো, নিউ দিল্লী

২৩) শ্রী গুরুদাস চ্যাটার্জী এবং শ্রীমতি স্বপ্না চ্যাটার্জী, নিউ দিল্লী

২৪) শ্রী সুদেশ গর্গ, অম্বালা কেন্ট

২৫) শ্রী প্রণব কান্তি রায় এবং শ্রীমতি ঊর্না রায়, পুণে

২৬) শ্রী তরুণ কুমার শর্মা

২৭) শ্রী রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণপুর, কলকাতা

২৮) শ্রীমতি স্নিগ্ধা বক্সী

২৯) ব্রহ্মলীন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজী মহারাজ, স্বর্গীয় সুনীল কুমার গুপ্ত (শ্বশুরমশাই), স্বর্গীয় রবীন্দ্র দাশগুপ্ত (বাবা), স্বর্গীয়া বাসন্তী দাশগুপ্ত (মা) স্মরণে শ্রীমতি রুমকী গুপ্ত

৩০) শ্রীমতি সর্বাণী গুপ্তা রায়, বেহালা

৩০) শ্রীমতি নীতিকা ভরদ্বাজ, বেঙ্গালুরু

৩১) শ্রীমতি শ্রুতি মুখার্জী, শ্রী পিয়াস মুখার্জী এবং কুমারী শ্রীমোয়ী মুখার্জী, বেলঘরিয়া, কলকাতা

৩২) শ্রী গৌরব ঘোষ, কলকাতা

৩৩) শ্রী ভরত ঘোষ, বোলপুর

৩৪) শ্রী দেবেন্দ্র রাও

৩৫) শ্রী দেবর্ষি ঘোষ

৩৬) শ্রীমতি করবী ব্রহ্ম, কলকাতা

৩৭) শ্রী শুভজীৎ বসু, ভোপাল

৩৮) ডাঃ শ্রী শীর্ষেন্দু চ্যাটার্জী এবং শ্রীমতি তানিয়া চ্যাটার্জী, নিউ দিল্লী

৩৯) ব্রহ্মলীন স্বামী জুষ্টানন্দজী মহারাজের স্মরণে শ্রীমতি ঈপ্সিতা চক্রবর্ত্তী, কলকাতা

৪০) শ্রী অশোক চক্রবর্ত্তী

৪১) ডাঃ শ্রী এন. ডি. ভট্টাচার্য, শ্রীমতি অনামিতা ভট্টাচার্য এবং শ্রী অনুপম ভট্টাচার্য, মুম্বাই

৪২) শ্রী নরহর গণপত

৪৩) স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত (ঠাকুরদা) এবং স্বর্গীয়া হিরণবালা দত্তগুপ্ত (ঠাকুরমা) স্মরণে শ্রীমতি সীমা ভট্টাচার্য

৪৪) শ্রী অভিজিৎ

৪৫) শ্রীমতি সুচরিতা মুখার্জী এবং শ্রী কাজল মুখার্জী

৪৬) শ্রী তরুণ চৌরাশীয়া, ইন্দোর

৪৭) অখিল

৪৮) পার্থ দত্ত

৪৯) শ্রী অশোক কুমার সেনগুপ্ত এবং শ্রীমতি সুস্মিতা সেনগুপ্ত, পাটুলী

৫০) শ্রী পরেশ রঞ্জন রায়চৌধুরী, নরেন্দ্রপুর

৫১) শ্রী সুমন দেবনাথ, শ্রীমতি ঝুনু সেন, আগরতলা

৫২) শ্রী অনিল সচদেব, বারাণসী

৫৩) শ্রী পলাশ হালদার, দক্ষিণ ২৪-পরগণা

৫৪) শ্রীমতি মিতা জানা, বিষ্ণুপুর, ২৪ পরগণা (দক্ষিণ)

৫৫) স্বামী তৎপরানন্দজী, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর

(পরিশিষ্ট—৪)

‘গহন আনন্দ চিন্তন’ কোষ

‘গহন আনন্দ চিন্তন’ গ্রন্থ প্রকাশনার স্থায়ী তহবিল

আপনি আপনার অনুদান ‘গহন আনন্দ চিন্তন’ গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য স্থায়ী তহবিল-এর পাঠাতে পারেন। এই দানের অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকে ও প্রাপ্ত সুদের টাকা গ্রন্থ প্রকাশনার কার্য্যে এবং “স্বামী গহনানন্দ স্মৃতি স্মারক” বক্তৃতার জন্য আগত সাধুদের সেবার কাজে ব্যয় করা হয়। এই অনুদান আপনি আপনার কোনো প্রিয়জনের স্মৃতির উদ্দেশ্যেও প্রদান করতে পারেন।

শুধুমাত্র এককালীন ৫০০০ (পাঁচ হাজার টাকা) বা তদূর্ধ অর্থ এই তহবিলে প্রদান করতে পারেন। ‘রামকৃষ্ণ আশ্রম, বীকানের’ এই নামে প্রদত্ত চেক /ডিম্যান্ড ড্রাফট-এর মাধ্যমে এই তহবিলে অনুদান পাঠাতে পারেন। এই তহবিলে ‘রামকৃষ্ণ আশ্রম, বীকানের’ এই নামে প্রেরিত সকল অনুদান ভারতীয় আয়কর অধিনিয়ম আইন ১৯৬১-এর অন্তর্গত ধারা ৮০জি তে আয়কর মুক্ত।

গ্রন্থ প্রকাশনার স্থায়ী তহবিলে অনুদান পাঠাতে হলে পিছনে দেওয়া ফর্মটি যথাযথ ভাবে পূরণ করে আমাদের পাঠাতে হবে। দরকার পড়লে এই ফর্মের ফটোকপিও আপনি ব্যবহার করতে পারেন। যদি এই ফর্ম আপনার কাছে না থাকে তাহলে আপনার চেক/ডিডির সাথে প্রেরিত একটি চিঠিতে লিখে পাঠান যে এই অনুদান আপনি গ্রন্থ প্রকাশনার স্থায়ী তহবিলে প্রদান করছেন। চিঠিতে আপনার PAN, Mobile No., সম্পূর্ণ ঠিকানা, ইত্যাদি দেওয়া আবশ্যক।

আপনার অনুদান ডাকযোগে পাঠালে হারানো বা চুরি থেকে বাঁচাতে স্পীড পোস্ট/রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে পাঠানোই যুক্তিযুক্ত। অনুদান পাঠানোর ঠিকানা—

সচিব, রামকৃষ্ণ আশ্রম, ‘গহন আনন্দ চিন্তন’ প্রকাশন বিভাগ, হোটেল করণী ভবন প্যালেস-এর নিকট, করণীনগর, লালগড়, বীকানের ৩৩৪০০১ (রাজস্থান)।

অনুদানের অর্থ অনলাইনেও পাঠানো যায়।

Bank : State Bank of India, Public Park Branch, Bikaner
Bank Account No. : 51095258825
IFSC Code : SBIN0031162
PAN No. AAATR8192C
Email : rkabikaner@gmail.com

‘গহন আনন্দ চিন্তন’ গ্রন্থ প্রকাশনার স্থায়ী তহবিল

তারিখ.........................

প্রতি,
সচিব
রামকৃষ্ণ আশ্রম, ‘গহন আনন্দ চিন্তন’ প্রকাশন বিভাগ,
হোটেল করণী ভবন প্যালেস-এর নিকট,
করণীনগর, লালগড়, বীকানের ৩৩৪০০১ (রাজস্থান)

শ্রদ্ধেয় মহোদয়,

আমি/আমরা রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্থায়ী তহবিলে.......................................টাকা (কথায় ....টাকা) আমার ....স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রদান করছি।

আমার/আমাদের PAN হল...

নগদ / চেক/ডিডি নং .... তারিখ ....

ব্যাঙ্ক .... শাখা ....

গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

প্রণামান্তে,

ইতি—

স্বাক্ষর...

নাম...

ঠিকানা..

....

....পিন...

ফোন নং (এস.টি.ডি. কোড সহ) .... মোবাইল নং ঃ ....

ই-মেল ঃ ....

গ্রন্থে প্রযুক্ত ছবিগুলোর বিবরণ

৫৫। ১৪ই মে ২০০৫-এ সায়েন্টিফিক অধিবেশনে তৎকালীন সচিব রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে স্বামী সর্বলোকানন্দজীর সঙ্গে পূজ্যপাদ মহারাজ

৯৩। ব্রহ্মচারী অমৃতচৈতন্য, অদ্বৈত আশ্রম, কলকাতা

৯৪। মায়াবতী ১৯৪৭, আশ্রমের অন্যান্যদের সঙ্গে

৯৫। ● সামনের সারিতে মাঝে বসে আছেন পূজনীয় স্বামী সর্বানন্দজী মহারাজ, পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন ডানদিক থেকে ব্রহ্মচারী বিজয়, ব্রহ্মচারী নরেশ, স্বামী যোগিশানন্দজী ও ব্রহ্মচারী পরিতোষ

● রায়পুর মন্দিরের সামনে দশম সংঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের সঙ্গে ডানদিকে উপবিষ্ট পূজ্য স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী এবং তাঁর একজন পরে উপবিষ্ট পূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

৯৬। ১৯৭৩, রামকৃষ্ণ মঠ, বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের উদ্বোধনে পতাকা নিয়ে দশম সংঘাধ্যক্ষ পূজ্য স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ও ওনার ডানদিকে স্বামী অভয়ানন্দজী, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী, স্বামী গহনানন্দজী, বাঁদিকে স্বামী দয়ানন্দজী

৯৭। ১৯৭৫, রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, দার্জিলিং-এ সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে দশম সংঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, ওনার ডানদিকে পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এবং বাঁদিকে স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ এবং পিছনে ডানদিকে স্বামী প্রমেয়ানন্দজী মহারাজ ও অন্যান্য সাধুবৃন্দ

৯৮। বিদায়ের একটি মুহূর্ত ঃ সকলের উপর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজির আশীর্বাদ বর্ষিত হোক

৯৯। রামকৃষ্ণ সংঘের ষষ্ঠতম সংঘগুরু শ্রীশ্রীঠাকুরের চয়নিত, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য, স্বামীজির সন্ন্যাসী শিষ্য, স্বামী গহনানন্দজীর মন্ত্র, ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসগুরু স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ

১০০। পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ

১০১। ২০০৫-এ পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের তপস্যাপূত স্থান শ্যামলাতালে ওনার চরণচিহ্ন

১০২। ২০০৫-এ—শ্যামলাতাল আশ্রমে বিরজানন্দ ধামে নিজ গুরু কক্ষে

১০৩। ১৯৬৬-এর ফেব্রুয়ারীতে পূজ্য স্বামী নির্বাণানন্দজী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সহ-সংঘাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৮৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ভক্তদেরকে আধ্যাত্মিক দিশা দান করেন। পূজ্য স্বামী গহনানন্দজীর প্রতি তাঁর অগাধ স্নেহ ছিল।

১১৪। শ্যামলাতাল—এই নামেই এই তাল (পুকুরের নাম)। শ্যামলাতাল আশ্রমে পাহাড়ের নিচে আজও অবস্থান করছে। তালের এই নাম স্বামী বিরজানন্দজীর দেওয়া

১২১। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, বেলুড় মঠ

১২৩। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সমাধি মন্দির, বেলুড় মঠ

১২৪। বেলুড় মঠ শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের আত্মালিঙ্গের জলাভিষেক

১২৫। স্বামী বিবেকানন্দ সমাধি মন্দির, বেলুড় মঠ

১২৬। স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মৃতি মন্দির, বেলুড় মঠ

১২৭। শ্রীরামকৃষ্ণের পুরনো মন্দির, বেলুড় মঠ

১২৮। মায়াবতীতে গাছের নীচে ধ্যানমগ্ন

১২৯। বেলুড় মঠে পুরনো মন্দির থেকে নতুন মন্দিরের চূড়া দর্শন করে ফিরবার পথে

১৩৩। কেশকাল-বস্তার (ছত্তিশগড়)-এর মনোরম দৃশ্য

১৩৭। ক্ষেত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দিরে মাল্যঅর্পণ

১৩৯। মরিশাসে মহারাজের প্রাতঃভ্রমণ

১৪০। বেলুড় মঠে স্বামীজীর শয়নকক্ষে পাদুকাতে প্রণাম

১৪১। চণ্ডীগড় আশ্রমের পুরনো মন্দিরে

১৪২। মল্লিয়ানকারনাই তে সাধুনিবাসের শিলান্যাস

১৪৩। বেলুড় মঠে ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ

১৪৫। প্রবাসকালে পূজ্য মহারাজজী নিজের কক্ষে উপাসনারত

১৫০। হাসির ফোয়ারা

১৫১। সমুদ্রের ধারে অপূর্ব দৃশ্য

১৫৩। মন্দিরে ভাষণরত

১৫৫। স্বামী বিবেকানন্দের প্রযুক্ত জিনিসপত্রের দেখাশোনা

১৫৬। উজ্জয়িনী, মহাকাল শিবের পূজো, সঙ্গে পূজ্য সত্যরূপানন্দজী মহারাজ এবং অন্যান্য সাধুবৃন্দ

১৫৮। রাঁচিতে জনসভাতে মহারাজের সম্বোধন

১৬০। সিঙ্গাপুর পক্ষীরালয়ে পাখিদের দৃশ্যে আনন্দরত

১৬১। রাঁচির স্যানিটোরিয়ামে রোগীনারায়ণ সেবা

১৬২। ভক্তদের সঙ্গে আলাপচারিতা, রামকৃষ্ণ মিশন দিল্লীতে

১৬৩। মহারাষ্ট্রে ভক্তগণ পূজনীয় মহারাজের শ্রীচরণে পূজা নিবেদন করছেন

১৬৪। পুরীতে

১৬৫। প্রয়াগরাজ ত্রিবেণী সঙ্গমে পূজা নিবেদন

১৬৬। গয়াধামে বিষ্ণু পাদপাদ্মে পূজা নিবেদন

১৬৭। প্রয়াগরাজে নৌকা বিহার

১৬৮। দিল্লী ইন্দিরাগান্ধী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে

১৬৯। ওঁঙ্কারেশ্বরে শিব পূজা

১৭০। পোর্ট ব্লেয়ারে জাহাজে। সঙ্গে আছেন ব্রহ্মচারী উত্তম মহারাজ, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও স্বামী ঈশাত্মানন্দজী মহারাজ

১৭২। অরুণাচল প্রদেশ রামকৃষ্ণ মিশন নরোত্তম নগরে বুড়ী ধিং নদীর ধারে, সঙ্গে আছেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও স্বামী গিরিজেশানন্দজী মহারাজ

১৭৩। নিত্য সদ্ সাহিত্যপাঠ

১৭৫। সিঙ্গাপুর পক্ষীরালয়ে পাখিদের সঙ্গে খেলা

১৭৭। প্রয়াগরাজ ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নানরত, সঙ্গে আছেন পূজ্য স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী ও রতন মহারাজ।

১৭৯। মিয়ানমারে ভগবান বুদ্ধকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

১৮০। ভক্তদের সঙ্গে চিত্রকূট তীর্থদর্শন

১৮১। বেলুড় মঠে ভক্তদেরকে দর্শনের সময়ের একটি মুহূর্ত

১৮৫। চিত্রকূটে শ্রীরামদূত হনুমানের সঙ্গে আনন্দের মুহূর্তে, সঙ্গে আছেন শ্রীরামচরিত মানসের ব্যাখ্যাতা স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী, শ্রীআর.এল. হান্ডাজী ও স্বামী মুক্তিকামানন্দজী

১৮৬। মিয়ানমারে ভগবান বুদ্ধের সামনে প্রার্থনারত

১৮৮। জাপানে হাস্যরত বুদ্ধের মন্দিরে

১৮৯। দিনাজপুর, বাংলাদেশের গীতাভবনের শিলান্যাস

১৯০। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ মনোনীত হওয়ার পর রামকৃষ্ণ মঠ, যোগোদ্যান থেকে বেলুড় মঠে যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে উপস্থিত ভক্তদের আশীর্বাদ প্রদান

১৯১। রামকৃষ্ণ মিশন, দেওঘর, শীতকালে রোদের আনন্দ উপভোগ করছেন ও ভক্তদের সঙ্গে আলাপ করছেন।

১৯৩। শিশুদের হাতেখড়ি দিচ্ছেন

১৯৪। শিশুদেরকে মিষ্টি খাইয়ে আনন্দ উপভোগ করছেন

১৯৫। স্বাগত-মহারাষ্ট্রে

১৯৭। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বারাণসীতে রোগীনারায়ণ সেবা

১৯৮। প্রয়াগরাজ ত্রিবেণীসঙ্গমে, নৌকোতে পূজা নিবেদন

১৯৯। বিশাখাপত্তনমের সুন্দর দৃশ্য

২০৭। বেলুড় মঠ শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে

২০৮। মন্দিরে ভাষণরত

২০৯। রামকৃষ্ণ মিশন কটকের উদ্বোধনের সময়কার চিত্র

২১১। প্রয়াগরাজে, সঙ্গে আছেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী, উত্তম মহারাজ ও স্বামী ভক্তিরসানন্দজী

২১৩। প্রজেক্টের উপর চর্চা, সঙ্গে আছেন শ্রীএ.কে. মাহাতো, দিল্লীতে

২১৫। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বারাণসীতে রোগীনারায়ণ সেবা

২১৭। হেলিকপ্টারে অমরনাথ দর্শনে যাওয়ার পথে

২১৮। জম্মু এবং কাশ্মীরের রাজ্যপালের বাড়িতে বিশেষ অতিথি রূপে

২১৯। শ্রীনগরে শিবপূজা

২২১। অমরনাথে বরফের শিবলিঙ্গ দর্শনের পর হেলিকপ্টারে ওঠার জন্য প্রস্তুত

২২৩। অমরনাথে মনোরম পাহাড়ের মাঝে ভারতীয় সেনাজওয়ানদের সঙ্গে ত্যাগময় গেরুয়াবসনধারীদের পূর্ণ দর্শন

২২৪। অমরনাথ পাহাড়ে পায়রাদের দর্শন পেয়ে উচ্ছ্বসিত মহারাজ

২২৫। অমরনাথ দর্শনশেষে সকল ভক্তদের জন্য প্রার্থনা করে ফেরার পথে, সিঁড়িতে স্বামী গিরিজেশানন্দজী এবং অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে

২২৭। শ্যামলাতালে, সঙ্গে আছেন বাঁদিকে স্বামী গোকুলানন্দজী ও ডানদিকে স্বামী হংসানন্দজী মহারাজ

২২৯। শ্রীনগর লেকের মনোরম দৃশ্য, সঙ্গে আছেন স্বামী গিরিজেশানন্দজী

২৩০। উত্তরকাশীতে

২৩১। যোগোদ্যান মঠে অর্ঘ্য নিবেদন

২৩৩। বেলুড় মঠে কুমারী পূজাতে কুমারীকে অর্ঘ্য নিবেদন, সঙ্গে পূজ্যপাদ স্বামী

স্মরণানন্দজী মহারাজ ও স্বামী তত্ত্ববিদানন্দজী মহারাজ

২৪০। বেলুড় মঠ ট্রাষ্টী বিল্ডিংয়ে নিজের কক্ষের সামনে বারান্দাতে

২৪১। কাশ্মীরে ক্ষীরভবানী মন্দিরে পূজা

২৪২। জাপানে বুদ্ধ স্মারক দর্শন

২৪৭। বুদ্ধ মন্দিরে ঘন্টা বাজাচ্ছেন

২৪৯। রামকৃষ্ণ মিশন, লক্ষ্ণৌতে ভক্তদের সম্বোধন, সঙ্গে আছেন স্বামী মুক্তিনাথানন্দজী

২৫০। স্বাগত-রাজকোট, গুজরাটে

২৫২। সারগাছিতে পূজ্য স্বামী অখণ্ডানন্দজীর কক্ষে প্রণাম নিবেদন

২৫৫। মায়াবতীতে পাল্কিতে বসে আছেন, নিজের সময়ের স্মৃতি আবার তাঁর মনে ভেসে উঠলো

২৫৬। শিলং-এ

২৫৭। মায়াবতী আশ্রমে

২৫৮। মায়াবতীতে

২৬১। বিবেকানন্দ পলিক্লিনিকে রোগীনারায়ণ সেবা, সঙ্গে আছেন স্বামী মুক্তিনাথানন্দজী

২৬২। পুরুলিয়ার চিড়িয়াখানাতে

২৮৩। তীর্থক্ষেত্র গঙ্গোত্রীতে পূজা নিবেদন

২৮৭। দিল্লিতে

২৯১। ওঁঙ্কারেশ্বরে পূজা

২৯৩। রামকৃষ্ণ মিশন, নিউ দিল্লীতে

২৯৭। কম্পিউটার ল্যাবের উদ্বোধন

৩০৪। ইয়াঙ্গুল-এ অভিবাদন

৩০৫। বাংলাদেশের বন্দরে

৩০৬। ব্যাংককে

৩০৮। সিঙ্গাপুরে

৩০৯। রামকৃষ্ণ মঠ, মুঠিগঞ্জ, প্রয়াগরাজ কেন্দ্রে তখনকার পুরনো মন্দিরে পুষ্প নিবেদন

৩১৪। যোগোদ্যানে

৩২৩। রাঁচীতে তাঁর আগমনে স্বাগত

৩২৬। মন্দির উদ্বোধনে প্রভাতফেরীতে ঠাকুরের ছবি নিয়ে
৩২৮। চণ্ডীগড় আশ্রমে, সঙ্গে আছেন পূজ্য স্বামী পীতম্বরানন্দজী
৩২৯। বেলুড় মঠে
৩৩৩। তীর্থ—বদ্রীনাথ দর্শনের পর
৩৩৫। উত্তরকাশী—সাধুদের তপস্যাস্থল
৩৩৮। মন্দিরের দ্বারোদঘাটন
৩৩৯। মাতৃ পূজা
৩৪৪। মঞ্চে, সঙ্গে ত্রয়োদশ সঙঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গানাথানন্দজী মহারাজ
৩৪৫। কেদারঘাটে কেদার শিব দর্শন
৩৪৬। শান্তি আশ্রমে
৩৪৯। কথামৃত ভবনে
৩৫১। মালদাতে, পাশে আছেন পূজ্য স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ
৩৫৪। ‘Salute to Brave hearts’-স্কুলের শিশুদের প্যারেডের স্যালুট নিচ্ছেন—পুরুলিয়াতে
৩৫৫। রামকৃষ্ণ সঙেঘর ত্রয়োদশ সঙঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের সঙ্গে উনার কক্ষে
৩৫৬। দেবী কুমারীকে অর্ঘ্য নিবেদন
৩৫৭। কথামৃত ভবনে
৩৫৯। রামকৃষ্ণ মিশন, এ্যালো, অরুণাচল প্রদেশে ‘গার্ড অফ অনার’
৩৬০। ১৯৯৩ সালে অরুণাচল প্রদেশের এ্যালো কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সম্বোধন
৩৬১। ভুবনেশ্বরে
৩৬৮। ময়াল-ইছাপুরে
৩৭৪। হরিদ্বারের গঙ্গাঘাটে পূজা
৩৭৬। ল্যাবরেটরিতে
৩৭৭। মাতা ত্রিপুরেশ্বরী দর্শন
৩৮০। মার্চ ১৯৯৭ রামকৃষ্ণ আশ্রম বীকানেরে, সঙ্গে আছেন বীকানের আশ্রমের সচিব শ্রী অর্জুন সিং
৩৮১। বীকানের রামকৃষ্ণ আশ্রমের শিলান্যাস
৩৮২। বীকানের রামকৃষ্ণ আশ্রমের ভূমিতে পূজা নিবেদন করতে এগোচ্ছেন, ছাতা ধরে আছেন উপসচিব শ্রী কৈলাশ সিং

৩৮৫। রামকৃষ্ণ আশ্রম ভুবনেশ্বরে পূজ্য স্বামী অকামানন্দজী মহারাজের সঙ্গে
৩৮৭। উদ্বোধন মায়ের বাড়িতে শ্রীশ্রীমাকে অর্ঘ্য নিবেদন
৩৮৮। গঙ্গোত্রীর মনোরম দৃশ্য
৩৮৯। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সব ভক্তদের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা
৩৯০। বেলাডিতে রিক্সাতে গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছেন
৩৯১। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পঞ্চদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজের সঙ্গে
৩৯৩। আরোগ্য ভবন, বেলুড় মঠে আচার্য রাম মহারাজের সঙ্গে
৪০১। রামকৃষ্ণ আশ্রম বীকানেরে জনসভাকে সম্বোধিত করছেন
৪০২। রামকৃষ্ণ মঠ বরানগরে একটা কার্য্যক্রমে, পাশে আছেন পূজ্যপাদ স্বামী বামনানন্দজী
৪০৩। বেলুড় মঠ আরোগ্য ভবনে বৃদ্ধ সাধুদের শরীর স্বাস্থ্যাদি জিজ্ঞাসা করছেন, বসে আছেন পূজ্যপাদ স্বামী নির্মুক্তানন্দজী (উপেন মহারাজ), যিনি মহাপুরুষ মহারাজের শিষ্য ছিলেন
৪০৪। আরোগ্য ভবন বেলুড় মঠে বরিষ্ঠ সাধুদের সাথে দেখা করছেন, বসে আছেন পূজ্য স্বামী সামগানানন্দজী (সোমনাথ মহারাজ), দাঁড়িয়ে আছেন পূজ্য স্বামী ধ্যানেশানন্দজী (পরেশ মহারাজ)
৪০৬। বেলুড় মঠের দুর্গাপূজাতে
৪০৭। আরোগ্য ভবন বেলুড় মঠে স্বামী সারদানন্দজীর শিষ্য পূজ্য স্বামী বেদান্তানন্দজী (বীরেন মহারাজ)-র সঙ্গে
৪০৯। কামারপুকুরে স্বামী বিবেকানন্দের প্রস্তরমূর্তিতে প্রণামের পর, পাশে এই বইয়ের সম্পাদক পূজনীয় স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী এবং জনৈক সাধু
৪১১। রামকৃষ্ণ মঠ বরানগরের স্মারক স্মৃতির সামনে, পূজ্য স্বামী মুমুক্ষানন্দজী, স্বামী বামনানন্দজী এবং অরবিন্দ মহারাজ
৪১২। তীর্থস্থান কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অর্ঘ্য নিবেদন করছেন, পাশে পূজ্য দীপঙ্কর মহারাজ এবং স্বামী সুকুমার মহারাজ
৪১৩। যোগোদ্যান থেকে বেলুড় মঠে যাওয়ার সময় সবাইকে নমস্কার
৪১৪। তীর্থক্ষেত্র কামারপুকুর মঠে প্রণাম নিবেদন
৪১৫। তীর্থক্ষেত্র জয়রামবাটি শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে আত্মনিবেদন
৪১৭। দীক্ষার্থীদেরকে গুরুপূজার জন্য দেওয়া ছবিটি

৪১৮। পূজ্যপাদ স্বামী গোকুলানন্দজী মহারাজ দিল্লীতে তালকাটরা স্টেডিয়ামে সন্ধ্যার সময় হাঁটতে নিয়ে যেতেন সঙ্গে সেবক এবং দিল্লী মিশনের সাধু-ব্রহ্মচারীরাও যেতেন

৪১৯। কামারপুকুরে

৪২০। বেলুড় মঠে স্বামী শিবানন্দজীর ঘরে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন

৪২১। বেলুড় মঠ ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নতুন ভবনের উদ্বোধনের দিন

৪২৩। কাশীপুরে 'কল্পতরু দিবসে' শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন

৪২৫। বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারে

৪২৭। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে

৪২৯। মরিশাসে ভ্রমণ

৪৩১। www.belurmath.org রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ওয়েব সাইটের উদ্বোধন

৪৩২। রামকৃষ্ণ মিশন নিউ দিল্লীতে পূজ্য মহারাজজী সঙ্গে পূজ্য স্বামী নিত্যমুক্তানন্দজী, স্বামী গণদেবানন্দজী মহারাজ এবং ব্রহ্মচারীগণ

৪৩৩। তালকাটরা স্টেডিয়ামে সান্ধ্যভ্রমণের একটি মুহূর্ত

৪৩৭। রামকৃষ্ণ স্মৃতি মন্দির ক্ষেত্রীর ছাদে

৪৪০। কাশীপুর উদ্যানবাটিতে প্রণামের পর প্রসাদ নিচ্ছেন, সঙ্গে আছেন পূজ্য স্বামী প্রমেয়ানন্দজী

৪৪১। দুইজন সংঘাধ্যক্ষ একসঙ্গে

৪৪২। বেলুড় মঠের ওয়েব সাইটের উদ্বোধন করে খুলে দেখছেন, পাশে আছেন পূজ্য স্বামী প্রমেয়ানন্দজী, ভজনানন্দজী ও ষষ্ঠদশ সঙঘাধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ

৪৪৩। রামকৃষ্ণ মিশন নিউ দিল্লীতে, সঙ্গে আছেন পূজ্য স্বামী গোকুলানন্দজী, স্বামী গণদেবানন্দজী ও তাঁর সেবক মহারাজরা অরবিন্দ মহারাজ ও বিকাশ মহারাজ

৪৪৫। কামারপুকুরে সাধু ব্রহ্মচারী সঙ্গে

৪৪৬। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজারী মহারাজ, পূজ্য স্বামী বৈদ্যনাথানন্দজী মহারাজের সঙ্গে

৪৪৮। ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের প্রতীক্ষালয়, পাশে বসে আছেন ব্রহ্মচারী মুক্তচৈতন্য

৪৫০। রামকৃষ্ণ মিশন নিউ দিল্লীতে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করে ফেরার পথে

৪৫২। রামকৃষ্ণ মিশন নিউ দিল্লীতে সাধু ব্রহ্মচারীদের প্রণাম নিচ্ছেন

৪৫৩। আরোগ্য ভবন বেলুড় মঠে সব বরিষ্ঠ সাধুদের সঙ্গে

৪৫৪। দিল্লীস্থিত রোশন আরা রোডে শেঠ শ্যামল দাসের প্রাসাদে, যেখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পরিষদরা অতিথি হিসাবে নিবাস করছিলেন, সঙ্গে আছেন স্বামী গোকুলানন্দজী, শ্রী মল্লিক এবং ভক্তগণ।

৪৫৫। লেখক শংকরের সঙ্গে বেলুড় মঠে

৪৫৬। রোশনারা রোডস্থিত শেঠ শ্যামল দাসের বাড়ির সামনে পূজ্য স্বামী গোকুলানন্দজী ও ভক্তদের সঙ্গে

৪৫৭। সেবক স্বামী ভয়মাত্মানন্দজী মহারাজ (অরবিন্দ মহারাজ) কে আশীর্বাদ

৪৫৮। নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন মন্দিরে অর্ঘ্য নিবেদন

৪৫৯। নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের সভাগৃহ থেকে ফেরার পথে। সঙ্গে আছেন বিকাশ মহারাজ, স্বামী গোকুলানন্দজী, স্বামী দয়াত্মানন্দজী, স্বামী সনকানন্দজী ও সোমেশ মহারাজ

৪৬০। নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনে সাধু ব্রহ্মচারীদেরকে ধুতি এবং অঙ্গ বস্ত্র প্রদান, সঙ্গে বসে আছেন পূজ্য স্বামী অকমানন্দজী, পূজ্য স্বামী শ্রীধরানন্দজী, পূজ্য স্বামী গোকুলানন্দজী

৪৬১। পালকিতে নিয়ে যাচ্ছেন—মহারাষ্ট্রে

৪৬২। মাতা ত্রিপুরেশ্বরী দর্শন করে ফিরছেন সঙ্গে আছেন পূজ্য স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, স্বামী ভয়ামাত্মানন্দজী, বিকাশ মহারাজ এবং ভক্তগণ।

৪৬৩। বেলুড় মঠে প্রতিবন্ধী শ্রী সৌমেন্দ্র সেনকে আশীর্বাদ প্রদান

৪৬৪। সুইজারল্যান্ডে স্বামী অমরানন্দজী ও স্বামী প্রমেয়ানন্দজীর সঙ্গে

৪৬৫। স্বনামধন্য লেখক শংকরের স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত উপন্যাস 'সুলোচনা' পূজ্য মহারাজের হাতে উদ্বোধন করাচ্ছেন।

৪৬৯। বেলুড় মঠে

৪৭০। রামকৃষ্ণ মিশন নিউদিল্লীতে সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে বসে আছেন স্বামী গোকুলানন্দজী, স্বামী গণেশানন্দজী, স্বামী আত্মনিষ্ঠানন্দজী এবং অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীবৃন্দ

৪৭১। পূজ্য স্বামী গীতানন্দজী মহারাজের সঙ্গে

৪৭২। নিজের কক্ষে আহারের সময়

৪৭৩। ফোনে আলাপচারিতায় মহারাজ

৪৭৪। রামকৃষ্ণ মিশন এ্যালোতে

৪৭৫। তীর্থক্ষেত্র ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজমন্দিরে মহারাজ ধ্যানমগ্ন

৪৭৬। মরিশাসে

৪৭৭। রামকৃষ্ণ মিশন নিউ দিল্লীতে নতুন সাধু নিবাস এবং কর্মী আবাসনের উদ্বোধন

৪৭৯। পুরীর সমুদ্র সৈকতে একান্তে মহারাজ

৪৮১। এ্যালোতে আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে আনন্দরত অবস্থায়

৪৮৫। দেওঘর মন্দিরে পূজনীয় স্বামী সুবীরানন্দজী মহারাজের সঙ্গে

৪৮৬। মায়াবতীতে স্বামী বিবেকানন্দের ঘরের সম্মুখে সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে

৪৮৭। জামতাড়া রামকৃষ্ণ মন্দির

৪৮৯। দেওঘর রামকৃষ্ণ মন্দির

৪৯১। বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ মন্দিরে প্রণাম করে ফিরছেন

৪৯৩। আত্মনিবেদন

৪৯৪। শিকড়া কুলীনগ্রামে রাজামহারাজের জন্মভিটায়

৪৯৭। নিত্যদিনের মতো সকালে বেলুড় মঠের মূল মন্দিরে

৪৯৯। দেওঘরে অঙ্কন প্রদর্শনী দেখে সকলে উচ্ছ্বসিত

৫০১। দোল পূর্ণিমাতে কীর্তনের আনন্দে মুখরিত সকলে

৫০৩। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে

৫০৭। লন্ডনের ভক্তদের সঙ্গে

৫০৮। দেওঘরে পূজনীয় স্বামী সুবীরানন্দজী, সনকানন্দজী ও অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে

৫০৯। ভুবনেশ্বর লিঙ্গরাজ মন্দিরে ধ্যানরত মহারাজ

৫১১। পুরীতে সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে পূজ্য স্বামী বশিষ্ঠানন্দজী, স্বামী নিষ্ঠানন্দজী, স্বামী ভজনানন্দজী, স্বামী বিশাখানন্দজী এবং সেবক অমর

৫১২। লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ যে বাড়িতে ছিলেন তার সম্মুখে

৫১৩। উদ্বোধনে মাতৃময় শ্রীগুরুদেব

৫১৫। ২০০৪ সালে লন্ডনে শ্রীমতি ইলা বসুর বাড়িতে, সঙ্গে স্বামী প্রমেয়ানন্দজী ও স্বামী আত্মনিষ্ঠানন্দজী

৫১৬। ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষা দেওয়ার পর স্বামী বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দিরের সামনে

৫১৭। বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা

৫১৮। লন্ডনের স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রমণ স্থলে মহারাজ

৫১৯। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসচিব রূপে বর্ন এন্ড বেদান্ত সেন্টার, ইউ. কে.-তে

৫২০। ভুবনেশ্বর মঠে নিজের প্রিয় স্থান। এখান থেকেই তাঁর অধ্যাত্ম যাত্রা শুরু হয়েছিল

৫২৩। সেবা প্রতিষ্ঠানে নতুন বিল্ডিংয়ের উদ্বোধন

৫২৬। মায়াবতীতে সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে, আছেন গুরুভাই পূজ্য স্বামী মুমুক্ষানন্দজী ও পূজ্য স্বামী গোকুলানন্দজী

৫২৮। লন্ডনে ভক্ত শ্রীমতি ইলা বসুর বাড়িতে দুপুরের প্রসাদ গ্রহণ

৫৩০। স্বাগত—মহারাষ্ট্রে

৫৩১। বেলুড় মঠে দুর্গাপূজাতে মাকে প্রার্থনা

৫৩৩। 'প্রসন্নবদন, কৃপা সিন্ধু, লহ গো প্রণাম'—সাধুদের অধিবেশনে

সেবকদের দৃষ্টিতে—উপরে প্রথম ছবিতে ছাতা ধরে রেখেছেন স্বামী কৃষ্ণামৃতানন্দজী (ব্রহ্মচারী অসীম), খেতড়িতে তোলা এই ছবিটিতে দাঁড়িয়ে আছেন স্বামী জ্ঞানদীপানন্দজী (ব্রহ্মচারী উত্তম), মাঝে স্বামী নিষ্ঠানন্দজী মহারাজের (ব্রহ্মচারী বিকাশ) মাথায় হাত রেখেছেন পূজ্য মহারাজজী। দার্জিলিং-কার্শিয়াং রাস্তায় পূজনীয় মহারাজের ডানদিকে স্বামী আত্মনিষ্ঠানন্দজী মহারাজ, বাঁ দিকে স্বামী আত্যানন্দজী মহারাজ, ওনার বাঁদিকে ভক্তমহিলার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রী তারকনাথ মাল, নীচের ছবিতে সাধারণ উৎসবের দিনে বেলুড় মঠে শ্রী অমর, স্বামী ব্যোমাত্মানন্দজী (অরবিন্দ মহারাজ), ব্রহ্মচারী বিশ্বরূপ অধুনা স্বামী দয়াশিলানন্দ, স্বামী নিষ্ঠানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন দিল্লীতে ব্রহ্মচারী সোমেশ, অধুনা স্বামী তৎপরানন্দ

রামকৃষ্ণ শরণং

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ শরণং রামকৃষ্ণ শরণম্
রামকৃষ্ণ শরণং শরণ্যে।

(প্রভু) কৃপাহি কেবলং কৃপাহি কেবলং
কৃপাহি কেবলং শরণ্যে।

শরণাগতোঽহং শরণাগতোঽহং
শরণাগতোঽহং শরণ্যে।
নমো শ্রীগুরবে নমো শ্রীগুরবে
নমো শ্রীগুরবে নমো নমঃ।
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জয় জয় রামকৃষ্ণ।
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জয় জয় রামকৃষ্ণ।।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু



পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের চরণচিহ্ন